শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অতুলচন্দ্র সেন

তৃতীয় অধ্যায়

॥ কর্মযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

অন্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) জনার্দন (হে জনার্দন) কর্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী (কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) চেৎ তে মতা (ইহাই যদি তোমার মত হয়) তৎ (তবে) কেশব (হে কেশব) কিম্ (কি জন্য) ঘোরে কর্মণি (ঘোর কর্মে) মাং নিয়োজয়সি (আমাকে নিযুক্ত করিতেছ)।

শব্দার্থঃ কর্মণঃ—নিষ্কাম কর্মযোগ হইতেও (ম)। বুদ্ধিঃ—আত্মবিষয়া বুদ্ধি (ম)। জ্যায়সী—অধিকতরা, শ্রেষ্ঠা (শ্রী); শ্রেয়সী, প্রশস্ততরা (শ)। মতা—অভিপ্রেতা (শ); সম্মতা (শ্রী)। ঘোরে—হিংসাদি অনেক আয়াসবহুল (ম), ক্রূর (শ); বন্ধুবধাখ্য যুদ্ধরূপ (ব)। নিয়োজয়সি—'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব', 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রবৃত্ত করিতেছ (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে কেশব, ঈশ্বরে সমাহিত বুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা শ্রেয়—ইহাই যদি তোমার অভিমত হয়, তবে আমাকে এই দারুণ হিংসাত্মক কার্যে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কেবল কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেয়। পরমেশ্বরে বুদ্ধিকে নিহিত করাই হইতেছে মুখ্য কথা, কর্ম গৌণ। তারপর মনের কামনাবাসনা পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কি প্রকারে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারা যায় তাহাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। কাজেই অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে বুদ্ধি যদি কর্ম অপেক্ষা শ্রেয় হয়, তবে ত কর্ম না করিয়া জ্ঞানের সাধন দ্বারা বুদ্ধিকে ঈশ্বরে সমাহিত করিবার চেষ্টাই কর্তব্য। আর যদি কর্ম একবারেই ত্যাগ না করা যায় তবে জীবনধারণার্থে এরূপ কর্ম করা যাইতে পারে যাহা নির্দোষ এবং যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না। কিন্তু হে কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা এবং স্থিতপ্রজ্ঞতার কথা বলিয়া যুদ্ধের ন্যায় এরূপ হিংসামূলক বহু আয়াসসাধ্য কর্মে আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ? এই প্রকারের কর্ম স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করা অসম্ভব। তবে যে কর্মে গুরুপিতামহ প্রভৃতি স্বজনকে স্বহস্তে বধ করিতে হয়, যাহাতে অজস্র রক্তপাত হইবে, কুলক্ষয় যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এরূপ দারুণ কর্মে আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন (বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত বাক্যদ্বারা) মে বুদ্ধিং

(আমার বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (যেন মোহিত করিতেছ) তৎ একং নিশ্চিতং বদ (সেই একটি নিশ্চিত করিয়া বল) যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ (যাহাদ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি)।

শব্দার্থঃ ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন—কোথাও জ্ঞানপ্রশংসা কোথাও কর্মপ্রশংসা ঃ এই প্রকারের মিশ্রিত, সুতরাং সন্দেহোৎপাদক বাক্যদ্বারা (শ্রী)। বুদ্ধিম্—অন্তঃকরণ (ম)। তৎ একম্—এই উভয়ের মধ্যে একটি অর্থাৎ যেটি প্রধান, যেটি আমার যোগ্য (নী)। শ্রেয়ঃ—কল্যাণ (নী), মোক্ষ (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ কখনও কর্মপ্রশংসা কখনও জ্ঞানপ্রশংসা এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত বাক্যদ্বারা আমার বুদ্ধিকে কেন মোহিত করিতেছ—এই দুইটির যেটি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর সেইটি নিশ্চিত করিয়া বল।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুন বলিতেছেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার কথার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ মিশ্রিতভাবে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, অতএব একটি পথ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে।' বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে মোহকর কিছুই নাই, তবে অর্জুন তাঁহার কথার প্রকৃত মর্ম অবধারণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই উহা তাঁহার নিকট মোহকর বোধ হইতেছে। এজন্যই 'মোহয়সি ইব' অর্থাৎ যেন মোহিত করিতেছ—এই কথা বলিয়াছেন।

অর্জুনের মোহ কোথায় এবং কি কারণেই বা তাঁহার মোহ উৎপন্ন হইল তাহাই স্পষ্ট বোঝা দরকার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যবুদ্ধি ও কর্মযোগ—এই দুই প্রকারের বুদ্ধি বা যোগের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি যোগ কি দুইটি বিভিন্ন সাধনা না একই সাধনার দুইটি অংশ তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। কাজেই অর্জুন বুঝিতে না পারিয়া বলিতেছেন—'হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য ব্যামিশ্র অর্থাৎ উহাতে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ মিশ্রিতভাবে রহিয়াছে।'

তারপর জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই দুইটি যদি পৃথক সাধনা হয় তবে ইহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং কোনটি অর্জুনের অবলম্বনীয় তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া উহার শেষভাগে স্থিতপ্রজ্ঞতা ও ব্রাহ্মী স্থিতির উপর যেরূপ জোর দিয়াছেন তাহাতে সাংখ্যযোগই তাঁহার অবলম্বনীয়; অর্জুনের এই ভাব হওয়া আশ্চর্য নহে।

তৃতীয়তঃ কর্মযোগের দুইটি অংশ, তন্মধ্যে বুদ্ধিকে পরমেশ্বরে সমাহিত করাই মুখ্য এবং কর্মটি গৌণ। যদি তাহাই হয় তবে নির্দোষ সামান্য কর্ম করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করাই তাঁহার কর্তব্য। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ন্যায় ভীষণ জীবহিংসাত্মক কর্ম কি প্রকারে তাঁহার কর্তব্য হইতে পারে তাহা অর্জুন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই কারণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার শ্রেয়োনির্দেশের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন)

অস্মিন্‌ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকারের নিষ্ঠা) ময়া পুরা প্রোক্তা (আমাদ্বারা পূর্বে কথিত হইয়াছে) জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্‌ (জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের) কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ (কর্মযোগ দ্বারা যোগীদের) ।

শব্দার্থ ঃ অনঘ—নাই অঘ [পাপ] যাহার, নিষ্পাপ ; বিশুদ্ধান্তঃকরণ । অস্মিন্‌ লোকে—এই সংসারের লোকদিগের মধ্যে, শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানকারী ত্রিবর্ণীয় লোকদিগের মধ্যে (শ) ; শুদ্ধ ও অশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট বিবিধ লোকের মধ্যে (শ্রী) । নিষ্ঠা—মোক্ষপরতা (শ্রী) ; স্থিতি (শ) । সাংখ্যানাম্‌—শুদ্ধান্তঃকরণ, জ্ঞানভূমিকারূঢ় ব্যক্তিদের । জ্ঞানযোগেন—জ্ঞানই যোগ জ্ঞানযোগ, তদ্দ্বারা (শ) ; ধ্যানাদি দ্বারা (শ্রী) । কর্মযোগেন—কর্মই যোগ কর্মযোগ, তদ্দ্বারা (শ) । যোগিনাম্‌—কর্মীদিগের (শ) ; নিষ্কাম কর্মীদের (ব) ।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে পূতচরিত্র অর্জুন, আমি পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে এই সংসারে মুক্তিলাভার্থ সাংখ্যগণ জ্ঞানযোগ এবং যোগিগণ কর্মযোগ—এই দুই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন ।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি পূর্বাধ্যায়ে (৩৯ শ শ্লোকে) এই সংসারের লোকদিগের মধ্যে দুই প্রকারের নিষ্ঠা বা যোগের কথা বলিয়াছি। একটি জ্ঞানযোগ—সাংখ্যমতাবলম্বিগণ এই যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন । অপরটি কর্মযোগ—ইহা যোগীদিগের অবলম্বনীয় ।

আচার্য শংকর ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ বলেন যে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ দুইটি বিভিন্ন সাধনা নহে । উহারা একই সাধনার দুইটি স্তর । প্রথমে নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হয় ইহাই কর্মযোগ । কর্মযোগদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে । তখন কর্ম পরিত্যাগপূর্বক গুরুর নিকট 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য শ্রবণান্তর মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে মুক্তিলাভ করা যায় । এই মতে কর্মদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কারণ কর্ম জ্ঞানের বিরোধী । জ্ঞান ও কর্ম একত্র হয় না, কাজেই জ্ঞানীর কোনও কর্ম নাই । নিষ্কাম কর্মদ্বারা জ্ঞানলাভের যোগ্যতা জন্মে বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কর্মত্যাগ করিতেই হইবে । যতক্ষণ কর্ম আছে ততক্ষণ জ্ঞানলাভ হইবে না । আবার জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই, সুতরাং মুক্তির জন্য কর্মত্যাগ আবশ্যক । কর্ম বন্ধনেরই কারণ, মুক্তির কারণ নহে ।

পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন—একই নিষ্ঠা সাধ্যসাধনভেদে দুই প্রকার; দুইটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠা নহে । একথা বলিবার নিমিত্তই 'নিষ্ঠা' শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে ।[১] কিন্তু ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে 'নিষ্ঠা' শব্দ একবচনান্ত হইলেও 'দ্বিবিধা' এই বিশেষণ দ্বারা ঐ নিষ্ঠার যে দুইটি বিভিন্ন প্রকার বা পদ্ধতি আছে তাহাই সূচিত হইতেছে । 'নিষ্ঠা' শব্দের অর্থ মোক্ষপরতা বা স্থিতি । ইহার অর্থ যদি 'মোক্ষপরতা' করা যায় তাহা হইলে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয় নিষ্ঠাই স্বরূপতঃ এক, কারণ মোক্ষলাভ উভয়েরই উদ্দেশ্য । যদি ইহার 'স্থিতি' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মী স্থিতি সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ উভয়েরই চরম ফল । এই চরম ফললাভের পদ্ধতি বা প্রণালী স্বতন্ত্র ।[২] সাংখ্যযোগ ও

১ একৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন দ্বিপ্রকারা, ন তু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথয়িতুং নিষ্ঠেত্যেকবচনম্‌ ।

২ পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

কর্মযোগ যদি স্বতন্ত্র পদ্ধতি না বুঝাইয়া একই নিষ্ঠার দুইটি অংশ অথবা একটি সাধ্য অপরটি সাধন বুঝাইত, তাহা হইলে 'দ্বিবিধা' এই বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না । বাস্তবিক সাধনার এরূপ দুইটি পদ্ধতি বা মার্গ পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন । তারপর 'সাংখ্যানাম্‌' (সাংখ্যমতাবলম্বীদের) ও 'যোগিনাম্‌' (যোগমতাবলম্বীদের)—এই দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করাতে উহাদের অনুসৃত দুইটি বিভিন্ন পথের কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় । যদি উহারা একই সাধনার দুইটি অংশ হইত অথবা একটি সাধ্য অপরটি সাধন হইত তবে উহার একাংশ সাংখ্যগণ অপরাংশ যোগিগণ কিংবা সাধ্যটি এক সম্প্রদায় ও সাধনটি অপর সম্প্রদায় অনুষ্ঠান করে—একথার কোনও সার্থকতা থাকে না ।

> ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

অন্বয় ঃ কর্মণাম্‌ অনারম্ভাৎ (কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে) পুরুষঃ (কোনও পুরুষ) নৈষ্কর্ম্যং ন অশ্নুতে (কর্মশূন্যতার ভাব প্রাপ্ত হয় না) সন্ন্যসনাৎ এব (এবং কেবল কর্মত্যাগ দ্বারাই) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না) ।

শব্দার্থ ঃ পুরুষঃ—অবিশুদ্ধচিত্ত (ব), বহির্মুখ (ম) পুরুষ । কর্মণাম্‌—শাস্ত্রীয় (রা), আত্মজ্ঞানে বিনিযুক্ত (ম), জ্ঞানের অঙ্গরূপে বিহিত (ব) কর্মসকলের ; যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহের (শ) । অনারম্ভাৎ—অননুষ্ঠান হইতে (শ) । নৈষ্কর্ম্যম্‌—নিষ্কর্মভাব, কর্মশূন্যতা (শ) ; সর্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারের উপরতিপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা (রা); জ্ঞান (শ্রী) ; সর্বকর্মশূন্যত্ব (ম) । সন্ন্যসনাৎ এব—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম-পরিত্যাগ দ্বারা (শ) । সিদ্ধিম্‌—নৈষ্কর্ম্যলক্ষণা জ্ঞানযোগনিষ্ঠা (শ) ; মোক্ষ (শ্রী) ; জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা সিদ্ধি (ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেই যে লোকে কর্মশূন্যতার ভাব লাভ করে তাহা নহে, আর বাহ্যিক কর্মত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় তাহা নহে ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ সাধনার দুইটি বিভিন্ন পথের কথা বলা হইয়াছে । এখানে উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃত বিরোধ নাই তাহাই বলা হইতেছে । 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের সাধারণ অর্থ কর্মশূন্যতা । যখন মানুষ কোনও কর্ম করে না তখন তাহাকে নিষ্কর্মা বলা হয়, এই নিষ্কর্মার ভাব নৈষ্কর্ম্য । এতদ্ব্যতীত 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের বিশেষ অর্থ আছে । কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, সুতরাং কর্ম পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনা করিলেই মুক্তি হয় । মোক্ষলাভের পক্ষে কর্মত্যাগ দরকার, এই কারণে 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দে মোক্ষ অথবা মোক্ষলাভের সাধনা জ্ঞানকে বোঝায় । গীতার মতে নৈষ্কর্ম্য বলিতে কর্মত্যাগ বা কর্মহীনতা বোঝায় না । কারণ দেহবান জীবের পক্ষে নিঃশেষে কর্মত্যাগ অসম্ভব, কতকগুলি কর্ম আপনা হইতেই হয় ; সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও কতকগুলি কর্ম করিতে হইবে । তারপর বাহিরের কর্ম পরিত্যাগ করিলেও যদি অন্তঃকরণে কামনাবাসনা থাকে তবে কর্ম হইতেছে বলিতে হইবে । কেবল কর্ম মানুষের বন্ধনের কারণ নহে । কর্মের মূলে যে কামনাবাসনা ও অহংজ্ঞান থাকে তাহাই বন্ধনের কারণ । বাহিরের কর্মত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্য লাভ হইল তাহা নহে । কারণ চিত্তে কামনাবাসনা বর্তমান থাকিলে বন্ধনের কারণ দূর হয় না । কাজেই এই অবস্থাকে নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা বলা যাইতে পারে না ।

চিত্তের কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়া মানুষ যখন মনে করে প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, আত্মা কোনও কর্ম করে না, আত্মা প্রকৃতির অধীন নহে, তখন যে চিত্তের শান্তি ও সমতা লাভ হয় তাহাই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্য। এই অবস্থা লাভ হইলে আত্মা কর্মস্রোতের উপরে উঠিয়া এবং স্বাধীনতা ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া অবিচলিত-ভাবে অবলোকন করিতে থাকে। আত্মার নৈষ্কর্ম্য বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বোঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরার শেষ বোঝায় না। কোন প্রকার কর্ম না করিলেই যে এই অবস্থা লাভ হইল তাহা নহে। পক্ষান্তরে এই অবস্থা লাভ হইলে বাহিরে প্রকৃতির কর্ম চলিলেও তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কেবল কর্মত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় তাহা নহে। মোক্ষলাভের পক্ষে নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ শান্ত কর্মহীনতার অবস্থা লাভ করা দরকার। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে নৈষ্কর্ম্য বলিতে কর্মত্যাগ বোঝায় না এবং বাহ্যিক কর্মত্যাগ করিলেই যে নৈষ্কর্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে। কাজেই যাঁহারা মনে করেন যে কর্মত্যাগ করিলেই মোক্ষলাভ হয় বা মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাঁহারা ভ্রান্ত। মোক্ষলাভের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমন কি মুক্তিলাভের উহা ঠিক পথও নহে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালও) অকর্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি (কর্ম না করিয়া নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণসমূহ দ্বারা) অবশঃ (অবশ হইয়া) সর্বঃ কর্ম কার্যতে (সকলেই কর্মে প্রবর্তিত হয়)।

শব্দার্থঃ কশ্চিৎ—কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি (শ), জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ব্যক্তি (শ্রী)। জাতু—কদাচিৎ (শ); কোন অবস্থাতেই (শ্রী), সমাধিকালেও (নী)। ক্ষণমপি—কিঞ্চিৎ কালও (শ); ক্ষণমাত্রও (শ্রী)। অকর্মকৃৎ—কর্ম না করিয়া (শ্রী)। সর্বঃ—সমস্ত অজ্ঞ জীব (শ); সর্বজন (শ্রী)। প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ—প্রকৃতিজাত সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা (শ); স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি গুণদ্বারা (শ্রী) অবশঃ—অধীন, অস্বতন্ত্র (শ্রী)। কর্ম—লৌকিক বা বৈদিক কর্ম (ম), কায়িক, বাচিক বা মানসিক কর্ম (নী)।

শ্লোকার্থঃ কোন ব্যক্তিই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণসকল মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া কর্ম করাইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ কোন ব্যক্তিই, সে জ্ঞানীই হউক কি অজ্ঞানীই হউক, কর্ম না করিয়া মুহূর্তমাত্রও থাকিতে পারে না। নিঃশেষে কর্মত্যাগ জীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ নিজের চেষ্টাদ্বারা কোনও বাসনামূলক কর্ম না করিলেও কতকগুলি কর্ম, যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস, অজ্ঞাতসারে ও আপনা হইতেই হইয়া থাকে। তারপর যতদিন দেহ আছে ততদিন অশন শয়ন প্রভৃতি কার্যও বাধ্য হইয়াই করিতে হয়। তাহাছাড়া শারীরিক কর্ম না হইলেও মানসিক চিন্তা বন্ধ করা কঠিন এবং এগুলিও কর্ম। কাজেই মানুষমাত্রকেই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কর্ম করিতে হয়। কারণ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণ মানুষকে কর্ম করাইবেই।

আচার্য শংকরপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ বলেন যে এই শ্লোকে যে 'কশ্চিৎ' ও 'সর্বঃ' শব্দ আছে তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য। জ্ঞানীর কোনও কর্ম নাই। তাঁহার

সমস্ত কর্ম নিঃশেষ হইয়া যায়। তারপর প্রকৃতির গুণদ্বারা অবশ হইয়া যে কর্ম করার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও জ্ঞানীর জন্য নহে। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতির অধীন নন। ইহার উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে জ্ঞানীরও সমস্ত কর্ম নিঃশেষে শেষ হয় না। কতকগুলি কর্ম আপনা হইতেই হয়। যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহের ক্রিয়া হইবেই—চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও আপনা হইতে হয়, মনের চিন্তাও কর্মের মধ্যে গণ্য। জ্ঞানীও প্রকৃতির কর্মস্রোত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন না। তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী জানেন যে প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, তিনি নিজে কর্তা নন, আত্মা নির্লিপ্ত। অজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জানে না, প্রকৃতির কার্যকে আত্মার কার্য বলিয়া অহংকার করে।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

অন্বয়ঃ যঃ বিমূঢ়াত্মা (যে আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি) কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য (কর্মেন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল স্মরণ করিয়া অবস্থান করে) সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে (সে মিথ্যাচারী বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থঃ বিমূঢ়াত্মা—রাগাদি দ্বারা দূষিতান্তঃকরণ (শ); বিমূঢ়ান্তঃকরণ (ম)। কর্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ঃ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (শ)। মনসা স্মরন্—মনে মনে চিন্তা করিয়া, ভগবানের ধ্যানের ছলে চিন্তা করিয়া (শ্রী)। ইন্দ্রিয়ার্থান্—শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে (শ)। আস্তে—বসিয়া থাকে। সংযম্য—নিগৃহীত করিয়া (শ্রী)। মিথ্যাচারঃ—মিথ্যা [মিথ্যা এবং ব্যর্থ] আচার [অনুষ্ঠান] যাহার, মৃষাচার (শ); কপটাচার, দাম্ভিক (শ্রী), পাপাচার (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমূহকে মনে মনে স্মরণপূর্বক কর্মশূন্য হইয়া অবস্থান করে অর্থাৎ বিষয়াকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করে অথচ কোনও কর্ম করে না, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি মিথ্যাচারী অর্থাৎ আত্মপ্রতারিত বলিয়া গণ্য।

ব্যাখ্যাঃ পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলেই কর্মত্যাগ করা যায় না। অনেকে মনে করে যে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যরোধ করিলেই কর্মত্যাগ হইল। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের যোগে বাহ্যিক কোনও কর্মের অনুষ্ঠান না হইলেও চিত্তের মধ্যে সংকল্প, বিকল্প, কামনা, বাসনা, বিষয়চিন্তা থাকিলে তাহাই কর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাজেই অন্তরে বিষয়চিন্তা, কামনাবাসনা জাগ্রত রাখিয়া যদি কেহ বাহিক কর্মানুষ্ঠানে বিরত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সে আত্মপ্রতারণা করিতেছে। মোক্ষলাভের নিমিত্ত, আত্মসংযমের জন্য সে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা মিথ্যা ও ব্যর্থ। সে মনে করিতেছে যে সে কোন কর্ম করিতেছে না, তাহার নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কর্ম চলিতেছে।

প্রাচীন টীকাকারগণ 'মিথ্যাচার' শব্দের কপটাচার এই অর্থ করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রকার কর্মত্যাগিগণের মধ্যে যে কপটাচারী না আছে তাহা নহে। তাহারা কর্মত্যাগের ভান করিয়া লোককে দেখাইতে চায় যে তাহাদের নৈষ্কর্মের অবস্থালাভ হইয়াছে, তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ কপটাচারী

সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া গেলেও সকলেই যে লোক ঠকাইবার জন্য কর্মত্যাগ করে তাহা নহে। অনেকে প্রকৃতই মনে করে যে কর্মত্যাগ দ্বারা তাহারা জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহারা আত্মপ্রতারক মাত্র।

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাচার সন্ন্যাসীদের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। মনে মনে বিষয়ের চিন্তা আছে অথচ বাহিরে কর্মত্যাগী—এরূপ সন্ন্যাসী প্রাচীন কালেও ছিল, বর্তমান কালেও আছে, অন্যদেশেও ছিল, এদেশেও আছে। যে সময় গীতা রচিত হইয়াছিল তখনও সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীর আধিক্য ছিল। এজন্যই গীতাতে ইহাদের এত তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা সকলেই যে ভণ্ড তাহা নহে। ইঁহাদের অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করেন যে সন্ন্যাস দ্বারা বিষয়ের মোহ ত্যাগ করিয়া ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। কাহারও কাহারও হয়ত কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং সেইজন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু গীতা বলিতেছে যে যাহারা বাহিরে সন্ন্যাস লইয়া অন্তরে কামনাবাসনা পোষণ করে তাহারা বিমূঢ়াত্মা, মূঢ়প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়জয় আন্তরিক, বাহ্যিক বিষয়ত্যাগে ইন্দ্রিয়জয় হয় না। অতএব কর্মত্যাগ না করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম করাই কর্তব্য। ইহাই পুরুষার্থ লাভের প্রকৃত পথ। পরের শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

অন্বয়ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা) কর্মযোগম্ আরভতে (কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন) সঃ বিশিষ্যতে (তিনিই বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হন)।

শব্দার্থঃ যঃ তু—উক্ত মিথ্যাচার ব্যতীত অপর যে ব্যক্তি (নী), কমাধিকৃত অজ্ঞ (শ)। মনসা—আত্মাবলোকনপ্রবৃত্ত বিবেকযুক্ত মনদ্বারা (রা), মনের সহিত (ম, নী)। ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল (শ্রী)। নিয়ম্য—শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া (ম); ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া (শ্রী), মনের সহিত সংযত করিয়া (ম)। অসক্তঃ—অনাসক্ত, ফলাভিসন্ধিবর্জিত (শ), ফলাভিলাষ রহিত (শ্রী); অফলাকাঙ্ক্ষী (বি)। কর্মযোগম্—কর্মরূপ যোগ [উপায়] (শ্রী)। সঃ বিশিষ্যতে—মিথ্যাচার হইতে শ্রেষ্ঠ হয় (ম); চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানবান হয় (শ্রী)। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ ঃ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই বিশিষ্ট বা প্রশংসিত হন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে মনে বিষয়কামনা বিদ্যমান থাকিলে বাহ্যিক কর্মত্যাগ মিথ্যাচার বলিয়া নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা মনের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া কর্মফলে নিস্পৃহ হইয়া যিনি কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রশংসাভাজন। এস্থলে অন্তরে কামনাযুক্ত কিন্তু বাহিরে কর্মত্যাগী এবং অন্তরে বাসনাহীন কিন্তু বাহিরে কর্মবান—এই দুইয়ের তুলনা করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সংযমের কথা পূর্বেই

বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে। কর্মত্যাগ করা যখন সম্ভবপর নয় তখন ইন্দ্রিয় সংযত করিয়াই কর্ম করিতে হইবে। শুদ্ধ কর্ম দোষের নহে, শুদ্ধ কর্ম বন্ধনও নহে, বন্ধনের কারণও নহে। কিন্তু যে কামনাবাসনা হইতে কর্মের উৎপত্তি হয়, সেই বাসনার যে মোহকরী শক্তি তাহাই দূষণীয়। কাজেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া মনের কামনাবাসনা দূর করিতে পারিলেই কর্ম নির্দোষ হইতে পারে। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তোমার বিহিত কর্ম করিয়া যাও।

ইন্দ্রিয়সংযম ও অনাসক্তি—ইহাই হইল কর্মযোগের সার কথা। প্রত্যেক মানুষকে সম্যক্‌ভাবে স্বাধীনতার সহিত কর্ম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় ও রিপুর বশ্যতা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধিলাভের প্রধান গূঢ় রহস্য।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম কুরু (নিয়ত কর্ম কর) হি (যেহেতু) অকর্মণঃ কর্ম জ্যায়ঃ (অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ) অকর্মণঃ তে (কর্মহীন তোমার) শরীরযাত্রা অপি ন প্রসিধ্যেৎ (শরীরধারণ ব্যাপারও নির্বাহিত হইবে না)।

শব্দার্থঃ নিয়তম্—এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ দৃষ্ট হয়, যথা ঃ সর্বদা, নিত্য, শাস্ত্রোপদিষ্ট (শ), সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম (শ্রী), আবশ্যক কর্ম (ব); শ্রৌত ও স্মার্ত নিত্য কর্ম (ম)। অকর্মণঃ—অকরণ হইতে (শ), সর্বকর্মের অকরণ হইতে (শ্রী), সকল কর্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা কর্মের অকরণ হইতে (নী); জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে (রা)। জ্যায়ঃ—অধিকতর (শ), প্রশস্যতর (ম)। শরীরযাত্রা—শরীরস্থিতি (শ), শরীরনির্বাহ (শ্রী), দেহব্যবহার (নী)। অকর্মণঃ—সর্বকর্মশূন্য (শ্রী), সন্ন্যস্তসর্বকর্ম (ব), যুদ্ধাদি কর্মরহিত (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, তুমি সর্বদা নিয়ত কর্ম কর, কারণ কর্ম না করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল। কর্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহিত হইবে না অর্থাৎ তুমি বাঁচিয়া থাকিতেও পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ যেহেতু বাসনাযুক্ত কর্মত্যাগী অপেক্ষা বাসনাহীন কর্মী শ্রেয়, অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিয়া নিষ্কামচিত্তে তোমার বিহিত কর্মসকল সম্পাদন কর। কারণ কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠান শ্রেয়স্কর। কেন শ্রেয়স্কর—তাহার কারণ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইবে। জ্ঞান বলিতে কর্মত্যাগ বোঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও কামনায় অনাসক্তিই বোঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্নক্রিয়া ইন্দ্রিয়বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্ধ্ব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে এবং শুদ্ধ বিষয়শূন্য আত্মজ্ঞানের আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে (নিয়তম্ কর্ম)—জ্ঞান বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বোঝায়। কর্মযোগের দ্বারা ভক্তিযোগ সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তিদায়ক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়। কর্মানুষ্ঠান যে কেবল মুক্তির জন্যই আবশ্যক তাহা নহে, শরীর রক্ষা করিতে হইলেও কর্মের দরকার। বিনা কর্মে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

শরীর রক্ষা না হইলে কোন পুরুষার্থলাভই হয় না। সুতরাং শরীর রক্ষার্থও তোমাকে কর্ম করিতে হইবে।

'নিয়তম্‌' শব্দের বিবিধ অর্থ করা হইয়া থাকে, যথা ঃ (১) সর্বদা। হে অর্জুন, তুমি সর্বদাই কর্ম কর, কখনও কর্মশূন্য হইয়া থাকিও না। কারণ কর্ম না করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে কর্ম করাই শ্রেয়স্কর। (২) শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য কর্ম, শ্রৌতস্মার্তাদি কর্ম। প্রাচীন টীকাকারগণ এই অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু 'নিয়ত কর্ম' বলিতে কেবল সন্ধ্যোপাসনাদি কর্মই বোঝায় না, ইহাতে বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত বিহিত কর্মই বুঝাইতেছে। স্বধর্মোচিত সমস্ত বিহিত কর্মই নিয়ত কর্ম। অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধও নিয়ত কর্ম, নচেৎ যুদ্ধার্থী অর্জুনকে কেবল সন্ধ্যোপাসনাদির বিধান দিলে তাহার কোনও অর্থ থাকে না। (৩) ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া যে কর্ম করা যায় তাহাই নিয়ত কর্ম। পূর্ব শ্লোকে 'নিয়ম্য' শব্দদ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এই শ্লোকে নিয়ত কর্মদ্বারাও তাহাই বুঝাইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিধির দ্বারা নির্দিষ্ট কর্মকে এস্থলে 'নিয়ত কর্ম' বলা হয় নাই। শাস্ত্রবাক্যই হউক, কি গুরুর উপদেশই হউক, কি সামাজিক নীতিই হউক—যখনই বাহ্য বিধির দ্বারা কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাহাকে স্বাধীন বা স্বার্থশূন্য কর্ম বলা যাইতে পারে না ; কারণ যখন শাস্ত্রীয় উপদেশ বা সমাজনীতির অনুগত হইয়া আমরা কর্ম করি তখনও তাহা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির বশেই করা হইয়া থাকে। আমাদের স্বভাব উহা অনুমোদন করে বলিয়াই আমরা উহার অনুসরণ করিয়া থাকি। কিন্তু বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্নক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্ধ্ব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে ও আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে তখন সেই বুদ্ধি হইতে যে কর্ম হয় তাহাই 'নিয়ত কর্ম'। এই প্রকার কর্মই স্বাধীন ও স্বার্থশূন্য। কিন্তু এরূপ কর্মের বিধান ভিতর হইতেই আসিতে পারে, বাহির হইতে নহে।

অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেয়—একথা গীতাতে বারংবার বলা হইয়াছে। সাধকের এমন এক অবস্থা হইতে পারে, যখন তাঁহার নিজের কোনও কর্মের প্রয়োজন থাকে না—কর্ম করিয়া তাঁহার কোন লাভ নাই, না করিয়াও কোন লাভ নাই। এই অবস্থাতেও কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল। তখন নিজের কর্তব্য না থাকিলেও লোকশিক্ষার্থ কর্ম করা উচিত। তাহাছাড়া কর্ম কখনও নিঃশেষে ত্যাগ করা যায় না, কারণ শরীর রক্ষা করিতে হইলেও কর্ম করিতে হইবে। সন্ন্যাসী-দিগকেও ভিক্ষার্থ নানাস্থানে যাতায়াত করিতে হয়, লোকের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। গৃহস্থ লোকের ত কথাই নাই। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি সর্বদা সংযতচিত্তে তোমার স্বধর্মোচিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাও, কখনও কর্মত্যাগ করিও না।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

অন্বয় ঃ যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র (যজ্ঞার্থ সম্পাদিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ (লোকসকল কর্মদ্বারা আবদ্ধ হয়) কৌন্তেয় (হে অর্জুন) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্য হইয়া) তদর্থং কর্ম সমাচর (যজ্ঞের নিমিত্ত কর্মসকল সম্পাদন কর)।

শব্দার্থ ঃ যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞ [বিষ্ণু, পরমেশ্বর] অর্থ [প্রয়োজন] যাহাতে, যজ্ঞার্থ [বিষ্ণুর আরাধনার্থ] যে কর্ম করা যায় তাহাই যজ্ঞার্থ কর্ম (শ, ম)। অন্যত্র—অন্যকর্মে প্রবৃত্ত, স্বসুখফলাত্মক কর্মে (ব) ; স্বর্গাদি প্রয়োজনে প্রবৃত্ত (নী)। অয়ং লোকঃ—কর্মাধিকারী, কর্মকারী লোকসমূহ (শ, ম)। কর্মবন্ধনঃ—কর্ম বন্ধন যাহার (শ), কর্মদ্বারা বদ্ধ (শ্রী)। মুক্তসঙ্গঃ—কর্মফলে আসক্তিবর্জিত (শ); ত্যক্তসুখাভিলাষ (ব), নিষ্কাম (শ্রী)। তদর্থম্—বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ (শ্রী); যজ্ঞার্থ (ম) ; ঈশ্বরারাধনার্থ (নী)। কর্ম—দ্রব্যার্জনাদি কর্ম (রা) ; বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ যজ্ঞের নিমিত্ত বা যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা হয় তদ্ব্যতীত অন্য কর্মদ্বারা মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্মসকল সম্পাদন কর।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে নিয়ত কর্ম করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক (কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ)। কর্মদ্বারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না—এই আপত্তির নিরসনার্থ বলা হইতেছে যে যজ্ঞার্থ অর্থাৎ যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা যায় তাহাতে বন্ধন হয় না ; ইহা ছাড়া অন্য কর্মদ্বারা বন্ধন হয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি আসক্তিবিহীন হইয়া যজ্ঞার্থ কর্মসকল সম্পাদন কর। এখন যজ্ঞার্থ কর্ম কি তাহাই বিবেচ্য।

বেদে বিবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্বক যে হোমক্রিয়া করা হয় তাহার সাধারণ নাম যজ্ঞ। যে সকল যজ্ঞের বিধি বেদে নির্দিষ্ট আছে তাহাদিগকে শ্রৌত বা বৈদিক যজ্ঞ বলে। বৈদিক যজ্ঞ ব্যতীত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও অনেক যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের পঞ্চ যজ্ঞ অবশ্যকর্তব্য ঃ যথা, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। এগুলি যথাবিধি প্রত্যহ সম্পাদন না করিলে গৃহস্থ পাপভাগী হয়। দেবযজ্ঞ ব্যতীত অন্যান্য যজ্ঞে হোমক্রিয়া নাই, তথাপি উহারা যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্মোচিত সমস্ত কর্মই যদি ভোগের নিমিত্ত না হইয়া ত্যাগের নিমিত্ত করা যায় তবে তাহাকেই যজ্ঞ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রের মর্ম এই যে যজ্ঞার্থ অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম করা যায় তাহা ত্যাগমূলক এবং অবশ্যকর্তব্য বিধায় তাহাদ্বারা পুরুষের বন্ধন হয় না। এইসকল কর্ম তাহার মোক্ষলাভের বিরোধী না হইয়া উহার সহায়কই হইয়া থাকে। তাহাছাড়া আর সমস্ত কর্মই বন্ধনাত্মক। গীতাতে যদিও শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞসকল পরিত্যক্ত হয় নাই তথাপি 'যজ্ঞ' শব্দ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'যজ্ঞ' শব্দের মৌলিক অর্থ দেবপূজা (যজ্ দেবপূজায়াম্) বা দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে কৃত হইয়া থাকে। কারণ দেবগণ প্রকৃতিস্থ ঈশ্বরেরই শক্তি।

সংসারের প্রত্যেক কর্মই দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। এক প্রকারের কর্ম কর্তা তাহার আত্মপ্রীতির নিমিত্ত করিয়া থাকে ; ইহা ভোগার্থ বা পুরুষার্থ কর্ম। অন্যত্র কর্তা আত্মপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম না করিয়া দেবতাদের বা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম করেন ; এই শেষোক্ত প্রকারের কর্মই যজ্ঞার্থ কর্ম। মানুষ যদি জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য কর্ম আত্মপ্রীতির নিমিত্ত সম্পাদন না করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করে তবে তাহার সমস্ত জীবন একটি বিরাট যজ্ঞে পরিণত হয়। এই বিরাট যজ্ঞে তাহাকে সমস্ত কামনাবাসনা, স্বার্থ, ভোগ আহুতিরূপে

অর্পণ করিতে হইবে; অহঙ্কারশূন্য হইয়া জীবনের সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। তবেই তাহার কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে। এই প্রকারের কর্মদ্বারাই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে। গীতা যদিও এই অধ্যায়ে বৈদিক যজ্ঞকে দৃষ্টান্তস্বরূপ লইয়া তাহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছে, তথাপি যজ্ঞের ব্যাপক অর্থই যে গীতার অভিমত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাচীন টীকাকারগণের অনেকেই এই শ্লোকের 'যজ্ঞ' শব্দের 'বিষ্ণু' অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু 'বিষ্ণু' অর্থে 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষতঃ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে 'যজ্ঞ' শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই শ্লোকেও সেই অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হয়। লোকমান্য তিলক এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই মত।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০

অন্বয়ঃ পুরা (পূর্বকালে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা (যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (ইহাদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্‌ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও) এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্‌ অস্তু (ইহাই তোমাদের অভীষ্ট কামপ্রদ হউক)।

শব্দার্থঃ সহযজ্ঞাঃ—যজ্ঞসহিত (শ); যজ্ঞাধিকৃত (শ্রী); যজ্ঞের [স্বাশ্রমোচিত বিহিত কর্মকলাপের] সহিত (ম)। প্রজাঃ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ঃ এই ত্রিবর্ণীয় লোক (শ), ব্রাহ্মণাদি প্রজা (শ্রী); দেবমানবাদিরূপ প্রজা (ব)। পুরা—সৃষ্টির পূর্বে (শ)। প্রজাপতিঃ—প্রজাপতি ব্রহ্মা (শ্রী); সর্বেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বাত্মা নারায়ণ (রা)। অনেন—এই যজ্ঞ দ্বারা (শ্রী); স্বাশ্রমোচিত কর্মদ্বারা (ম)। প্রসবিষ্যধ্বম্‌—প্রসব [বৃদ্ধি, উৎপত্তি] কর (শ); উত্তরোত্তর অতিবৃদ্ধি লাভ কর (শ্রী)। এষঃ—এই যজ্ঞাখ্য ধর্ম (ম)। ইষ্টকামধুক্‌—ইষ্ট [অভিপ্রেত] কামসকলের দোহনকারী (শ); অভীষ্ট ভোগপ্রদ (শ্রী, ম); ইষ্টার্থপূরক (নী); বাঞ্ছিত মোক্ষপ্রদ (ব)।

শ্লোকার্থঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানবগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—হে প্রজাগণ, তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগসামগ্রী প্রদান করুক অর্থাৎ এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের বৃদ্ধি হইবে এবং তোমরা অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম করিলে তাহাতে মানুষের বন্ধন হয় না। প্রজাপতির বিধান অনুসারে মানবগণের বৃদ্ধি এবং ইষ্টলাভও যজ্ঞের দ্বারাই হইয়া থাকে—ইহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রজাপতি ভগবান মানুষকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন*। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম, যখন প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছিল তখনই তাহাদের রক্ষার্থ যজ্ঞেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রজাপতি পরমেশ্বর যেরূপ মানুষের সৃষ্টিকর্তা সেইরূপ তাহার কর্মেরও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং মানুষ ও তাহার কর্ম একসঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থ এই হইতে পারে যে মানুষের হৃদয়ে যজ্ঞের ভাব নিহিত করিয়াই প্রজাপতি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'যজ্ঞ' শব্দে যে কেবল আনুষ্ঠানিক

যজ্ঞই বোঝায় তাহা নহে, চাতুর্বর্ণ্যের স্বধর্মোচিত ক্রিয়াকলাপও দেবতা বা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত কৃত হইলে তাহা যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। 'যজ্ঞ' শব্দের মৌলিক অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, কিন্তু ইহার ব্যাপক অর্থে ত্যাগমূলক কর্মমাত্রই যজ্ঞ। মানুষের মধ্যে যে কেবল স্বার্থপরতাই আছে তাহা নহে, ত্যাগের ভাবও আছে। এই ত্যাগমূলক কর্মদ্বারাই সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে এবং মনুষ্যগণ তাহাদের অভীষ্ট বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইতেছে। মানুষ যদি কেবল স্বার্থপর বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কর্ম করিত, তবে সৃষ্টিরক্ষা বা অভীষ্টলাভ কিছুই হইত না; পরস্পর স্বার্থের বিরোধ, কলহ ও যুদ্ধাদির সৃষ্টি হইয়া মানবকুল ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইত। এই তথ্যটি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত যে যজ্ঞ করে তাহাতে দেবতারা প্রীত হইয়া বৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারা মানুষের বৃদ্ধি হয়। তারপর মানুষ পশু, বিত্ত, স্বর্গাদি যে সকল ইষ্ট দ্রব্য ভোগ করে তাহাও দেবতারা যজ্ঞে প্রীত হইয়া মানুষকে প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—গীতাতে যখন কাম্যকর্মের স্থান নাই তখন যজ্ঞকে 'ইষ্টকামধুক্‌' বলিয়া তাহার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া হইল কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যজ্ঞ দ্বারা ইষ্টলাভ হয় বলিয়া যে ইষ্টবস্তু লাভের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে হইবে তাহা নহে। দেবতাদের প্রীত্যর্থ নিত্যকর্মরূপেই যজ্ঞ করিতে হইবে। দেবতাগণ প্রীত হইলে মানুষের অভীষ্ট বস্তুসকল দান করিবেন। এই প্রকারে মানুষ ও দেবতার আদানপ্রদান দ্বারাই সৃষ্টিরক্ষা ও প্রজাগণের বৃদ্ধি ও ইষ্টলাভ হইবে। ইহাই প্রজাপতির নির্দেশ।

প্রাচীন টীকাকারগণ 'প্রজা' শব্দের অর্থে 'ত্রিবর্ণের প্রজা' লিখিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারণ ভগবান যদি কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের রক্ষার্থই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে চতুর্থ বর্ণের রক্ষার উপায় কি? ভগবান কি তাহাদের রক্ষা ও বৃদ্ধির কোনও উপায় করেন নাই? কাজেই 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। স্বধর্মোচিত ত্যাগমূলক সমস্ত কর্মই যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে।

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

অন্বয়ঃ অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) দেবান্‌ ভাবয়ত (তোমরা দেবতাগণকে সম্বর্ধিত কর) তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু (সেই দেবতাসকল তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুক) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরকে সম্বর্ধিত করিয়া) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (তোমরা লাভ করিবে)।

শব্দার্থঃ দেবান্‌—ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে (শ), আমার শরীরভূত মদাত্মক দেবতাগণকে (রা)। ভাবয়ত—বর্ধিত কর (শ), হবির্ভাগ দ্বারা সম্বর্ধিত কর, তৃপ্ত কর (শ্রী, ম)। ভাবয়ন্তু—বৃষ্ট্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করুক (শ), বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্নোৎপাদন করিয়া সম্বর্ধিত করুক (শ্রী, ম)। পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ—ক্রমশঃ মোক্ষলক্ষণাত্মক জ্ঞান অথবা পরম শ্রেয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে (শ), মোক্ষাখ্য শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে (রা, ব); অভীষ্ট অর্থ পাইবে (শ্রী), দেবগণ তৃপ্ত ও তোমরা স্বর্গাখ্য পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ এই দেবপূজাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগকে তোমরা সম্বর্ধিত কর ; দেবতাগণ প্রীত হইয়া তোমাদিগকে সম্বর্ধিত অর্থাৎ প্রীত করুক। এইরূপে পরস্পরকে সম্বর্ধনা করিয়া তোমরা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ দশম শ্লোকে যে যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, যে যজ্ঞকে সাথী করিয়া মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, যে যজ্ঞ তাহার বৃদ্ধি ও ইষ্টলাভের হেতু সেই যজ্ঞদ্বারা মানবগণ দেবতাদিগকে সম্বর্ধিত ও প্রীত করুক। দেবতাগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি, অতএব দেবতাগণের সম্বর্ধনা দ্বারা ভগবানেরই সম্বর্ধনা করা হইবে। দেবতাগণও এই যজ্ঞদ্বারাই মানবগণকে প্রীত ও সম্বর্ধিত করুক। এই প্রকারে যজ্ঞদ্বারা (ত্যাগাত্মক কর্মদ্বারা) মানুষ ও দেবতাগণ পরস্পরকে সম্বর্ধিত করিলে সকলেরই পরম মঙ্গল হইবে।

সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া এক বিরাট যজ্ঞক্রিয়া চলিতেছে। এই যজ্ঞের মূলে ত্যাগ, ভোক্তা স্বয়ং ভগবান (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্)। প্রকৃতিস্থ দেবতাগণ সর্বদা এই যজ্ঞ করিতেছেন ; নিজের যাহা আছে তাহা অকাতরে দান করিতেছেন। সূর্যদেব প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সমস্ত সৌরজগৎ আপনার কিরণজালে উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছেন, পবনদেব প্রতি মুহূর্তে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু যোগাইতেছেন, অগ্নিদেব উত্তাপ দিতেছেন, ইন্দ্রদেব মেঘরূপে বৃষ্টিদান করিতেছেন। ইহারই ফলে সৃষ্টিরক্ষা পাইতেছে, জীবগণ বাঁচিয়া আছে, বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইষ্টবস্তু লাভ করিতেছে। মানুষকেও এই যজ্ঞে যোগদান করিতে হইবে। সে দেবগণের নিকট, প্রকৃতির নিকট যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা আবার তাহাকে যজ্ঞরূপে দান করিতে হইবে। তাহাকে মনে করিতে হইবে যে তাহার নিজস্ব কিছুই নাই, জগতে যে ভগবানের লীলা চলিতেছে তাহার নিজের জীবন সেই লীলারই অংশমাত্র। তাহার নিজের কামনাবাসনা দমন করিয়া যজ্ঞকেই তাহার জীবনের ও কর্মের নীতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সর্বস্ব দেবতাগণকে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সহায়ক হইবে।

এই শ্লোকটির মধ্যে একটি অমূল্য সত্য নিহিত আছে। দেবতা ও মানুষের পরস্পর সম্বর্ধনা একটি দৃষ্টান্তমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত মানবসমাজের মধ্যে এই প্রকারের ত্যাগমূলক সম্বর্ধনার ভাব বিদ্যমান থাকিলেই মানুষের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষ যদি অপরের শুভকামনা না করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই কর্ম করে, তবে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না ; পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া মানবসমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। ব্যষ্টির পক্ষে যাহা সত্য, সমষ্টির পক্ষেও তাহা সত্য। বিভিন্ন জাতি বা দেশের লোক যদি কেবল নিজের বা দেশের স্বার্থ সাধনার্থ চেষ্টা করে, অপর দেশকে বা জাতিকে উৎপীড়ন করিয়া তাহাদের সর্বস্ব শোষণ করিয়া নিজেদের ধন বা বলবৃদ্ধি সাধনে উদ্যোগী হয়, তবে কোন দেশ বা জাতিরই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় না। জগতের অভ্যুদয়ও সুদূরপরাহত হয়। সমস্ত মানব-সমাজের শ্রেয়োলাভের পক্ষে ব্যষ্টিগত এবং ত্যাগমূলক পরস্পর সম্বর্ধনা একান্ত আবশ্যক।

'পরং শ্রেয়ঃ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন 'মোক্ষলাভ', কেহ বলেন 'স্বর্গলাভ'। 'পরং শ্রেয়ঃ' বলিতে সাধারণত মোক্ষকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু যজ্ঞদ্বারা পরম শ্রেয়োলাভ করিতে হইলে কামনা

বাসনা বিসর্জনপূর্বক পরম পিতা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে হয়। তবেই মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

অন্বয় ঃ দেবাঃ (দেবতাসকল) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞদ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে হি (অভীষ্ট ভোগসকল দান করিবে) এভ্যঃ অপ্রদায় (ইহাদিগকে দান না করিয়া) তৈঃ দত্তান্ [ভোগান্] (তাহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসকল) যঃ ভুঙ্‌ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে নিশ্চয়ই চোর)।

শব্দার্থ ঃ যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞদ্বারা ভাবিত [বর্ধিত, তোষিত], যজ্ঞদ্বারা আরাধিত (রা)। ইষ্টান্ ভোগান্—স্ত্রী পশু পুত্রাদি অভিপ্রেত ভোগসকল (শ)। অপ্রদায়—পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা প্রদান না করিয়া (ব) ; না দিয়া, অঋণী না করিয়া (শ) ; যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি না দিয়া (ম)। ভুঙ্‌ক্তে—নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে (শ), কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য ভোগ করে (ব)। স্তেনঃ—তস্কর, দেবাদির বিত্তাপহারী (শ) ; দেবতার ঋণের অপলাপহেতু দেবস্বাপহারী (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত হইয়া দেবতাগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগসকল দান করিবেন অর্থাৎ অন্ন, পশু, বিত্ত প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসকল দেবতাদিগের নিকট হইতেই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তাঁহাদের দত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া তোমরা যদি তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদিগকে দান না করিয়া নিজস্বরূপে ভোগ কর তবে তোমরা নিশ্চয়ই চোর বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যজ্ঞদ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া দেবতাগণ মনুষ্যদিগকে তাহাদের অভীষ্ট দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল দ্রব্য দেবতাগণের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাস্তবিক পক্ষে উহা তাহাদেরই সম্পত্তি। এই দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু যদি কেহ নিজস্ব বলিয়া ভোগ করে, তবে তাহা চৌর্য বলিয়া গণ্য হইবে। দেবতাগণ যে বৃষ্টিদান করেন তাহা হইতেই শস্য জন্মে এবং শস্য হইতে অন্ন হয়। এই অন্ন যদি কেহ দেবতাগণকে দান না করিয়া সমস্তই নিজের উদরপূর্তির জন্য ভোজন করে, তবে সে নিশ্চয়ই চোর। অন্নের নিমিত্ত মানুষকে দেবতাদিগের ঋণ শোধ করিতে হয়। এই ঋণকে অস্বীকার বা অপলাপ করিয়া উহা শোধ না করাই চৌর্যবৃত্তি। এস্থলে দেবস্বাপহরণের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা জগতের অন্য ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হইয়া তাহা নিজস্ব বলিয়া ভোগ করাই চৌর্য। আদান করিলেই প্রদান করিতে হয়। কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিলেই তাহাকে ঋণস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। এই ঋণ শোধ না করাই চৌর্যবৃত্তি। এই কারণে শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋষিঋণ, ভূতঋণ, নৃঋণ ও পিতৃঋণ শোধের নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে।

এখানে ঈশ্বরপরায়ণ ও ঈশ্বরবিমুখ, ত্যাগী ও ভোগী, যজ্ঞবান ও যজ্ঞহীন লোকদের মনোভাবের পার্থক্য বোঝা যায়। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন তাহার কিছুই নিজস্ব বলিয়া মনে করেন না—সমস্ত ভগবানের দান, দেবতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। কাজেই দেবতাদের নিকট হইতে তাঁহারা যাহা

প্রাপ্ত হন তাহাই আবার যজ্ঞরূপে বিলাইয়া দেন। নিজের কামনাবাসনা দমন করিয়া, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যজ্ঞ বা ত্যাগকেই তাঁহারা কর্মের নীতিরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই যজ্ঞের নীতি দ্বারাই পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরবিমুখ ভোগী ব্যক্তি মনে করে যে, সে যেসকল বস্তু ভোগ করিতেছে সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব, সে-ই উহাদের একমাত্র ভোক্তা এবং ঐ সকল দ্রব্যে তাহারই একমাত্র অধিকার। উহারা কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং তজ্জন্য সে অপরের নিকট ঋণী—একথা সে উপলব্ধি করিতে পারে না। এইরূপে যাহারা দেবতার ঋণ অস্বীকার করে, দেবতাদের নিকট প্রাপ্ত দ্রব্য নিজস্ব বলিয়া ব্যবহার করে, স্বার্থকেই যাহারা কর্মের নীতিরূপে গ্রহণ করে সেই সকল ঈশ্বরবিমুখ, যজ্ঞহীন ভোগী ব্যক্তিগণকেই এই শ্লোকে চোর বলা হইয়াছে।

বর্তমান মানবসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এই চৌর্যবৃত্তি অবাধে চলিতেছে। সমাজের অধিকাংশ লোকই কেবল আদান বা গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত, প্রদান করিবার প্রবৃত্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক লোকই মনে করে—আমি কেবল গ্রহণ করিব, কেবল ভোগ করিব, আমার ধন হউক, আমার মান হউক, সকলে আমার সেবা করুক, আমার সুখবৃদ্ধির চেষ্টা করুক। কিন্তু গ্রহণ করিলেই যে ত্যাগ করিতে হয়, যে যত বেশী গ্রহণ করে তাহাকে যে সেই পরিমাণে ত্যাগ করিতে হইবে—একথা অতি অল্প লোকেই উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু যতদিন এই সত্যটি আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারি ততদিন মানুষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী সজ্জনগণ) সর্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে (সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন) যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি (যাহারা কেবল নিজের জন্য পাক করে) তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে (সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে)।

শব্দার্থঃ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ—যাঁহারা দেবযজ্ঞাদি নির্বাহ করিয়া তাহার অমৃতাখ্য অবশিষ্ট ভোজন করেন (শ); যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন (শ্রী)। সন্তঃ—সজ্জনগণ, সর্বেশ্বর যজ্ঞ পুরুষের ভক্তগণ (ব)। সর্বকিল্বিষৈঃ—অনাদিকাল বিবৃদ্ধ আত্মানুভব প্রতিবন্ধক নিখিল পাপ হইতে (ব)। চুল্ল্যাদি পঞ্চসূনাকৃত প্রমাদ হিংসাজনিত সর্বপ্রকার পাপ হইতে (শ); দেবতার ঋণের অস্বীকাররূপ পাপ হইতে (ম)। আত্মকারণাৎ—নিজের ভোজনার্থ (শ্রী); আত্মহেতু (শ)। পাপাঃ—দুরাচারগণ (শ্রী); পাপগ্রস্ত ব্যক্তিগণ (ব)। অঘং ভুঞ্জতে—পাপই ভোজন করে।

শ্লোকার্থঃ যে সকল সাধু ব্যক্তি দেবতাদিগের প্রীত্যর্থ যজ্ঞসম্পাদন করিয়া তাহার অবশিষ্ট ভোজন করেন তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। পক্ষান্তরে যাহারা দেবপ্রীতির জন্য যজ্ঞে পাক না করিয়া কেবল নিজেদের উদরপূরণার্থ পাক করে, সেই দুরাচারগণ স্বয়ং পাপরূপ হইয়া পাপই ভোজন করে অর্থাৎ তাহাদের আত্মপ্রীতির নিমিত্ত ভোজনে কেবল পাপই সঞ্চিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্নই প্রধান। কারণ অন্ন ভোজন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং অন্ন দেবতাকে যজ্ঞে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে

অন্নভোজনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞবান ও যজ্ঞহীন লোকের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞবান লোক যে অন্ন পাক করেন তাহা নিজের উদরপূর্তির জন্য নহে। এই অন্ন হইতে দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে দান করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি ভোজন করেন। যজ্ঞের অবশিষ্টকে অমৃত বলে। যে সজ্জন এই অমৃত ভোজন করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। পূর্ব শ্লোকে চৌর্যজনিত যে পাপের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পাপে তিনি দুষ্ট হন না। পক্ষান্তরে যজ্ঞহীন দুরাচারগণ নিজেদের ভোজনের নিমিত্তই অন্ন পাক করিয়া থাকে। তাহারা দেবতাদিগকে অন্নদান করে না, অতিথি আসিলে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সমস্ত নিজের বা স্ত্রীপুত্রের ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহার করে। ইহারা দেবতার অন্ন দেবতাকে দান না করিয়া নিজেরা সমস্ত ভোগ করে বলিয়া চৌর্যাপরাধে অপরাধী। ইহারা চোর, সুতরাং পাপী। ইহারা যে অন্ন ভোজন করে তাহা পাপান্ন, সুতরাং ইহারা পাপই ভোজন করে।

এস্থলে অন্নভোজন সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধেই যজ্ঞের নীতি প্রযোজ্য। যাঁহারা কোন ভোগ্য বস্তুই নিজস্ব মনে করেন না, কোন বস্তুই নিজের ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করেন না; সমস্তই ভগবানের দান মনে করিয়া সর্বেশ্বরের পূজার নিমিত্ত, জগতের হিতার্থ ব্যবহার করেন এবং তদবশিষ্ট দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতেই পাপের জন্ম। যিনি নিজের কামনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া সমস্ত জীবনকে একটা যজ্ঞে পরিণত করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন যে এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দে পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং 'সর্বকিল্বিষৈঃ' শব্দে পঞ্চসূনাকৃত পাপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও সম্মার্জনী (ঝাঁটা)—এই পাঁচটি দ্রব্যদ্বারা প্রাণিহিংসার দরুন গৃহস্থের প্রতিদিন পাপ সঞ্চিত হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রত্যহ সম্পাদন দ্বারা এই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চযজ্ঞ যথা—অধ্যাপনা ও সন্ধ্যোপাসনাদি ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি দৈবযজ্ঞ, বলি (জীবজন্তুকে খাদ্যদান) ভূতযজ্ঞ, অতিথিসৎকার নৃযজ্ঞ।[১] এই পঞ্চ যজ্ঞদ্বারা যথাক্রমে ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ, ভূতঋণ ও নৃঋণ শোধ করিতে হয়। কিন্তু এই শ্লোকের 'যজ্ঞ' ও 'সর্বকিল্বিষ' শব্দের এরূপ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ না করিয়া ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন মনে হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি (অন্ন হইতে জীবসকল উৎপন্ন হয়) পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ (বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়) যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ ভবতি (যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়) যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ (যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন)।

শব্দার্থঃ অন্নাৎ—শুক্রশোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে (শ)। ভূতানি—

১ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥

জীবগণ, প্রাণিশরীরসকল। ভবন্তি—উৎপন্ন হয়, ভুক্ত অন্ন শুক্ররক্তরূপে পরিণত হইয়া প্রজারূপে জন্মগ্রহণ করে। অন্নসম্ভবঃ—অন্নের সম্ভব [উৎপত্তি]। যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ—যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতিসকল সূর্যমণ্ডলে উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে বৃষ্টি জন্মে। কর্মসমুদ্ভবঃ—কর্ম হইতে [ঋত্বিগ্‌ যজমানের ব্যাপার হইতে] সমুদ্ভব [উৎপত্তি] যাহার (শ); যজমানাদি ব্যাপার দ্বারা সম্যক্‌ সম্পন্ন (শ্রী); দ্রব্যার্জনাদি কর্তৃপুরুষ-ব্যাপার-রূপ কর্ম হইতে উৎপন্ন (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়। মেঘ বা বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি। যজ্ঞ হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়। যজ্ঞ আবার কর্ম হইতে উৎপন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া যে যজ্ঞচক্র বা কর্মচক্র চলিতেছে এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জীব যে অন্ন ভোজন করে তাহা শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হয়। উক্ত শুক্রশোণিত হইতেই নূতন জীব জন্মলাভ করে। এজন্যই অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি—একথা বলা হইয়াছে। তারপর বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, কারণ মেঘের বর্ষণদ্বারা ভূমি সিক্ত হইলেই শস্যোৎপত্তির সম্ভাবনা জন্মে। এই শস্য হইতেই পরে অন্ন প্রস্তুত হয় বলিয়া বৃষ্টিকে অন্নের উৎপাদক বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের মত দেশে শস্যোৎপাদন যে অনেক পরিমাণে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যজ্ঞ হইতে মেঘ হয়। যজ্ঞের ফলেই মেঘের উৎপত্তি। মনুস্মৃতিতে উক্ত আছে—আদিত্য দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হয় ; আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা।[1] যজ্ঞ হইতে মেঘের উৎপত্তি হয় কিনা ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণের সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে গীতাতে বিজ্ঞানের আলোচনা হয় নাই। প্রকৃতির মধ্যে যে যজ্ঞ চলিতেছে তাহারই ফলে সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। মানুষও যজ্ঞদ্বারা এই প্রকৃতির কার্যেরই সহায়তা করে। দেবতাগণ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠত ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। তাঁহারাই প্রকৃতির কার্যকে পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে অন্ধ অচেতন প্রকৃতির কার্য মনে না করিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত দেবতার কার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষেরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের সম্বর্ধনা করেন, দেবতাগণ আবার যজ্ঞদ্বারাই বৃষ্টিদান করেন। এই প্রকারে দেবতা ও মানুষের মধ্যে যজ্ঞের আদান-প্রদান চলিতেছে। প্রকৃতির সমস্ত কার্যই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিরাট যজ্ঞ ; মানুষও এই যজ্ঞের অংশী এবং ফলভোগী। এই শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে।

যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। মানুষ যে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ করে তাহাতে বিস্তর কর্মের দরকার। প্রথমতঃ যজ্ঞের দ্রব্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত বহু কর্মের প্রয়োজন। তারপর যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা—এই চারি ঋত্বিক্‌ ও তাহাদের সহকারীগণকে বহু কর্ম করিতে হয়। শ্রৌত যজ্ঞ ব্যতীত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যজ্ঞসকলও কর্মজনিত ব্যাপার। প্রকৃতি যে যজ্ঞ করে তাহাও কর্ম হইতে উৎপন্ন। সগুণ ব্রহ্ম প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে কর্ম করিতেছেন তাহারই ফলে প্রকৃতির যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে।

---

১ অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্‌।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি (কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও) ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবম্‌ (ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত) তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্বগতং ব্রহ্ম (সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম) নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ (সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত)।

শব্দার্থ ঃ কর্ম—যজমানাদি ব্যাপাররূপ কর্ম (শ্রী)। ব্রহ্মোদ্ভবম্‌—ব্রহ্ম [বেদ] উদ্ভব [উৎপত্তিস্থান] যাহার (শ); বেদ হইতে প্রবৃত্ত (শ্রী); ব্রহ্ম [বেদ] উদ্ভব [প্রমাণ] যাহার (ম); ব্রহ্ম [প্রকৃতি] হইতে উৎপন্ন (রা)। অক্ষরসমুদ্ভবম্‌—অক্ষর [ব্রহ্ম, পরমাত্মা] সমুদ্ভব [উৎপাদক] যাহার (শ); অক্ষর হইতে [নির্দোষ পরমাত্মা হইতে] সমুদ্ভব [আবির্ভাব] যাহার (ম); অক্ষর [পরেশ, পরমেশ] হইতে উৎপন্ন। সর্বগতম্‌—সর্বব্যাপী, সর্বার্থ-প্রকাশক, নিত্য, অবিনাশী (ম)। ব্রহ্ম—সর্বাধিকারিগত শরীর (রা); অক্ষর ব্রহ্ম (শ্রী); নিখিলব্যাপক ব্রহ্ম (ব); বেদাখ্য ব্রহ্ম (ম)। যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌—সর্বব্যাপী হইলেও যজ্ঞবিধির প্রাধান্যহেতু সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত (শ); সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য (শ্রী); ধর্মাখ্য অতীন্দ্রিয় যজ্ঞে তাৎপর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন, অতএব সর্বব্যাপী পরমব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে যজ্ঞচক্রের উত্তরভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে কর্মের উৎপত্তি। কারণ প্রকৃতিস্থ সগুণ ব্রহ্ম জগতের সমুদয় কর্ম করিতেছেন। ইঁনিই ক্ষর পুরুষ। এই প্রকৃতিস্থ সগুণ ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ হইতে উৎপন্ন, কারণ উহা পরমেশ্বর পুরুষোত্তমেরই একটি বিভাব। সুতরাং এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

'নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌' এই কথার অর্থ এই যে পরমাত্মা পরমেশ হইতেই সমস্ত যজ্ঞের প্রেরণা আসিয়া থাকে এবং তিনিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্‌)। এইজন্য বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন—এখানে বলা হইয়াছে কর্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভূত হয়, কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্বগত (সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে এই 'অতএব' শব্দের ব্যবহার এবং 'ব্রহ্ম' শব্দের পুনর্ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য। কারণ ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্‌' (ব্রহ্ম হইতে কর্মের উৎপত্তি)। এইস্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে , ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত, সর্বব্যাপী, সর্বভূতে এবং সর্বকর্মে বর্তমান এক ব্রহ্ম।

প্রাচীন টীকাকারগণের অনেকেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ ধরিয়াছেন। কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন, কারণ যজ্ঞক্রিয়া বেদেই বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে এবং বেদোক্ত বিধি অনুসারেই উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদ আবার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। বেদ অপৌরুষেয়, ইহা কোনও মানুষের দ্বারা রচিত নহে, ইহা ব্রহ্মের নিঃশ্বাস। শ্রুতি বলেন—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ ইতি।' এই ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ এই

মহাভূতের (পরব্রহ্মের) নিঃশ্বাস। সুতরাং যজ্ঞ বেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের 'বেদ অর্থ' করিলে 'কর্ম' ও 'যজ্ঞ' শব্দে কেবল বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বোঝায়। কিন্তু গীতায় 'যজ্ঞ' ও 'কর্ম' শব্দ এরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আচার্য রামানুজ 'ব্রহ্ম' শব্দের 'প্রকৃতি' অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্' অর্থে একথাই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি-পরিণাম শরীর হইতেই কর্ম উৎপন্ন।[১]

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ইহ (এই লোকে) এবং প্রবর্তিতং চক্রম্ (এইরূপে প্রবর্তিত যজ্ঞচক্র বা কর্মচক্র) যঃ ন অনুবর্তয়তি (যে অনুবর্তন করে না) অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ সঃ (পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ সেই ব্যক্তি) মোঘং জীবতি (বৃথাই প্রাণ ধারণ করে)।

শব্দার্থ ঃ এবং প্রবর্তিতম্—এইরূপে ঈশ্বর কর্তৃক বেদযজ্ঞপূর্বক প্রবর্তিত (শ); এইরূপে পরমপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত (রা)। চক্রম্—জগচ্চক্র (শ); নিখিল জগতের নির্বাহক (ব); অন্যান্য কার্যকারণভাবে চক্রবৎ পরিবর্তমান (রা); জগচ্চক্র। যঃ—যে কর্মাধিকৃত ব্যক্তি (শ); যে কর্মযোগাধিকারী বা জ্ঞানযোগাধিকারী ব্যক্তি (রা)। অঘায়ুঃ—অঘ [পাপরূপ] আয়ু [জীবিতকাল] যাহার (শ্রী); পাপজীবন (শ, ম)। ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়গণই আরাম [প্রীতির স্থান] যাহার, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সেবনে প্রীতি অনুভব করে, ঈশ্বরারাধনে প্রীতি অনুভব করে না (শ্রী)। মোঘং জীবতি—ব্যর্থ জীবনধারণ করে (শ্রী); দংশমশকাদির ন্যায় বৃথা জীবন যাপন করে (নী); জ্ঞানযোগে যত্ন করিয়াও নিষ্ফল হয় (রা); তাহার জীবন হইতে মরণ ভাল, কারণ জন্মান্তরে ধর্মানুষ্ঠান হইতে পারে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ এই সংসারে পূর্বোক্ত প্রকারে জগতের রক্ষাকল্পে পরমেশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত যজ্ঞচক্র যে ব্যক্তি অনুসরণ করে না, হে অর্জুন, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা পুরুষ বৃথাই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ তাহার জীবন সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে যে চক্রের কথা বলা হইয়াছে সেই চক্রটি কি তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। চক্র বলিতে এমন একটি গোলাকার পথ বোঝায় যাহার যে কোন স্থান হইতে যাত্রা করিলে পুনরায় সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিতে হয়। সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া একটি কর্মের চক্র চলিতেছে ; সেই চক্রকে কর্মচক্র বা জগচ্চক্র বলা যাইতে পারে। এই চক্রটি একটি সম্পূর্ণ চক্র হইলেও এস্থলে ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে ঃ

(১) যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব, জীব হইতে পুনরায় যজ্ঞ।

(২) পরম ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতিস্থ সগুণ ব্রহ্ম, প্রকৃতিস্থ ব্রহ্ম হইতে কর্ম, কর্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ আবার পরমেশ্বরে সমর্পণ।

প্রথম চক্রটি দেবতা ও মানুষের মধ্যে কর্মের আদান-প্রদান। দেবতাকে যজ্ঞে যে অর্ঘ্য প্রদান করা হয় দেবতাগণ বৃষ্টিরূপে তাহা প্রতিদান করেন। এই বৃষ্টি

[১] কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবমিতি প্রকৃতিপরিণামরূপশরীরোদ্ভবং কর্ম ইত্যুক্তং ভবতি।

হইতে অন্ন জন্মে, এই অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি, জীব আবার আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে। এইরূপে দেবতা ও মানুষের মধ্যে যজ্ঞের আদান-প্রদান চলিতেছে। মানুষ দেবতা হইতে যাহা পায় তাহাই আবার দেবতাকে সমর্পণ করে। দ্বিতীয় চক্রটি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চলিতেছে। ইহা পরমেশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে আদান-প্রদান। পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিস্থ ব্রহ্ম সর্বদাই কর্ম করিতেছেন। প্রকৃতির কর্ম প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত, কারণ তিনিই প্রকৃতির প্রভু ও চালক। প্রকৃতি যে কর্ম করিতেছে তাহাও বিরাট পুরুষের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ। তিনিই এই যজ্ঞের ভোক্তা। সুতরাং পরমেশ্বর হইতে যে কর্মস্রোত আসিয়াছে তাহা যজ্ঞরূপে আবার তাঁহাকেই অর্পিত হইতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যে বিরাট যজ্ঞ করিতেছে মানুষ ও দেবতাদের যজ্ঞ তাহারই একটা অংশ মাত্র। সুতরাং মানুষকেও তাহার সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। ত্যাগই হইতেছে এই যজ্ঞের মূল কথা। যে লোক এই বিশ্বপ্রকৃতির যজ্ঞে যোগদান না করিয়া নিজের একটা স্বার্থের গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া লয়, ত্যাগের ভাব বর্জিত হইয়া কেবলই ভোগের জন্য কর্ম করে, তাহার জীবন ব্যর্থ। মানবজীবনের এই ব্যর্থতা দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বার্থপর মানুষ সর্বপুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তারপর প্রকৃতিতে যজ্ঞোৎসবের মধ্যে যে আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে তাহারও সে স্বাদ পায় না। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির যে পাশবিক ক্ষুদ্র সুখ তাহাতেই সে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে।

গীতার এই শ্লোকে মানবজীবনের যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে সেই আদর্শদ্বারা বিচার করিলে বর্তমান যুগের বহু লোকের জীবনই ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। যজ্ঞরূপে ত্যাগমূলক কর্মেই মানবজীবনের সার্থকতা। কিন্তু আজকালকার কয়জন লোককে এই ত্যাগধর্মে, এই যজ্ঞব্রতে দীক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়? অধিকাংশ লোকই ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ভোগবিলাসময় জীবনযাপনের চেষ্টা করিয়া থাকে। গীতাতে ইহাদের জীবনকেই ব্যর্থ বলা হইয়াছে। ইহারা যে কেবল ব্যর্থ জীবনযাপন করে তাহা নয়। ইহারা অঘায়ু, ইহাদের জীবন পাপময়। ত্যাগেই পুণ্য, স্বার্থপরতাই পাপ, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সর্বনাশের মূল—একথা গীতাতে যেরূপ জোরের সহিত বলা হইয়াছে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

অন্বয় ঃ যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানুষ) আত্মরতিঃ এব (কেবল আত্মাতেই প্রীত) আত্মতৃপ্তঃ চ (এবং আত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ (এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট) অস্য কার্যং ন বিদ্যতে (তাঁহার কোনও করণীয় কার্য নাই)।

শব্দার্থ ঃ যঃ মানবঃ –যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ (শ), যে জ্ঞানযোগ-কর্মযোগ সাধন-নিরপেক্ষ ব্যক্তি (রা) ; যে কোন মানুষ, সে ব্রাহ্মণই হউক কি শূদ্রই হউক (ম)। আত্মরতিঃ—আত্মাতে [বিষয়ে নহে] রতি [প্রীতি] যাঁহার (শ), স্বানন্দানুভবদ্বারা (শ্রী), পরমানন্দরূপ আত্মাদ্বারা (নী) তৃপ্ত। আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ—বিষয়ে প্রীতিশূন্য। আত্মতৃপ্তঃ—আত্মাদ্বারা [অন্নরসাদি দ্বারা নহে], ভোগাপেক্ষারহিত (শ্রী)। বাহ্যার্থ লাভনিরপেক্ষ, সর্ববিষয়ে বিগততৃপ্তি (শ), বৈদিক বা লৌকিক কার্যম্ ন বিদ্যতে—করণীয় (শ); কর্তব্য কর্ম (শ্রী, ব),

কার্য নাই (ম) ; সর্বদা আত্মরূপ-দর্শনহেতু আত্মাবলোকনের নিমিত্ত তাঁহার কোনও কর্তব্য নাই (রা, ব)।

শ্লোকার্থ ঃ যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ কেবল আত্মাতেই প্রীতি অনুভব করেন অর্থাৎ বিষয়ভোগে যাঁহার প্রীতি নাই, যিনি আত্মানন্দানুভব দ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই তাঁহার কোন করণীয় কার্য নাই।

ব্যাখ্যা ঃ এই সংসারে মানুষ কর্মদ্বারাই সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে। এই কর্ম তিন প্রকারে করা যাইতে পারে ঃ

যজ্ঞশূন্য কর্ম—যে কর্ম মানুষ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নিজের ভোগার্থ সম্পাদন করে ; ইহা ভোগীর কর্ম। গীতার মতে এই প্রকার কর্মের কোনও সার্থকতা নাই, ইহাদ্বারা কোনও পুরুষার্থ লাভ হয় না,-ইহা কর্মীকে অধঃপাতিত করে। এপ্রকারের কর্মিগণ পাপজীবন যাপন করে। ইহারা বৃথাই জীবনধারণ করে (মোঘং জীবন্তি)।

যজ্ঞার্থ কর্ম—যে কর্ম যজ্ঞের সহিত করা হয়। এই কর্ম ত্যাগমূলক, কিন্তু এই ত্যাগমূলক কর্মদ্বারাই মানবগণের রক্ষা ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা দ্বারাই তাহাদের ইষ্টলাভ হয়। এই কর্মে যে ইষ্টলাভ হয় তাহা যজ্ঞের ফলস্বরূপ, সুতরাং ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র। এই অধ্যায়ের ৯ম হইতে ১৩শ শ্লোক পর্যন্ত এই যজ্ঞার্থ কর্মের কথাই বলা হইয়াছে।

মুক্তপুরুষের কর্ম—সংসারের বন্ধন হইতে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের সংসারে কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও ইষ্টলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহারা কামনা ত্যাগ করিয়া লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করেন। ১৭শ ও ১৮শ শ্লোকে এই মুক্তপুরুষের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই তুষ্ট এরূপ মুক্তপুরুষের স্বপ্রয়োজনে কোনও করণীয় কর্ম নাই। সংসারে কোন বিষয় বা বস্তুর অভাব বা প্রয়োজনের যাহার অনুভূতি আছে, তাহাকেই অভাব পূরণার্থ বা প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ কর্ম করিতে হয়। বিষয়ে যাহারা আনন্দানুভব করে তাহারা সাংসারিক সুখলাভের নিমিত্ত নানাবিধ কর্ম করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সম্পূর্ণরূপে বিষয়-নিস্পৃহ, যাঁহার কোনও অভাব বা প্রয়োজনের অনুভূতি নাই, যিনি বিষয়ে কোনও প্রীতি অনুভব করেন না, যিনি আত্মানন্দানুভব দ্বারা তৃপ্ত, তাঁহার আর কর্মের প্রয়োজন কি ?

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

অন্বয় ঃ ইহ (এই সংসারে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন এব (কোন প্রয়োজন নাই) অকৃতেন চ (কর্মের অকরণেও) কশ্চন ন [অর্থঃ] (কোনও প্রয়োজন নাই) সর্বভূতেষু (নিখিল ভূতসমূহে) অস্য (ইঁহার) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন (প্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থ কোন আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই)।

শব্দার্থ ঃ তস্য—সেই পরমাত্মরাতি ব্যক্তির (শ)। কৃতেন—কৃতকর্ম দ্বারা (শ) ; আত্মাবলোকনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা (রা)। অর্থঃ—প্রয়োজন (শ) ; ফল (ব) ; পুণ্য (শ্রী) ; অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স লক্ষণ প্রয়োজন (ম)। অকৃতেন

—অকরণদ্বারা (শ), আত্মাবলোকনের অসাধন কর্মদ্বারা (ব)। কশ্চন ন প্রত্যবায় প্রাপ্তি বা আত্মহানি হয় না (শ), বিধিনিষেধের অতীত বলিয়া প্রত্যবায় নাই (শ্রী), গর্হিতত্ব বা প্রত্যবায় প্রাপ্তি হয় না (ম)। সর্বভূতেষু—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত (শ) ; দেব-মানবে (ব) ; চেতন-অচেতন উত্তম-মধ্যম বস্তুতে (নী)। অর্থব্যপাশ্রয়ঃ—প্রয়োজনসম্বন্ধ, কোনও ভূতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোনও ক্রিয়াসাধ্য ব্যাপার (শ, ম), মোক্ষবিষয়ে আশ্রয়ণীয় (শ্রী), স্বপ্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত আশ্রয়ণীয় (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বোক্ত আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির এই সংসারে কর্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম না করারও কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ কোন কর্ম করা কি না করা উভয়ই তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ আগের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মতৃপ্ত মুক্তপুরুষের করণীয় কিছু নাই। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার যেমন কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ কর্মত্যাগ দ্বারাও তাঁহার কোন প্রয়োজন মেটে না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কর্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগ কিছুরই প্রয়োজন নাই, উভয়েই তাঁহার নিকট তুল্যরূপে অনাবশ্যক। প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত জগতের কোনও বস্তুকে তাঁহার আশ্রয় করিতে হয় না। সংসারের নিম্নস্তরের লোকেরা বিবিধ প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যক্তি যা বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সংসারে যাঁহার কোনও অভাব নাই, তিনি কি নিমিত্ত কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ?

এই শ্লোকে সন্ন্যাসবাদী সাংখ্যগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে। সন্ন্যাসবাদিগণ বলেন যে মুক্তপুরুষের পক্ষে কর্মত্যাগ আবশ্যক, কারণ কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক। কিন্তু গীতা বলিতেছে যে মুক্তপুরুষের যেমন কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ কর্মত্যাগেরও প্রয়োজন নাই। যদি বলা যায় যে মুক্তপুরুষের কর্মত্যাগের প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে কর্মত্যাগরূপ বাধ্যতার অধীন করা হয়, তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব হইয়া যায়। মুক্তপুরুষকে কর্মত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে একথা বলিলে আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই মর্মে একটি শ্লোক আছে। তাহার অর্থ হইল ঃ কর্মের অনুষ্ঠান এবং কর্মত্যাগ —ইহার কোনটার দ্বারাই আমার কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। উভয়ই যখন তুল্য, তখন কর্ম না করাতেই বা আগ্রহ কেন ? সুতরাং যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া থাকি।[1]

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকে 'কশ্চন ন' শব্দের 'কোনও প্রত্যবায় নাই' এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। কারণ পূর্বে 'কৃতেন অর্থঃ ন' পদে যে 'অর্থঃ' শব্দ আছে, এস্থলেও সেই 'অর্থঃ'শব্দই অধ্যাহার করিতে হইবে। তাহা হইলে 'কশ্চন ন' পদের অর্থ হইবে 'কশ্চন ন অর্থঃ' অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেই হেতু, অতএব) অসক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) সততং

১ মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
যথাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ ॥

(সর্বদা) কার্যং কর্ম সমাচর (কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর) হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম আচরন্ (কর্মের অনুষ্ঠান করিলে) পরম্ আপ্নোতি (পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ তস্মাৎ—যেহেতু এই প্রকার জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অনাবশ্যক, অন্যের নহে, সেইহেতু (শ্রী); যেহেতু তুমি এবম্বিধ জ্ঞানী নহ, কিন্তু তুমি কর্মাধিকারী মুমুক্ষু, মান্য, সেইহেতু (ম); যেহেতু নিষ্কাম ব্যক্তির কর্মলেপ নাই, সেইহেতু (নী)। অসক্তঃ—ফলাসক্তিশূন্য (ম); সঙ্গবর্জিত (শ)। সততম্—সর্বদা (শ); যাবৎ আত্মপ্রাপ্তি হয় (রা); কদাচিৎ করিলে হইবে না, সর্বদা করিও (ম)। কার্যং কর্ম—কর্তব্য নিত্যকর্ম (শ); অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম (শ্রী); অবশ্যকর্তব্য শ্রুতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম (ম)। সমাচর—সম্যক্ অনুষ্ঠান কর, যথাশাস্ত্র নির্বাহ কর (ম)। পরম্—সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা মোক্ষ (ম); দেহাদি ভিন্ন আত্মা (ব)

শ্লোকার্থ ঃ যেহেতু মুক্তপুরুষের পক্ষে কর্মত্যাগ আবশ্যক নহে, অতএব অনাসক্ত হইয়া তোমার করণীয় কর্মসকল সম্পাদন কর। অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) অথবা পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটি পূর্ব দুইটি শ্লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে মুক্তপুরুষের কর্মানুষ্ঠান বা কর্মত্যাগ কোনটারই প্রয়োজন বা বাধ্যতা নাই। যদি তাহাই হয় (অর্থাৎ কর্মত্যাগের কোনও প্রয়োজন না থাকিলে) তবে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠানই ভাল। কারণ মুক্তপুরুষের কর্মদ্বারাই লোকসংগ্রহ হয়, লোকসকল সম্মার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মুক্তপুরুষই শ্রেয় পুরুষ; কাজেই তিনি যদি কর্মত্যাগ করেন তবে তাঁহার দৃষ্টান্তে অজ্ঞ লোকেরাও কর্ম ত্যাগ করিতে পারে। তারপর মুক্তপুরুষ ভাগবত জীবনলাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা পালনই ভাগবত জীবনের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং ভগবদিচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি কর্ম করেন।

কিন্তু যে কর্মই করিতে হইবে তাহা অনাসক্ত হইয়া সম্পাদন করা দরকার। কারণ আসক্তিবিহীন কর্মের কোনও বন্ধন নাই। এই আসক্তিবিহীন কর্মদ্বারাই পরম-পুরুষকে লাভ করা যায়। অতএব হে অর্জুন, তুমিও মুক্তপুরুষগণের আদর্শে আসক্তিবিহীন হইয়া তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমিও কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভপূর্বক পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে।

উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্মত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্যলাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কর্মসাধনই গূঢ় রহস্য। মুক্তপুরুষের কর্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাহার কোন লাভ নাই। কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাঁহাকে কর্ম করিতে বা কর্মত্যাগ করিতে হয় না, অতএব যে কর্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, লোকসংগ্রহার্থে) সর্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর (অরবিন্দের গীতা)।

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা 'তস্মাৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন—'যেহেতু অর্জুন কর্মাধিকৃত অজ্ঞপুরুষ, অতএব তাঁহার কর্ম করাই উচিত।' কিন্তু এই অর্থ করিলে পূর্ব শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের হেত্বর্থযোগের অভাবে 'তস্মাৎ' শব্দটি একেবারেই খাটে না, 'কিন্তু' শব্দ দিয়া আরম্ভ করিতে হয়।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

অন্বয় ঃ জনকাদয়ঃ (জনকাদি) কর্মণা এব হি (কর্মের দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ (সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন) লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ (লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিয়াও) কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করা তোমার কর্তব্য)।

শব্দার্থ ঃ জনকাদয়ঃ—জনক অশ্বপতি প্রভৃতি (শ); শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ (ম)। কর্মণা এব—কর্মের সহিত, কর্মত্যাগ না করিয়াই (শ)। সংসিদ্ধিম্—সম্যগ্‌জ্ঞান (শ্রী); আত্মাবলোকনরূপ সিদ্ধি (ব); শ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠা (ম); আত্মাকে (রা)। লোকসংগ্রহম্—লোকসমূহের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ (শ), লোকদিগের স্বধর্মে প্রবর্তন (শ্রী); দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা লোক-সংরক্ষণ (ব)। সংপশ্যন্ অপি—'অপি' শব্দে 'জনকাদির শিষ্টাচারও দর্শন করিয়া' ঃ এই অর্থ বোঝায়।

শ্লোকার্থ ঃ জনকাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কর্মদ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তারপর লোকসংগ্রহের অর্থাৎ মানবগণকে সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক সংপথে প্রবর্তনের নিমিত্তও তোমার কর্ম করা উচিত।

ব্যাখ্যা ঃ কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠান কেন উত্তম তাহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্মের পথ অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াও যথাবিহিত কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। হে অর্জুন, তোমারও তাঁহাদের দৃষ্টান্তে কর্মের পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য। জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্মযোগী ছিলেন। সুতরাং অর্জুনকেও তাঁহাদের অনুসরণে কর্মযোগী হইতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তারপর সাধারণ লোকদিগের নিকট উচ্চ আদর্শ স্থাপনদ্বারা তাহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করাও শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগেরই কার্য। অর্জুনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ যদি কর্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্তে সাধারণ লোকেরাও কর্মত্যাগ করিতে পারে। এইরূপে সাধারণ লোকেরা কর্মত্যাগ করিলে একদিকে তাহাদের আত্মোন্নতি ব্যাহত হয়, অপরদিকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।

অর্জুনকে কেন কর্ম করিতে বলা হইল, এই শ্লোকে তাহার দুইটি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, মানুষমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আদর্শের অনুসরণ করা কর্তব্য। জনকাদি ক্ষত্রিয়রাজগণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াও যুদ্ধ রাজ্যশাসনাদি কার্য করিয়াছেন। অর্জুনও ক্ষত্রিয়রাজা, কাজেই তাঁহার পক্ষেও উঁহাদের আদর্শে স্বধর্মোচিত কর্ম করাই কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভপূর্বক নিজের কর্ম করিয়া অপরকেও কর্মের পথে চালাইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রকারে মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভপূর্বক নিজের কর্মদ্বারা অপর লোকদিগকে স্বধর্মোচিত কর্মের পথে প্রবর্তিত করেন তবেই জগতের কল্যাণ হইতে পারে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

অন্বয় ঃ শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ আচরতি (যাহা যাহা অনুষ্ঠান করেন)

ইতরঃ তৎ তৎ এব [আচরতি] (অন্য সাধারণ লোকে তাহাই আচরণ করে) সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে (তিনি যে প্রমাণ বা আদর্শের সৃষ্টি করেন) লোকঃ তৎ অনুবর্ততে (অন্য লোকে তাহারই অনুসরণ করে)।

শব্দার্থ ঃ শ্রেষ্ঠঃ—রাজা, ঋষি প্রভৃতি প্রধানভূত ব্যক্তিগণ (ম)। যদ্ যদ্—যে যে কর্ম, তাহা শুভই হউক কি অশুভই হউক (ম)। ইতরঃ—প্রাকৃত (শ্রী), শ্রেষ্ঠের অনুগত লোক (শ)। যৎ—লৌকিক কিংবা বৈদিক যে কর্মই হউক (ম)। প্রমাণং কুরুতে—প্রমাণরূপে মনে করেন, স্বাধীনভাবে কিছুই করেন না (ম); কর্মের প্রতিপাদক বা কর্মের নিবৃত্তি প্রতিপাদক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ করেন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন সাধারণ লোকেরাও সেই সেই কর্মের অনুষ্ঠান করে, শ্রেষ্ঠ লোকেরা কর্মের যে আদর্শের সৃষ্টি করেন অন্য লোকেরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে কর্মের আদর্শ স্থাপন করেন সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। কারণ সাধারণ লোকে অনেক স্থলেই নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কোন্ কর্ম কর্তব্য, কোন্ নীতি অবলম্বনীয় তাহা স্থির করে না বা করিতে পারে না। তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ কর্ম করিতে দেখে তাহারই অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজেদের কর্মদ্বারা যে আদর্শ বা নীতির সৃষ্টি করেন অথবা যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্য করিয়া নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সাধারণ লোকে সেই নীতি বা শাস্ত্রকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে। কাজেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এরূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবেন না যাহাদ্বারা সাধারণ লোকে বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন করিতে পারে। নিজেদের করণীয় কোনও কর্ম নাই বলিয়া যদি জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ম পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অজ্ঞ লোকেও কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহা হইলে উহাদের নিজেদের মুক্তির পথও রুদ্ধ হইবে, অধিকন্তু জগতের অভ্যুদয়ও হইতে পারিবে না।

এস্থলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে বৈষয়িক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বা পদস্থ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে না। কারণ এরূপ ব্যক্তিগণ নিজেরাই অন্ধ, তাহারা অপরকে আবার পথ দেখাইবে কি প্রকারে? যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ভাগবত জীবনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারাই এস্থলে শ্রেষ্ঠপদবাচ্য।

> অজ্ঞান আঁধারের ভিতর দিয়া মনুষ্যগণকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধারণের স্তরের উপরে তাঁহারা স্বভাবতঃই মানুষের নেতা, কারণ তাঁহারাই মানুষকে দেখাইতে পারেন যে কোন্ আদর্শ মানবজাতিকে অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগবত ভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন; তাঁহার প্রভাবের, তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধারণ মনুষ্যের থাকিতে পারে না (অরবিন্দের গীতা)।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মে কিঞ্চন কর্তব্যং নাস্তি (আমার কিঞ্চিন্মাত্র কর্তব্য নাই) অনবাপ্তম্ (এক্ষণে অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যম্

(পরে প্রাপ্তব্য) ন (কিছু নাই) [তথাপি] কর্মণি বর্তে এব চ (তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত আছি)।

শব্দার্থ ঃ মে—আমার, সর্বেশ্বর আপ্তকাম সর্বজ্ঞ সত্যসংকল্প আমার (রা); পরমেশ্বর আমার (ম)। অনবাপ্তম্—অপ্রাপ্ত (শ)। অবাপ্তব্যম্—প্রাপণীয় (শ); অলব্ধ (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ হে পার্থ, এই ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল) মধ্যে আমার কোনও কর্তব্য নাই; এমন কোনও বস্তু নাই যাহা আমি পাই নাই অথবা যাহা আমাকে পাইতে হইবে। সুতরাং আমার কর্মেরও প্রয়োজন নাই, তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত আছি।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু পাছে অর্জুন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে, তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শই বা কি—ইহা নির্ণয় করিতে সমর্থ না হন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবান নিজের আদর্শ অর্জুনের সমক্ষে ধরিলেন। তিনি বলিলেন—দেখ অর্জুন, এ-জগতে আমার কোনও অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই, কারণ আমি আপ্তকাম, জাগতিক কোনও বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজনও নাই, সুতরাং আমার কোন কর্তব্য কর্মও নাই। তথাপি আমি অনলস হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত আছি।

এই অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে উল্লিখিত আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কেন কর্ম করিবেন ভগবান নিজের আদর্শ দেখাইয়া সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন। আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির যেমন কোনও বস্তুতে কোনও প্রয়োজন নাই, ভগবানেরও তেমনি কোনও বস্তুতে কোনও প্রয়োজন নাই। আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির যেমন কোনও কর্তব্য নাই ভগবানেরও সেইরূপ কোনও কর্তব্য নাই। ভগবান সর্বাপেক্ষা আত্মতৃপ্ত এবং আপ্তকাম। তথাপি তিনি কর্ম করেন। অতএব সর্বাপেক্ষা আত্মতৃপ্ত এবং আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানই যদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে আত্মতৃপ্ত মুক্ত মানুষের কর্মত্যাগের কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। তারপর মুক্ত পুরুষগণ ভাগবত জীবন লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষেও কর্ম করাই উত্তম।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ পার্থ (হে পার্থ) যদি অহম্ (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ [সন] (অনলস হইয়া) কর্মণি ন বর্তেয়ম্ (কর্মে প্রবৃত্ত না থাকি) হি (তাহা হইলে) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্ত্ম সর্বশঃ অনুবর্তন্তে (আমার পথ সর্বতোভাবে অনুসরণ করিবে)।

শব্দার্থ ঃ অতন্দ্রিতঃ—অনলস (শ); সাবধান (ব)। কর্মণি ন বর্তেয়ম্—কুলোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্ম না করি (ব)। বর্ত্ম—মার্গ, পথ (শ); কুল-বিহিতাচার-ত্যাগ-রূপ পথ (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, সর্বেশ্বর আমি যদি সর্বদা অনলস হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান না করি তাহা হইলে মানবগণ সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করিবে অর্থাৎ তাহারা আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কর্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবানের কোনও কর্তব্য না থাকিলেও তিনি কর্ম করেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি তাঁহার কর্তব্য না থাকে তবে তিনি কেন

কর্ম করেন ? তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে যদি ভগবান অনলস হইয়া কর্ম না করেন তবে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মানুষেরাও কর্ম পরিত্যাগ করিবে। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে আদর্শ বা নীতির প্রতিষ্ঠা করেন সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে। ভগবান হইতেছেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ; সুতরাং তিনি কর্ম ত্যাগ করিলে সমস্ত জগতের লোক তাঁহারই দৃষ্টান্তে কর্মত্যাগ করিবে।

এই শ্লোকটির আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি ভগবান। মানবগণ সর্বতোভাবে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। কাজেই আমি কর্মত্যাগের পথ দেখাইলে তাহারাও সেই পথেই চলিবে।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ চেৎ (যদি) অহং কর্ম ন কুর্যাম্ (আমি কর্ম না করি) ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (এই লোকসকল উৎসন্ন হইবে) সংকরস্য চ কর্তা স্যাম্ (এবং আমি বর্ণসংকরাদি সামাজিক বিশৃংখলার কর্তা হইব) ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ (এই সকল প্রজা আমি বিনষ্ট করিব)।

শব্দার্থঃ উৎসীদেয়ুঃ—বিনষ্ট হইবে (শ) ; ধর্মলোপহেতু নষ্ট হইবে (শ্রী)। অহম্—সর্বশ্রেষ্ঠ আমি (ব)। সঙ্করস্য কর্তা—বর্ণসংকরের উৎপাদক (শ)। উপহন্যাম্—মলিন করিব (শ্রী) ; ধর্মলোপ দ্বারা বিনষ্ট করিব (ম)।

শ্লোকার্থঃ যদি আমি কর্ম না করি তবে এই লোকসমূহ উৎসন্ন হইবে। আমি বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি প্রভৃতি সামাজিক বিশৃংখলার স্রষ্টা হইয়া প্রজাগণের বিনষ্টের কারণ হইব।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান যে অনলস হইয়া কর্ম করেন তাহা এই অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। তিনি কর্ম না করিলে প্রজাকুলের কি অবস্থা হইবে এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন—

আমি কর্ম করি বলিয়াই মানবসমাজ টিঁকিয়া আছে। আমি যদি কর্ম না করি তবে সমাজে বিশৃংখলা উপস্থিত হইবে, মানুষের ক্রমোন্নতি ব্যাহত হইবে এবং ধর্মলোপহেতু প্রজাগণ বিনষ্ট হইবে। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই কর্মের নীতিই অনুসরণ করিতেছি। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমি যে আদর্শ, যে নীতির প্রতিষ্ঠা করিব লোকেরা তাহারই অনুসরণ করিবে। আমার মধ্যে অক্ষর ব্রহ্মের শান্তি এবং ক্ষর ব্রহ্মের কর্মতৎপরতা উভয়ই আছে। আমি ভিতরে শান্ত থাকিয়াও বাহিরে কর্ম করিতেছি। এখন যদি আমি নিষ্ক্রিয় পুরুষের শান্তিপ্রবণতাকেই শ্রেয় মনে করিয়া কর্মহীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি, তাহা হইলে জনগণ আমার আদর্শ গ্রহণ করিয়া তামসিক নিষ্ক্রিয়তার যে শান্তি সে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। ফলে সমাজে বিশৃংখলা উপস্থিত হইবে, প্রজাকুল বিনষ্ট হইবে এবং ভ্রান্ত আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আমিই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইব। লোকে স্বধর্মোচিত কর্মে প্রবৃত্ত আছে বলিয়াই সমাজ টিঁকিয়া আছে, সমাজে শৃংখলা বর্তমান আছে। কিন্তু আমার কর্মহীনতার আদর্শে যদি তাহারা কর্ম ত্যাগ করে তবে সমাজ ভাঙিয়া যাইবে, যে ব্যবস্থা ও শৃংখলা সমাজকে রক্ষা করিতেছে তাহা নষ্ট হইবে, তাহাদের

আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবে এবং তাহারা ধর্ম হইতে বিরত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

এই শ্লোকে 'সংকর' শব্দে প্রাচীন টীকাকারগণ 'বর্ণসংকর' এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'সংকর' শব্দের এরূপ সংকীর্ণ অর্থ করার কোনও প্রয়োজন নাই। 'সংকর' শব্দের মৌলিক অর্থ পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের মিলন বা মিশ্রণ। ভগবানের দৃষ্টান্তে লোকেরা তাহাদের স্বধর্মোচিত কর্ম ত্যাগ করিলে, সামাজিক নীতি ও শৃংখলা বিনষ্ট হইবে ; বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং বিরুদ্ধধর্মী লোকসমূহের অবাধ মিশ্রণ হইবে। এই অবস্থাকেই এস্থলে 'সংকর' বলা হইয়াছে। বর্ণসংকর ইহারই প্রকারবিশেষ।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ভারত (হে অর্জুন) কর্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ (কর্মে আসক্ত অবিদ্বানগণ) যথা কুর্বন্তি (যেমন কর্ম করেন) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অসক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকসংগ্রহে ইচ্ছুক হইয়া) তথা কুর্যাৎ (তদ্রূপ করিবেন)।

শব্দার্থঃ কর্মণি সক্তাঃ—'এই কর্মের ফল আমার হইবে'—এই ভাবিয়া কর্মে আসক্ত (শ) ; কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি দ্বারা কর্মে অভিনিবিষ্ট (ম)। অবিদ্বাংসঃ—যাহারা আত্মাকে জানে না, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ (ম)। বিদ্বান্—আত্মবিৎ (ম); জ্ঞানী। অসক্তঃ [সন্]—কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া (ম)। চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্—লোকসংগ্রহে ইচ্ছুক হইয়া।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম করে, আত্মবিৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরও কেবল লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেইরূপ কর্ম করা উচিত।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ কর্ম করেন জ্ঞানী এবং মুক্ত পুরুষগণকেও অনুরূপ কর্ম করিতে হইবে। এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞানী যদি অজ্ঞের মতই কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তবে তাঁহার সঙ্গে অজ্ঞের প্রভেদ কোথায় ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে কর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে অজ্ঞের সহিত জ্ঞানীর কোনও প্রভেদ নাই। অজ্ঞ যেমন তাহার স্বভাবোচিত কর্মে প্রবৃত্ত থাকে, কখনও কর্মত্যাগ করে না, সেইরূপ জ্ঞানীও কর্মত্যাগ করিবেন না। 'ইহারা অজ্ঞ, কর্মাধিকৃত, সুতরাং ইহারা কর্ম করুক ; আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি, আমার কোনও কর্ম নাই'—ইহা মনে করিয়া তিনি কর্ম হইতে বিরত হইবেন না।

কর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধেও অজ্ঞ লোকের সঙ্গে জ্ঞানীর বিশেষ পার্থক্য নাই। অজ্ঞ লোক তাহার স্বধর্মোচিত যে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, জ্ঞানীকেও হয়ত সেই সকল কর্মই সম্পাদন করিতে হইবে। হয়ত তাহাকে রাজ্যশাসন করিতে হইবে, যুদ্ধ করিতে হইবে, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে, এমন কি যে সকল কর্ম সাধারণত হীন বলিয়া বিবেচিত হয় জ্ঞানী তাহাও করিতে পারেন। পুরাণাদিতে এরূপ জ্ঞানী ও ভক্ত পুরুষের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মব্যাধ ব্যাধের কার্য করিতেন, কিন্তু পরম জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন। এই পার্থক্য মনোভাবে।

তবে জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন কর্মীর প্রভেদ কোথায় ?

অজ্ঞ কর্মী যে মনোভাব লইয়া কর্ম করে জ্ঞানীর মনোভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমতঃ, জ্ঞানী জানেন তিনি কর্মের কর্তা নহেন, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে; তিনি দেহেন্দ্রিয় মন নহেন, তিনি আত্মা। এজন্য তিনি সম্পূর্ণ অহংকারশূন্য হইয়া কর্ম করেন বলিয়া কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না, কিন্তু অজ্ঞানী অহংকারবশতঃ নিজেকে কর্তা মনে করিয়া কর্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উদ্দেশ্যের প্রভেদ—অজ্ঞানী কামনাবাসনার বশে ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে। জ্ঞানীর কোনও কামনাবাসনা নাই, এজন্য তাঁহার স্বপ্রয়োজনে করণীয় কোন কর্মও নাই। তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়াছেন, ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, ভগবানের কর্মই তাঁহার কর্ম। মানুষকে প্রাকৃত জীবন হইতে উন্নীত করিয়া ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ভগবান অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করেন। জ্ঞানী মুক্ত পুরুষকেও সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে। তিনি নিজের জীবনে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞ লোকদিগকে ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চালিত করিবেন। ইহারই নাম লোকসংগ্রহ। এই লোকসংগ্রহই জ্ঞানীর কর্মের উদ্দেশ্য।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ (অজ্ঞ কর্মাসক্ত ব্যক্তিগণের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) যুক্তঃ [সন্] (যোগস্থ হইয়া) সর্বকর্মাণি সমাচরন্ (সকল কর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া) যোজয়েৎ (তাহাদিগকে কর্মে যুক্ত করাইবেন)।

শব্দার্থঃ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্—কর্মে আসক্ত অবিবেকী লোকদিগের (শ); কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্মীদিগের (ম)। বুদ্ধিভেদম্—বুদ্ধির [আমার এই কর্ম কর্তব্য, ইহার ফল ভোক্তব্য ঃ এই প্রকার বুদ্ধির] ভেদ [আত্মা অকর্তা, এরূপ উপদেশ দ্বারা বিচালন] (শ, ম); 'কর্মের প্রয়োজন কি ? আমার ন্যায় জ্ঞানদ্বারাই কৃতার্থ হইবে' ঃ এরূপ উপদেশ দ্বারা বুদ্ধির বিচালন (ব)। যুক্তঃ—অভিযুক্ত (শ); অবহিত (শ্রী, ম); যোগস্থ। সর্বকর্মাণি—যজ্ঞাদি কর্ম (শ্রী); সমস্ত বিহিত কর্ম (ব); অবিদ্বানের অধিকৃত কর্মসকল (ম)। সমাচরন্—লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া। যোজয়েৎ—অজ্ঞদ্বারা কর্ম করাইবে (শ্রী); প্রীতির সহিত তাহাদের দ্বারা কর্ম করাইবে (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি কর্মে আসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্বক কর্মানুষ্ঠানে রত তাহাদের কর্মবুদ্ধিকে বিচলিত করিবে না। বরং জ্ঞানী ব্যক্তি যোগস্থ অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সমস্ত বিহিত কর্ম স্বয়ং সম্পাদনপূর্বক সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞদিগকে কর্মে যুক্ত করাইবেন।

ব্যাখ্যাঃ যাহারা আত্মার স্বরূপ অবগত নহে, এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অহংকারের বশে অভীষ্ট ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কামনাবাসনার বশীভূত হইয়া বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম করিয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলিকে তাহারা পাপ এবং কতকগুলিকে পুণ্য কর্ম মনে করে। পাপকর্মের ফলে নরকবাস এবং পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গাদি লাভ হয়—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এই কারণে সৎকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি লাভের

আশায় পাপকর্ম বর্জন করিয়া পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহার অতিরিক্ত মোক্ষ বা মুক্তি আছে তাহা ইহারা ধারণা করিতে পারে না।

অজ্ঞ লোকদের কর্মানুষ্ঠানে যে বুদ্ধি বা মানসিক স্থিতি আছে তাহা হইতে জ্ঞানিগণ তাহাদিগকে বিপথে চালিত করিবেন না। তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ দিবেন না যে কর্মদ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়, সুতরাং কর্মত্যাগই মুক্তির উপায়। কারণ এরূপ উপদেশের ফলে কর্মের প্রতি তাহাদের যে নিষ্ঠা আছে তাহা বিনষ্ট হইবে, তাহাদের মধ্যে তামসিক নিষ্ক্রিয়তা আসিবে, অথচ মুক্তির জন্য যে জ্ঞানলাভের দরকার তাহাও লাভ হইবে না। এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম—এই উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অথবা তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিবেন না যে আত্মা অকর্তা, প্রকৃতিই কর্ম করে, প্রকৃতির কর্মে আত্মা নির্লিপ্ত, পাপপুণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম, উহা আত্মাকে স্পর্শ করে না, আত্মা পাপপুণ্যের নিমিত্ত দায়ী নহে। এইপ্রকার উপদেশের ফলে অজ্ঞ মানুষের যে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে তাহা নষ্ট হইতে পারে এবং সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিবিধ পাপকর্মে লিপ্ত হইতে পারে।

তারপর কেবল যে উপদেশ দ্বারাই অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে। জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত দর্শনেও তাহার মতিভ্রম জন্মিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের উপর উপদেশের প্রভাব অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রভাব অনেক বেশী। সুতরাং জ্ঞানী যদি কর্মত্যাগ করেন তবে তাঁহার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীও কর্মত্যাগ করিবে। কারণ সে মনে করিবে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যখন কর্মত্যাগ করিয়াছেন তখন কর্ম দূষণীয় এবং কর্মত্যাগই মোক্ষলাভের পথ। এইপ্রকারে কর্মত্যাগ করিয়া সে জ্ঞান ও কর্মের উভয় পথ হইতেই ভ্রষ্ট হইবে। সুতরাং জ্ঞানী কর্মত্যাগ করিবেন না, তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে সর্ববিধ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে অজ্ঞানিগণও কর্মত্যাগ করিবে না; পরন্তু জ্ঞানীর নিষ্কাম ভাগবত কর্ম দেখিয়া তাহারাও ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে শিক্ষালাভ করিবে।

এই শ্লোকটির মধ্যে একটি মূল্যবান সত্য নিহিত আছে। মানুষের প্রকৃতিজাত সংস্কার ও মানসিক শক্তি অনুসারে তাহার সত্যগ্রহণের অধিকার জন্মে। যে সকল মানুষ জ্ঞানের নিম্নস্তরে অবস্থিত, তাহাদের সত্যগ্রহণের অধিকারও স্বল্প, যাহারা উচ্চস্তরে অবস্থিত তাহাদের অধিকারও উচ্চ। আধ্যাত্মিক জগতে এই অধিকারভেদ সর্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে; প্রাকৃত জগতেরও ইহাই নিয়ম। যাহারা নিম্নস্তরে অবস্থিত তাহাদিগকে উচ্চস্তরের লোকের উপযোগী উপদেশ দিলে সেই উপদেশ তাহারা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উহার প্রকৃত মর্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া তাহারা উহাকে ভুল বুঝিয়া থাকে অথবা ঐ উচ্চশিক্ষার দোষ ধরে। তাহাদের নিকট উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করিলে তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, অথচ তাহারা যে শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল তাহাতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। এই প্রকারে 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইয়া তাহারা বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বোঝা যাইবে। যাহারা দেবদেবীর উপাসনা করে তাহাদিগকে যদি বলা যায়—দেবদেবী কিছু নয়, তাহাদের কোনও অস্তিত্ব নাই, নিরাকার পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাহাতে অনেক স্থলে এই ফল হয় যে তাহারা যে উপাসনা করিতেছিল তাহাতে আস্থা হারাইয়া ফেলে, অথচ নিরাকার ব্রহ্মকেও ধারণায় আনিতে পারে না। ফলে এই সকল লোক অনেক স্থলে নাস্তিক বা

সর্বোপাসনাবর্জিত হইয়া পড়ে। কাজেই বলা হইয়াছে যে অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

অন্বয় ঃ প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা) কর্মাণি সর্বশঃ ক্রিয়মাণানি (কর্মসকল সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ হয়) অহংকারবিমূঢ়াত্মা (অহংকার দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) অহং কর্তা ইতি মন্যতে ('আমিই কর্তা' এইরূপ মনে করে)।

শব্দার্থ ঃ প্রকৃতেঃ—প্রকৃতির [প্রকৃতি—প্রধান, সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা] (শ); সত্ত্বরজস্তমোময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তি (ম)। গুণৈঃ—কার্যকারণরূপ বিকারসমূহ দ্বারা (শ, ম); প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণসকল দ্বারা (রা); প্রকৃতির কার্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা (শ্রী)। কর্মাণি—লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্মসকল (শ); লৌকিক ও বৈদিক কর্মসকল (ম)। সর্বশঃ—সর্বপ্রকারে (শ)। অহংকারবিমূঢ়াত্মা—অহংকার দ্বারা [কার্যকারণ-সংঘাতজনিত আত্মপ্রত্যয়ের নাম অহঙ্কার, তদ্দ্বারা] বিমূঢ় [স্বরূপবিচারে অসমর্থ] আত্মা [অন্তঃকরণ] যাহার (শ, ম); অনাত্মাতে আত্মাভিমানী (ম); ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অভ্যাসদ্বারা বিমূঢ়বুদ্ধি (শ্রী); শরীরাদিতে অহং-ভাববান্ (ব)। মন্যতে—'অবিদ্যাহেতু আত্মাতে কর্মসকলের অধ্যাসদ্বারা সেই সকল কর্ম আমিই করিতেছি' ঃ এইরূপ মনে করে (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ সত্ত্ব, রজ ও তম—প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের দ্বারাই জগতের সমস্ত কর্ম সর্বতোভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু অহংকারে বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে, 'আমিই কর্তা অর্থাৎ আমিই সমস্ত কর্ম করিতেছি।'

ব্যাখ্যা ঃ যদি বিদ্বানদেরও কর্ম করিতে হয় তবে বিদ্বান ও অবিদ্বানের প্রভেদ কি তাহাই এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে হইলে সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুইটিই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন; প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। পুরুষের যোগে প্রকৃতি কর্ম করে। যাহা কিছু সৃষ্টি দেখা যায় তৎসমস্তই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব, রজ ও তম। এই তিন গুণ দ্বারাই প্রকৃতির কর্ম হইয়া থাকে। এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন প্রকৃতির কোনও কার্য হয় না। কিন্তু যখন গুণবিক্ষোভ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কোনও গুণ অপর গুণের উপর প্রাধান্যলাভ করে তখনই সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই সৃষ্টি প্রকৃতির গুণসমূহেরই পরিণাম বা বিকার।

মানুষের মধ্যেও এই পুরুষ এবং প্রকৃতির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আত্মাই পুরুষ এবং মানুষের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রকৃতি। আত্মা নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, আত্মা কোনও কর্ম করেন না; মানুষের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ই কর্ম করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ অহংকারবশতঃ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই আত্মার কার্য বলিয়া মনে করে। এইরূপে প্রকৃত আত্মার সন্ধান না পাইয়া সে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কেই 'আমি' অর্থাৎ আত্মা মনে করিয়া একটি কল্পিত আত্মা বা 'আমি'-র সৃষ্টি করিয়া লয়। এই আত্মা প্রকৃত আত্মা নহে। ইহা প্রকৃতির কার্যের উপর আত্মার একটা

আভাস বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই আত্মাই বাসনাকামনাময়; ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই অংশ।

'তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে—একটি হইতেছে আভাস আত্মা বা বাসনাকামনাময় আত্মা। গুণত্রয়ের রূপান্তরের সহিত ইহারও রূপান্তর হয়; ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত। অপরটি হইতেছে প্রকৃতি ও তাহার গুণের অতীত মুক্ত শাশ্বত পুরুষ।' (অরবিন্দের গীতা)। এই অহঙ্কারাচ্ছন্ন, বাসনাময় আত্মাই প্রকৃতির কার্যকে নিজের কার্য মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

অন্বয় ঃ তু (কিন্তু) মহাবাহো (হে মহাবাহু) গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ (গুণ ও কর্ম বিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে (গুণসমূহ গুণসমূহের উপরই ক্রিয়া করিতেছে) ইতি মত্বা (ইহা জানিয়া) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না)।

শব্দার্থ ঃ গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ—(১) গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ (শ); গুণসকল [অহংকারাস্পদ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ] ও কর্মসকল [তাহাদের মমকারাস্পদ ব্যাপারসকল] এবং বিভাগ [স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ অসঙ্গ আত্মা], ইহাদের [জড় ও চৈতন্যের] তত্ত্ব [যথার্থ স্বরূপ] যিনি জানেন (ম)। (২) গুণবিভাগ ['আমি গুণাত্মক নহি' ঃ এইরূপে গুণ হইতে আত্মার বিভাগ] ও কর্মবিভাগ ['কর্মসকল আমার নহে' ঃ এই প্রকারে কর্ম হইতে আত্মার বিভাগ], এই উভয় বিভাগের তত্ত্বজ্ঞ (শ্রী)। গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে—গুণসকল [করণাত্মক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়] গুণসকলে [উহাদের বিষয়ে] প্রবৃত্ত আছে (শ); সত্ত্বাদি গুণসকল তাহাদের কার্যে প্রবৃত্ত আছে (ব), গুণসকলের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ইতি মত্বা—'আমি গুণও নহি, গুণের কর্মও নহি, আমি আত্মা' ঃ ইহা জানিয়া। ন সজ্জতে—প্রকৃতির কার্যে আসক্ত হয় না; কর্তৃত্বাভিনিবেশ করে না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে মহাবাহু, যিনি গুণ ও কর্মবিভাগের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন তিনি জানেন যে গুণসকলের পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ইহা জানিয়া তিনি আসক্তি দ্বারা তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা ঃ অজ্ঞ মানুষের সহিত জ্ঞানীর প্রভেদ দেখাইয়া জ্ঞানী কেন কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হন না তাহাই এখানে বলা হইতেছে। মানুষের দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি প্রকৃতিরই অংশ। এই দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে মনে করে—'এই দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধিই আমি।' কিন্তু অজ্ঞ মানুষ এই প্রকৃতিতেই আত্মাভিমান করে। ইহা হইতে ভিন্ন যে আত্মা আছে তাহা সে মোটেই জানে না অথবা দেহেন্দ্রিয় মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। সুতরাং এই দেহেন্দ্রিয়-মনের কর্ম হইলেই সে মনে করে—'আমিই ইহা করিতেছি। আমিই ইহার ফলভোগ করিব' অথবা 'আমার আত্মাই ইহা করিতেছে এবং সে-ই ইহার ফলভোগ করিবে।' এই প্রকারে প্রকৃতিতে আত্মাভিমান করিয়া আপনাকে প্রকৃতির সকল কর্মের কর্তা ও ভোক্তা মনে করিয়া সে কর্মে এবং কর্মফলে আসক্ত হয়।

পক্ষান্তরে যিনি যথার্থবিৎ তিনি জানেন যে তাঁহার দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধির

অতিরিক্ত আত্মা আছে। তিনি দেহেন্দ্রিয়-মন নন, তিনি সেই আত্মা। তিনি আরও জানেন যে এই আত্মা নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, অকর্তা, অভোক্তা। তাঁহার দেহেন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি প্রকৃতিরই অংশ। সুতরাং বিষয়ের সংস্পর্শে উহাদের দ্বারা যে কর্ম হইয়া থাকে তাহা প্রকৃতির তিন গুণেরই খেলা—উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে জাত এবং প্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যেই উহারা আবদ্ধ। প্রকৃতির ত্রিগুণজাত ঐ সকল কর্মের কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব তাঁহার আত্মাতে নাই। কাজেই তিনি প্রকৃতির কোন কর্মে আত্মাভিমান করেন না, দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধির দ্বারা যে সকল কর্ম হইতেছে তিনি তাহা নিজের বা আত্মার কর্ম বলিয়া মনে করেন না। 'এই কর্ম আমি করিতেছি, আমি ইহার ফল ভোগ করিব'—এই বুদ্ধি তাঁহার কখনও হয় না। কাজেই তিনি কোনও কর্মে বা কর্মফলে আসক্ত হন না।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ) গুণকর্মসু সজ্জন্তে (গুণের কর্মে আসক্ত হয়) কৃৎস্নবিৎ (সমগ্রের জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ (সেই অল্পজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিদিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না)।

শব্দার্থঃ প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ—প্রকৃতির গুণসকল দ্বারা সংমোহিত (শ); প্রকৃতির গুণের কার্য অহঙ্কারদ্বারা মোহিত (ব); স্বরূপের অস্ফুরণ হেতু শরীরেন্দ্রিয়াদিগকে যাঁহারা আত্মা মনে করে তাঁহারা (ম)। গুণকর্মসু—গুণসকলের কর্মে (শ); দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের ব্যাপারে (ম)। সজ্জন্তে—'এই ফললাভের নিমিত্ত আমি এই কর্ম করিতেছি' ঃ এই বলিয়া আসক্ত হয়। অকৃৎস্নবিদঃ—কর্মের ফলমাত্র যাহারা দর্শন করে (শ); অল্পজ্ঞ (ব); অনাত্মাভিমানী (ম)। মন্দান্—মন্দপ্রজ্ঞ (শ); মন্দমতি (শ্রী); অশুদ্ধচিত্তত্ব-হেতু অপ্রাপ্তজ্ঞানাধিকার ব্যক্তিদিগকে (ম)। কৃৎস্নবিৎ—আত্মবিৎ (শ); সর্বজ্ঞ (শ্রী); পরিপূর্ণাত্মবিৎ (ম)। ন বিচালয়েৎ—কর্মশ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত করিবে না (ম); বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না (শ); তুমি গুণকর্ম হইতে ভিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্যানন্দ ঃ এই তত্ত্ব গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিবে না (ব)।

শ্লোকার্থঃ প্রকৃতির গুণসমূহে যাহাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন তাহারা ঐসকল গুণজাত কর্মসকলকে আপনার কর্ম মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়। যাঁহারা সমগ্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই অল্পজ্ঞ (অসমগ্র জ্ঞানবিশিষ্ট) মূঢ় লোকদিগকে তাহাদের মানসিক স্থিতি হইতে বিচলিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞানিগণ কর্মত্যাগ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে তাহাদের কর্মনিষ্ঠা হইতে বিচলিত করিবেন না—এই কথা বলিয়া এই শ্লোকে উপসংহার করা হইয়াছে। অজ্ঞ লোকের প্রকৃতি সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের অধীন। এই সকল গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতে যে সকল বাসনাকামনার উদয় হয় তাহাদ্বারা মোহিত হইয়া উহারা সংসারে কর্ম করিয়া থাকে। তাহাদের বিবেকবুদ্ধি এই সকল কামনাবাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের মলিন বুদ্ধি আত্মতত্ত্বে অভিনিবেশ করিতে পারে না, দেহেন্দ্রিয় মনের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে তাহার কোন সন্ধানই পায় না, পাইলেও তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। ইহাদের চিত্ত প্রকৃতির ত্রিগুণজাত কর্ম ও কর্মফলেই আসক্ত থাকে। ইহারা অকৃৎস্নবিৎ, অল্পজ্ঞ, সমগ্রের জ্ঞান ইহাদের নাই। আন্তর ও বাহ্য জগতে প্রকৃতির যে খেলা চলিতেছে ইহারা তাহারই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতির উপরে, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অথচ প্রকৃতির প্রভু যে পরমাত্মা আছেন—এবিষয়ে তাহাদের কোনও জ্ঞান নাই। কিন্তু তাহারা মনে করে যে তাহারাই কর্মের কর্তা এবং কর্মের জন্য দায়ী।

যাঁহারা কৃৎস্নবিৎ—যাঁহারা আত্মা এবং অনাত্মা, পুরুষ এবং প্রকৃতির সমগ্রের তত্ত্ব অবগত আছেন, যাঁহারা পরিপূর্ণ আত্মবিৎ, তাঁহারা কর্মত্যাগের উপদেশ বা দৃষ্টান্ত দ্বারা অল্পজ্ঞদিগকে তাহাদের মানসিক স্থিতি বা কর্মপ্রবৃত্তি হইতে বিচলিত করিবেন না, তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। কেন জন্মাইবেন না তাহা ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বলা হইয়াছে।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ অধ্যাত্মচেতসা (আত্মাধিকৃত চিত্তদ্বারা) ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য (আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্মমঃ (মমতারহিত) বিগতজ্বরঃ [ভূত্বা] (এবং শোকশূন্য হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

শব্দার্থঃ ময়ি—সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর বাসুদেবে (শ); সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরে (নী, ব)। অধ্যাত্মচেতসা—বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা; 'কর্তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভৃত্যের ন্যায় কর্ম করিতেছি' ঃ এই বুদ্ধিদ্বারা (শ); 'অন্তর্যামীর অধীন আমি কার্য করিতেছি' ঃ এই দৃষ্টিতে (শ্রী); আত্মাতে অবস্থিত যে চিত্ত তাহাই অধ্যাত্মচেতঃ তদ্দ্বারা, আত্মস্বরূপবিষয়ক শ্রুতিস্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা (রা)। সংন্যস্য নিক্ষেপ করিয়া (শ); সমর্পণ করিয়া (শ্রী)। নিরাশীঃ—নিষ্কাম (শ্রী); স্বামীর আজ্ঞায় করিতেছি, সুতরাং ফলেচ্ছাশূন্য। নির্মমঃ—মমত্বভাবশূন্য (শ); 'আমার ফলসাধনের নিমিত্ত এই সকল কর্ম' ঃ এইরূপ মমত্ববোধ-বর্জিত (ব); স্বীয় দেহ-পুত্র-ভ্রাতাদিতে মমত্বশূন্য (ম)। বিগতজ্বরঃ—সন্তাপশূন্য, লোকশূন্য হইয়া (শ); ঐহিক পারত্রিক অমঙ্গলের আশঙ্কায় শোক না করিয়া (ম)। যুধ্যস্ব—যুদ্ধাদি বিহিত কর্ম কর (ম); স্বাশ্রমবিহিত মুমুক্ষুর কর্মসকল কর (ব)।

শ্লোকার্থঃ আত্মাতে চিত্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাতে তোমার সমস্ত কর্ম ন্যস্ত করিয়া কামনাবাসনা ও মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটিতে গীতার মর্মার্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাজেই ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানিগণ অজ্ঞদিগকে তাহাদের কর্মনিষ্ঠা হইতে বিচলিত করিবেন না, পরন্তু স্বয়ং কর্ম করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, তোমারও সেইরূপ করা উচিত। তুমিও আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কামনাবাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক কর্মফল আমাতে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর। প্রথমে তোমার আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়া চিত্তকে আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে (অধ্যাত্মচেতাঃ)। আত্মা নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অকর্তা, অভোক্তা—এই জ্ঞানলাভ হইলে এবং বুদ্ধি আত্মাতেই স্থিত হইলে তোমার অহঙ্কারবুদ্ধি লোপ পাইবে, তোমার চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইবে, তোমার কামনাবাসনা থাকিবে না, তুমি 'নিরাশী, নির্মম' হইতে পারিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা যদি অকর্তা, অভোক্তা হয় তবে কর্মের কর্তা কে? কেই বা কর্মের ফলভোগ করে? যদি বলা যায় প্রকৃতিই কর্তা, প্রকৃতিই ভোক্তা, তাহা হইলেও প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কারণ প্রকৃতি জড়, প্রকৃতির স্বাধীনতা নাই, অন্ধ প্রকৃতি কতকগুলি বাঁধা নিয়মের অধীনে কর্ম করিয়া থাকে। কাজেই প্রকৃতির একজন চালক, একজন প্রভু চাই। দ্বিতীয়তঃ কর্মের ফলভোগ করিবে কে? আত্মা নির্গুণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় বলিয়া ভোক্তা হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়, উহারও ভোক্তৃত্ব নাই। পুরুষই ভোক্তা, প্রকৃতি কখনও ভোক্তা হইতে পারে না। অবশ্য অজ্ঞলোকে মনে করে—'আমিই কর্তা, আমিই ভোক্তা, আমার আত্মাই কর্ম করিতেছে, কর্মের ফলভোগ করিতেছে।' কিন্তু ইহারা ভ্রান্ত, 'অহংকার-বিমূঢ়াত্মা'। জ্ঞানী পুরুষ কখনও আপনাকে কর্মের কর্তা বা ভোক্তা মনে করেন না।

সুতরাং এই প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী যে অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষর প্রকৃতি যদি কেহই কর্মের কর্তা বা ভোক্তা না হয় তবে কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা কে? গীতাতে পুরুষোত্তমবাদের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে। গীতার মতে অক্ষর আত্মা ও প্রকৃতির উপরে পুরুষোত্তম অবস্থিত। অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ তাঁহারই দুইটি বিভাব মাত্র। তিনিই প্রকৃতির প্রভু এবং চালক; সকল কর্মের কর্তা ও ভোক্তা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'আমিই সেই পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম। আমিই প্রকৃতির সকল কর্মের প্রভু ও ভোক্তা। অতএব হে অর্জুন, তুমি আমাকেই তোমার সকল কর্ম সমর্পণ কর। নিজেকে তোমার কর্মের কর্তা বা ভোক্তা মনে না করিয়া আমাকেই কর্তা এবং ভোক্তা মনে করিয়া সকল কর্ম সম্পাদন কর।' ইহাই কর্ম-সমর্পণ। কর্মী যখন নিজেকে কর্মের কর্তা ও ভোক্তা মনে না করিয়া পরমেশ্বরকেই সকল কর্মের কর্তা ও ভোক্তা মনে করেন এবং নিজেকে ভৃত্যস্বরূপ মনে করিয়া ভগবানের আদেশে ও ইচ্ছায় সমস্ত কর্মানুষ্ঠান করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত কর্ম-সমর্পণ হয়। এই কর্মার্পণ জ্ঞানী ভক্ত ব্যতীত অপরে করিতে পারে না। কাজেই এই শ্লোকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হইয়াছে।

'যুধ্যস্ব' শব্দে 'কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কর' কেবল এই অর্থই বুঝাইতেছে না। আমাদের অন্তরে পাপ-প্রবৃত্তির সহিত যে যুদ্ধ করিতে হয় তাহাও বুঝাইতেছে। 'যুদ্ধ কর'—এটা দৃষ্টান্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমাতে সমর্পণ করিয়া তোমার স্বধর্মোচিত সমুদয় কর্ম সম্পন্ন কর—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। 'বিগতজ্বরঃ' কথার অর্থ পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিতে পারিলে তোমার চিত্তে কোনও প্রকার দুঃখ, শোক বা সন্তাপ থাকিবে না। তখন তুমি বিগতশোক ও সন্তাপবিহীন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১

অন্বয় : যে মানবাঃ (যে সকল মানুষ) শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াবিহীন হইয়া) মে ইদং মতম্ (আমার এই মত) নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুষ্ঠান করেন) তে অপি কর্মভিঃ মুচ্যন্তে (তাঁহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন)।

শব্দার্থ : ইদং মতম্—এই মত, ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া বিহিত কর্মাচরণরূপ মত (ম)। অনুতিষ্ঠন্তি—'ইহাই শাস্ত্রার্থ' : এরূপ নিশ্চয় করিয়া এই মতের অনুষ্ঠান করে (রা); অনুবর্তন করে (শ)। শ্রদ্ধাবন্তঃ—স্বয়ং অনুভব না করিয়া শাস্ত্রাচার্যোপদিষ্ট অর্থ এইরূপ : এইপ্রকার বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। অনসূয়ন্তঃ—গুণে দোষাবিষ্কারের নাম অসূয়া, ভগবান বাসুদেবে এইপ্রকার অসূয়ান্বিত না হইয়া; 'দুঃখাত্মক কর্মে আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে' : এইপ্রকার দোষদৃষ্টি না করিয়া (শ্রী)। মুচ্যন্তে—ধর্মাধর্মাখ্য সকল কর্ম হইতে মুক্ত হয় (শ)।

শ্লোকার্থ : যে সকল মানুষ আমার এই মতে কোনরূপ দোষ আবিষ্কার না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ইহার অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকে 'আমার মত' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে মতের কথা বলিয়াছেন সেই মতটি কি এবং অন্য মতের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন দুইটি মত খুব প্রবল ছিল। একটি বেদবাদী মীমাংসকদিগের মত। ইঁহাদের মতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মদ্বারাই স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত মোক্ষ নাই। অপরটি সাংখ্যদিগের মত। ইঁহাদের মতে নির্গুণ, অব্যয়, নিষ্ক্রিয় আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়া কর্মত্যাগ-পূর্বক জ্ঞানের সাধনা করিলেই মুক্তি হইবে। কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক, সুতরাং জ্ঞানীর কোনও কর্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় মতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইতে পারে এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কর্ম চলিতে পারে। সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, 'নিরাশী নির্মম' হইয়া সমস্ত কর্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তমে সমর্পণপূর্বক লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করিবেন। তাহা হইলে তাঁহার কর্মবন্ধন হইবে না।

'তেঽপি মুচ্যন্তে কর্মভিঃ'—ইহার অর্থ এই যে যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কর্মত্যাগ করেন তাঁহাদের তো কর্মবন্ধন হইতে পারে না; কারণ কর্মই যদি না রহিল তবে তাহার বন্ধন হইবে কোথা হইতে? মাথা না থাকিলে আর মাথার ব্যথা কোথায়? কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মতের অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমেশ্বরে কর্মফল সমর্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও মুক্ত হন। কর্ম করিয়াও কি প্রকারে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় গীতাতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কেহ কেহ এই শ্লোকের এরূপ অর্থ করেন যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মতের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা তো মুক্ত হইবেনই, যাঁহারা অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল তাহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন, এমন কি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান না হইয়াও কেবল তৎপ্রতি অসূয়াবিহীন, তাঁহারাও মুক্তি পাইবেন। কিন্তু কোনও মতের অনুষ্ঠান না করিয়া, কেবল শ্রদ্ধাসম্পন্ন অথবা অসূয়াবিহীন হইলেই কি প্রকারে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা বোঝা কঠিন।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

অন্বয় : যে তু (আর যাহারা) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়াপরবশ হইয়া) মে এতৎ

মতম্‌ (আমার এই মতের) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না) অচেতসঃ (বিবেকহীন) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্‌ (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়) তান্‌ (তাহাদিগকে) নষ্টান্‌ (বিনষ্ট) বিদ্ধি (জানিও)।

শব্দার্থ ঃ যে তু—তদ্বিপরীত যে সকল ব্যক্তি (শ)। অভ্যসূয়ন্তঃ—নিন্দা করিয়া (শ); দ্বেষ করিয়া (শ্রী); দোষাবিষ্কার করিয়া (ম)। অচেতসঃ—অবিবেকী (শ, শ্রী); দুষ্টচিত্ত (ম); চিত্তশূন্য (ব)। নষ্টান্‌—বিনাশ-প্রাপ্ত (শ); সর্বপুরুষার্থ ভ্রষ্ট (ম, ব)। সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্‌—সমস্ত কর্মে ও ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানবিহীন (শ্রী); সমস্ত কার্যে এবং সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানে মূঢ় [সর্বপ্রকারে অযোগ্য]; সমস্ত কর্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞানবিহীন (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ আর যে সকল ব্যক্তি অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতে দোষাবিষ্কার করতঃ ইহার অনুষ্ঠান করে না বিবেকহীন সর্বজ্ঞানশূন্য সেই লোকদিগকে বিনষ্ট (সর্বপ্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট) বলিয়া জানিও।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে একদল লোক উত্থিত হইয়াছিল। দুর্যোধন, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে তাঁহার পূজা, ইঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যে যোগধর্মের প্রচার করেন তৎপ্রতিও অনেকে বিশেষতঃ বেদবাদী মীমাংসকগণ ও সন্ন্যাসবাদী সাংখ্যগণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের বিরোধের কারণ এই যে তাঁহারা মনে করিতেন শ্রীকৃষ্ণ এক নূতন ধর্মের প্রচার করিতেছেন, উহা বেদবিরুদ্ধ এবং প্রচলিত ধর্মমতের সহিত উহার মিল নাই। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা ভগবানের অবতার বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। এই সকল কারণে অসূয়াপরবশ হইয়া যাহারা তাঁহার ধর্মমতের দোষাবিষ্কার করিত, তাহাদিগকেই এই শ্লোকে 'সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

অন্বয় ঃ জ্ঞানবান্‌ অপি (জ্ঞানবান ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে (স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন) ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি (ভূতসকল প্রকৃতিরই অনুসরণ করে) নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি (নিগ্রহ কি করিবে)।

শব্দার্থ ঃ জ্ঞানবান্‌—গুণদোষ সম্পর্কে জ্ঞানবান ব্যক্তি (শ্রী); শাস্ত্রোক্ত দণ্ডের জ্ঞানবিশিষ্ট (ব); ব্রহ্মবিদ্‌ (ম); বিবেকবান্‌ (বি)। অপি—জ্ঞানবানও, মূর্খের তো কথাই নাই, কাজেই জ্ঞানী মূর্খ সমস্ত প্রাণী (ম)। প্রকৃতেঃ—পূর্বকৃত ধর্মাধর্ম সংস্কার যাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম প্রকৃতি (শ); স্বকীয় প্রাচীন কর্মের সংস্কারজনিত স্বভাব (শ্রী); অনাদিকালপ্রবৃত্ত উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বাসনাসমূহ (ব)। ভূতানি—সমস্ত প্রাণী (শ্রী); সকল লোক (ব); সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থ। নিগ্রহঃ—নিষেধরূপ শাসন (শ); শাস্ত্রের নিষেধ বা দণ্ড (ব); আমার বা রাজার শাসন (ম)। কিং করিষ্যতি—নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে না (ম); কারণ প্রকৃতিই বলবতী (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারেই কার্য করিয়া থাকেন, সমস্ত

জীবই স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে। জোর করিয়া এই প্রকৃতিকে দমন করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে? অর্থাৎ কোন ফলই হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ লোকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম কর্মের কেন অনুষ্ঠান করে না, ভগবৎ প্রচারিত ধর্মেরই বা কেন দোষাবিষ্কার করে তাহারই কারণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। মানুষমাত্রই একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। পূর্বজন্মার্জিত এবং পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বারাই এই প্রকৃতি গঠিত হয়। জন্মের পর শিক্ষা এবং সংসর্গও এই প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই ত্রিগুণের বৈষম্যে মানুষেরও প্রকৃতিভেদ হইয়া থাকে। যথা, সত্ত্ব-প্রধান, সত্ত্ব-রজ-প্রধান, রজ-তম-প্রধান ও তম-প্রধান।

মানুষের প্রকৃতিদ্বারাই সাধারণত তাহার জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন কি যে ব্যক্তি বিবেকবান, গুণদোষজ্ঞ, শাস্ত্রানুযায়ী কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবগত আছেন—এরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তিও প্রকৃতির প্রভাব সম্যক্‌ অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহার চেষ্টা এবং কর্ম স্বীয় প্রকৃতিরই অনুযায়ী হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবের উপর তদীয় প্রকৃতির প্রভাব এত প্রবল যে জোর করিয়া কেহ প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। শাস্ত্রাচার্যগণের নিষেধবাক্য ও রাজদণ্ড এবং নরকবাসাদির ভয়ও অনেক স্থলে ব্যর্থ হয়।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

অন্বয় ঃ ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ (রাগ ও দ্বেষ নির্দিষ্ট আছে) তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ (সেই রাগদ্বেষের বশীভূত হইবে না) হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (ইহার অর্থাৎ জীবের) পরিপন্থিনৌ (শ্রেয়োমার্গের বিরোধী)।

শব্দার্থ ঃ ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের। অর্থে—স্ব স্ব বিষয়ে (শ্রী), যেমন চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ ইত্যাদি। রাগদ্বেষৌ—অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ। ব্যবস্থিতৌ—অবশ্যম্ভাবী (শ, শ্রী); নিয়মিত, নির্দিষ্টভাবে স্থিত (ম, ব); নিত্য সম্বন্ধ (নী)। অস্য—পুরুষের (শ), মুক্তিকামী পুরুষের। পরিপন্থিনৌ—শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নোৎপাদক (শ); প্রতিপক্ষ শত্রু (শ্রী); বিরোধী (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বীয় অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ নির্দিষ্ট আছে। এই রাগ ও দ্বেষের অধীন হইও না, কারণ উহারা পুরুষের পরম শত্রু অর্থাৎ তাহার শ্রেয়োলাভের বিরোধী।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির প্রবলতাকে দমন করিতে বিবেকবান ব্যক্তিও সম্পূর্ণ সমর্থ হন না। তিনিও সাধারণত এই প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। তবে কি মানুষকে প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ইহারই নির্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে?

ইহার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—না, তা নয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি লইয়াই মানবপ্রকৃতি গঠিত। ইহার মধ্যে বুদ্ধি প্রকৃতির সর্বোচ্চ স্তরে এবং

ইন্দ্রিয়গণ সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়সকল মানবপ্রকৃতির অংশ হইলেও ইহারা
বাহ্য বস্তুর অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া অনেক স্থলে মন ও বুদ্ধির শাসন অতিক্রম করিয়া
থাকে। সুতরাং সর্বাগ্রে মানুষকে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে। যাহাতে মন ও বুদ্ধি
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাছাড়া প্রকৃতির যাহা
মূল স্বরূপ, যাহা উহার নিজস্ব খেলা তাহার দমন করা কঠিন। কিন্তু মানবপ্রকৃতির,
বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়গণের এই নিজস্ব প্রবণতা ছাড়া, বাহ্য প্রকৃতির সহিত একটা খেলা
আছে। বাহিরের বস্তুদ্বারা ইহারা অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।
এই বাহিরের আকর্ষণ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ তাহাদ্বারা প্রবলভাবে
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে তখন মন ও বুদ্ধি উহাদের অনুসরণ করে; মানুষ তাহার
নিজস্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

তাই এখানে বলা হইয়াছে—হে অর্জুন, বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে রাগদ্বেষ
বর্তমান আছে তাহাতে অভিভূত হইও না; কারণ এই রাগদ্বেষই তোমার
শ্রেয়োমার্গের বিরোধী। ইন্দ্রিয়ের এই স্বাভাবিক রাগদ্বেষই মন ও বুদ্ধিকে অভিভূত
করিয়া মানুষকে পুরুষার্থভ্রষ্ট করে। তোমার সমস্ত শক্তিদ্বারা এই ইন্দ্রিয়গণকে
সংযত করিতে চেষ্টা কর। ইন্দ্রিয় সংযত হইলেই মন ও বুদ্ধি সংযত হইবে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ
স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ (কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন বা দোষবিশিষ্ট স্বধর্ম শ্রেয়) স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
(স্বধর্মপালনে মৃত্যুও কল্যাণকর) পরধর্মঃ ভয়াবহঃ (পরধর্ম ভয়সঙ্কুল)।

শব্দার্থঃ বিগুণঃ—কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন (শ্রী); অসম্পূর্ণভাবে কৃত (ম); হিংসাদি-
মিশ্রিত এবং কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন (নী); কিঞ্চিৎ অঙ্গবিকল (ব)। স্বধর্মঃ—
বর্ণাশ্রমোচিত বেদবিহিত ধর্ম (ব); বর্ণাশ্রমোচিত ঈশ্বরবিহিত ধর্ম (নী)।
স্বনুষ্ঠিতাৎ—সর্বাঙ্গ সহিত সম্যক্ আচরিত (শ্রী)। পরধর্মাৎ—অপরের ধর্ম
হইতে। ভয়াবহঃ—অনিষ্টকর (ব): ইহকালে অকীর্তিকর পরকালে নরকপ্রদ (ম);
নরকাদি ভয়সঙ্কুল (শ্রী)। শ্রেয়ঃ—শ্রেষ্ঠ (নী), কারণ ইহকালে কীর্তিজনক
পরকালে স্বর্গাদিপ্রাপক (ম)।

শ্লোকার্থঃ স্বধর্ম কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত বা অঙ্গহীন হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত
পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে বরণ করাও
ভাল. কিন্তু পরধর্মের অনুসরণ সর্বদাই ভীতিপ্রদ, কারণ উহা অনিষ্টজনক এবং
অকল্যাণকর।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম গতিকে
সংযত করিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী
কার্য করাই উত্তম। প্রকৃতিকে চাপিয়া দমন করিতে গেলে অথবা প্রকৃতির বিরুদ্ধ
কর্ম করিলে অনিষ্ট ফলেরই উৎপত্তি হইবে। মানুষের প্রকৃতির অনুযায়ী কর্মকেই
তাহার স্বধর্ম বলা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকে স্বধর্মের ব্যাখ্যা করা
হইয়াছে। এই স্বধর্ম-পালন দ্বারাই মানুষের শ্রেয়োলাভ হয়, এজন্য ইহা প্রত্যেকের
অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু কোন কোন স্থলে স্বধর্ম-পালন দোষাবহ বিবেচিত হইয়া
থাকে. যেমন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদিতে প্রাণিহিংসা করিতে হয়। আবার কোন কোন

স্থলে স্বধর্মের সম্যক্ প্রতিপালন অসম্ভব হইয়া উঠে। কেহ কেহ স্বধর্ম পালন
অপেক্ষা পরধর্ম পালন অধিকতর সহজ এবং সুখকর বলিয়া মনে করে। আবার কোন
কোন স্থলে স্বধর্ম প্রতিপালন করিতে যাইয়া অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয়, কিন্তু
এই সকল অবস্থাতেও কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন দোষাবহ অথবা দুঃখপ্রদ হইলেও স্বধর্মের
অনুষ্ঠানই উত্তম। এমন কি স্বধর্মে অবস্থিত থাকিলে যদি মৃত্যুও ঘটে তথাপি
স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম গ্রহণ করা বিহিত নহে। কারণ পরধর্ম গ্রহণ
করিলে পাপ জন্মে এবং তাহার ফলে মানুষ ইহকালে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট আর
পরকালে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

উচ্চপ্রকৃতির লোকে নিম্নপ্রকৃতির কর্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহার যে অধোগতি হয়
তাহা সর্ববাদিসম্মত। এজন্য মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণের চাকুরি করাকে কুক্কুরবৃত্তি
বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে নিম্নপ্রকৃতির লোক উচ্চপ্রকৃতির উপযোগী কর্ম অবলম্বন
করিলে সে উচ্চপ্রকৃতিও লাভ করিতে পারে না, অধিকন্তু স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী
কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তারপর লোকে স্বধর্ম ত্যাগ
করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিলে কেবল যে তাহার ব্যক্তিগত অনিষ্ট হয় তাহা নহে, উহা-
দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা এবং ব্যবস্থাও নষ্ট হইয়া যায়। লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া
উঠে এবং তাহাতে জগতের অভ্যুদয় পরাহত হয়। সুতরাং স্বধর্মত্যাগ একদিকে
মানুষকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়া তাহাকে সর্বপুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে, অপরদিকে
সামাজিক শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করিয়া জগতের উন্নতিকে ব্যাহত করে। এই কারণেই
পরধর্ম অবলম্বনকে ভয়াবহ বলা হইয়াছে।

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ)
অথ (তবে) কেন প্রযুক্তঃ (কাহাদ্বারা প্রেরিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ)
অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ (যেন বলপূর্বক নিয়োজিত
হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে)।

শব্দার্থঃ অয়ং পুরুষঃ—মুক্তিকামী এই পুরুষ জীব (ব)। পাপম্—পাপ-
কর্ম (শ), ফলাভিসন্ধি পুরঃসর কাম্য বহুবিধ কর্ম (ম)। নিয়োজিতঃ ইব—
স্বমতবিরুদ্ধ এবং সর্বপ্রকারে অনিষ্টকর জানিয়াও রাজা কর্তৃক প্রেরিত রাজভৃত্যের
ন্যায় (ম)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ, যদি প্রকৃতির অনুসরণ করাই কল্যাণপ্রদ
হয় তবে কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পুরুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া
পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? অর্থাৎ কে. মানুষকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক
পাপকার্যে নিযুক্ত করে?

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে স্বধর্মপালনই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য,
পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবহ, পাপজনক। স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য করাই যদি প্রত্যেক
ব্যক্তির স্বধর্ম হয় তবে স্বধর্মপালনই যে তাহার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক তাহাতে
কোনও সন্দেহ নাই। কারণ জীব সাধারণত তাহার প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে

(প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি)। এই কারণে স্বধর্মপালনের প্রতি প্রত্যেক মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রেরণা থাকে এবং স্বধর্মোচিত কর্মসম্পাদনেই তাহার ইচ্ছা জন্মে। যদি তাহাই হয়, যদি স্বধর্মপালনই সহজ ও স্বাভাবিক হয়, তবে মানুষ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিয়া কেন পাপে লিপ্ত হয়? কে তাহাকে তাহার স্বাভাবিক প্রেরণা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক পাপকর্মে নিযুক্ত করে? ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) এষঃ কামঃ (ইহা কাম) এষঃ ক্রোধঃ (ইহা ক্রোধ) রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে জাত) মহাশনঃ মহাপাপ্মা (ইহা বহুভোজী এবং অতিশয় উগ্র) ইহ (এই সংসারে) এনং বৈরিণং বিদ্ধি (ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থঃ এষঃ কামঃ—এই প্রসিদ্ধ কাম, প্রাচীন বাসনাজনিত শব্দাদিবিষয়ক অভিলাষ (ব)। এষঃ ক্রোধঃ—ইহা ক্রোধ অর্থাৎ প্রতিহত কাম হইতে উৎপন্ন চিত্ত-জ্বালা। রজোগুণসমুদ্ভবঃ—রজোগুণ সমুদ্ভব [কারণ] যাহার, রজোগুণ হইতে জাত (শ); অথবা রজোগুণের সমুদ্ভব [বৃদ্ধি] হয় যাহা হইতে অর্থাৎ যাহা রজোগুণকে বর্ধিত করিয়া জীবকে দুঃখাত্মক কর্মে প্রবর্তিত করে (শ)। এনম্—এই কামকে, এই ক্রোধকে; ক্রোধ কামেরই পরিণাম, সুতরাং উভয়ই মূলতঃ এক বলিয়া একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহ—এই সংসারে (শ); মোক্ষমার্গে (শ্রী)। মহাশনঃ—মহৎ [বৃহৎ, অতিমাত্র] অশন ভোজন যাহার (শ); অনেক ভোজ্যদ্রব্য দিয়াও যাহার ক্ষুধা প্রশমিত করা যায় না, দুষ্পূরণীয়। মহাপাপ্মা—মহৎ পাপ্মা [পাপ] হয় যাহা হইতে, যাহা লোককে পরহিংসাদি পাপকার্যে প্রবর্তিত করে (রা); অত্যুগ্র (শ্রী, ম)।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—ইহাই কাম, ইহাই কামের সহচর ক্রোধ। ইহা রজোগুণ হইতে জন্মিয়া থাকে। ইহা অত্যুগ্র অতি ভীষণ, ইহার উদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। ইহাকে এই সংসারে পুরুষের পরম শত্রু বলিয়া জানিও, কারণ ইহা মোক্ষপথের প্রধান প্রতিবন্ধক।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'রজোগুণজাত কাম ও ক্রোধই মানুষকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করে। সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইলে কামেরও বিনাশ হইয়া থাকে।' এখন কাম হইতে কি প্রকারে পাপের উৎপত্তি হয় তাহাই বিবেচ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২শ শ্লোকে মানুষের হৃদয়ে কি প্রকারে কাম ও ক্রোধের উৎপত্তি হয় তাহা বলা হইয়াছে। বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইলেই তৎপ্রতি ইন্দ্রিয়ের একটা অনুরাগ বা প্রীতি জন্মে। তারপর ঐ বিষয় অনুপস্থিত থাকিলেও মনে তাহার চিন্তা চলিতে থাকে। এই চিন্তা হইতে সেই বস্তুর প্রতি সঙ্গ বা আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, কামনা ব্যাহত হইলেই ক্রোধ জন্মে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণই কামের উৎপত্তির কারণ। এই আকর্ষণ যত প্রবল হয় মানুষের কামনাও তত তীব্র হইয়া থাকে। কামনা অতিশয়

তীব্র হইলে ঐ কাম এবং তৎপরিণাম ক্রোধ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া তাহাকে স্বধর্মভ্রষ্ট করে এবং সেইজন্য সে পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়। কাম কি প্রকারে মানুষের প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া তাহাকে স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাইবে। মনে করা যাউক কোনও ক্ষত্রিয় যুবকের সম্মুখে ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত। এই যুদ্ধ করাই তাহার স্বধর্ম; যুদ্ধের প্রতি তাহার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে এবং যুদ্ধ করিতেও সে ইচ্ছুক। কিন্তু ঐ যুবকটি কোনও রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ। যুদ্ধে যোগদান করিলে রমণীর সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। একদিকে রমণীর সঙ্গসুখ কামনা অপরদিকে স্বধর্ম পালনের প্রবৃত্তি। এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে যদি এই কামনার বশীভূত হইয়া সে স্বধর্মপালন অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত হয় তবেই তাহার পাপ হইবে। এই কাম বহুভোজী, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হয় না; ইহা পাপস্বরূপ, মানুষকে বহু পাপকার্যে লিপ্ত করে। এই কারণে শ্রেয়োলাভের পথে কাম অপেক্ষা পুরুষের প্রবলতর শত্রু আর নাই।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ যথা (যেমন) বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে (ধূমদ্বারা অগ্নি আবৃত হয়) মলেন চ আদর্শঃ [আব্রিয়তে] (মলদ্বারা দর্পণ আবৃত হয়) যথা (যেরূপ) গর্ভঃ উল্বেন আবৃতঃ (জরায়ুদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে) তথা (সেইরূপ) তেন ইদম্ আবৃতম্ (সেই কামদ্বারা ইহা অর্থাৎ জ্ঞান আবৃত হয়)।

শব্দার্থঃ ধূমেন—সহজাত অপ্রকাশক ধূমদ্বারা (শ)। বহ্নিঃ—প্রকাশাত্মক অগ্নি (শ)। মলেন—আগন্তুক মলদ্বারা (শ্রী), অসহজাত মলদ্বারা (ম)। উল্বেন—গর্ভবেষ্টন জরায়ুদ্বারা (শ), অতিস্থূল গর্ভবেষ্টন চর্মদ্বারা (ম)। আবৃতঃ—সর্বতঃ নিরুদ্ধ (ম)। ইদম্—বক্ষ্যমাণ জ্ঞান (নী)।

শ্লোকার্থঃ ধূমদ্বারা যেরূপ অগ্নি আচ্ছাদিত হয়, মলদ্বারা যেরূপ দর্পণ আচ্ছাদিত হয় এবং জরায়ুদ্বারা যেরূপ গর্ভস্থ সন্তান আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম এবং তৎপরিণাম ক্রোধদ্বারা পুরুষের বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব শ্লোকে কামকে শ্রেয়োমার্গে মানুষের প্রধান শত্রু বলা হইয়াছে, কেন তাহা এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এই শ্লোকের 'ইদম্' শব্দে আত্মজ্ঞান বুঝাইতেছে। আত্মার জ্ঞান স্বপ্রকাশ; কারণ মানুষ স্বরূপতঃ আত্মা-ই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি কামনাবাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া উহা আত্মাকে ধরিতে পারে না। স্বপ্রকাশ আত্মা যেন আগন্তুক কোন পদার্থদ্বারা আবৃত হইয়া ঢাকা পড়িয়া যায়। এই আবরণ কিরূপ তাহাই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝান হইয়াছে।

ধূমেন যথা বহ্নিঃ আব্রিয়তে—যেরূপ স্বভাবতঃ অপ্রকাশ ধূমদ্বারা প্রকাশাত্মক অগ্নি আবৃত হয়, সেইরূপ প্রকাশাত্মক জ্ঞান অপ্রকাশাত্মক কামদ্বারা আবৃত থাকে। এস্থলে জ্ঞানকে অগ্নি এবং কামকে ধূমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অগ্নি সর্বদা উজ্জ্বল, উহার স্বভাব অন্ধকার নাশ করিয়া বস্তুসকলকে প্রকাশ করা। জ্ঞানের স্বভাবও হইল অন্তরাত্মার আলোকপ্রদানে চিত্তের মোহান্ধকার নাশ করা। ধূমদ্বারা আচ্ছাদিত বহ্নির যেরূপ প্রকাশ হয় না, সেইরূপ কামদ্বারা চিত্ত আবৃত থাকিলে জ্ঞানেরও প্রকাশ হয় না।

আদর্শঃ মলেন চ—এস্থলে জ্ঞানকে দর্পণের সহিত এবং কামকে ময়লার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দর্পণ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ এবং প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু ময়লাদ্বারা আবৃত হইলে ইহার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়, উহার আর প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। জ্ঞানীর কামনারহিত চিত্তও সেইরূপ স্বচ্ছ এবং আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ, কিন্তু কামদ্বারা চিত্ত মলিনীকৃত হইলে ঐ মলিন চিত্ত আত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না।

উল্বেন যথা গর্ভঃ আবৃতঃ—জ্ঞানকে গর্ভস্থ শিশুর সহিত এবং কামকে জরায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকিলে গর্ভস্থ শিশু লুক্কায়িত থাকে, উহার প্রসারশক্তি থাকে না। কামদ্বারা বুদ্ধি আচ্ছাদিত হইলে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, উহার প্রসারশক্তি বিনষ্ট হয়। তারপর গর্ভের আবেষ্টন যেরূপ কঠিন ও দুশ্ছেদ্য, কামের আবরণও তদ্রূপ দুশ্ছেদ্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন ঃ

প্রথম অবস্থায় শরীরারম্ভের পূর্বে অন্তঃকরণের অপূর্ণাবস্থায় কাম সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, শরীরারম্ভক কর্মদ্বারা স্থূলশরীরে অন্তঃকরণবৃত্তি পুষ্ট হইলে কামও অভিব্যক্ত হইয়া স্থূল হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় বিষয়ের চিন্তার সহিত কাম পুনঃপুনঃ উদ্রিক্ত হইয়া স্থূলতর হয়। তৃতীয় অবস্থায় বিষয়ের ভোগ-দ্বারা অত্যন্ত উদ্রেক হেতু কাম স্থূলতম হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় কামকে সহজাত ধূমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ধূমাবৃত অগ্নিতে যেমন কিঞ্চিৎ তাপ থাকে, মৃদু কামদ্বারা জ্ঞান আবৃত হইলেও উহা কথঞ্চিৎ তত্ত্বগ্রহণে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় কাম দর্পণের কলঙ্কের মত জ্ঞানকে মলিন করিয়া রাখে, আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয় না। তৃতীয় অবস্থায় কাম গর্ভবেষ্টনের তুল্য। গর্ভবেষ্টন যেরূপ গর্ভস্থ শিশুকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া নিরুদ্ধ করে সেই-রূপ কাম ও ভোগের দ্বারা পুষ্ট হইয়া জ্ঞানকে একেবারে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (জ্ঞানীর চিরশত্রু) এতেন দুষ্পূরেণ কামরূপেণ অনলেন চ (এই দুষ্পূরণীয় কামরূপ অনলদ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ জ্ঞানিনঃ—জ্ঞানীর, বিজ্ঞ ব্যক্তির (ব)। জ্ঞানম্—বিবেকজ্ঞান (শ্রী)। নিত্যবৈরিণা—সর্বকালীন শত্রুদ্বারা ; ভোগসময়ে এবং পরিণামে সর্বকালেই কাম জ্ঞানীর শত্রু। কামরূপেণ—কাম [ইচ্ছাই] রূপ ইহার ইতি কামরূপ (শ) ; বিষয়মোহজাত কামাকার (রা)। দুষ্পূরেণ—বিষয়দ্বারা পূর্ণ হইলেও যাহা অপূর্ণ থাকে (শ্রী)। অনলেন—যাহার অলম্ [পর্যাপ্ত] নাই (শ) ; পর্যাপ্তিশূন্য, শোকসন্তাপহেতু অনলতুল্য (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। এই অপূরণীয় অনলতুল্য কামদ্বারা পুরুষের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে কামের স্বরূপ আরও বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে ঃ

জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা—কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে শত্রুর

ন্যায় আচরণ করে তাহাকে চিরশত্রু বলা হয়। কামও সেইরূপ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হইতে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানপ্রকাশের বাধা জন্মাইয়া থাকে। অজ্ঞানী প্রথমাবস্থায় কামকে মিত্র বলিয়া মনে করে, পরে কামজনিত দুঃখের উৎপত্তি হইলে কামকে শত্রু বলিয়া চিনিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানী কিন্তু প্রথম হইতেই কামকে শত্রু বলিয়া জানিয়া থাকেন ; কারণ শরীরগ্রহণের পূর্বে, বিষয়-ভাবনাকালে এবং ভোগের কালে কাম সর্বদাই জ্ঞানলাভের বিরুদ্ধাচরণ করে। চিরশত্রুকে সমূলে বিনাশ না করিলে উহার অনিষ্টকারিতা দূর হয় না। কামকেও সমূলে বিনাশ করা দরকার, নচেৎ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন—কামকে এই শ্লোকে অনলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যাহার অলম্ অর্থাৎ পর্যাপ্তি নাই তাহার নাম অনল। অগ্নি কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, যতই তৃণ কাষ্ঠ দেওয়া যায় অগ্নিশিখা ততই প্রবল হইয়া উঠে। কামও অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয়। ইহাকে ভোগদ্বারা কিছুতেই তৃপ্ত করা যায় না। যতই ভোগ করা যায় কামনা ততই বাড়িতে থাকে। তারপর অগ্নি যেমন সন্তাপদায়ক কাম হইতেও সেইরূপ শোক দুঃখাদি সন্তাপের উৎপত্তি হয়। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—কাম কখনও উপভোগ দ্বারা প্রশমিত হয় না। অগ্নিতে যতই ঘৃত দেওয়া যায় উহা ততই বাড়িতে থাকে, কামও সেই পরিমাণে উপভোগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।[১]

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

অন্বয় ঃ ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি) অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (ইহার আশ্রয়স্থান বলিয়া কথিত হয়) এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) দেহিনং মোহয়তি (জীবকে মোহিত করে)।

শব্দার্থ ঃ অধিষ্ঠানম্—আশ্রয় (ম) ; মহাদুর্গ রাজধানীরূপ (ব)। জ্ঞানম্—বিবেকজ্ঞান (ম)। দেহিনম্—দেহাভিমানী জীবকে (ম) ; দেহবান জীবকে (ব)। মোহয়তি—মোহিত করে, আত্মজ্ঞানবিমুখ বিষয়াসক্ত করে (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ ইন্দ্রিয়সকল, মন এবং বুদ্ধি—ইহারাই কামের আবাসস্থান এবং ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই কাম দেহাভিমানী জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে।

ব্যাখ্যা ঃ কাম যখন জ্ঞানের চিরশত্রু তখন উহাকে বধ করিতেই হইবে। কিন্তু শত্রুকে বধ করিতে হইলে উহার আশ্রয়স্থান জানা দরকার, এজন্য কামের আশ্রয়-স্থানের উল্লেখ করা হইতেছে।

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সকলই কামের প্রথম আশ্রয়স্থান, কারণ এখানেই কামের মূল প্রোথিত। কাম চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া রূপরসাদি বিষয়ভোগ করে, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া বিবিধ কর্ম করে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাব এই যে অনুকূল বিষয় পাইলেই তাহাতে আকৃষ্ট

১ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥

হইয়া পড়ে। কিন্তু এই আকর্ষণ একটা অনুরাগমাত্র; কাজেই উহা কামের অস্ফুটাবস্থা।

মনঃ—ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া কাম মনকে আক্রমণ করে। যে বিষয়ে ইন্দ্রিয় অনুরক্ত হয় মন বারংবার তাহারই চিন্তা করে, বিবিধ সুখের কল্পনা করে। এই প্রকারে উক্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মে। এই আসক্তিই ক্রমে বিকশিত হইয়া কামনায় পরিণত হয়। ইহাই কামের স্থূল বা পরিণতাবস্থা। মনেতেই কাম পুষ্ট হয় বলিয়া মনকে কামের দ্বিতীয় আশ্রয় বলা হইয়াছে।

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি কামের শেষ আশ্রয়। কোনও বিষয় পাওয়ার জন্য মনে যখন প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে তখন বুদ্ধি কামদ্বারা অভিভূত হইয়া ঐ বিষয়কেই শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া দেয়। বুদ্ধি কোনও বিষয়কে শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া দিলে উহা লাভের নিমিত্ত চিত্তে যে সংকল্প উপস্থিত হয় তাহা কর্মেন্দ্রিয়দিগকে পরিচালিত করিয়া মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

এতৈঃ জ্ঞানমাবৃত্য—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামদ্বারা অধিকৃত হইলে মানুষের বিবেকজ্ঞান (আত্মার যে জ্ঞান আমাদের স্বভাবসিদ্ধ তাহা) ঢাকা পড়িয়া যায়। আত্মজ্ঞান প্রচ্ছন্ন ও লুপ্ত হয়।

দেহিনম্ মোহয়তি—যখন দেহাভিমানী জীব কামদ্বারা মোহিত হইয়া পড়ে, তাহার আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয় না, সদসৎ বিচারবুদ্ধি লোপ পায়।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (সর্বাগ্রে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী) পাপ্মানম্ এনং প্রজহি (পাপস্বরূপ ইহাকে বিনাশ কর)।

শব্দার্থঃ তস্মাৎ—যেহেতু ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান কাম দেহীকে মোহিত করে সেই হেতু (ম)। আদৌ—পূর্বে (শ); বিমোহের পূর্বে (শ্রী); কামনিরোধের পূর্বে (ম)। নিয়ম্য—বশীভূত করিয়া (শ), সংযত করিয়া। জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্—জ্ঞান [শাস্ত্রাচার্য লব্ধ আত্মার পরোক্ষ জ্ঞান] ও বিজ্ঞান [বিশেষভাবে নিজের অনুভব] এই উভয়ের নাশন [বিনাশকারী, আবরক]। পাপ্মানম্—সর্বপাপ মূলীভূত (ম); অত্যুগ্র (নী); পাপাচার (শ্রী)। প্রজহি—পরিত্যাগ কর (শ্রী); সম্পূর্ণরূপে হনন কর (ম)।

শ্লোকার্থঃ যেহেতু কাম দেহীকে মোহিত করে সেই হেতু তুমি সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযত করিয়া সকল পাপের মূল, অত্যুগ্র এবং মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কর।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে কামের আশ্রয়স্থানের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে কি প্রকারে কামশত্রু জয় করিতে হইবে তাহা বলা হইয়াছে। এই কামকে বিনাশ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়জয় করিতে হইবে। কারণ ইন্দ্রিয়সকলই কামের প্রথম আশ্রয়স্থান। এইখানেই কামের প্রথম উৎপত্তি। সুতরাং যেটি কামের মূল, প্রথম উৎপত্তিস্থল তাহাই সর্বাগ্রে জয় করা কর্তব্য।

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারিলে মনকেও বশীভূত করিতে পারিবে। কারণ ইন্দ্রিয়গণই মনকে টানিয়া বিষয়ভোগে আসক্ত করে। তারপর মন সংযত হইলে বুদ্ধিও নির্মল হইবে। বুদ্ধির স্বাভাবিক উর্ধ্বাভিমুখী একটি গতি আছে, মনের কামনাবাসনাই বুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নাভিমুখী করে। এই মন আবার ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিভ্রান্ত হইয়া যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ই হইল সকল অনর্থের মূল। কাজেই ইন্দ্রিয়গণকে সর্বাগ্রে জয় করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে কামের মূলোচ্ছেদ হইবে। যেমন বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে পত্র পুষ্প শাখা পল্লব আপনিই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংযত হইলে কামও বিনষ্ট হইবে। 'নিয়ম্য' শব্দে বুঝায় যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, কিন্তু বিনাশ করিতে হইবে না।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ [পণ্ডিতগণ] (ইন্দ্রিয়সকলকে শ্রেষ্ঠ বলেন) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ) মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (আবার বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ) সঃ (তিনি সেই) [আত্মা]।

শব্দার্থঃ পরাণি—স্থূল বাহ্য পরিচ্ছিন্ন দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অন্তরস্থ ও ব্যাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ (শ); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (শ্রী); প্রকাশক, চালক ও ব্যাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ)।

শ্লোকার্থঃ ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বাহ্য বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, মন ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই আত্মা।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে কামকে বিনাশ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইলে কোনও শ্রেষ্ঠ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। আশ্রয়ণীয় শক্তিগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ—ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় অর্থাৎ দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের বিষয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম, প্রকাশক এবং ব্যাপক। ইন্দ্রিয়দ্বারাই সকল বস্তু উদ্ভাসিত এবং প্রকাশিত হইয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। ইন্দ্রিয়সকল দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও আভ্যন্তরীণ শক্তিপ্রভাবে বাহ্যবস্তু-সকলকে প্রকাশিত করে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ—মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেননা মন সংকল্পবিকল্পাত্মক। উহার কাজ ইন্দ্রিয়ের কাজ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, বিশেষতঃ মনই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্তক ও চালক। বিষয় অনুপস্থিত থাকিলে ইন্দ্রিয়ের কোনও কাজ হয় না, কিন্তু মন সর্বদাই কাজ করে। এই সকল কারণে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ।

মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধিই মনের চালক এবং মনের উপস্থিত সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে বুদ্ধিই একটিকে নিশ্চয় করিয়া দেয়।

বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ—বুদ্ধি হইতে চৈতন্যময় আত্মা, পরমপুরুষ শ্রেষ্ঠ। কারণ

বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা প্রকৃতির অংশ, সুতরাং জড়। চৈতন্যময় আত্মা জড় বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই পরমপুরুষই মানুষের পরম গতি, শেষ আশ্রয়স্থল। যখন মানুষের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই কামদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অভিভূত হয় তখন সেই পরম পুরুষই একমাত্র গতি। একমাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াই কামকে বিনাশ করা যাইতে পারে।

গীতার এই শ্লোকটি উপনিষৎ হইতে একটু পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। কঠোপনিষদের শ্লোকটির অর্থ হইল—ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা তাহাদের বিষয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ (মহৎ তত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই পরম তত্ত্ব এবং পরম গতি।[১]

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

অন্বয় ঃ মহাবাহো (হে মহাবাহু) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা (বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া) আত্মনা আত্মানম্ সংস্তভ্য (আত্মাদ্বারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়া) কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি (কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর)।

শব্দার্থ ঃ মহাবাহো—এই বিশেষণের দ্বারা অর্জুনের কামরূপের শত্রুবধের যোগ্যতা প্রকাশ পাইতেছে। বুদ্ধেঃ পরম্—দেহাদি নিখিল জড়বর্গের প্রবর্তক বলিয়া বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে (ব); বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে (শ্রী); পূর্ণ আত্মাকে (ম)। বুদ্ধা—জানিয়া (শ); অনুভব করিয়া (ব); সাক্ষাৎ করিয়া (ম)। আত্মনা—স্বীয় সংস্কৃত মনদ্বারা (শ); একভূত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা (শ্রী)। আত্মানম্—মনকে (শ্রী, ব, ম)। সংস্তভ্য—সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত করিয়া, সমাহিত করিয়া (শ); নিশ্চল করিয়া (শ্রী); আত্মাতে স্থির করিয়া (ব)। দুরাসদম্—দুষ্প্রাপ্য (শ); দুর্বিজ্ঞেয় (শ্রী); দুর্ধর্ষ (ব) কামরূপম্—তৃষ্ণারূপ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ এইরূপে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে জানিয়া প্রকৃত চেতন আত্মাদ্বারা প্রকৃতিস্থ মলিন আত্মাকে শান্ত সমাহিত করিয়া কামরূপী দুর্ধর্ষ শত্রুকে বধ কর।

ব্যাখ্যা ঃ কামকে কি প্রকারে সম্পূর্ণ বিনাশ করিতে হইবে এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; কাজেই মনের শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; অতএব বুদ্ধির সাহায্যে চঞ্চল মনকে বশীভূত করা দরকার। কিন্তু বুদ্ধিও অনেক স্থলে ইন্দ্রিয় মনের আকর্ষণে বিচলিত হইয়া নিম্নাভিমুখী হয়, সুতরাং বুদ্ধিরও সংযম

১ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১।৩।১০-১১

আবশ্যক। এই বুদ্ধিকে সংযত করিতে হইলে তদপেক্ষাও উচ্চতর শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাদের অন্তরস্থ আত্মা। ইনিই পরমপুরুষ—বুদ্ধির দ্রষ্টা ও চালক। সুতরাং বুদ্ধিকে সংযত করিতে হইলে এই আত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; বুদ্ধিকে চঞ্চল মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া আত্মাতে স্থির করিতে হইবে। বুদ্ধি যখন বিষয় হইতে সরিয়া আত্মাতে স্থিতিলাভ করে তখনই উহা সংযত এবং স্থির হইয়া থাকে। এই সংযত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে হইবে।

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মাদ্বারা আত্মাকে স্থির ও শান্ত করিতে হইবে। এস্থলে প্রথম 'আত্মা' শব্দ শ্রেষ্ঠ প্রকৃত চেতন আত্মা এবং দ্বিতীয় 'আত্মা' শব্দের অর্থ প্রকৃতির অধীন মলিন আত্মা। শেষোক্ত আত্মা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিরই সমষ্টি—উহা প্রকৃতিরই অংশ। আমাদের অন্তরস্থ শান্ত চেতন আত্মার জ্ঞানলাভপূর্বক বুদ্ধিকে তাহাতে স্থিত করিয়া প্রকৃতিস্থ চঞ্চল মলিন আত্মাকে বশীভূত করিতে হইবে। এই প্রকারে আত্মাকে জানিতে পারিলে, বুদ্ধির অতীত পরমপুরুষকে আশ্রয় করিতে পারিলেই কামরূপ যে দুর্জয় শত্রু তাহাকে বিনাশ করা যাইতে পারিবে। কাম এরূপ সূক্ষ্মভাবে মানুষের অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকে যে ইহাকে অনেক স্থলে ধরিতেই পারা যায় না; এজন্য ইহাকে দুরাসদ (দুষ্প্রাপ্য, দুর্বিজ্ঞেয়) বলা হইয়াছে। এই সূক্ষ্মরূপী দুর্জয় শত্রুকে সমূলে বধ করিতে হইলে পরমপুরুষকে জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।[১]

১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯-৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ জ্ঞানযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অহম্ (আমি) ইমম্ অব্যয়ং যোগম্ (এই অব্যয় যোগ) বিবস্বতে প্রোক্তবান্ (সূর্যকে বলিয়াছিলাম), বিবস্বান্ মনবে প্রাহ (সূর্যদেব মনুকে বলিয়াছিলেন) মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ (মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন) ।

শব্দার্থ ঃ অব্যয়ম্—যাহার ব্যয় [ক্ষয় অথবা ব্যভিচার] হয় না, যাহার ফল অক্ষয় এবং অব্যভিচারী ; এই যোগের ফল অব্যয় বলিয়া এই যোগকে অব্যয় বলা হইয়াছে । ইমম্—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত (শ) । যোগম্—নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ, জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাত্মক কর্মনিষ্ঠারূপ উপায়দ্বারা লভ্য যোগ (ম) ; বুদ্ধিযোগ বা নিষ্কাম কর্মযোগ । প্রোক্তবান্—সম্যক্‌রূপে সকল সন্দেহচ্ছেদ করিয়া বলিয়াছি (ম) ; সৃষ্টির আদিতে বলিয়াছি (ম) । বিবস্বতে—সর্ব-ক্ষত্রিয়-বংশ-বীজভূত আদিত্যকে (ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—আমি পূর্বোক্ত আদি অক্ষয় যোগের কথা সকল ক্ষত্রিয়ের আদিপুরুষ সূর্যদেবকে বলিয়াছিলাম, সূর্যদেব স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র সূর্যবংশের আদি রাজা ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন ।

ব্যাখ্যা ঃ বুদ্ধিযোগ বা নিষ্কাম কর্মযোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে অর্জুন, এই যে যোগধর্মের আমি ব্যাখ্যা করিলাম তাহা নূতন নহে, পুরাকাল হইতে ইহা প্রচলিত আছে ।' শ্রীকৃষ্ণ একটা নূতন ধর্ম প্রচার করিতেছেন এই মনে করিয়া পাছে অর্জুন তাহাতে শ্রদ্ধাবান না হন এই আশংকায় শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্ম পুরাকালে কি পরম্পরাক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিলেন । তিনি বলিলেন—'অতি প্রাচীনকালে আমিই এই ধর্ম সকল রাজগণের আদিপুরুষ বিবস্বানকে (সূর্যদেবকে) বলিয়াছিলাম, সূর্যদেব স্বপুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন । এই ধর্ম প্রথমে সূর্যবংশীয় রাজগণের মধ্যে পিতাপুত্র-পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়াছিল । কাজেই ইহা নূতন নহে, অতীব প্রাচীন ।'

এই যোগকে 'অব্যয়' বলা হইয়াছে তাহার একটি কারণ এই যে এই যোগ সনাতন ও চিরন্তন । ইহার কখনও সম্পূর্ণ লোপ হইতে পারে না । সময় সময় উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে ইহার সাময়িক বিলোপ হইতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য ইহা কখনও লুপ্ত হইবার নহে । দ্বিতীয় কারণ এই যে ইহার ফল অক্ষয়, ইহা মোক্ষপ্রাপক বলিয়া অব্যয় ।

মনুষ্যপরিমাণের চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, তাহাই কল্প । এই কালের মধ্যে অর্থাৎ প্রতি কল্পে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয় । এক এক মনুর যতকাল আবির্ভাব থাকে তাহাকে মন্বন্তর বলে । প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের অবতার ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু, মনুপুত্র পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে । এপর্যন্ত ছয় মন্বন্তর এবং ছয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে । বর্তমান যুগে সপ্তম মনুর রাজত্ব চলিতেছে । ইহার নাম বৈবস্বতু মনু বা শ্রাদ্ধদেব । ইঁহার বংশাবলী প্রদত্ত হইল—নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, তাঁহার পুত্র বিবস্বান্ (সূর্য), তাঁহার পুত্র বৈবস্বত মনু বা শ্রাদ্ধদেব, মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

অন্বয় ঃ পরন্তপ (হে পরন্তপ) এবং (এই প্রকারে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পুরুষ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ (রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন) ইহ (এই লোকে) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘকালে) নষ্ট (লুপ্ত হইয়াছে) ।

শব্দার্থ ঃ পরম্পরাপ্রাপ্তম্—ক্ষত্রিয়পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত (ম) । নষ্টঃ—বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায় হইয়াছিল (শ) ; উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে লুপ্ত হইয়াছিল ।

শ্লোকার্থ ঃ রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরা-প্রাপ্ত (পিতা হইতে পুত্র এই পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত) এই যোগের বিষয় অবগত ছিলেন, বহুকাল গত হওয়াতে পরম্পরা-বিচ্ছেদবশতঃ উহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছিল ।

ব্যাখ্যা ঃ ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এই যোগধর্ম অতি প্রাচীন । যদি প্রাচীন হইয়া থাকে তবে আবার কেন নূতন করিয়া বলা হইতেছে—এই আপত্তির আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'এই কর্মযোগ কেবল রাজর্ষিদেরই বিদিত ছিল । বহুকাল গত হওয়াতে এই যোগ এখন লুপ্ত হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে নূতন করিয়া বলিলাম ।'

যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা জ্ঞানী ও কর্মী, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজ্য পালন করিতেন, তাঁহারাই রাজর্ষি । ইঁহারা নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করিয়া জ্ঞানলাভ করিতেন এবং জ্ঞানলাভের পর নির্লিপ্তভাবে লোকরক্ষার্থ রাজধর্ম পালন করিতেন । এই যোগ রাজবংশে পিতা কর্তৃক পুত্রকে উপদিষ্ট হইত ; ইহা ছাড়া শিক্ষার অন্য স্থান বা উপায় ছিল না । কাজেই ইহা রাজগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল । অপর লোক, এমন কি পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও, এই যোগের বিষয় অবগত ছিলেন না ; অবগত থাকিলেও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন না । তাঁহারা হয় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকিতেন, নচেৎ সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক সাংখ্য যোগের অভ্যাস করিতেন । এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় রাজা এবং শিষ্য অর্জুনও ক্ষত্রিয় ।

তবে কথা হইতে পারে যে এই যোগ যদি পিতাপুত্র এই পরম্পরাক্রমে চলিত হইয়া থাকে তবে উহার লোপ পাওয়ার কারণ কি ? অধিকারীর অভাবই এই পরম্পরাবিচ্ছেদের কারণ বলিয়া মনে হয়, কোন কোন স্থলে সন্ততিবিচ্ছেদও ইহার কারণ হইতে পারে । পিতা পুত্রকে শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু পুত্র অনধিকারবশতঃ ঐ শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ হইলে তিনি ধর্ম পালন করিতে অথবা

স্বীয় পুত্রকেও উপদেশ দিতে পারিতেন না। কাজেই পরম্পরাবিচ্ছেদ ঘটিত। তারপর বহুকাল গত হইলে কালের প্রভাবে প্রত্যেক ধর্মেরই সম্পূর্ণ বিলোপ বা আংশিক পরিবর্তন ঘটে। এস্থলেও সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌ ॥ ৩

অন্বয়ঃ [তুমি] মে ভক্তঃ সখা চ অসি (আমার ভক্ত ও সখা) ইতি (এই কারণে) অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) অদ্য (আজ) ময়া তে প্রোক্তঃ (তোমাকে বলিলাম) হি (যেহেতু) এতৎ উত্তমং রহস্যম্‌ (ইহা উত্তম রহস্য)।

শ্লোকার্থঃ যে যোগের কথা আমি সূর্যদেবকে বলিয়াছিলাম সেই পুরাতন যোগ, সেই উত্তম রহস্য তোমাকে আজ বলিলাম। কারণ তুমি আমার সখা, কাজেই প্রীতির পাত্র এবং আমার ভক্ত, সুতরাং যোগতত্ত্ব শুনিবার অধিকারী।

ব্যাখ্যাঃ সেই পুরাতন যোগ পরম্পরা-বিচ্ছেদবশতঃ লুপ্ত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহা অর্জুনকে বলিলেন। তবে কথা হইতে পারে যে পূর্বে পিতাই কেবল পুত্রের নিকট এই যোগের উপদেশ দিতেন কিন্তু এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ না থাকায় অর্জুন এই যোগ শুনিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। এই আশংকা নিরসনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত এবং আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছ (২।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শিষ্য পুত্রেরই ন্যায়। তারপর তুমি আমার সখা বলিয়া সকল রহস্য শুনিবার উপযুক্ত পাত্র। এজন্যই তোমাকে এই যোগের উপদেশ দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে এই যোগের উপদেশ দিলেন তাহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই পরম মঙ্গলপ্রদ কর্মযোগ কোনও রাজবংশ বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। সমস্ত জগতে ইহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। সেই সময়ে একদিকে বেদবাদিগণ বেদোক্ত কাম্য কর্মকাণ্ডই মোক্ষফলপ্রদ বলিয়া উপদেশ দিতেছিলেন, অপরদিকে সাংখ্যযোগিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসের আবশ্যকতা বুঝাইতেছিলেন। এই উভয় মতের নিকৃষ্টতা প্রমাণপূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'উত্তম রহস্য' যে কর্মযোগ তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন

এই যোগকে যে 'রহস্য' বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে ইহা গূঢ়ার্থবিশিষ্ট। সাধারণ লোকে ইহার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ধরিতে পারে না। এমন কি অর্জুনের মত ব্যক্তিও সকল স্থলে ইহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তারপর এই যোগ পূর্বে অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; কেবল রাজর্ষিগণই ইহা জ্ঞাত ছিলেন। সাধারণ লোক এমন কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণও ইহা জানিতেন কিনা সন্দেহ। এজন্য ইহাকে রহস্য বা গোপনীয় তত্ত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু এই যোগধর্ম গোপনীয় না থাকিয়া যাহাতে জগতে প্রচারিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অর্জুনের নিকট ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহাই ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। এই যোগকে উত্তম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে,

কারণ ইহা সমগ্র ও পূর্ণ, ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিনের সমন্বয় হইয়াছে—অন্যান্য সমস্ত যোগের পথ সম্মিলিত হইয়াছে। কেবল জ্ঞানী, কেবল কর্মী ও কেবল ভক্ত অপেক্ষা গীতোক্ত কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ; কারণ এই যোগের দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্‌মুখী করা যায়। ইহাদ্বারা আমরা ভাগবত শান্তি এবং ভাগবত কর্ম লাভ করি; পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে ভাগবত জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের অধিকারী হই।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অন্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) ভবতঃ জন্ম অপরম্‌ (তোমার জন্ম পরবর্তী) বিবস্বতঃ জন্ম পরম্‌ (সূর্যের জন্ম পূর্বে) ত্বম্‌ আদৌ প্রোক্তবান্‌ ইতি (তুমিই প্রথমে বলিয়াছ) এতৎ কথম্‌ বিজানীয়াম্‌ (ইহা কি প্রকারে জানিব)।

শব্দার্থঃ অপরম্‌—অর্বাচীন (শ্রী); ইদানীন্তন (ম)। ভবতঃ জন্ম—বসুদেব-গৃহে তোমার জন্ম (শ·)। পরম্‌—পূর্ববর্তী, সৃষ্টির প্রারম্ভকালীন (শ); বহুকালীন (ম)।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন বলিলেন—অতি পূর্বে সৃষ্টির আরম্ভকালে সূর্যের জন্ম হইয়াছে এবং অনেক পরে বসুদেবগৃহে তোমার জন্ম; কাজেই কি প্রকারে বুঝিব যে তুমিই পূর্বকালে সূর্যদেবকে এই যোগতত্ত্ব বলিয়াছিলে?

ব্যাখ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে তিনিই সূর্যদেবকে এই যোগের উপদেশ সর্বপ্রথমে দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মাত্র সেদিন দেবকীর গর্ভে বসুদেবের গৃহে জন্মিয়াছেন; তবে তিনি কি প্রকারে সকল রাজবংশের বীজভূত সূর্যদেবকে এই যোগের উপদেশ দিলেন? অর্জুনের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, হয় অর্জুন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অবতারতত্ত্ব জানিবার নিমিত্তই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারিতেন তিনিই ভগবান, সমস্ত জ্ঞানের তিনিই উৎস, কাজেই সূর্যদেব ভগবানের নিকট হইতেই এই যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এই প্রশ্নের আর একটি উত্তর হইতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনিই সূর্যদেবকে যোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উত্তরের একটি আপত্তি এই হইতে পারে যে, পুরাণে যে দশ বা দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে এমন কোনও অবতার নাই যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনিই সূর্যদেবকে যোগধর্মের উপদেশ দিয়া-ছিলেন। কাজেই বলিতে হইবে যে পুরাণাদিতে অবতারের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান যে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। একথাই শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

অন্বয়ঃ শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অর্জুন (হে অর্জুন) মে তব

চ (আমার এবং তোমার) বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (বহু জন্ম অতীত হইয়াছে) পরন্তপ (হে পরন্তপ) অহং তানি সর্বাণি বেদ (আমি সেই সমস্তই জানি) ত্বং ন বেত্থ (তুমি তাহা জান না) ।

শব্দার্থ ঃ ব্যতীতানি—অতিক্রান্ত (শ) । অহং—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর [আমি] (ম) । ত্বম্—অজ্ঞ, তিরোহিত-জ্ঞান-শক্তি জীব [তুমি] । ন ত্বং বেত্থ—অজ্ঞানাবরণ হেতু তুমি জান না (শ্রী) । তানি সর্বাণি—তোমার আমার এবং অপরের সমস্ত জন্ম (ম) । বেদ—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য স্বভাবত্ব-হেতু অনাবরণ-জ্ঞান-শক্তি বলিয়া আমি জানি ; সর্বেশ্বরত্ব সর্বজ্ঞত্বহেতু আমি জানি (বি, শ) ।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে ; আমার জন্মসকল আমি অবগত আছি, কিন্তু তোমার পূর্ব জন্মাবলী তোমার মনে নাই ।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে অর্জুনের ন্যায় তাঁহারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে অর্থাৎ যে ভগবান বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ সেই ভগবান ইহার পূর্বেও বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বলিতে ইহাই বোঝায় । অজ্ঞ মানুষ যেমন নিজের কর্মফলবশতঃ বারংবার জন্মগ্রহণ করে ভগবানের জন্ম সেইরূপ নহে । ভগবান বিশেষ কর্মের নিমিত্ত বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হন । যদিও এস্থলে তাঁহার এই আবির্ভাবকেও জন্ম বলা হইয়াছে, তথাপি অর্জুনের জন্ম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঠিক একরূপ নহে । অর্জুনের জন্ম কর্মাধীন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্মনিরপেক্ষ, সুতরাং স্বাধীন । আর একটি বিষয়েও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে । শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, কাজেই সর্বজ্ঞ । তিনি পূর্বে কখন কি অবস্থায় কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সমস্তই তাঁহার বিদিত ; পক্ষান্তরে অর্জুন অজ্ঞ জীব বলিয়া পূর্বজন্মের কথা তাঁহার জানা নাই । এই সর্বজ্ঞতা বা জ্ঞানের প্রকাশ অবতারের একটি বিশেষ লক্ষণ । যিনি অবতার তিনি জানেন যে তিনিই ভগবান, কাজেই এই ভাগবত জ্ঞানের আলোকে সমস্ত অতীত তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া থাকে ।

এই শ্লোকের 'বহূনি' শব্দদ্বারা অবতারের অনির্দিষ্ট সংখ্যা সূচিত হইয়াছে । পুরাণাদিতে যে দশ অবতারের কথা লিখিত আছে তাহা অতি অসম্পূর্ণ এবং কোন কোন অবতার কল্পিত বলিয়া মনে হয় । কেবল এদেশেই যে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা নহে সকল দেশে সকল সময়েই ভগবান অবতীর্ণ হইতে পারেন । অবতারের আবির্ভাব যেরূপ স্থানদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে সেইরূপ কোনও বিশিষ্ট কালদ্বারাও নির্দিষ্ট নহে । সর্বদেশে সর্বকালেই ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য কালেও যে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

অন্বয় ঃ অজঃ সন্ অপি (জন্মরহিত হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়াত্মা হইয়াও) ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি (প্রাণিগণের প্রভু হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিন্ অধিষ্ঠায়

(স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া) আত্মমায়য়া সম্ভবামি (নিজের মায়াদ্বারা আমি জন্মগ্রহণ করি) ।

শব্দার্থ ঃ অজঃ—জন্মরহিত (শ) । অব্যয়াত্মা—অক্ষীণ-জ্ঞান-শক্তি-স্বভাব (শ), অবিনশ্বরস্বভাব (শ্রী) ; অব্যয় [পরিণামশূন্য] আত্মা [বুদ্ধ্যাদি] যাহার তাদৃশ । ভূতানাম্—সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের (ব) । স্বাং প্রকৃতিম্—ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় কৃত্তে (শ) ; স্বীয় শুদ্ধ সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকে (শ্রী) । আত্মমায়য়া—নিজের মায়শক্তির দ্বারা, নিজের সর্বজ্ঞ সংকল্প দ্বারা (ব) । অধিষ্ঠায়—বশীভূত করিয়া (শ) ; স্বীকার করিয়া (শ্রী) । সম্ভবামি—জীবদেহ গ্রহণ করি, অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি ; দেহবানের ন্যায় হই (শ, ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বরস্বভাব এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়া ও স্বীয় প্রকৃতির কার্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করি ।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান কি প্রকারে মানবরূপে অবতীর্ণ হন তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে । পরমেশ্বর অজ, সুতরাং জন্মমৃত্যুরহিত, তথাপি তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি অনন্ত অসীম হইয়াও সসীম মানবরূপে অবতীর্ণ হন । তিনি সকল জীবের ঈশ্বর, নিয়ন্তা ; কাহারও অধীন নহেন, কোন কর্মের ফলভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না । জীব কর্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় জন্মলাভ করে, কিন্তু ভগবান কর্মফলের অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার জন্ম হইতে পারে না, তথাপি তিনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহা কি প্রকারে সম্ভব ? এই বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ কি প্রকারে হয় ? ইহা সম্ভবপর ; কারণ ভগবান একাধারে নির্গুণ ও সগুণ, 'নির্গুণো গুণী' । নির্গুণ ও সগুণ, অক্ষর ও ক্ষর—এই দুইটি তাঁহারই বিভিন্ন ভাব মাত্র । অক্ষররূপে তিনি অজ, অব্যয় ; ক্ষররূপে তিনি জন্মবান, ব্যয়ী । পরমেশ্বরে এই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ হইলেও তিনি উভয়ের উপরে । তিনি পুরুষোত্তম ; তিনি প্রকৃতির প্রভু এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা ।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় , ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই । এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশমাত্র, সকল জীবই নামরূপের সীমার মধ্যে অসীমের আত্মপ্রকাশ । কিন্তু যিনি নিত্য শুদ্ধ অসীম পরব্রহ্ম, তিনি সসীম সীমাবদ্ধ হন কিরূপে ? ইহা তাঁহারই মায়ার কাজ ; ব্রহ্মের সৃজনীশক্তিই মায়া । যে শক্তিদ্বারা অসীম অনন্ত ব্রহ্ম সসীমের মধ্যে নামিয়া আসেন, আপনার অনন্তজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেন তাহাই মায়া । সুতরাং জীবমাত্রই ভগবানের চিরন্তনের অবতার, ভগবানের স্বরূপ হইতে প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ । কিন্তু সাধারণ জীব ভগবানের অবতার হইলেও সে প্রকৃতির অধীন, ভগবানের অপরা প্রকৃতিই তাহাকে চালিত করে । সাধারণ জীব ভগবানের অংশ মায়ার আবরণে আবদ্ধ থাকে । প্রথম অবস্থায় জীব তাহার অন্তরস্থিত ভগবানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না, স্বরূপতঃ ভগবান হইয়াও সে যে মায়া বা অজ্ঞানের আবরণে আবদ্ধ তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না । সুতরাং সে প্রকৃতির বশীভূত ও অধীন হইয়া কর্ম করে এবং এই কর্মের ফলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় । জীবের জন্মের অর্থই হইতেছে স্বীয় কর্মফলে অবশ হইয়া পুনঃপুনঃ এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ । এই জন্মমৃত্যুতে জীবের স্বাধীনতা নাই । এজন্য নবম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রকৃতির অধীন অবশ জীবসকলকে আমি বারংবার সৃষ্টি করি । কাজেই জীব ব্রহ্ম হইতে অবতরণ

করিলেও তাহার উপর প্রকৃতির প্রভাব এরূপ ভাবে পড়ে যে সে তাহার ব্রহ্মস্বরূপ মোটেই উপলব্ধি করিতে পারে না।

কিন্তু যখন অজ্ঞানের অধিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া জীব ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানলাভ করিতে থাকে, যখন বুঝিতে পারে যে সে ভগবানের অংশ, তখন সে অপরা প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জীবের উত্তরণ বা আরোহণ। যে ভগবান অবতরণ করিয়া জীবে আসিয়াছিলেন, জীব আবার ঊর্ধ্বদিকে আরোহণ করিয়া সেই ভগবানে প্রবেশলাভ করে। ইহাই হইল সাধারণ জীবের ক্রমোন্নতি। ভগবান কখন কখন অপরা প্রকৃতির অধীন না হইয়া, স্ব-ভাবে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মমায়ার প্রভাবে মানুষরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। ইহাও ভগবানের জন্ম বটে। এই প্রকার জন্মের সহিত সাধারণ মানবজন্মের প্রভেদ এই যে অবতারে ভাগবত স্বভাবই প্রবল থাকে, তাহা মানবীয় প্রকৃতির অধীন হয় না। অবতার কর্মফলের অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, অবতারের জন্ম ভগবানের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত। অবতারের মধ্যে ভগবান স্ব-ভাবে, স্বাধীনতায়, স্বমহিমায় বিরাজমান থাকেন। অবতার বুঝিতে পারেন যে তিনিই ঈশ্বর অথবা তাঁহার সমস্ত জীবন ও কর্ম ঈশ্বর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ ভারত (হে অর্জুন) যদা যদা হি (যখন যখন) ধর্মস্য গ্লানিঃ (ধর্মের হানি, অভাব) অধর্মস্য অভ্যুত্থানম্ (এবং অধর্মের অভ্যুত্থান) ভবতি (হয়) তদা (সেই সেই সময়ে) অহং আত্মানং সৃজামি (আমি আপনাকে সৃষ্টি করি)।

শব্দার্থঃ ধর্মস্য গ্লানিঃ—বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণ ধর্মের হানি, প্রাণিগণের অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সাধনের অভাব (ম); বেদবিহিত ধর্মের বিনাশ (ব)। অভ্যুত্থানম্—সমুদ্ভব (শ); আধিক্য (শ্রী); অভ্যুদয় (ব)। আত্মানম্ সৃজামি—নিত্যসিদ্ধ দেহকে সৃষ্ট-পদার্থের ন্যায় দেখাইয়া থাকি (ম); আপনাকে প্রকটিত, প্রকাশিত করি, কিন্তু নির্মাণ করি না, কারণ উহা পূর্বসিদ্ধ (ব)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, যেই যেই সময়ে এই সংসারে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ তখন আমি মানবদেহ ধারণপূর্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হই।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে ভগবানের অবতরণের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে অবতরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে। ভগবান কখন অবতীর্ণ হন? যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। কাজেই এই অবতরণের কোনও নির্দিষ্ট কাল বা স্থান নাই। যখনই বা যে-স্থানেই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখনই বা সে-স্থানেই ভগবান স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবির্ভূত হন। সুতরাং সর্বদেশে সর্বকালেই ভগবানের অবতাররূপে জন্ম সম্ভবপর।

এক্ষণে ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাই বিবেচ্য। 'ধর্ম' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার একটি নৈতিক, একটি দার্শনিক ও একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। নৈতিক অর্থে যে সকল বাহিরের কর্ম, ব্যবস্থা বা নীতি আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত এবং মানবজাতিকে ভাগবত আদর্শের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয় তাহাই ধর্ম। এই অর্থে মানবসমাজে যে সকল নৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা উন্নত ভাগবত

জীবনের অনুকূল তাহাকেই ধর্ম, পুণ্য প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক অর্থে যে সকল আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াদ্বারা ভাগবত প্রকৃতি আমাদের অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠে অর্থাৎ যে আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের মানব-প্রকৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ভাগবত সত্তার মধ্যে লইয়া যায় তাহাই ধর্ম। এস্থলে 'ধর্ম' শব্দ এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ—উভয় অবস্থাই বুঝাইতেছে। যেসকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদিগকে ভাগবত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তাহাই সমষ্টিগত ধর্ম। ভাগবত জীবন লাভের কতকগুলি অনুকূল শক্তি এবং অবস্থা আছে আবার তাহার প্রতিকূল অবস্থা এবং শক্তিও দেখা যায়—ইহাই অধর্ম।

এই ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তি এবং সমাজ—এই উভয়ের মধ্যেই এই বিরোধ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার বিরোধের ফলে যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় অর্থাৎ অধর্মের প্রভাবে ধর্ম ক্ষীণবল হইয়া পড়ে তখনই অবতারের আবির্ভাব হয়। যে সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া মানুষকে ভাগবত জীবনলাভে সাহায্য করা, অধর্মকে বিনষ্ট করিয়া ধর্মের গ্লানি দূর করা—ইহাই অবতার-জন্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু কথা কইতে পারে যে ধর্মের গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত অবতারের কি প্রয়োজন? দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা অথবা সাধু, সজ্জন, ধর্ম-প্রচারক এবং শাস্ত্রীয় ধর্মের উপদেশ দ্বারাই উহা সাধিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল বাহ্যিক প্রতিকূল অবস্থার উচ্ছেদসাধন এবং নৈতিক জীবনের উন্নতিবিধানই যদি অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবতারের আবির্ভাব না হইলেও চলিতে পারিত। কিন্তু মানবসমাজকে ভাগবত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করাই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, মানবাত্মাকে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া আত্মার স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার প্রধান কাজ। এই কারণে অবতার আসিয়া মানুষকে দিব্য জীবনের আদর্শ দেখাইয়া থাকেন, যেন এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ এই কারণে অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। ধর্মের গ্লানি যখন অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাহা দূর করিবার নিমিত্ত অবতারের আবশ্যকতা না হইতে পারে, কিন্তু যখন সমাজব্যাপী ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, মানবসমাজ যখন ব্যাপকভাবে আধ্যাত্মিক অবনতির পথে ধাবিত হয়, যখন কেবল নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাদ্বারা তাহার প্রতিকারসাধন সম্ভবপর হয় না তখনই ভাগবত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত অবতারের আবির্ভাব হয়।

অবতার ভগবানেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ। জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞান যে ভাবে কার্য করে অবতারও সেইভাবে কর্ম করেন। এই কার্যের সর্বদাই দুইটি দিক—একটি অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতিসাধন, অপরটি মানবসমাজের ও মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্তন-সাধন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই উভয় দিকই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আত্মানং সৃজামি—এই কথার অর্থ এই যে অবতার সৃষ্ট হইলেও তিনি ভাগবত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জীবের সৃষ্টি হয় অজ্ঞানে, প্রকৃতির অধীনতায়: আর অবতারের সৃষ্টি হয় পূর্ণ জ্ঞানে ও স্বাধীনতায়। এজন্য ভগবান বলিতেছেন—আমি নিজেকেই সৃষ্টি করি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

অন্বয় ঃ সাধূনাং পরিত্রাণায় (সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য) দুষ্কৃতাং বিনাশায় (দুষ্টাচারদিগের বিনাশের জন্য) ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত) যুগে যুগে সম্ভবামি (আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই) ।

শব্দার্থ ঃ পরিত্রাণায়—পরিরক্ষণার্থ (শ); সর্বতোভাবে রক্ষণের নিমিত্ত (ম)। সাধূনাম্—সন্মার্গস্থ (শ), স্বধর্মবর্তী (শ্রী), পুণ্যকারী, বেদমার্গস্থ (ম) লোক-দিগের; আমার একান্ত ভক্ত (বি), আমার সাক্ষাৎকারাভিলাষী (ব) ব্যক্তিগণের। দুষ্কৃতাম্—পাপকারীদিগের (শ); দুষ্টকর্মকারীদিগের (ব); বেদমার্গ-বিরোধীদের (ম)। বিনাশায়—বধের নিমিত্ত (শ্রী); নিগ্রহের জন্য (আ)। ধর্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্মের [মদেকার্চন-ধ্যানাদি-লক্ষণ বৈদিক শুদ্ধ ভক্তিযোগের] সংস্থাপনার্থ [সম্প্রচারের নিমিত্ত] (ব); বেদমার্গ পরিরক্ষণের নিমিত্ত (ম); মদীয় ধ্যান-ভজন-পরিচর্যা-সংকীর্তন-লক্ষণাত্মকপরধর্মের সম্যক্ স্থাপনের নিমিত্ত (বি) । যুগে যুগে—প্রতিযুগে, তত্তদবসরে, সেই সেই সময়ে ।

শ্লোকার্থ ঃ সৎপথাবলম্বী সাধুদিগের রক্ষা, পাপাচারদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপন—এই সকল কর্মের নিমিত্ত আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।

ব্যাখ্যা ঃ আগের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান আপনাকে সৃষ্টি করেন । ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাও পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । কি কারণে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং কি উপায়েই বা অবতার সেই গ্লানি দূর করেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে ।

ধর্মের গ্লানির কারণ দ্বিবিধ—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ । বাহ্যিক কারণের মধ্যে সমাজে দুর্বৃত্তের আবির্ভাবই প্রধান । যখন উহাদের আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের উৎপীড়নে সাধু সজ্জনগণ তিষ্ঠিতে পারেন না । সাধু সজ্জনগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইলেই সমাজব্যাপী অধর্মের আবির্ভাব হয় । বহুলোক ভয়ে বা লোভে দুর্বৃত্তের পক্ষাবলম্বন করে । সমাজে অরাজকতা এবং বিপ্লব বিরাজ করিতে থাকে । যে সকল নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে সৎপথে ব্যবস্থিত রাখিয়াছিল তাহাদের বিলোপ হইতে থাকে । ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম । এরূপ অবস্থার প্রতিকার সাধন অবতারের আবির্ভাব ব্যতীতও ঘটিতে পারে এবং অনেক স্থলে স্বভাবের নিয়মেই দুর্বৃত্তগণের পতন এবং সজ্জনগণের উত্থান হইয়া থাকে । মানুষের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । কিন্তু যখন কোনও যুগে যুগধর্মবশতঃ বা অন্য কোনও আভ্যন্তরীণ কারণে মানবসমাজ ভগবানকে হারাইয়া ধর্মহীন হইয়া পড়ে এবং জনগণের আধ্যাত্মিক ভগবন্মুখী গতি ব্যাহত হয়, যখন প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার সংশোধন হইতে পারে না, তখনই ভগবান আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় জীবনের আদর্শ দেখাইয়া এবং স্বীয় ভাগবত শক্তির প্রভাবে সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া থাকেন । ইহারই নাম ধর্মসংস্থাপন । দুষ্কৃতদের দমন এবং সাধুদের পরিত্রাণ—ইহারই আনুষঙ্গিক উপায় বা ফলমাত্র । অবতারের প্রধান কাজই হইল এমন একটি নীতি বা ধর্মের সংস্থাপন যাহা মানুষ গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে । অবতার কেবল ধর্ম বা নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন না , তিনি স্বীয় জীবনের

দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই নীতি বা ধর্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহাও দেখাইয়া দেন ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করিলে অবতারের এই দ্বিবিধ কার্যের পরিচয় পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন ভারতব্যাপী ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন প্রভৃতি দুর্বৃত্ত রাজগণ তাহাদের অত্যাচার ও ধর্মবিরুদ্ধ কার্যদ্বারা সাধুগণের ত্রাস জন্মাইয়াছিল, অপরদিকে দুরাচার-গণ প্রশ্রয় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল । ইহাদের ধ্বংসসাধন না হইলে ধর্ম-রাজ্যের স্থাপন হয় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের বিনাশসাধন করিয়া সাধুদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন ।

দুর্বৃত্তগণের অত্যাচারে যে কেবল নৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নহে, আধ্যাত্মিক জগতেও প্রকৃত ধর্মের ভাব ম্লান হইয়া আসিতেছিল। একদিকে বেদাচারী ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত বিবিধ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, অপরদিকে সন্ন্যাসবাদিগণ সর্বকর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বনই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেন । ইহারই ফলে মুমুক্ষুগণ সংসারত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন এবং গৃহস্থগণ পশু, বিত্ত, স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন । রাজগণ অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞক্রিয়াতেই তাঁহাদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতেন । যে মহান যোগধর্ম প্রাচীনকালের রাজর্ষিগণ পালন করিতেন তাহা লুপ্ত হইয়াছিল । দুর্বৃত্ত রাজগণের অত্যাচারে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল । এই সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । তিনি একদিকে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের প্রচার ও স্বীয় জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, অপরদিকে দুরাচারদিগকে দমন করিয়া যোগধর্ম স্থাপনের যে বিঘ্ন ছিল তাহাও দূর করিলেন ।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

অন্বয় ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) মে এবম্ (আমার এই প্রকার) দিব্যং জন্ম কর্ম চ (দিব্য জন্ম ও কর্ম) যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি (যিনি যথার্থতঃ জানেন) সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি (পুনর্বার জন্মলাভ করেন না) [কিন্তু] মাম্ এতি (আমাকেই প্রাপ্ত হন) ।

শব্দার্থ ঃ জন্ম—মায়ারূপ জন্ম (শ); নিত্যসিদ্ধ জন্ম (ব), লীলাদ্বারা জন্মের অনুকরণ (ম)। কর্ম—সাধুদিগের পরিত্রাণাদিরূপ কর্ম (শ), ধর্ম-পালনরূপ কর্ম (শ্রী), ধর্মসংস্থাপন দ্বারা জগৎ পরিপালনরূপ কর্ম (ম), ভক্তসম্বন্ধ চরিত (ব)। মে—সর্বেশ্বর সতোচ্ছ আমার (ব), নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের (ম)। দিব্যম্—অপ্রাকৃত, ঐশ্বর (শ)., অলৌকিক (শ্রী), অপ্রাকৃত নিত্য (ব)। এবম্—এইরূপ (শ্রী)। মাম্—সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে (ম)। তত্ত্বতঃ—যথাবৎ (শ), পরানুগ্রহার্থই আমার জন্ম ও কর্ম, এইরূপ (শ্রী)। এতি—আমাকেই প্রাপ্ত হন, মুক্তিলাভ করেন (শ)। প্রাপ্ত হন (ম)। দেহং ত্যক্ত্বা—দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া (শ্রী), এই দেহ ত্যাগ করিয়া (শ) ।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্যজন্ম ও কর্ম যথার্থরূপে জানেন তিনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া এই সংসারে পুনরায় জন্মলাভ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান অবতাররূপে যে জন্মগ্রহণ করেন উহাই তাঁহার দিব্যজন্ম। এই প্রকার জন্মের কথায় এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়ার প্রভাবে মানবরূপে দিব্যজন্ম গ্রহণ করেন। জীবসমূহের জন্ম হইতে দিব্যজন্মের প্রভেদ এই যে জীব জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির অজ্ঞানে, আর অবতারের জন্ম হয় সজ্ঞানে এবং স্ব-ভাবে। অবতার জানেন তিনিই ভগবান এবং ভগবানের কর্ম করিবার নিমিত্তই তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। এই যে ভাগবত সত্তা, ভাগবত শক্তি ও জ্ঞান লইয়া মানবরূপে ভগবানের আবির্ভাব—ইহাই তাঁহার দিব্য-জন্ম। অবতার যেভাবে যে কর্ম সম্পাদন করেন তাহাই দিব্যকর্ম। জীব কর্ম করে কামনাবাসনার বশে, প্রকৃতির অধীনতায় ; কিন্তু অবতার প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে কর্ম করেন। তাঁহার নিজের কোনও কর্ম নাই, কোনও কর্মফলে তাঁহার স্পৃহা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে কর্ম করিয়া থাকেন। তিনি স্বীয় ভাগবত জীবনের আদর্শ দেখাইয়া ধর্মে পতিত মানবসমাজকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে লইয়া যান। ইহাই তাঁহার দিব্যকর্ম।

অজ্ঞ লোকেরা ভগবানের এই দিব্যজন্ম ও কর্মের তত্ত্ব যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা হয় অবতারকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে অথবা অবতারের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনার আরোপ করিয়া তাঁহাকে অতিমানব বা ঈশ্বররূপে পূজা করে। কিন্তু যাঁহারা যথার্থদর্শী, যাঁহারা অবতারের দিব্যজন্ম ও কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন তাঁহারা অবতারের ভাগবত জীবনের অনুসরণপূর্বক নিজেরাও সেই ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহারা যে অজ্ঞানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই অজ্ঞান অতিক্রম করিয়া ভাগবত জীবনে দিব্যজন্ম লাভ করেন। অবতারের ন্যায় তাঁহারাও এই সংসারে নির্লিপ্তভাবে দিব্যকর্ম সম্পাদন-পূর্বক ভগবানকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০

অন্বয় ঃ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মন্ময়াঃ (মদেকচিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমার সম্পূর্ণ আশ্রিত) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (জ্ঞানময় তপস্যাদ্বারা পবিত্রীকৃত) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) মদ্ভাবম্ আগতাঃ (আমার ভাব পাইয়াছেন)।

শব্দার্থ ঃ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ—যাহাদের রাগ [বিষয়াসক্তি], ভয় [অনিষ্টাশংকা] এবং ক্রোধ দূর হইয়াছে। মন্ময়াঃ—ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরাভেদদর্শী (শ), মদেকচিত্ত (শ্রী) ব্যক্তিগণ। মাম্ উপাশ্রিতাঃ—পরমেশ্বরে আশ্রিত ; একান্ত প্রেম ভক্তি দ্বারা আমার [ঈশ্বরের] শরণাগত (ম)। জ্ঞানতপসা—জ্ঞানরূপ [পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান] তপসা [তপস্যাদ্বারা] (শ) ; জ্ঞান [ঈশ্বর প্রসাদলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান] ও তপঃ [তপস্যা] তাহাদ্বারা (শ্রী)। মদ্ভাবম্—ঈশ্বরভাব, মোক্ষ (শ, ম) ; আমার সাযুজ্য (শ্রী) ; আমার স্বরূপ অথবা আমাতে রতি (ম) ; আমাতে বিদ্যমানতা, আমার সাক্ষাৎকার (ব)। পূতাঃ—পরম শুদ্ধিপ্রাপ্ত (শ) ; যাঁহাদের অজ্ঞান ও তৎকার্য নিরস্ত হইয়াছে (শ্রী) ; যাঁহাদের অবিদ্যা গত হইয়াছে (ব), ক্ষীণপাপ অথবা জীবন্মুক্ত (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহাদের চিত্ত হইতে আসক্তি, ক্রোধ এবং ভয় দূর হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত একমাত্র আমাতেই নিবিষ্ট, আমাকেই যাঁহারা একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন—এইরূপ

বহু সাধক জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া আমার অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ নবম শ্লোকে যে দিব্যজন্ম ও কর্ম, যে ভাগবত ভাবের কথা বলা হইয়াছে তাহা অবতারেরই নিজস্ব, না সাধারণ মানুষও তাহার অধিকারী, এই প্রশ্নের আশংকায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, যে ভাগবত ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া অবতার আবির্ভূত হন ঐ ভাব মানুষও প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান যেমন অবতরণ করিয়া ভাগবত মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানুষও তেমনি তাহার অজ্ঞানময় জীবন হইতে উত্থান করিয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ণ, স্বাধীন, ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে। এই প্রকারে বহুলোক দিব্যজীবন লাভ করিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই প্রকার লোকদিগের লক্ষণ কি এবং কি উপায়েই বা তাঁহারা ভাগবত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। কোন প্রকার বিষয় বা বস্তুতে তাঁহাদের আসক্তি নাই। কামনাবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা কোনও কর্ম করেন না। অনিষ্টপ্রাপ্তির আশংকায় তাঁহাদের চিত্তে কোন প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয় না। কারণ যাঁহাদের ইষ্ট বা কাম্যবস্তু কিছুই নাই তাঁহাদের ভয় আসিবে কোথা হইতে? কামনা ব্যাহত হইলেই মানুষের চিত্তে ক্রোধের সঞ্চার হয়। কিন্তু যাঁহারা কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহদের ক্রোধের সম্ভাবনাও নাই। তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা শান্ত ও নির্মল। তাঁহারা মন্ময় অর্থাৎ মদেকচিত্ত—আমাতেই তাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট। বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ নাই, কাজেই আমাকে ছাড়িয়া তাঁহাদের চিত্ত কখনও অন্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আমিই তাঁহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকি। তাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন 'মাম্ উপাশ্রিতাঃ'—আমাতেই তাঁহারা একান্ত নির্ভরশীল, কারণ তাঁহাদের অন্য আশ্রয় নাই। তাঁহাদের অহংবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। 'আমি কর্তা' এই ভাব তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া জগতে আমার কার্যই করিয়া যান। জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা তাঁহাদের চিত্ত পবিত্রীকৃত। সাধারণত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদ্বারা মানুষের চিত্ত নির্মল হইয়া থাকে। এজন্য ইহাদিগকে পাবন বলা হয়। কিন্তু জ্ঞানের মত পাবন আর কিছুই নাই। জ্ঞানলাভ করিলে চিত্তের সমস্ত মল, সমস্ত মোহ ও অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত কামনাবাসনা ভস্মীভূত হয়। এই প্রকারের জ্ঞানদ্বারা পবিত্রীকৃত লোকেরাই আমার ভাব প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকে ভগবান দেখাইলেন যে মানুষ যদি চিত্তের কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, তবে সে ভগবানের প্রসাদলব্ধ জ্ঞানদ্বারা পবিত্র হইয়া ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে। ইহাই মানবজীবনের উত্থান বা আরোহণ, ইহাই মানবজীবনের চরম পরিণতি। ইহা সকলেরই লভ্য। পূর্বেও বহু মহাত্মা এই ভাগবত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাজেই মানুষমাত্রেরই এই পরিণতি লাভের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া একান্তভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে (যাহারা যেভাবে আমার

শরণাপন্ন হয়) অহং তান্ তথা এব ভজামি (আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে (আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ যথা—যে প্রকারে, যে প্রয়োজনে বা যে ফলাকাঙ্ক্ষায় (শ); যে প্রকারে, সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে (শ্রী, ম); যে প্রকারে, শত্রুভাবে বা মিত্রভাবে (নী)। প্রপদ্যন্তে—ভজনা করে (ব)। তথা এব—সেই ফল প্রদান দ্বারা (শ); তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করিয়া (শ্রী, ম); তদীয় ভাবানুসারে (ব)। ভজামি—অনুগৃহীত করি (শ); আমাকে দেখাইয়া থাকি (রা); যে যেই ফলের প্রার্থী তাহাকে সেই ফল প্রদান করিয়া, যে আর্ত তাহার দুঃখ হরণ করিয়া, যে জ্ঞানার্থী তাহাকে জ্ঞান দান করিয়া, যে মোক্ষপ্রার্থী তাহাকে মোক্ষদান করিয়া অনুগৃহীত করি। মম বর্ত্ম—আমার ভজনমার্গ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই গ্রহণ করি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ যাঁহারা জ্ঞানতপস্যা দ্বারা পূত হইয়া প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভপূর্বক ভাগবত ভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ভগবানের শরণাপন্ন হইলে নিজেদের সংকল্পানুযায়ী ফললাভ করিয়া থাকেন। যে যেভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, কেহই তাঁহার কৃপা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না। কারণ যাহারা স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে তাহারাও ভগবানের নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে। প্রকৃতির সকল কার্যই ভগবানের সগুণ ভাবের বিকাশ। কাজেই প্রকৃতির অনুসরণকারী মানুষকে ভগবানের পথেই চলিতে হয়।

প্রকৃতির এই গণ্ডীর মধ্যে মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে উপাস্য দেবতা, উপাসনা পদ্ধতি এবং উপাসনার উদ্দেশ্যেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সত্ত্বপ্রধান লোকদের চিত্ত নির্মল, কামনাবাসনাবর্জিত; সুতরাং তাঁহারা নিষ্কামভাবে ভগবানের উপাসনা করেন। রাজসিক লোকেরা কাম্যফলের আকাঙ্ক্ষায় বিবিধ দেবতার শরণাপন্ন হয়। তমঃপ্রধান লোকেরা অজ্ঞানে যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকে। কেহ আর্ত হইয়া ভগবানকে ডাকে, কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, কেহ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শরণাপন্ন হয়। আবার কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ কর্মযোগী, কেহ ভক্ত উপাসক। এইরূপে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঈশ্বররূপে পূজিত হইতেছেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন—মানুষ যে ভাবেই আমার উপাসনা করুক, যে পথই অবলম্বন করুক, যে নামেই ডাকুক, যে ফলই প্রার্থনা করুক, আমি কাহাকেও নিরাশ করি না কাহারও উপাসনাই আমার অগ্রাহ্য নহে। যে যেভাবে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তাহাকে সেভাবেই প্রীত করিয়া থাকি। আমার শরণাপন্ন ব্যক্তি কিছুতেই নিষ্ফলকাম হয় না। সরলভাবে যে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে সেই আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। আমি অন্তর্যামী, কে কিভাবে আমার শরণাপন্ন হয় তাহা আমি জানি এবং তদনুসারেই তাহাকে অনুগৃহীত করি।

এই শ্লোকটির ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলে জগতের ধর্মবিরোধ অনেক পরিমাণে

কমিয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার প্রকৃতি অনুসারে ভগবানের ভজনা করে। মানবপ্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া উপাসনাপদ্ধতির পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। সকল লোকের পক্ষে একই প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা কিছুতেই করা সম্ভবপর নয়; অথচ কোন উপাসনাই ব্যর্থ নহে, সমস্তই ভগবানের গ্রাহ্য। কারণ ভগবৎপ্রদত্ত প্রকৃতি অনুসারেই লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে।

এই শ্লোকে একটি মহান উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভগবান যেন জীবকে বলিতেছেন—তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তোমার যতটুকু জ্ঞান, যতটুকু অধিকার তাহা লইয়াই আমার শরণাপন্ন হও, তাহাতেই তুমি কৃতার্থ হইবে। নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সরলভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। অপরের ধর্মমত বা উপাসনাপদ্ধতির সহিত বিরোধ করিও না। যে যেপথ অবলম্বন করুক তাহা আমারই পথ, আমাকে ছাড়াইয়া কেহই যাইতে পারে না। অতএব সর্বতোভাবে সরল হৃদয়ে আমার শরণাপন্ন হও, আমিই তোমাকে ক্রমশঃ ভাগবত জীবনের দিকে লইয়া যাইব।[1]

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২

অন্বয় ঃ ইহ (এই সংসারে) কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (কর্মের সাফল্যকামী ব্যক্তিগণ) দেবতাঃ যজন্তে (দেবতার পূজা করে) হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যলোকে) কর্মজা সিদ্ধিঃ (কর্মজনিত ফললাভ) ক্ষিপ্রং ভবতি (খুব শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ—কর্মের ফলনিষ্পত্তি প্রার্থনা করিয়া (শ)। ভবতি—বর্ণাশ্রমাধিকারীদের কর্মের ফলসিদ্ধি শীঘ্র হয় (শ); কর্মফল শীঘ্র লাভ হয়, জ্ঞানফল কৈবল্য দুষ্প্রাপ্য (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ এই সংসারে যাহারা কর্মের ফললাভ কামনা করে তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার ভজনা করিয়া থাকে, কারণ মনুষ্যলোকে কর্মের ঈপ্সিত ফল অতি শীঘ্র পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করে তাহারা শীঘ্র সেই ফল প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানলাভ বা মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কর্ম।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃতি অনুযায়ী ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সংসারের অধিকাংশ লোকই রজ ও তমোগুণ প্রকৃতির অধিকারী। তাহাদের হৃদয় কামনাবাসনায় পূর্ণ—ধন জন যশ মান স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষী। কাজেই ইহারা পশু বিত্তাদি লাভের নিমিত্ত বিবিধ দেবতার উপাসনা করে। কারণ এই সংসারে দেখা যায় যে ইন্দ্রাদি দেবতার ভজনাদ্বারা লোকে অতি শীঘ্র এবং সহজে কামাবস্তু লাভ করে; অবশ্য দেবতাগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। সুতরাং দেবতার উপাসনাদ্বারা ভগবানেরই উপাসনা করা হয় এবং সেই উপাসনার ফল ভগবানই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই উপাসনার ফল অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর এবং ক্ষণস্থায়ী। এই সকল সকাম উপাসকদিগকে কর্মফল ভোগের নিমিত্ত বারবার সংসারে যাতায়াত করিতে

---

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হয়। তবে লোকে ভগবানের উপাসনা না করিয়া দেবতাদিগের ভজনা করে কেন? তাহার কারণ এই যে নিষ্কাম উপাসকদিগের উপাসনার কোনও বৈষয়িক ফল দেখা যায় না। নিষ্কাম কর্মযোগীকে দীর্ঘকাল অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে অধিকাংশ লোকে আশুফলপ্রদ, সহজসাধ্য, আপাতসুখকর, সকাম উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করে।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ময়া (আমাদ্বারা) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং সৃষ্টম্ (চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে) তস্য কর্তারম্ অপি (তাহার কর্তা হইলেও) মাম্ (আমাকে) অব্যয়ম্ অকর্তারং বিদ্ধি (অব্যয় অকর্তা বলিয়া জানিও)।

শব্দার্থঃ চাতুর্বর্ণ্যম্—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রঃ এই চারিবর্ণ। সৃষ্টম্—উৎপাদিত (শ)। গুণকর্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ অনুসারে; সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণ ও তিন গুণের মিশ্রণোৎপন্ন কর্মানুসারে। কর্তারম্ অপি অকর্তারং বিদ্ধি—মায়া-সংব্যবহার দ্বারা ঐ সৃষ্টিকার্যের কর্তা হইলেও পরমার্থদৃষ্টিতে আমাকে অকর্তা জানিও (শ)। অব্যয়ম্—নিরহংকারহেতু অক্ষীণ-মহিমা (ম), অবিকারী (নী), অসংসারী (শ)।

শ্লোকার্থঃ গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলিয়াই জানিও।

ব্যাখ্যাঃ একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণ স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে আমার পথের অনুসরণ করে। স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে মানুষ যে চারি বর্ণে বিভক্ত সেই বিভাগেরও আমিই কর্তা অর্থাৎ যে প্রকৃতিদ্বারা এই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে সেই প্রকৃতি আমারই, আমিই সেই প্রকৃতির প্রভু, কাজেই প্রকৃতির কার্য আমারই কার্য। কিন্তু একদিকে আমি যেমন প্রকৃতিস্থ হইয়া সকল কর্ম সম্পাদন করি, অপর দিকে আমি প্রকৃতির কর্মে নির্লিপ্ত। আমার দুইটি বিভাব বা অবস্থা—একটি ক্ষর, অপরটি অক্ষর। ক্ষররূপে আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করি। অক্ষররূপে আমি শান্ত, নিশ্চল, নির্বিকার—প্রকৃতির কার্যে নির্লিপ্ত, সাক্ষী ও দ্রষ্টামাত্র। এই দুইটি আমার বিভাব হইলেও আমি ক্ষর এবং অক্ষরের উপরে—আমিই পুরুষোত্তম। সুতরাং ক্ষররূপে আমি চাতুর্বর্ণ্য বিভাগের কর্তা হইলেও অক্ষররূপে আমাকে অকর্তা বলিয়া জানিবে।

জগতের যাবতীয় মানুষ তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে চারি বর্ণে বিভক্ত। এই বিভাগ মানুষের কৃত নহে। মানবপ্রকৃতির বৈষম্য অনুসারেই এই বিভাগ ঘটিয়াছে। সুতরাং এই বিভাগ মানুষের প্রকৃতিগত (natural) এবং মৌলিক (fundamental)। ইহা সর্বকালে সর্বস্থানে বিদ্যমান। এই বিভাগের মূলসূত্র কি তাহাই বিবেচ্য।[১] সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এই তিন গুণের বৈষম্য অনুসারে মানবগোষ্ঠি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কতকগুলি মানসিক গুণ বা ভাবের বিকাশ মানুষের চরিত্রে ঘটিয়া থাকে। যেমন

১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোকে এই বর্ণবিভাগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণপ্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সত্ত্বগুণের বিকাশ শম, দম প্রভৃতি গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দৃষ্ট হয়; সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের শৌর্য-বীর্য, বৈশ্যের শ্রমসহিষ্ণুতা, অর্থোপার্জন-প্রবৃত্তি এবং শূদ্রের জড়তা ও পরনির্ভরতাও তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতিগত। বিভিন্ন বর্ণীয় লোকদিগের প্রকৃতি অনুসারে কতকগুলি কর্মের প্রবণতা বা উপযোগিতা জন্মিয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণের যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ রাজ্যশাসনাদি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি এবং শূদ্রের সেবাকর্মের দিকে প্রবণতা ও উপযোগিতা দেখা যায়। কিন্তু যে গুণবৈষম্যের উপর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত সেই গুণের অধিকারত্ব নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া রাজা এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে গুণের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য না রাখিয়া কর্মানুসারেই মানুষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা যজন যাজনাদি করিতেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনাদি করিতেন তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, কৃষি ও বাণিজ্যজীবিগণ বৈশ্য এবং সেবাকার্যে নিরত ব্যক্তিগণ শূদ্র নামে পরিচিত হইলেন। কালক্রমে মানুষের কর্ম বংশানুগত হইয়া পড়িল অর্থাৎ যে যেই বংশে জন্মিত সেই বংশানুসারে তাহার শ্রেণীবিভাগ হইত। এই বংশানুগত শ্রেণীবিভাগই জাতিভেদ নামে অভিহিত।

এই শ্লোকে ভগবান যে বর্ণবিভাগের কথা বলিয়াছেন সেই বর্ণবিভাগ এবং জাতিভেদ এক কথা নহে। বর্ণভেদ প্রকৃতিগত, জাতিভেদ বংশানুগত। জাতিভেদের নিয়মানুসারে কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ণবিভাগের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণবংশেও জন্মিয়া যদি কেহ সত্ত্বগুণের অধিকারী না হয় তবে সে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ শূদ্র-কুলে জন্মিয়াও সত্ত্বগুণের অধিকারী হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ কর্মাণি (কর্মরাশি) মাং ন লিম্পন্তি (আমাকে লিপ্ত করে না) মে স্পৃহা ন (কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই) ইতি (এইরূপে) যঃ মাম অভিজানাতি (যিনি আমাকে জানেন) সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে (তিনি কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না)।

শব্দার্থঃ কর্মাণি—বিচিত্র সৃষ্ট্যাদি কর্ম (রা)। ন লিম্পন্তি—দেহারম্ভ বা জন্মসূত্রে আবদ্ধ করে না (ম); আসক্ত করে না (শ্রী); জীবের ন্যায় বৈষম্যাদি দোষে লিপ্ত করে না (ব)। কর্মফলে—সৃষ্ট্যাদি কর্মফলে (রা); কর্মে এবং কর্মের ফলে (শ)। ন স্পৃহা—তৃষ্ণা নাই (শ)। ইতি মাম্ অভিজানাতি—আমাকে এইপ্রকার অকর্তা ও অভোক্তা আত্মা বলিয়া জানে (ম)। সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে—কর্মফলে স্পৃহাত্যাগ এবং 'আত্মা অকর্তা' এই জ্ঞানহেতু কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

শ্লোকার্থঃ কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না এবং কর্মফলে আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপে যিনি আমাকে অকর্তা এবং অনাসক্ত বলিয়া জানেন তিনি তাঁহার কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে তিনি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মের

কর্তা হইলেও তাঁহাকে অকর্তা বলিয়া জানিবে। এই শ্লোকে তাহারই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন—যদিও আমি কর্ম করি তথাপি আমি কর্মে লিপ্ত নহি, কারণ কর্মের উপর আমার কোনও অভিলাষ বা আসক্তি নাই এবং কর্মসকল আমার আত্মার কোনও বিকার সাধন করিতে পারে না। আমি ক্ষররূপে সর্বদা কর্মতৎপর, অক্ষররূপে আমি নির্গুণ, নির্বিকার। প্রবল কর্মস্রোতের মধ্যেও আমার আত্মা শান্ত, নিশ্চল আমার প্রকৃতিই কর্ম করে, আমি নির্লিপ্ত, অকর্তা। কাজেই আমার কর্মলেপ নাই. আমি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ নই। কর্মফলের প্রতিও আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি আপ্তকাম, আপ্ততৃপ্ত। কোন কর্মদ্বারা কোন ফললাভের প্রয়োজন আমার নাই।

ভগবান কর্তা হইয়াও অকর্তা, কর্ম করিয়াও সর্বদা নির্লিপ্ত, নিরাকাঙ্ক্ষ। ভগবানের এই স্বরূপ যিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিও ভগবানের মত নির্লিপ্ত, স্পৃহাহীন ও অহংকারশূন্য হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া) পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি (পূর্বতন মুমুক্ষুগণ কর্তৃকও) কর্ম কৃতম্ (কর্ম কৃত হইয়াছিল) তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমিও) পূর্বৈঃ কৃতম্ (পূর্বকালের সাধকগণ দ্বারা কৃত) পূর্বতরং কর্ম এব কুরু (পুরাকালপ্রবৃত্ত কর্মই কর)।

শব্দার্থঃ পূর্বৈঃ—পূর্বকালীন জনকাদি দ্বারা (ম); অতীত কালের মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্তৃক (শ)। পূর্বৈঃ কৃতম্—পূর্ববর্তিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে কর্ম করিয়া গিয়াছেন (শ)। পূর্বতরম্—পুরাতন, অতি প্রাচীনকালে, যুগান্তরে কৃত (শ্রী)। কর্ম এব কুরু—চুপ করিয়া থাকিও না এবং কর্মত্যাগ করিও না (শ)।

শ্লোকার্থঃ এইরূপে আমার কর্মের স্বরূপ জানিয়া পূর্বতন জনকাদি মুমুক্ষু সাধকগণ কর্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্বতন সাধকগণ পুরাকালে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তুমিও সেইরূপ কর অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম করিয়াছেন তুমিও তাহাই কর।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান যে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই কর্মযোগের তত্ত্ব নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া এখন পূর্বতন সাধকগণের উদাহরণ দ্বারা সমর্থন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—পূর্বকালের বহু মুক্তিকামী পুরুষ এই প্রকারে আমাকে (ভগবানকে) কর্মে নির্লিপ্ত এবং কর্মফলে স্পৃহাহীন জানিয়া নিজেরা সেরূপ নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই নিষ্কাম কর্মযোগের ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। পূর্বে জনকাদি রাজর্ষিগণের সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে।[১] কিন্তু তাঁহাদেরও অগ্রে অতি প্রাচীনকাল হইতে এই কর্মযোগ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অতএব হে অর্জুন, তুমি তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে এই পুরাকালপ্রবৃত্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে তুমিও তাঁহাদের মত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ কিং কর্ম (কর্ম কি) কিম্ অকর্ম (অকর্মই বা কি) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপিঃ মোহিতাঃ (পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন) [অতএব] যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (অশুভ হইতে মুক্ত হইবে) তৎ কর্ম (সেই কর্ম) তে প্রবক্ষ্যামি (তোমাকে বলিব)।

শব্দার্থঃ কিং কর্ম কিম্ অকর্ম—পরমার্থতঃ কোনটি কর্ম, কোনটি অকর্ম (ম), কর্মের করণই বা কীদৃশ, কর্মের অকরণই [কর্মশূন্যতা] বা কীদৃশ (শ্রী)। কবয়ঃ—মেধাবী (শ), ধীমান (ব), বিবেকী (শ্রী) ব্যক্তিগণ। মোহিতাঃ—মোহপ্রাপ্ত (শ); যথার্থ তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ (ব)। কর্ম—কর্ম ও অকর্ম উভয় (শ)। প্রবক্ষ্যামি—প্রকৃষ্টরূপে সন্দেহচ্ছেদ করিয়া বলিতেছি (ম)। যৎ—যাহা অর্থাৎ কর্ম ও অকর্মের স্বরূপ (ম)। অশুভাৎ—সংসার হইতে (শ)।

শ্লোকার্থঃ কর্ম কি অকর্মই বা কি এবিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণও ভুল করিয়া থাকেন। অতএব আমি তোমাকে সেই কর্মের কথা বলিব যাহা জানিতে পারিলে তুমি সমস্ত অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে পূর্বতন মুমুক্ষুগণের আদর্শ কর্ম করিতে উপদেশ দিয়া পরবর্তী কয়েক শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভগবান প্রথমেই বলিলেন যে কর্ম কি, অকর্ম কি—ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে পণ্ডিতগণও ভুল করিয়া থাকেন, অজ্ঞ লোকের ত কথাই নাই। এই ভ্রম কি, ইহার মূল কোথায় তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার।

(১) অজ্ঞ লোক মনে করে—'আমিই কর্তা, আমিই কর্ম করিতেছি, আমার আত্মাই কর্ম করিতেছে।' এই প্রকার ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কর্ম করে না, প্রকৃতিই কর্ম করে। আত্মা নির্লিপ্ত, নির্বিকার। মানুষ দেহকে আত্মা মনে করে এবং প্রকৃতির কর্মকেই আত্মার কর্ম মনে করে বলিয়া ভ্রান্ত হয়।

(২) সাধারণত লোকে কর্ম বলিতে কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই বুঝিয়া থাকে। কাজেই কর্মেন্দ্রিয়সমূহের রোধ হইলেই তাহা অকর্ম বা কর্মশূন্যতা বলিয়া মনে করে; ইহা ভুল। প্রকৃতপক্ষে চিত্তের যে কামনাবাসনা এবং কর্তৃত্বাভিমান হইতে কর্মের উৎপত্তি হয় তাহাই কর্মের মুখ্য অংশ, কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার উহার গৌণ অংশ। সুতরাং চিত্তে কামনাবাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান রাখিয়া কর্মেন্দ্রিয়সমূহের নিরোধ করিলেও তাহা কর্মই হইল; পক্ষান্তরে চিত্ত কামনাবাসনা ও অহঙ্কার-বর্জিত হইলে বাহিরে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাকে অকর্মই বলিতে হইবে।

(৩) তারপর কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক এবং অকর্ম বা কর্মশূন্যতাই মুক্তির একমাত্র উপায় বিবেচনা করাও ভ্রমাত্মক। শুধু কর্ম বন্ধনাত্মক নহে, কর্মের সহিত যে কামনাবাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান জড়িত থাকে তাহাই কর্মীকে বন্ধন করে। কাজেই ঐ প্রকার কর্ম কামনাবাসনা ও অহংকার বর্জিত কর্ম অকর্মেরই তুল্য। বন্ধনাত্মক নহে।

(৪) জ্ঞানীর কোন কর্ম নাই—ইহাও ভ্রমাত্মক। জ্ঞানী জানেন তিনি

কর্মের কর্তা নহেন, প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে। সুতরাং প্রকৃতির কর্মে তিনি আত্মাকে জড়িত করেন না। তিনি নির্লিপ্তভাবে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া লোকশিক্ষার্থ কর্ম করেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর কর্মই প্রকৃত শুদ্ধ কর্ম। অজ্ঞের কামনাবাসনা-জনিত কর্ম মলিন, অশুদ্ধ কর্ম; উহা প্রকৃত কর্ম নহে, উহা বিকর্ম।

তাই ভগবান বলিতেছেন—দেখ অর্জুন, কর্মের তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণও এবিষয়ে ভুল করিয়া থাকেন। কাজেই তোমাকে আমি কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বলিব। ইহা জানিতে পারিলে তুমি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। তারপর অজ্ঞ মানুষ কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানে না বলিয়াই সংসারে এত অশুভের উৎপত্তি। মানুষের এত দৈন্য, এত দুঃখ, এত শোক—এসমস্তই তাহার এই অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। সে তাহার অশুদ্ধ মলিন বুদ্ধিদ্বারা, তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা কর্মতত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়াই ভুল করে এবং তার ফলে সংসারে এত দুঃখতাপ ভোগ করে। তুমি কর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কর, তাহা হইলে সকল প্রকার অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। দুঃখ দৈন্য শোক তোমার চিত্তকে ব্যথিত করিতে পারিবে না। তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। তোমার মুক্ত আত্মা পরমানন্দের অধিকারী হইবে।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ কর্মণঃ হি অপি [তত্ত্বম্] বোদ্ধব্যম্ (কর্মেরও তত্ত্বও বুঝিতে হইবে) বিকর্মণঃ চ [তত্ত্বম্] বোদ্ধব্যম্ (বিকর্মের তত্ত্বও বুঝিতে হইবে) অকর্মণঃ চ [তত্ত্বম্] বোদ্ধব্যম্ (অকর্মের তত্ত্বও বুঝিতে হইবে) কর্মণঃ গতিঃ গহনা (কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়)।

শব্দার্থ ঃ কর্মণঃ—শাস্ত্রবিহিত কর্মের (শ); বিহিত ব্যাপারের (শ্রী); মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্মের (ব); যে কর্ম বন্ধক হয় তাহার (ব)। বিকর্মণঃ—প্রতিষিদ্ধ কর্মের (শ, নী); নিষিদ্ধ ব্যাপারের (শ্রী); জ্ঞানবিরুদ্ধ কার্য কর্মের (ব); নিত্যনৈমিত্তিক কার্য কর্মের (রা); নিষিদ্ধাচরণ দুর্গতিব্যাপক কর্মের (বি)। অকর্মণঃ—তূষ্ণীম্ভাবের (শ); অবিহিত ব্যাপারের (শ্রী); জ্ঞানের (রা); কর্মভিন্ন জ্ঞানের (ব)। গহনা—বিষমা, দুর্জ্ঞেয়া (শ); দুর্গমা (ব)। কর্মণঃ গতিঃ—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তত্ত্ব (ম); যাথাত্ম্য (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম বা অশুদ্ধ কর্ম কি তাহাও বুঝিতে হইবে, অকর্ম বা কর্মশূন্যতা কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এ-সংসারে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের গতি গহন অরণ্যের ন্যায় দুর্জ্ঞেয় ও দুর্গম।

ব্যাখ্যা ঃ গত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলে অশুভ অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু কর্মের গতি অতি জটিল, গহন অরণ্যের ন্যায় দুর্গম, দুর্জ্ঞেয়। গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলে লোক যেমন অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পায় না, দিশাহারা হইয়া যায়, অতিকষ্টে তাহা অতিক্রম করিতে পারে, কর্মারণ্যও সেইরূপ দুর্গম, দুঃসাধ্য। এই কর্মারণ্যের মাঝে প্রকৃত পথ না পাইয়া জ্ঞানহীন মানুষ দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তত্ত্ব স্থির করিতে না পারিয়া অনেক কুকর্ম বিকর্মের অনুষ্ঠান করে অথবা কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক এবং দোষাবহ মনে করিয়া কর্মত্যাগেই শান্তির অনুসন্ধান করে; মনে করে সমস্ত কর্ম ও সংসারই মিথ্যা। এই ভ্রম পণ্ডিতদেরও

ঘটিয়া থাকে (কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ)। সুতরাং প্রত্যেক মুক্তিকামী পুরুষকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের যথার্থ তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। গীতাতে কর্মতত্ত্ব বলিতে যাহা বোঝান হইয়াছে তাহার মর্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

কর্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ দরকার। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুইটিই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। প্রকৃতি সদা ক্রিয়াশীলা, সমস্ত কর্ম প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, দ্রষ্টামাত্র। কিন্তু পুরুষ (জীব) প্রকৃতির কর্মে অহংকারবশত নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে। জীব ভ্রমবশত মনে করে—'আমিই কর্ম করিতেছি, আমিই কর্মের ফলভোগ করিব।' এই প্রকারে জীব প্রকৃতির কর্মে আত্মাকে জড়িত করিয়া প্রকৃতির কর্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই অহংকার হইতেই কামনাবাসনার উৎপত্তি হয়। মানুষ বিবিধ কামনার বশীভূত হইয়া সর্বদাই 'এটা চাই, ওটা চাই'—এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মনের এই কামনা বুদ্ধি কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই উহা সংকল্পে পরিণত হয়। সংকল্পই (will) কর্মেন্দ্রিয়কে চালিত করিয়া মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। তারপর কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্পাদন হইলেই কর্মের শেষ হয় না। উহা বাহ্যিক জগতে এবং কর্মীর চিত্তে কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করে। উহাই কর্মফল নামে অভিহিত।

কর্মের তিনটি অংশ ঃ (১) চিত্তের কর্তৃত্বাভিমান, কামনা এবং তৎপ্রসূত সংকল্প, (২) কর্মেন্দ্রিয়ের চালনা ও (৩) কর্মফলভোগ। ইহাদের মধ্যে চিত্তের অহংকার ও কামনাই কর্মের মুখ্য অংশ, কর্মেন্দ্রিয়ের চালনা উহার গৌণ অংশ। কর্মের ফল সংসারে বন্ধন। এই কারণে কর্মমাত্রই বন্ধনাত্মক এবং নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মহীনতাই মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কর্মের বন্ধনাত্মিকা শক্তির মূলে অহংকার ও কামনা। শুধু কর্মেন্দ্রিয়ের চালনা বন্ধনাত্মক নহে, কিন্তু কর্মের মূলে যে অহংকার ও কামনা বিদ্যমান থাকে তাহাই কর্মীকে সংসারে আবদ্ধ করে। কাজেই জীব কর্তৃত্বাভিমান-রহিত ও কামনাশূন্য হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহার বন্ধন হইবে না, উক্ত কর্ম দগ্ধ বীজের ন্যায় কোনও ফল প্রসব করিবে না। পক্ষান্তরে চিত্তে অহংকার ও কামনা বর্তমান রাখিয়া যদি কেহ কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধপূর্বক মৌনভাবেও অবস্থান করে তথাপি তাহাকে সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।

তবে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কর্মত্যাগ নহে; অহংকার ও কামনা ত্যাগই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ত্যাগ বা সন্ন্যাস ব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না, কিন্তু উহা বাহ্যিক কর্মত্যাগ নহে; অন্তরের কামনাবাসনা ত্যাগ। সুতরাং মুক্তিকামীর পক্ষে কর্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক নহে। জ্ঞানী কর্মত্যাগ করিবেন না, পরন্তু ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া অহংকার ও কামনা ত্যাগপূর্বক যথাপ্রাপ্ত যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিবেন।

অকর্ম বা কর্মশূন্যতার তত্ত্ব কর্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত। কর্মেন্দ্রিয়ের নিরোধ হইলেই যে অকর্ম বা কর্মশূন্যতার অবস্থা হইল তাহা নহে; কামনাবাসনা-অহংকারশূন্য হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা অকর্মের তুল্য। তারপর প্রকৃতি সর্বদাই ক্রিয়াশীলা, মানুষের মধ্যেও প্রকৃতির ক্রিয়া সর্বদাই চলিতেছে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞাতসারেও প্রকৃতি তাহার কর্ম করিয়া থাকে। মানুষ

কখনও নিঃশেষে কর্মত্যাগ করিতে পারে না। 'সুতরাং প্রকৃতির কর্মকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, সমস্ত কর্মকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজের আত্মাকে উহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখাই মুক্তিলাভের উপায়। বিকর্ম বলিতে অশুদ্ধ কর্ম বোঝায়। কিন্তু বাহ্যিক কোনও বিধিদ্বারা কোন্ কর্ম শুদ্ধ এবং কোন্ কর্ম অশুদ্ধ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি, সামাজিক নীতি এবং শাস্ত্রবাক্য—সমস্তই বাহ্যিক বিধির অন্তর্গত। সুতরাং এই সকল বিধির দ্বারা চালিত হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা কখনও নির্ভুল বা সর্বথা মঙ্গলকর হইতে পারে না।

পাপপুণ্যের যে বিধান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও অজ্ঞ মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। মানুষ যতদিন প্রকৃতির কার্যকে নিজের কার্য বলিয়া মনে করে, ততদিন তাহাকে এই সকল বিধান মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু মানুষ যখন জ্ঞানলাভ করিয়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়, যখন সে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করিতেছে, আত্মা নির্লিপ্ত ও নির্বিকার, তখন ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া যে কর্ম সম্পাদিত হয় তাহাই প্রকৃত শুদ্ধকর্ম। ঐ প্রকার কর্মই মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞ লোকের মলিন চিত্তের কামনাবাসনাজাত সমস্ত কর্মই বিকর্ম। জ্ঞানীর কর্মই অভ্রান্ত, মোহসংশয়-বর্জিত, সর্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য; কারণ তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া ভগবানের প্রেরণায় তাঁহারই কর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি যে কর্ম করেন তাহা লৌকিক নীতির মাপকাঠিতে অবিহিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও জ্ঞানীর তাহাতে কোনও পাপ হয় না, তিনি সেই কর্মের ফলে সংসারে আবদ্ধ হন না। কারণ তিনি সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ ও পাপপুণ্যের উপরে অবস্থিত।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ (যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখেন) যঃ অকর্মণি চ কর্ম [পশ্যেৎ] (যিনি অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন) সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ (তিনি মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান) সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ) তিনি যুক্ত এবং সর্বকর্মকারী)।

শব্দার্থঃ কর্মণি—করণস্বরূপ ব্যাপারমাত্রে (শ), দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারে। অকর্ম—কর্মাভাব (শ); ইহা কর্ম হইতেছে না, এইরূপ ভাব (শ্রী); স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্য (শ্রী)। অকর্মণি—কর্মাভাবে (শ), দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারের নিবৃত্তিতে (ম)। বুদ্ধিমান্—পণ্ডিত (শ); তত্ত্বদর্শী (নী), সমস্ত শাস্ত্রার্থবিৎ (রা)। সঃ যুক্তঃ—তিনিই যোগী (শ); বুদ্ধিসাধনযোগযুক্ত, অন্তঃকরণ শুদ্ধিহেতু একাগ্রচিত্ত (ম); মোক্ষের যোগ্য (রা)। কৃৎস্নকর্মকৃৎ—সর্বকর্মকারী, সকল-শাস্ত্রার্থকৃৎ (রা)।

শ্লোকার্থঃ যিনি কর্মের মধ্যে দেখেন কর্ম হইতেছে না এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দেখেন কর্ম চলিতেছে, তিনিই সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনি যোগী হইয়া যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন অথবা সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি যোগী।

ব্যাখ্যাঃ ষোড়শ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে তিনি এমন কর্মের কথা বলিবেন যাহা জানিতে পারিলে সকল সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইবে। এই শ্লোকে

এবং পরবর্তী শ্লোকে ঐপ্রকার কর্ম ও কর্মীর লক্ষণ বলা হইয়াছে। বুদ্ধিমান মানুষ কর্মে অকর্ম দেখেন এবং অকর্মে কর্ম দেখেন। এইখানেই সাধারণ অজ্ঞ লোকের সহিত তাঁহার প্রভেদ। কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই সাধারণত লোকে কর্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা মনে করেন না। কর্মেন্দ্রিয় সমূহের প্রবল কর্মস্রোতের মধ্যেও তিনি দেখেন যে আত্মা শান্ত, নিশ্চল, নির্বিকার। আবার যখন কর্মেন্দ্রিয়সকল নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, যখন সাধারণ লোকে মনে করে কোনও কর্ম হইতেছে না, তখনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখেন যে প্রকৃতির কর্মস্রোত চলিতেছে, কারণ প্রকৃতি কখনও নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষের দেহেন্দ্রিয় মন-ই তাহার প্রকৃতি, এই প্রকৃতি তাহার কর্ম করিবেই। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা যায় না।

তবে কর্ম ও অকর্মের পার্থক্য কোথায়? অহংকার বা কর্তৃত্ববোধ হইতেই এই পার্থক্য জন্মিয়া থাকে। কর্মী যখন মনে করে—'আমি কর্ম করিতেছি, আমিই ইহার ফলভোগ করিব'—তখন তাহার কর্মের অবস্থা। বাহ্যিক কর্মত্যাগ করিলেও যদি তাহার মনে কামনা বা অহংকার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কর্মই হইল। পক্ষান্তরে কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার চলিতে থাকিলেও যদি কর্মী মনে করেন—'আমি কর্ম করিতেছি না, আমি কর্ম হইতে স্বতন্ত্র। আমার প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে'—তবে উহা তাহার পক্ষে অকর্মেরই তুল্য। অজ্ঞ এই প্রভেদ বুঝিতে পারে না, জ্ঞানী উহা বুঝিতে পারেন।

স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু—এই প্রকারে যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যকুলের মধ্যে বুদ্ধিমান অর্থাৎ যথার্থদর্শী। তাঁহার বুদ্ধিই আত্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার বিষয়াসক্ত মলিন বুদ্ধিদ্বারা জীবন ও কর্মের বিচার করে সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। তারপর বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কর্মের কৌশল অবগত আছেন। তিনি নিপুণ কর্মী, সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়াও তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের সহিত যুক্ত এবং যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠাতা—'স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।' যিনি ভগবানের সহিত যুক্ত তিনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না। তিনি জানেন যে ভগবান প্রভু, তিনি ভৃত্য, ভগবান যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র। ভগবান তাঁহার অন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে সকল কর্মের প্রেরণা দিতেছেন। তাঁহার নিজের কোনও কর্তৃত্ববোধ নাই, কোনও স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। ভগবান তাঁহাকে যেরূপ চালান তিনি সেরূপই চলেন—তিনি ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা বহন করেন।

তিনি আপনাকে কর্মের ভোক্তা বলিয়াও মনে করেন না। তিনি সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই, কোন কর্মফলভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই। এরূপ কর্মী কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি সর্ব-কর্মকে ভয় করেন না, তিনি এইরূপে ভগবানের সহিত যুক্ত কর্মী কোনও কর্মকে ভয় করেন না, তিনি রাজ্য-শাসন করেন, সংসার-প্রতিপালন করেন, কর্মকারী, তিনি মহাকর্মী। তিনি রাজ্য-শাসন করেন। ভগবানের প্রেরণা পাইলে কৃষি-বাণিজ্য করেন, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করেন। আত্মীয়-বিয়োগের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠেন না। তিনি রক্তপাতকেও ভয় করেন না, আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া শান্তভাবে যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্মই সম্পাদন করেন।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ (যাঁহার সমুদয় কর্ম) কামসংকল্পবর্জিতাঃ (কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তম্ (জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ যাঁর কর্ম তাঁহাকে) বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ (জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন)।

শব্দার্থঃ সর্বে সমারম্ভাঃ—লোকসংগ্রহার্থ বা জীবনরক্ষার্থ অনুষ্ঠিত কর্মসকল (শ), সমস্ত বৈদিক ও লৌকিক কর্ম (ম)। কামসংকল্পবর্জিতাঃ—কাম [ফলতৃষ্ণা] ও সংকল্প ['আমি করিতেছি' এরূপ কর্তৃত্বাভিমান] এই উভয় বর্জিত (ম), কামজনিত সংকল্পরহিত। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্—জ্ঞানই [কর্মাদিতে অকর্ম দর্শন] অগ্নি, তাহার দ্বারা দগ্ধ [শুভাশুভ লক্ষণ] কর্ম যাঁহার (শ), জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার প্রাচীন সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হইয়াছে (রা), জ্ঞানাগ্নি দ্বারা [অকর্মতার অবস্থা প্রাপ্ত] কর্ম যাঁহার (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যাঁহার কর্মসকল ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত ও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত, যাঁহার কর্মসকল জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি জ্ঞানলাভপূর্বক বিশুদ্ধচিত্তে কর্মসকল সম্পাদন করেন—এই প্রকার লোককেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোক এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে বুদ্ধিমান, যুক্ত (যোগী) কর্মীর লক্ষণ বলা হইয়াছে। এরূপ কর্মী কামসংকল্পবর্জিত। মানুষের কর্মের সংকল্প বা ইচ্ছা বিবিধ কারণে জন্মিতে পারে। বিষয়াসক্ত লোক কাম্যবস্তু লাভের জন্যই সর্বদা কর্ম করিয়া থাকে এবং কামনাবাসনাই তাহাকে সর্বদা কর্মে প্রবর্তিত করে। পক্ষান্তরে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া যিনি কর্ম করেন তাঁহার বুদ্ধি কামনাবাসনা দ্বারা চালিত হয় না, ভগবান হইতেই তিনি তাঁহার কর্মের প্রেরণা পাইয়া থাকেন এবং ভগবদিচ্ছাপূরণই তাঁহার কর্মের প্রবর্তক হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তির কর্মসকল জ্ঞানের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। অগ্নিদ্বারা দগ্ধ বীজ যেমন ফল প্রসব করিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানীর কর্মও দগ্ধ বীজের ন্যায় কর্মের বন্ধনাত্মক কোনও ফল প্রসব করে না। কারণ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষার অভাবহেতু তাঁহার কর্ম অকর্মতার ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অথবা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে সুবর্ণাদি ধাতু নির্মল হইয়া যেরূপ বিশুদ্ধাকার ধারণ করে সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হইলেও মানুষের কর্মরাশি নির্মল হইয়া বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। তাই জ্ঞানী যে কর্ম করেন তাহাই বিশুদ্ধ, সর্বপ্রকার মলিনতাবর্জিত। অজ্ঞ লোকে জ্ঞানীর কর্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তাহারা কর্মত্যাগকেই জ্ঞানীর লক্ষণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু সম্যগ্দর্শিগণ এই প্রকার মুক্ত নিষ্কাম কর্মীদিগকেই পণ্ডিত বলিয়া জানেন।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ সঃ (তিনি) কর্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা (কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (সর্বদা তৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ [সন্] (নিরাশ্রয় হইয়া) কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (কর্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব ন করোতি (প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না)।

শব্দার্থঃ কর্মফলাসঙ্গম্—কর্মে এবং তৎফলে কর্তৃত্বাভিমান ও ভোগাভিলাষ (ম)। নিত্যতৃপ্তঃ—নিত্য নিজ আনন্দদ্বারা তৃপ্ত (শ্রী); বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ (শ)। নিরাশ্রয়ঃ—আশ্রয়রহিত, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তাহারই নাম আশ্রয়, দৃষ্টাদৃষ্ট-ফল-সাধনাশ্রয়-রহিত (শ); দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানশূন্য (ম); যোগক্ষেমের নিমিত্ত আশ্রয়ণীয় রহিত (শ্রী); অস্থির প্রকৃতিতে আশ্রয়বুদ্ধি-রহিত (রা)। অভিপ্রবৃত্তঃ অপি—প্রারব্ধ কর্মবশে লোকদৃষ্টিতে কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও (ম); লোকসংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ববৎ কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও (শ)। ন কিঞ্চিৎ করোতি—নিষ্ক্রিয়, আত্মদর্শনসম্পন্ন হওয়াতে কিছুই করেন না (শ); কর্মনিষ্ঠার ব্যপদেশে জ্ঞাননিষ্ঠাই সম্পাদন করেন (রা, ব); তাঁহার কর্ম অকর্মতাই প্রাপ্ত হয় (শ্রী); আত্মদৃষ্টিতে কিছুই করেন না (ম); তাঁহার কর্ম কোনও ফলোৎপাদন করে না (নী)।

শ্লোকার্থঃ যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ও 'আমি কর্তা' এই অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্বদা আপনাতে তৃপ্ত এবং বাহিরে সর্বপ্রকার অবলম্বনশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, এরূপ ব্যক্তি বৈদিক বা লৌকিক কোন কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনও কর্ম করেন না।

ব্যাখ্যাঃ বুদ্ধিমান, যুক্ত (যোগী) কর্মীর লক্ষণ আরও বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে। কর্ম ও কর্মফলে তাঁহার আসক্তি নাই বলিয়া তিনি নিত্যতৃপ্ত। যাহারা কামনাবাসনা পূরণের নিমিত্ত কাম্যবস্তু লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে তাহারা কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। এক বাসনার কিঞ্চিৎ পূরণে ক্ষণিক আনন্দ হইলেও অপর বাসনার অপূরণে চিত্ত পুনরায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। তারপর কামনার কখনও সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। এক কামনার পূরণ হইতে না হইতে অপর শত কামনা চিত্তে জাগিয়া উঠে। পক্ষান্তরে যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তিবিহীন হইয়া কর্ম করেন, তাঁহার চিত্ত সদাই তৃপ্ত; বাসনার অপূরণহেতু বা বারংবার বাসনার উদ্রেকহেতু দুঃখকষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। আনন্দের উৎস তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে—তিনি নিত্য-তৃপ্ত, চিরানন্দময়। তিনি নিরাশ্রয়; সাধারণ মানুষ কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া নিজের স্বাধীনতা বিসর্জনপূর্বক অপরের অধীন হইতে হয়। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা যায় তাহারই ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে হয়। এইপ্রকার পরাশ্রয়ী ব্যক্তি বাহিরেই তাহার সুখশান্তি ও জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত-ব্যক্তিকে কাহারও আশ্রয় খুঁজিতে হয় না। যাঁহার প্রার্থনীয় কোনও বস্তু নাই, যিনি আত্মতৃপ্ত, তিনি কিসের নিমিত্ত কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? ভগবানই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়; ভগবানের ইচ্ছাপূরণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ ও তৃপ্তি।

এই প্রকারে কর্মী লোকদৃষ্টিতে কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও যথার্থভাবে তিনি কোনও কর্ম করেন না। তিনি কর্তা হইয়াও অকর্তা। বাহিরে তাঁহার কর্ম-প্রচেষ্টা থাকিলেও অন্তরে তিনি পরম শান্ত, নিশ্চল ও নির্বিকার। ফলে তাঁহার কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না; যেহেতু কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত কর্ম অকর্মেরই তুল্য।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিত্তাত্মা (সংযত-চিত্ত-দেহেন্দ্রিয়) ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ (সমস্ত পরিগ্রহত্যাগী) [পুরুষ] কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ (কেবলমাত্র শরীর-দ্বারা কর্ম করিয়া) কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি (কর্মবন্ধনরূপ অনিষ্টফল প্রাপ্ত হন না)।

শব্দার্থঃ নিরাশীঃ—নিঃ [নির্গত] আশীঃ [কাম] যাহা হইতে (শ); বিগততৃষ্ণ (ম); নির্গতফলাভিসন্ধি (রা)। যতচিত্তাত্মা—যাঁহার চিত্ত [অন্তঃকরণ] ও আত্মা [বাহ্যেন্দ্রিয়সহ দেহ] সংযত হইয়াছে (শ); বশীকৃতচিত্তদেহ (ব)। ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ—যিনি সমস্ত পরিগ্রহ [ভোগোপকরণ] ত্যাগ করিয়াছেন; প্রাকৃত বস্তুতে মমত্ববর্জিত (ব)। শারীরম্—শরীরমাত্র রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম (ব); শরীরদ্বারা সম্পাদনীয় কর্ম (শ্রী); শরীর রক্ষার নিমিত্ত কৌপীনাদি গ্রহণ ও ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্ম (ম)। কিল্বিষম্—অনিষ্টরূপ পাপ (শ); বিহিত কর্মের অকরণজনিত দোষ (ম); সংসার (রা)।

শ্লোকার্থঃ যিনি সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সমস্ত ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি কেবল শরীরদ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যাঃ যুক্ত কর্মীর ব্যক্তিগত কোনও আকাঙ্ক্ষা বা ফলতৃষ্ণা নাই। তাঁহার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত, সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া চিত্তের কোনও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না।

ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ—পরিগ্রহ বলিতে ভোগোপকরণ বোঝায়। স্ত্রী, পশু, বিত্তাদিই মানুষের প্রধান ভোগোপকরণ। অবশ্য প্রাচীনকালে ভোগের যেসকল উপকরণ ছিল বর্তমানে তাহার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগের উপকরণের আর অন্ত নাই। কিন্তু মুক্তপুরুষ এই সকল বস্তুর কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না, কোনও বস্তু তিনি 'আমার' বলিয়া মনে করেন না। তিনি কোনও ভোগ্যদ্রব্য প্রার্থনা করেন না, ভগবান যাহা দেন তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও বস্তু হারাইলেও তাহাতে বিচলিত হন না। তিনি অত্যন্ত উদাসীনভাবেই এই সকল বস্তু ব্যবহার করেন। এস্থলে ত্যাগ বলিতে বস্তুর বাহ্য ত্যাগ বোঝায় না। বস্তুর প্রতি যে মমত্ববোধ, ভোগের লালসা তাহাই ত্যাজ্য। কোনও বস্তুকে 'ইহা আমার নয়' বলিয়া মনে করিলে এবং উহার প্রতি কোনও আসক্তি না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে উহা ত্যাগ করাই হইল।

কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্—তাঁহার শরীর অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়সকলই কেবল কর্ম করিয়া যায়, কিন্তু কর্মের প্রেরণা আসে ঊর্ধ্ব হইতে। সাধারণ লোকের কর্মের প্রেরণা চিত্তের কামনাবাসনা হইতে জন্মলাভ করে। কর্মেন্দ্রিয়সকল সেই প্রেরণাকে বাহ্যিক কর্মে পরিণত করে মাত্র। দিব্যকর্মীর কর্মের প্রেরণা আসে ভগবানের নিকট হইতে; উহাতে তাঁহার নিজের কর্তৃত্বাভিমান বা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি কেবল ভগবদিচ্ছা পূরণের যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া কতকগুলি শারীরিক কর্ম করিয়া যান। তিনি মনে করেন তিনি নিজে কর্তারূপে কোন কর্ম করিতেছেন না, যদিও তাঁহার মধ্য দিয়া

কর্ম সাধিত হইতেছে। এরূপ কর্মদ্বারা কর্মের অনিষ্টফলরূপ সংসারবন্ধন তিনি প্রাপ্ত হন না, কোনও পাপপুণ্যের ফলভোগ তাঁহার হয় না। কারণ কর্মের নিজস্ব বন্ধনাত্মিকা শক্তি নাই, কর্মীর চিত্তে যে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে তাহার মধ্যেই বন্ধনের বীজ নিহিত।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

অন্বয়ঃ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাবের অতীত) বিমৎসরঃ (অসূয়াবিহীন) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (সিদ্ধিতে এবং অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন) [পুরুষঃ] কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে (কর্ম করিয়াও তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না)।

শব্দার্থঃ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—যদৃচ্ছালাভ [অপ্রার্থিত অযত্নজাত লাভ] দ্বারা সন্তুষ্ট (শ)। দ্বন্দ্বাতীতঃ—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের অতীত অর্থাৎ উহাদের দ্বারা যে অভিভূত হয় না (শ্রী)। বিমৎসরঃ—নির্বৈর (শ); অন্য কর্তৃক উপদ্রুত হইয়াও যে শত্রুতা করে না (ব); পরের লাভ দেখিয়া সন্তাপহীন (নী)। সিদ্ধাবসিদ্ধৌ সমঃ—যিনি সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন অর্থাৎ সিদ্ধিতে হর্ষ ও অসিদ্ধিতে বিষাদরহিত (শ্রী)। ন নিবধ্যতে—বন্ধনপ্রাপ্ত হয় না (শ্রী); জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে লিপ্ত হয় না (ব); সংসারকে প্রাপ্ত হয় না (রা)।

শ্লোকার্থঃ যিনি বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত বস্তুমাত্রেই সন্তুষ্ট, রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয় না, যিনি অপরের প্রতি অসূয়াশূন্য, কর্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে যিনি সমভাবাপন্ন—এরূপ ব্যক্তি স্বীয় কর্ম সম্পাদন করিয়াও তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যাঃ ভাগবত কর্মী যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। ভগবান তাঁহাকে যখন যাহা দেন তাহার অতিরিক্ত কোনও বস্তু তিনি প্রার্থনা করেন না। সাধারণ মানুষ সর্বদাই বিবিধ ভোগোপকরণের প্রার্থনা করিয়া থাকে। এটা চাই, ওটা চাই, এই দ্রব্য একান্ত আবশ্যক, ইহা না হইলে চলিবে না, ইহা না পাইলে জীবন ব্যর্থ হইল—এই প্রকার চিন্তাদ্বারা তাহার চিত্ত সর্বদা আন্দোলিত ও বিক্ষুব্ধ থাকে; কিছুতেই তাহার তৃপ্তি বা তুষ্টি জন্মে না। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান, যুক্ত কর্মী তিনি যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া যান।

কোন প্রকার দ্বন্দ্বভাব দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। কারণ তিনি রাগদ্বেষের অধীন নহেন, তিনি সকল প্রকার দ্বন্দ্বের উপরে অবস্থিত। তিনি শুভ অশুভ সমস্তই সমানভাবে গ্রহণ করেন। কোন প্রকার ঈর্ষা বা হিংসার ভাব তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। সাধারণ লোকের চিত্ত বিদ্বেষ ও ঈর্ষাদ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে। কোনও প্রার্থিত বস্তু নিজের নাই; অথচ অপরের আছে ইহা দেখিলেই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত ব্যথিত হয়। অপরের সৌভাগ্য বা উন্নতি সহ্য করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প। কিন্তু ঈশ্বরভাবাপন্ন ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট বলিয়া তিনি অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ করেন না। তিনি সিদ্ধি, অসিদ্ধি, জয় এবং পরাজয়ে সমভাবাপন্ন। কর্ম সফল

হইলেও তাহাতে তিনি হর্ষ প্রকাশ করেন না, নিষ্ফল হইলেও বিষণ্ণ হন না। এই প্রকারের কর্মী সমস্ত কর্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

অন্বয় ঃ গতসঙ্গস্য (আসক্তিবিহীন) মুক্তস্য (মুক্ত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত) যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ (যজ্ঞের নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির) সমগ্রম্ (সমস্ত কর্ম) প্রবিলীয়তে (সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ ঃ **গতসঙ্গস্য**—সমস্ত বিষয় হইতে যাঁহার আসক্তি নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহার (শ)। **মুক্তস্য**—রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত (শ্রী); নিখিল পরিগ্রহ হইতে মুক্ত (রা); কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিষয়ে অভ্যাসশূন্য (ম); ফলকামনা হইতে মুক্ত, ধর্মাধর্মাদি বন্ধন হইতে মুক্ত (শ)। **জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ**—আত্মবিষয়ক জ্ঞানে যাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট (ব); নির্বিকল্প ব্রহ্মের সহিত একত্ববোধে স্থিত চিত্ত যাঁহার অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির (ম)। **যজ্ঞায় আচরতঃ**—পরমেশ্বরার্থ কর্মানুষ্ঠানকারীর (শ্রী); বিষ্ণুর প্রসাদলাভের নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানের (ব); আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের নিমিত্ত অথবা বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত কর্মকারীর। **সমগ্রং কর্ম**—পুরুষের বন্ধনহেতু প্রাচীন কর্ম (রা); সমস্ত কামনা-মূলক কর্ম অথবা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম (শ্রী); ফলের সহিত যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম। **প্রবিলীয়তে**—নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (রা); বিনষ্ট হয় (শ); অকর্মভাব প্রাপ্ত হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহার চিত্ত হইতে সমস্ত আসক্তি দূর হইয়াছে, যিনি কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য, যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এরূপ পুরুষের যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত শুদ্ধ আত্মার উপর কর্মের কোনও বন্ধনরেখা পড়ে না।

ব্যাখ্যা ঃ কামনাবাসনাজাত উৎপন্ন কর্ম সম্পন্ন হওয়া মাত্র তাহার পূর্ণ বিলয় হয় না। ঐ প্রকার কর্ম চিত্তের উপর একটা সংস্কার বা দাগ রাখিয়া যায় এবং উহার ফলে কর্মীকেও আবদ্ধ হইতে হয়। যাহারা প্রকৃতির অধীন হইয়া কর্তৃত্বাভিমান বশে কর্ম করে তাহারা কর্মফলের হস্ত হইতে কিছুতেই নিস্তার পায় না—কর্মফল তাহাদিগকে বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন করিয়া রাখে। কিন্তু যিনি কর্ম ও কর্মফলে আসক্তিশূন্য, যিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত, রাগদ্বেষের অধীন হইয়া যিনি কোন কর্ম করেন না, আত্মজ্ঞানে যাঁহার চিত্ত স্থির নিবিষ্ট, যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি কর্মের কর্তা বা ভোক্তা নহেন, ভগবানই স্বয়ং কর্ম করাইতেছেন—এরূপ মুক্তপুরুষ যে কর্ম করেন তাহা সমস্তই যজ্ঞার্থ কর্ম। সেই কর্মে তাঁহার কোন স্বার্থাভিসন্ধি থাকে না, সমস্তই যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পূজারূপে সম্পাদিত হয়। ঐ প্রকার কর্ম সম্পন্ন হওয়ামাত্র নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়, কর্মীকে উক্ত কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না, উহা চিত্তের উপর কোনও দাগ রাখিয়া যায় না। পদ্মপত্র জলে নিমজ্জিত থাকিলেও যেমন উহাতে জল সংলগ্ন হয় না তেমনি মুক্তপুরুষ কর্মসাগরে ডুবিয়া থাকিলেও তাঁহার আত্মার কোনরূপ কর্মলেপ বা বিকার উৎপন্ন হয় না।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪

অন্বয় ঃ অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণ ব্রহ্ম) হবিঃ ব্রহ্ম (ঘৃত অর্থাৎ উৎসৃষ্ট বস্তুও ব্রহ্ম) ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ (ব্রহ্মদ্বারা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত) তেন ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (সেই ব্রহ্মকর্মে সমাধিদ্বারা অথবা ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত সেই ব্যক্তিদ্বারা) ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ (ব্রহ্মই লভ্য)।

শব্দার্থ ঃ **অর্পণম্**—যাহার দ্বারা অর্পিত হয় এই অর্থে জুহ্বাদি মন্ত্র (ম); অর্পিত হয় ইহাতে এই অর্থে ইন্দ্রাদি দেবতা; 'অর্পিত হয় ইহাকে' এই বাক্যে দেশকালাদি অথবা অর্পণক্রিয়া। **হবিঃ**—অর্পণীয় ঘৃতাদি দ্রব্য। **ব্রহ্মাগ্নৌ**—ব্রহ্মই অগ্নি তাহাতে (শ্রী)। **ব্রহ্মণা হুতম্**—ব্রহ্ম কর্তাদ্বারা হুত, যজমান অধ্বর্যু ও ব্রহ্ম; অগ্নি, হোম, কর্তা, ক্রিয়া সমস্তই ব্রহ্ম। **ব্রহ্মকর্মসমাধিনা**—ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাধি [চিত্তের একাগ্রতা] যাহার তৎকর্তৃক। **ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্**—ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য।

শ্লোকার্থ ঃ যাহাদ্বারা অর্পণ করা যায় সেই অর্পণক্রিয়া (অথবা জুহ্বাদি মন্ত্র) ব্রহ্ম, যাহা যজ্ঞে অর্পিত হয় সেই ঘৃতাদি ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে ঘৃতাদি অর্পিত হয় সেই অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী পুরুষ যজ্ঞরূপে যে কর্ম করেন তাহা সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত হয়। এই যজ্ঞ কিরূপ এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানীর সমস্ত কর্মই ব্রহ্মকর্ম। তিনি সংসারে যে কর্ম করেন তাহা যজ্ঞরূপে যজ্ঞেশ্বরের পূজার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই যজ্ঞ সাধারণ দ্রব্যযজ্ঞ নহে। জ্ঞানী যজ্ঞ করিতে বসিয়া মনে করেন—যে দ্রব্যাদির দ্বারা হোম করা হইতেছে, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহা ভগবান। অর্পণের ক্রিয়াও ভগবান, যাঁহাকে অর্পণ করা হয় তিনি ভগবানেরই বিশেষ রূপ, যিনি অর্পণ করেন তিনিও মানুষের ভিতরে ভগবান ব্যতীত আর কেহ নহেন। ক্রিয়া, কর্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে, কর্মরূপে ভগবান, যজ্ঞের দ্বারা যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হইবে তাহাও ভগবান।

এই জ্ঞান তখনই হয়—যখন মানুষ বুঝিতে পারে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই আত্মাই ব্রহ্ম, যখন তাহার এই উপলব্ধি হয় যে দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, এই জগতে যে ক্রিয়াশক্তি চলিতেছে তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি, যে কর্ম সম্পন্ন হইতেছে তাহাও ব্রহ্মেরই কর্ম। জ্ঞানী তখন বুঝিতে পারেন তিনিও ব্রহ্ম। যখন সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়, যখন নিজের কোন ভিন্ন সত্তার উপলব্ধি হয় না, তখনই জ্ঞানী সাধক পূর্ণ ভাগবত জীবনলাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ব্রহ্মরূপ কর্মে যাঁহাদের চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানে যাঁহাদের চিত্ত সমাহিত, যাঁহাদের অহংবুদ্ধি লোপ হওয়াতে সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হয়, তাঁহারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

অন্বয় ঃ অপরে যোগিনঃ (অন্য যোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞম্ পর্যুপাসতে (দৈব

যজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন) অপরে (অন্য কোন কোন যোগী) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞদ্বারাই) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞেতে আহুতি প্রদান করেন)।

শব্দার্থ ঃ অপরে যোগিনঃ—অপর কর্মিগণ (শ) ; কর্মযোগিগণ (শ্রী)। দৈবম্ যজ্ঞম্—দেবতাপূজার্থক যজ্ঞ। পর্যুপাসতে—শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করেন (শ্রী)। অন্যে—জ্ঞানযোগী, ব্রহ্মবিদ্গণ (শ)। যজ্ঞম্—আত্মা, প্রত্যগাত্মা, ত্বংপদার্থ (ম) ; জীব (নী)। যজ্ঞেন উপজুহ্বতি—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম প্রবিলীন করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ অন্য যোগীরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন অর্থাৎ ভগবানকে বিভিন্ন শক্তিতে কল্পনা করিয়া বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের পূজা করেন ; অপর ব্যক্তিগণ যজ্ঞের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকে আহুতি দান করেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেন। তাঁহাদের সমস্ত কর্ম ও শক্তি ভগবদ্ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকোক্ত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ যজ্ঞ একমাত্র জ্ঞানীরাই করিতে পারেন। ইহা উচ্চাধিকারীর কার্য। কিন্তু ইহা ছাড়া নিম্নাধিকারিগণ বিবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞ ভগবদুপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি। কোন কোন যোগী দৈবযজ্ঞ করেন। তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে ভগবানের বিভিন্নরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সকল বিভিন্ন উপায় অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাঁহারা ভগবানকেই লাভ করিতে চান, অধিকন্তু এই সকল যজ্ঞদ্বারা তাঁহাদের ইষ্টকামও লাভ হইয়া থাকে। অন্য এক প্রকার যোগী আছেন যাঁহারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ইষ্টকামপ্রদ দৈব যজ্ঞসমূহকে আহুতি প্রদান করেন। এই প্রকারের সাধক যে যজ্ঞ করেন তাহা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ইষ্টকাম লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না। তিনি যজ্ঞদ্বারাই সমস্ত ইষ্টকামধুক্ যজ্ঞ এবং কাম্যকর্ম বিসর্জন করেন। তখন তাঁহার যজ্ঞ হয় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান।

প্রথমোক্ত দৈবযজ্ঞের সহিত এই ব্রহ্মযজ্ঞের প্রভেদ এই যে দৈবযজ্ঞে দেবতাদের প্রীত্যর্থ দেবতারূপী অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য অর্পণ করা হয়। ইহার ফলে সাধকের স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মযজ্ঞে সাধক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে তাঁহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত জীবন আহুতি প্রদান করেন। এরূপ সাধকের নিজের কোনও ইষ্ট বা স্বার্থ থাকে না, তাঁহার নিজ প্রয়োজনে করণীয় কোনও কর্ম থাকে না। তিনি যে কর্ম করেন তাহা ভগবানের প্রেরণায় যজ্ঞরূপে লোকসংগ্রহার্থ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

অন্বয় ঃ অন্যে (অন্য লোকে) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে) সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি (সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন) অন্যে (অপর লোকেরা) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)।

শব্দার্থ ঃ অন্যে—অন্য যোগিগণ (শ) ; নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ (শ্রী) ; প্রত্যাহারপর যোগিগণ (ম)। সংযমাগ্নিষু—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ঃ এই কয়টির নাম সংযম,

এই সংযমরূপ অগ্নিতে (ম)। জুহ্বতি—ইন্দ্রিয়সংযম করেন (শ) ; ধারণা, ধ্যান, সমাধি সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন (ম)। শব্দাদীন্—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়সমূহ। জুহ্বতি—শ্রোত্রাদি দ্বারা অবিরুদ্ধ বিষয়গ্রহণকেই হোম মনে করেন (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ অপর যোগিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকলকে আহুতি প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ কেহ কেহ চিত্তসংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে আহুতি দেন। এই সকল সাধক মনঃসংযমের জন্যই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেন। এই সংযমের অগ্নিতে মনকে বিচলিত করিবার ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি আছে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইঁহারা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ কখনও উদ্দাম হইয়া তাঁহদের মন বুদ্ধিকে বিচলিত করিতে পারে না। চক্ষু রূপ দর্শন করে, কর্ণও শব্দ শ্রবণ করে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী গতি নিরুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী হওয়াতে ইহাদের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় না। আর এক প্রকার যজ্ঞ আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকলকে আহুতি দেওয়া হয়। বিষয়সকলই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া উহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলে ; কিন্তু যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ের আকর্ষণী শক্তি ইন্দ্রিয়সংযমের অগ্নিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই বিষয়সমূহ উপস্থিত থাকিলেও উহারা ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করিয়া সাধকের চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অন্বয় ঃ অপরে (অন্য কেহ কেহ) সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি (ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (এবং প্রাণের কর্মসমূহ) জ্ঞানদীপিতে (ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদীপ্ত) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করেন)।

শব্দার্থ ঃ সর্বাণি—অখিলস্থূলরূপ ও সংস্কাররূপ (ম)। ইন্দ্রিয়কর্মাণি—ইন্দ্রিয়-সমূহের অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির কর্মসকল (ম)। প্রাণকর্মাণি—দশপ্রাণের কর্ম যথা, প্রাণের ক্রিয়া বহির্গমন, অপানের ক্রিয়া অধোগমন, ব্যানের ক্রিয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণ, উদানের ক্রিয়া উর্ধ্বনয়ন, সমানের ক্রিয়া ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমুন্নয়ন (শ্রী)। জ্ঞানদীপিতে—জ্ঞান [বেদান্ত বাক্যজনিত ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যসাক্ষাৎকার] তদ্দ্বারা দীপিত [অত্যন্তোজ্জ্বলিত, প্রকাশিত] (ম)। আত্ম-সংযমযোগাগ্নৌ—আত্মবিষয়ক ধারণা-ধ্যান-সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পরিপাকজনিত যোগই [নিরোধসমাধি] অগ্নি তাহাতে (ম) ; আত্মাতেই সংযমই [ধ্যানের একাগ্রতা] যোগ [সমাধি], তাহাই অগ্নি তাহাতে (শ্রী) ; আত্মার [মনের] সংযমরূপ যোগ তাহাই অগ্নি তাহাতে। জুহ্বতি—নিক্ষেপ করেন (শ) ; প্রবিলুপ্ত করেন (ম) ধ্যেয় বস্তুকে সম্যক্ জানিয়া তাহাতে মন সংযত করিয়া সমস্ত কর্ম নিরুদ্ধ করেন (শ্রী) ; মনদ্বারা ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্মপ্রবণতা নিবারণ করিতে প্রযত্ন করেন (রা, ব)।

শ্লোকার্থ ঃ অপর কেহ কেহ (ধ্যানযোগিগণ) ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদীপ্ত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে আহুতি প্রদানপূর্বক হোম করেন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে নিরুদ্ধ করিয়া আত্মবিষয়ক সমাধিতে মগ্ন থাকেন ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে ধ্যানযোগীদের কথা বলা হইয়াছে । ইঁহারা রূপ, রসাদি গ্রহণরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং গমন, ভাষণাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং আকুঞ্চন, প্রসারণাদি সমস্ত প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিয়া আত্মবিষয়ক ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন থাকেন । ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা । এই যোগকে আত্মসংযম যজ্ঞ বলা হইয়াছে । কারণ এই যজ্ঞে সাধক আত্মাকে জানিয়া এবং আত্মাতে সমাধিলাভ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণক্রিয়া আত্মসমাধিতে আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায় অথবা স্থির শান্ত আত্মাতেই তাহা গৃহীত হয় । আত্মসংযম বা আত্মসমাধি যোগকে জ্ঞানদীপিত অগ্নি বলা হইয়াছে । কারণ এই প্রকার সমাধির অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মসকল নির্বাপিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অন্বয় ঃ দ্রব্যযজ্ঞাঃ (কেহ কেহ দ্রব্যদানপূর্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন) তপোযজ্ঞাঃ (কেহ কেহ তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) তথা (সেইরূপ) অপরে যোগযজ্ঞাঃ (অন্য কেহ কেহ অষ্টাঙ্গযোগরূপ যজ্ঞকারী) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (অন্য কেহ কেহ বেদ-পাঠ ও বেদের জ্ঞানলাভরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) যতয়ঃ সংশিতব্রতা (এইপ্রকারে বিবিধ যতিগণ তীক্ষ্ন ব্রতে রত) ।

শব্দার্থ ঃ দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাঁহারা যজ্ঞবুদ্ধিতে তীর্থে দ্রব্যবিনিয়োগ করেন (শ); দ্রব্যদানই যাঁহাদের যজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহারা ন্যায়তঃ দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া দেবার্চনে নিযুক্ত করেন (শ্রী); যাঁহারা যজ্ঞরূপে যথাশাস্ত্র পূর্তদত্তাখ্য স্মার্তকর্মপরায়ণ (ম) । তপোযজ্ঞাঃ—তপস্যাই যাঁহাদের যজ্ঞ (শ); কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতপরায়ণ । যোগযজ্ঞাঃ—যোগই [চিত্তবৃত্তিনিরোধ] যজ্ঞ যাঁহাদের (শ্রী); যাঁহারা যম নিয়ম আসনাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করেন (ম) । স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ—স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ব্যক্তিগণ ; যাঁহারা যজ্ঞরূপে যথাবিধি বেদাভ্যাস করেন তাঁহারা স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং যাঁহারা যজ্ঞরূপে বেদার্থ পরিজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ (ম) । সংশিতব্রতাঃ—সংশিত [প্রখরীকৃত, তীক্ষ্নীকৃত, অতিদৃঢ়] ব্রত যাঁহাদের, দৃঢ়সংকল্প (শ) ।

শ্লোকার্থ ঃ কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগানুষ্ঠানরূপ যজ্ঞ করেন, অপর কেহ কেহ বেদপাঠ ও বেদার্থ পরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা । এই প্রকারে বিভিন্ন যতিগণ কঠোর ব্রতে রত থাকেন ।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে চারি প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ঃ
দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাঁহারা দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন তাঁহারাই দ্রব্যযজ্ঞ । আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে ঘৃত ও অন্য দ্রব্য ত্যাগ করা হইয়া থাকে । ভক্ত পুষ্প, নৈবিদ্যাদি দ্বারা ভগবানের যে পূজা করেন তাহাও দ্রব্যযজ্ঞ । এই সকল যজ্ঞে

ভগবানের আরাধনা, ভগবৎপ্রীতি সাধনের ভাব প্রবল থাকে । সাধক ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সর্বস্ব দেবতার চরণে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন । ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অর্থ বা বস্তু দান, মন্দিরাদি নির্মাণ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া উৎসর্গ—এ সমস্তই দ্রব্যযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ।

তপোযজ্ঞাঃ—কেহ কেহ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং আত্মসংযমের কঠোর সাধনাদ্বারা কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । কঠোর তপস্যাই ইঁহাদের যজ্ঞ বলিয়া ইঁহাদিগকে তপোযজ্ঞ বলে । 'তপস্যা' শব্দ গীতাতে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৪-১৬শ শ্লোকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকার তপস্যার কথা বলা হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে আত্মার ধর্মজীবনলাভের অথবা জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে যে কোনও সাধনা করা যায় তাহাই তপস্যা । তপস্বীমাত্রই নিজের সুখ বিসর্জনপূর্বক কোনও ব্রতসাধনের নিমিত্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গীকৃত করেন । যাঁহারা এই প্রকার তপোব্রত অবলম্বন করেন তাঁহারাই তপোযজ্ঞ ।

যোগযজ্ঞাঃ—চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ । যাঁহারা এই যোগলাভের উপায়স্বরূপ যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকেই যোগযজ্ঞ বলা হইয়াছে । যোগ বলিতে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানকেও বুঝাইতে পারে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ—যথাবিধি বেদভ্যাসপরায়ণতার নাম স্বাধ্যায়যজ্ঞ, যুক্তিদ্বারা বেদার্থ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞানযজ্ঞ । যাঁহারা নিয়মিত বেদাভ্যাস ও বেদার্থনিশ্চয়কেই মোক্ষলাভের উপায় মনে করিয়া যজ্ঞরূপে উহাদের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ । ইঁহারা সকলেই তীক্ষ্নব্রতধারী যতি । যতিগণ সংসারের ভোগসুখ বিসর্জনপূর্বক কঠোর সংযমব্রত অবলম্বন করেন এবং এই সংযমব্রতে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা পালন করেন ।

এই শ্লোকে যে চারি প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ইহাদের অনুষ্ঠানকারীরাও তীক্ষ্নব্রত যতি । ইঁহারা সকলেই দৃঢ়তার সহিত, একাগ্রতার সহিত নিজ নিজ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে তীক্ষ্নব্রত যতি বলা হইয়াছে ।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
অপরে নিয়তহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯

অন্বয় ঃ অপানে প্রাণং (কেহ কেহ অপান বায়ুতে প্রাণকে আহুতি দেন) তথা অপরে । সেইরূপ অপর কেহ কেহ) প্রাণে অপানম্ (প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন) অপরে (অন্য কেহ কেহ) প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা (প্রাণ ও অপানের গতি রোধপূর্বক) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন), অপরে (অন্য কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহারকে নিয়মিত করিয়া) প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি (বায়ু-সকলকে বায়ুসমূহে আহুতি দেন) ।

শব্দার্থ ঃ অপানে—অপানবৃত্তিতে (শ); অধোবৃত্তিতে (শ্রী); অপান বায়ুতে । প্রাণং—প্রাণবৃত্তি (শ); ঊর্ধ্ববৃত্তি (শ্রী) । জুহ্বতি—প্রক্ষিপ্ত করে (শ); পূরকাখ্য প্রাণায়াম করেন (ম) । প্রাণে অপানং জুহ্বতি—রেচকাখ্য প্রাণায়াম করেন (ম) । প্রাণাপানগতী—মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর নির্গমন । প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ—প্রাণায়াম-তৎপর, যাঁহারা কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করেন (শ) । নিয়তাহারাঃ—

নিয়মিত [পরিমিত] আহার যাহাদের। নিয়মিত আহারের লক্ষণ ; যথা, দুইভাগ অন্নদ্বারা ও একভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, চতুর্থ ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য রাখিবে। প্রাণান্—বায়ুবিশেষকে (শ)। জুহ্বতি—যে যে বায়ুর জয় হয় অন্যান্য বায়ু তাহাতে হোম করেন অর্থাৎ তাহাতেই প্রবেশ করেন (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ কেহ কেহ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি দেন। সেইরূপ অপর কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে আহুতি দেন। অন্যেরা প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। অন্য যোগীরা আহারকে নিয়মিত করিয়া প্রাণবায়ুসকলকে প্রাণসকলে আহুতি দেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীদিগের কথা বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম-ক্রিয়া বুঝিতে হইলে শরীরস্থ বিভিন্ন বায়ুর ক্রিয়া বুঝিতে হয়। 'প্রাণায়াম' শব্দের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ুর গতি নিরোধ করিয়া উহাকে দীর্ঘ করা। শরীরস্থ বায়ু পাঁচটি, যথা ঃ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। ইহাদের মধ্যে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুর ক্রিয়াই প্রাণায়ামে প্রধান। যে বায়ু দেহাভ্যন্তর হইতে নিঃশ্বাসরূপে মুখ ও নাসিকা দ্বারা বহির্গত হয় তাহাই প্রাণবায়ু, আর যাহা নিঃশ্বাস রূপে বাহির হইতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা অপান বায়ু। এই সকল বায়ুর ক্রিয়ার নিরোধ বা নিয়মনের নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম চারি প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। যথা ঃ

(১) কেহ কেহ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন। প্রাণবায়ুর গতি ঊর্ধ্বাভিমুখী। তাহা সর্বদাই দেহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে চেষ্টা করে। এক্ষণে বাহিরের অপানবায়ুকে ভিতরে টানিয়া লইলে প্রাণবায়ুর গতিরোধ হয় অর্থাৎ প্রাণবায়ু বাহিরে আসিতে পারে না ; অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে গ্রাস করে। ইহার দ্বারা অন্তর বায়ুপূর্ণ হয় বলিয়া ইহা পূরক প্রাণায়াম।

(২) কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আহুতি দেন। প্রাণবায়ুকে ভিতর হইতে নিঃসারণ করিলে অপানবায়ুর গতিরোধ হয়, উহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা দ্বারা অন্তর বায়ুশূন্য হয় বলিয়া ইহা রেচক প্রাণায়াম।

(৩) কেহ কেহ প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হন অর্থাৎ রেচক পূরক পরিত্যাগ করিয়া, বাহির হইতে বায়ুকে প্রবেশ করিতে এবং অন্তরস্থ বায়ুকে বাহিরে যাইতে না দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নিরোধপূর্বক বায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন। ইহা কুম্ভক প্রাণায়াম।

(৪) অপর কেহ কেহ পরিমিত বা অল্প আহার দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণসমূহকে প্রাণরূপ বায়ুসমূহে হোম করেন। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রাণের অধীন। এই কারণে প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইলে এবং আহারসংকোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দুর্বল হইলে উহারা স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে অসমর্থ হইয়া প্রাণসমূহে বিলীন হয়।

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

অন্বয় ঃ এতে সর্বে অপি যজ্ঞবিদঃ (এই সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠাতৃগণ) যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ (যজ্ঞসম্পাদন হেতু ক্ষীণপাপ হইয়া) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞশেষ অমৃতভোজী

হইয়া) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) কুরুসত্তম (হে কুরুশ্রেষ্ঠ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞহীন ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ ন অস্তি (ইহলোকই নাই) অন্যঃ কুতঃ (অন্য লোক কোথায়)।

শব্দার্থ ঃ যজ্ঞবিদঃ—পূর্বোক্ত দৈবাদি দ্বাদশ যজ্ঞ যাঁহারা জানেন অথবা লাভ করেন, যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা এবং কর্তা (ম)। যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষঃ—যথোক্ত যজ্ঞদ্বারা যাঁহাদের কল্মষ [পাপ] ক্ষয়িত [বিনষ্ট] হইয়াছে। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞের অবশিষ্টকে অমৃত বলে ; ঐ অমৃত যাঁহারা ভোজন করেন তাঁহারা, যাঁহারা যজ্ঞ শেষ করিয়া অবশিষ্টকালে অমৃতরূপে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করেন (শ্রী)। ব্রহ্ম যান্তি—ব্রহ্মকে পান, জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্ত হন (শ্রী), সংসার হইতে মুক্ত হন (ম)। অযজ্ঞস্য—উল্লিখিত যজ্ঞসকলের কোন যজ্ঞই যে করে না সে অযজ্ঞ, তাহার ; কোনও প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তির (শ্রী)। অন্যঃ—বহুসুখ পরলোক (শ্রী) ; বিশিষ্টসাধনসাধ্য পরলোক (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বোক্ত যজ্ঞসকলের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা উহার অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠানহেতু নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যে কোনরূপ যজ্ঞ করে না তাহার ইহলোক নাই, পরলোক তো দূরের কথা অর্থাৎ ইহলোকেই সে শান্তি বা আনন্দ লাভ করে না, পরলোকে আর কি হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে যে সকল যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তাহার সঠিক তত্ত্ব অবগত হইয়া শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায়ের সহিত যাঁহারা উহাদের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপ দূর হয় এবং এই প্রকারে বিগতপাপ যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজনকারী ব্যক্তিগণ সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকে যে যজ্ঞবিদ্গণের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা যে কেবল যজ্ঞের বিষয় বা নিয়ম জানেন তাহা নয়, তাঁহারা ঐ সকল যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া দৃঢ়ব্রত উহাদের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রকৃত যজ্ঞবিদ্ বলিয়া খ্যাত হন (যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ)। ইঁহারা যতি ; ইঁহারা আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা নিম্ন প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিয়া উচ্চতর ও বৃহত্তর জীবন লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বৈষয়িক সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দলাভের নিমিত্ত ইঁহারা উৎসুক এবং এই কারণেই ইঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। সুতরাং যজ্ঞের দ্বারাই ইঁহাদের সমস্ত পাপ ক্ষয়িত হয়। পাপের মূল কোথায় ? বিষয়ভোগের তৃষ্ণা, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-ভোগাভিলাষ—এই সবই পাপের মূল। কাজেই যাঁহারা যজ্ঞরূপে সর্বস্ব ভগবানে অর্পণ করিতে প্রস্তুত, ইন্দ্রিয়সুখকে যাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন তাঁহাদের পাপ হইবে কোথা হইতে ?

অমৃতভুক্ ব্যক্তিগণ নিজেদের ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভার্থ সর্বস্ব দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া তদবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন দ্বারা জীবনধারণ করেন। এই প্রকার যাঁহারা সংসারের ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জনপূর্বক মোক্ষলাভার্থ কোন যজ্ঞের (তপোযজ্ঞ ইত্যাদি) অনুষ্ঠানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কোন প্রকারে জীবনধারণ করেন তাঁহারাই যজ্ঞশিষ্টামৃতভোজী পদবাচ্য।

যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্—যাঁহারা কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক আপনাদিগকে ইন্দ্রিয়পরবশতা ও বিষয়াসক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনলাভের চেষ্টা করেন, ত্যাগ ও সংযমকে যাঁহারা জীবনের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেন, যজ্ঞদ্বারা

পাপের ক্ষয় হওয়াতে যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে যাহারা যজ্ঞহীন, স্বীয় ভোগবাসনা চরিতার্থ করাই যাহাদের জীবনের নীতি, যাহারা ত্যাগ ও সংযমে অনভ্যস্ত, যাহারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া থাকে, তাহাদের ইহলোকে পুরুষার্থ লাভ হয় না, পরলোক তো দূরের কথা। তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞদ্বারাই মানুষের বৃদ্ধি ও ইষ্টকাম লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞহীন স্বার্থপর লোকেরা পরস্পরের স্বার্থসংঘাতজনিত বিরোধের ফলে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। যজ্ঞহীনদের যেমন ইহলোক নাই তেমনি উহাদের পরলোকও নাই। পরলোকে সুখ শান্তি লাভ ইহলোকের পুরুষার্থ লাভ অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর। পারলৌকিক মঙ্গললাভ করিতে হইলে অধিকতর ত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন। কাজেই যে ব্যক্তি ইহলোকে পুরুষার্থ লাভের উপযোগী ত্যাগ ও সংযম লাভ করিতে পারে নাই সে কি প্রকারে পারলৌকিক পুরুষার্থ লাভের যোগ্য হইবে ?[১]

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

অন্বয় ঃ এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ (এই প্রকারের বহুবিধ যজ্ঞ) ব্রহ্মণঃ মুখে বিততাঃ (ব্রহ্মাভিমুখে অর্পিত হয়) তান্ সর্বান্ কর্মজান্ বিদ্ধি (সেই সমস্তকে কর্ম হইতে উৎপন্ন জানিও) এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (এইরূপ জানিয়া মুক্ত হইবে)।

শব্দার্থ ঃ ব্রহ্মণঃ—বেদের (শ)। বিততাঃ—কথিত, বেদ কর্তৃক সাক্ষাৎ বিহিত (নী); বিস্তৃত অর্থাৎ বেদদ্বারাই তাহারা অবগত (ম)। কর্মজান্—কায়িক, বাচিক, মানসিক কর্মোদ্ভব (শ)। বিদ্ধি—জানিও; আত্মা নির্ব্যাপার, কাজেই এই সকল যজ্ঞ আত্মার কার্য নহে, এই প্রকার জানিও (ম)। বিমোক্ষ্যসে—এই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ এই প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল যজ্ঞই কর্ম হইতে উৎপন্ন। এই তথ্য নির্ভুল জানিতে পারিলে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত যজ্ঞসমূহ এবং এই প্রকারের বহু যজ্ঞ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে অথবা প্রকৃতিস্থ ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের বিস্তার বা উদ্ভব। কারণ যজ্ঞসমস্ত কর্মজনিত। কাজেই পূর্বোক্ত সমস্ত যজ্ঞই কর্মসাধ্য ব্যাপার। দ্রব্যযজ্ঞ বা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ যে কর্মজনিত ব্যাপার তাহা সহজেই বোঝা যায়, কারণ ঐ প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করিতে বহু কর্মের আবশ্যক হয়। কিন্তু তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদিও কর্মজ ব্যাপার। তপস্যামাত্রই কর্ম। কর্ম বলিতে ত্রিবিধ কর্মই বুঝিতে হইবে, যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দেহেন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম করা যায় তাহা কায়িক, অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি যে সব ব্যাপারে কথা বলিতে হয় তাহা বাচিক এবং মনের চিন্তা প্রভৃতি কর্ম মানসিক। সুতরাং আমাদের জ্ঞানার্জন, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যানধারণা সমস্ত ব্যাপারই কায়িক, বাচিক বা মানসিক, কোন না কোনও কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

এই যজ্ঞসকল কর্মজ বলিয়া ইহারা ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত; কারণ সকল কর্মেই

১ তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এক বিরাট বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম বিরাজমান।[১] আবার যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা যায় তাহা সমস্তই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করা হইয়া থাকে। এইরূপে সাধক যখন জানিতে পারেন যে পরমেশ্বরই তাঁহার অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে কর্মের প্রেরণা দিতেছেন, এই কর্মের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই এবং সমস্ত কর্মই পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত, তাঁহার নিজের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা বা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় নাই, তখন তিনি কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

অন্বয় ঃ পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ (জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ) পার্থ (হে অর্জুন) অখিলং সর্বং কর্ম (সমস্ত কর্ম) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ ঃ দ্রব্যযজ্ঞাৎ—দ্রব্যসাধনসাধ্য অর্থাৎ যাহাতে দ্রব্যত্যাগ করা হয় এরূপ যজ্ঞ হইতে (শ); অনাত্মব্যাপারজন্য জ্ঞানশূন্য দৈবাদি যজ্ঞ হইতে (শ্রী, ম)। জ্ঞানযজ্ঞঃ—যাহাতে বাক মন, কায়বৃত্তির সম্যক্ উপরতি হয় এই প্রকার যজ্ঞ। অখিলম্—যাহার খিল বা শেষ নাই, নিরবশেষ (ম); ফলসহিত (শ্রী)। কর্ম—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, স্মার্ত উপাসনাদিরূপ কর্ম (ম)। জ্ঞানে—ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যসাক্ষাৎকার জ্ঞান তাহাতে (ম); মোক্ষসাধনে (শ)। পরিসমাপ্যতে—অন্তর্ভূত হয় (শ); জ্ঞানের পর কর্ম থাকে না (বি)।

শ্লোকার্থ ঃ হে পরন্তপ, দ্রব্যসাধ্য দেবযজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, সমস্ত কর্মেরই পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে।

ব্যাখ্যা ঃ যত প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ ঘৃতাদি সহকারে দেবতার পূজাই সর্বনিম্নস্তরের এবং জ্ঞানযজ্ঞ সর্বোচ্চস্তরের। কারণ দ্রব্যযজ্ঞে যজ্ঞকর্তা কামবস্তু লাভের নিমিত্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। এই যজ্ঞের তিনি মনে করেন তিনিই যজ্ঞের কর্তা এবং যজ্ঞফলের ভোক্তা। এই যজ্ঞের ফল কাম্যবস্তু স্বর্গাদি লাভ। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের আবশ্যক হয়। ইহাতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সমস্ত বিশ্বে যে একই আত্মা বিরাজ করিতেছে, সমস্তই ব্রহ্ম—ইহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞানযজ্ঞে যজ্ঞকর্তা মনে করেন তিনি কর্মের কর্তা নহেন, ভগবানই সমস্ত যজ্ঞের কর্তা ও ভোক্তা। তাঁহার অহংবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁহার সমস্ত কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, ভগবানে সমর্পিত।

দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কারণ দ্রব্যযজ্ঞ হইতে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহা মোক্ষপ্রদ নহে। কিন্তু দ্রব্যযজ্ঞ হইতে সাধক যতই উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারেন ততই তাহার কর্ম অধিকতর নিষ্কাম হইতে থাকে এবং ক্রমে তাঁহার সমস্ত কর্ম যজ্ঞেশ্বরেই সমর্পিত হয়। তাঁহার আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং ক্রমে তিনি ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। এইজন্য বলা হইয়াছে যে সমস্ত কর্মাত্মক ব্যাপারের পরিসমাপ্তি বা পরিণতি হয় ব্রহ্মজ্ঞানে।

১ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ প্রণিপাতেন (প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (সম্যক্‌ জিজ্ঞাসা দ্বারা) সেবয়া (এবং সেবা দ্বারা) তৎ বিদ্ধি (সেই জ্ঞানকে জানিও) তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ (তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা) তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন)।

শব্দার্থঃ তৎ—সর্বকর্ম ফলভূত আত্মবিষয়ক জ্ঞান (ম)। প্রণিপাতেন—আচার্য সকাশে গমন করিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, দীর্ঘ নমস্কার দ্বারা (ম)। পরিপ্রশ্নেন—এই সংসার কোথা হইতে (শ্রী), আমি কে (ম), কেন আমার বন্ধন (শ), কি উপায়ে মুক্ত হইব ? (ম)ঃ ইত্যাকার বহুবিধ প্রশ্নদ্বারা। জ্ঞানিনঃ—গ্রন্থজ্ঞ (নী); শাস্ত্রজ্ঞ (শ্রী); জ্ঞানবান লোকসকল (নী)। তত্ত্বদর্শিনঃ—সম্যগ্‌দর্শী (শ); কৃতসাক্ষাৎকার (ম); অনুভববান (নী)। জ্ঞানম্‌—পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান (ম)।

শ্লোকার্থঃ এই যে জ্ঞানের কথা বলিলাম সেই জ্ঞান জ্ঞানী আচার্যদের প্রণিপাত, প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং সেবা দ্বারা জানিতে পারিবে। এই প্রকার প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবা করিলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দিবেন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে লাভ করিতে হয় ? তাহার দুইটি উপায় আছে—একটির দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানলাভ হয়, অপরটির দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম কি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, আত্মা কি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়াই পরোক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু এই পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিষ্যের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথমত আচার্যকে প্রণাম করিতে হইবে। শিষ্য বিনয়ী এবং নম্র হইবেন। গুরুর প্রতি যেন তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভক্তি থাকে। তিনি সর্বদা বিনীত হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে আচার্যকে প্রণাম করিবেন। তারপর জ্ঞানার্থীর হৃদয়ে জ্ঞানলাভের একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তিনি সর্বদা অনুসন্ধিৎসু হইয়া আচার্যকে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিবেন। তারপর চাই আচার্যের সেবা। এই সেবা দ্বারাই আচার্যকে প্রসন্ন করিতে হয় এবং প্রসন্ন হইলেই আচার্য সেবাপরায়ণ শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে এই গুরুসেবা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। এই প্রকারে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী আচার্য উপযুক্ত অধিকারসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্বদর্শী গুরুর সমীপস্থ হওয়া দরকার; কারণ যিনি নিজে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করেন নাই তাঁহার পক্ষে অপরকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া অসম্ভব।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ পাণ্ডব (হে পাণ্ডব) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং মোহং ন যাস্যসি (এরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না) যেন (যাহাদ্বারা) অশেষেণ (অশেষ প্রকারে) ভূতানি (ভূতগণকে) আত্মনি (নিজের আত্মাতে) অথ (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিতে পাইবে)।

শব্দার্থঃ যৎ—আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট পূর্বোক্ত জ্ঞান (ম)। এবং মোহম্‌—বন্ধুবধাদিজনিত এপ্রকার ভ্রম (ম)। ভূতানি—পিতৃপুত্রাদি জীবসকল (ম)। অশেষেণ—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত (শ)। আত্মনি—তোমাতে, ত্বম্‌-পদার্থে (ম)। দ্রক্ষ্যসি—অভেদে দেখিতে পাইবে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, এই জ্ঞানলাভ করিলে তুমি পুনরায় মোহে পতিত হইবে না অর্থাৎ কামনাবাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। তুমি সর্বভূতকে নিজ আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন, তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে যে জ্ঞানের উপদেশ দিবেন সেই জ্ঞানলাভ করিলে তোমার সমস্ত অজ্ঞান ও মোহ দূর হইবে। তোমার চিত্তে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের স্থান পাইবে না। তুমি সর্বপ্রকার মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তোমার কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তুমি তখন তোমার নিজের আত্মাতে সমস্ত জীবকে দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে যে এক আত্মাই তোমাতে এবং সর্বভূতে বিরাজমান। তুমি আরও বুঝিতে পারিবে যে সেই আত্মা 'আমি'।

আমরা চতুর্দিকে যে অসংখ্য জীব দেখিতে পাই ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি বিভিন্ন সত্তা। ইহারা আমাদের আত্মা হইতে পৃথক এরূপ মনে করাই হইতেছে অজ্ঞান। যখন এই উপলব্ধি হইবে যে আমার আত্মা এক, সমস্ত জীবের মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান এবং এই আত্মাই পরমেশ্বর তখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে। জীব ও জীবে, জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—সমস্তই এক আত্মার বিকাশ। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ এই সত্য উপলব্ধি না করিতে পারিয়া মোহগর্তে পতিত হয়।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ চেৎ (যদি) সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি (সকল পাপী হইতেও) পাপকৃত্তমঃ অসি (অধিকতর পাপাচারী হও) [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারাই) সর্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি (সমুদয় পাপ উত্তীর্ণ হইবে)।

শব্দার্থঃ সর্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ—সমস্ত পাপকারী অপেক্ষাও (শ)। পাপকৃত্তমঃ—অতিশয় পাপকারী (শ)। সর্বং বৃজিনম্‌—[অতি দুস্তর বলিয়া সমুদ্রের মত] সমস্ত পাপ (ম)। জ্ঞানপ্লবেন এব—জ্ঞানরূপ প্লব [পোত] তদ্দ্বারা (ম)। সন্তরিষ্যসি—সম্যক্‌রূপে ও অনায়াসে অতিক্রম করিবে; সংসারে পুনরাগমন হইবে না (ম)।

শ্লোকার্থঃ যদি তুমি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপী হও, তথাপি তুমি জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা নিখিল পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় ফল পাপ হইতে পরিত্রাণ। যাহাকে পাপপুণ্য বলা হয় তাহা মানুষের অজ্ঞানপ্রসূত। সুতরাং মানুষ যতদিন অজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে ততদিন সে পাপ হইতে ত্রাণ পায় না। অজ্ঞ মানুষ প্রতি পদক্ষেপে পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতির খেলার মধ্যেই পাপপুণ্যের অস্তিত্ব। সুতরাং প্রকৃতির খেলার উর্ধ্বে যে জ্ঞানের রাজ্য তথায় পাপপুণ্যের অস্তিত্ব নাই।

পাপ হইতে পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞানলাভ। জ্ঞানী কখনও পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তিনি অনায়াসে পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

মানুষ অজ্ঞানবশত সর্বভূতাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়া একটা স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া লয়। এই স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেই পাপের বীজ নিহিত। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া সে যখন বুঝিতে পারে যে এক আত্মাই সর্বভূতে বিরাজ করিতেছে তখন তাহার স্বার্থপরতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিশ্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারে। এরূপ ব্যক্তিই পাপের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু কথা হইতে পারে যে পাপী জ্ঞানলাভ করিবে কি প্রকারে? এই কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সৎসঙ্গ, ঈশ্বরানুগ্রহ, পূর্বজন্মের সুকৃতি প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা পাপীর হৃদয়ে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারে। জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা একবার জাগ্রত হইলে ভগবানই জ্ঞানার্থীর সহায় হইয়া থাকেন। কাজেই পাপীরও নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি) এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে (কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে) তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে (সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে)।

শব্দার্থঃ সমিদ্ধঃ—সম্যক্ দীপ্ত (শ); প্রজ্বলিত (ম)। জ্ঞানাগ্নিঃ—আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি (শ্রী)। সর্বকর্মাণি—পাপ এবং পুণ্যাবলী, প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য কর্ম (ম)। ভস্মসাৎ করোতি—তৎকারণ অজ্ঞানের বিনাশদ্বারা বিনাশ করে (ম)।

শ্লোকার্থঃ প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করে অর্থাৎ সমস্ত কর্মফল নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যাঃ জ্ঞানলাভের তৃতীয় ফল কর্মফলের বিনাশ। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানও সেইরূপ সমস্ত কর্মফলের বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে একথা বোঝায় না যে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইলে যেমন তাহা হইতে কোন ফল বা বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না, তেমনি জ্ঞানীর কর্ম হইতে কোনও ফলের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ জ্ঞানীকে কোনও কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞানীকে যেমন কর্মফল ভোগের নিমিত্ত সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে হয় জ্ঞানীকে সেইরূপ করিতে হয় না। জ্ঞানীর কর্মের কোনও ফলভোগ নাই, কারণ জ্ঞানী ফলাকাঙ্ক্ষা হইতে কোনও কর্ম করেন না। কাজেই কামনাবাসনার অভাববশতঃ তাঁহার কোনও ফলভোগ হয় না।[১]

জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী যে কর্ম করেন তাহার ফলভোগ হয় না সত্য, কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে যে কর্ম কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের অভিমত এই ঃ

কর্ম তিন প্রকার—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। যে কর্ম পূর্বজন্মে কৃত হইয়াছে,

১ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক ২।২।৯

কিন্তু যাহার ফলভোগ হয় নাই, যাহা জন্ম-জন্মান্ত হইতে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা সঞ্চিত কর্ম। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্যে যেগুলির ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, যে কর্মের ফলে বর্তমান দেহলাভ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ কর্ম এবং যে কর্ম বর্তমানে কৃত হইতেছে তাহা ক্রিয়মাণ কর্ম। জ্ঞানলাভ হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মের ফল বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করিতে হয়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের তুল্য) পবিত্রং ন হি বিদ্যতে (আর কিছু পবিত্র নাই) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম ও জ্ঞানযোগে সিদ্ধ ব্যক্তি) কালেন (কালক্রমে) স্বয়ম্ আত্মনি (নিজেই স্বীয় আত্মাতে) তৎ বিন্দতি (সেই জ্ঞানকে লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ জ্ঞানেন সদৃশম্—আত্মজ্ঞানের তুল্য (শ্রী)। তৎ—সর্বপাপনাশক আত্মজ্ঞান (ব)। যোগসংসিদ্ধঃ—যোগদ্বারা [কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান] ও সমাধিযোগ দ্বারা সংসিদ্ধ [সংস্কৃত, যোগ্যতাপ্রাপ্ত] মুমুক্ষু (শ), যোগানুষ্ঠান দ্বারা সংস্কৃতান্তঃকরণ। স্বয়ং বিন্দতি—নিজেই অনায়াসে লাভ করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছু নাই। নিষ্কাম কর্মযোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহার চিত্তে এই পবিত্র জ্ঞান কালক্রমে আপনিই ফুটিয়া উঠে।

ব্যাখ্যাঃ জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করা যায় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু এ জগতে আর কিছু নাই। যাহা অশুদ্ধি ও মলিনতা দূর করে তাহাকেই লোকে পবিত্র বলিয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থভ্রমণকে পাবন বলা হয়; কারণ ইহাদের দ্বারা চিত্তের কতকটা পবিত্রতা সাধিত হয়। কিন্তু জ্ঞান যেমন চিত্তের সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া উহাকে একেবারে নির্মল করিয়া দেয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। মানুষের চিত্তের মালিন্য আসে কোথা হইতে? অজ্ঞানজনিত মোহই ইহার কারণ। জ্ঞান এই মোহকে বিনাশ করিয়া চিত্তের নির্মলতা সাধন করে বলিয়া জ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলা হইয়াছে।

এই যে জ্ঞান তাহা কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপনা হইতেই লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু মানুষের অজ্ঞান বা মোহ এই জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে বলিয়া উহার প্রকাশ হইতে পারে না। ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবদনুগ্রহে যোগীর চিত্তে আপনা হইতেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কাম কর্মযোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাকে জ্ঞানলাভের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না, কারণ এই জ্ঞান অপরোক্ষ।[১]

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাশীল) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়

১ এই অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞানলাভ করেন) জ্ঞানং লব্ধ্বা (জ্ঞানলাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (পরম শান্তি লাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ শ্রদ্ধাবান্—গুরু ও বেদান্তের উপদিষ্ট বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ (শ্রী)। তৎপরঃ—গুরুর উপাসনাদি জ্ঞানোপায়ে অত্যন্ত অভিযুক্ত (ম); তদেকনিষ্ঠ (শ্রী)। সংযতেন্দ্রিয়ঃ—যাহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে নিবর্তিত হইয়াছে (ম)। অচিরেণ—অল্পকালেই, শীঘ্র (শ); প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তি হইলে (নী)। শান্তিম্—উপরতি (শ); মুক্তি (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি শ্রদ্ধাবান, ভগবানে একনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী কে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানার্থীকে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধির নাম শ্রদ্ধা। জ্ঞান হইতে মোক্ষ এবং মোক্ষই মানুষের পরম পুরুষার্থ—এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি থাকা দরকার। এই শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। কাজেই জ্ঞানার্থী বিনয়ী এবং নম্র হইবেন এবং শাস্ত্রাচার্যের উপদেশের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিবেন। কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাবান হইলে হইবে না। জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত একনিষ্ঠ সাধনা চাই। জ্ঞানার্থীকে অনলস হইয়া আচার্যের উপদেশানুযায়ী সাধনা করিতে হইবে। তারপর চাই ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইবে। কারণ যাহার ইন্দ্রিয় সংযত নহে তাহার চিত্তের স্থৈর্য থাকিতে পারে না; আর অস্থিরবুদ্ধি লোকের পক্ষে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। মোক্ষলাভের পথে এই ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যকতা গীতাতে বহুবার বলা হইয়াছে।

শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ সাধনা ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই তিনটি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনা। ইহাদের সাহায্যে জ্ঞানলাভ হইলে সাধক পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব হইতে নির্মুক্ত হইতে না পারিলে পরম শান্তি লাভ করা যায় না। সংসারে যে শান্তি লাভ হয় তাহা আপেক্ষিক এবং ক্ষণস্থায়ী। অজ্ঞানীর পক্ষে পরম শান্তি লাভ অসম্ভব, কারণ তাহার চিত্ত সর্বদাই সংশয়, সন্দেহ ও বাসনার দ্বারা আন্দোলিত। একমাত্র জ্ঞানীই পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

অন্বয় ঃ অজ্ঞঃ (অজ্ঞানী) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা (এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মা ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ ন অস্তি (ইহলোক নাই) ন পরঃ (পরলোক নাই) ন সুখম্ (সুখও নাই)।

শব্দার্থ ঃ অজ্ঞঃ—অনাত্মজ্ঞ (শ); এই প্রকারে উপদেশলব্ধ জ্ঞানরহিত (রা); শাস্ত্রের অনধ্যয়নহেতু আত্মজ্ঞানশূন্য (ম)। অশ্রদ্দধানঃ—গুরু-বেদান্ত বাক্যার্থে 'ইহা এরূপ নহে' ঃ এই প্রকারের নাস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত (ম)। সংশয়াত্মা—উপদিষ্ট জ্ঞানে সংশয়িতমনাঃ (রা); 'ইহা এরূপ কিংবা এরূপ নহে, আমার ইহা হইবে না' ঃ সর্বত্র এরূপ সংশয়দ্বারা যাহার চিত্ত আক্রান্ত (ম)। সংশয়াত্মনঃ—যাহার চিত্ত সংশয়াকুল এরূপ ব্যক্তির; সন্দেহাক্রান্তচিত্ত ব্যক্তির (ম)। অয়ং লোকঃ—মনুষ্য-লোক (ম); সর্বসাধারণ লোক (শ্রী)। ন অস্তি—বিত্তার্জনাদির অভাবহেতু হয়

না; ধনার্জন বিবাহাদির অসিদ্ধিহেতু হয় না (শ্রী)। ন পরঃ—ধর্মজ্ঞানাদির অভাবহেতু পরলোক [স্বর্গ, মোক্ষাদি] হয় না (ম)। ন সুখম্—ভোজনাদিকৃত সুখ হয় না (ম); সংশয়হেতু ভোগ অসম্ভব বলিয়া ঐহিক সুখ হয় না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যাহার কোন প্রকার জ্ঞান নাই, কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই অথবা যাহার চিত্ত সংশয় দ্বারা আচ্ছন্ন—এরূপ লোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই অর্থাৎ ইহলোক বা পরলোক কোথাও তাহার কল্যাণ হয় না, প্রকৃত সুখও সে লাভ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞানলাভের অযোগ্য কে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রথমত যে ব্যক্তি অজ্ঞ, আত্মার বিষয়ে কিছুই অবগত নহে, এই বিষয়ে কাহারও নিকট কোনও উপদেশ পায় নাই, পাওয়ার জন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টাও নাই, যে বিষয়রূপে সর্বদা মগ্ন—এরূপ ব্যক্তি জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সর্বদা বিষয়ে মগ্ন থাকার দরুন বারবার সংসারে আসিতে হয়। তারপর যে ব্যক্তি আত্মার কথা, ঈশ্বরের কথা শুনিয়াও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে পারে না মনে করে—এইসব অসম্ভব, অসত্য কথা, আজগুবী গল্প, আত্মজ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা নাই, এই সংসারই সব। এরূপ লোককেই শ্রদ্ধাহীন বলা হইয়াছে। এই প্রকারের লোকও মোক্ষ বা অমরত্ব লাভের অযোগ্য। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনে করে হয়ত আত্মা আছেন, থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন—কিছুই স্থির করিতে পারে না, সংশয়গ্রস্ত হইয়া একবার এদিকে আবার অপর দিকে দুলিতে থাকে। কিন্তু সংশয় বিনাশার্থ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে না। এরূপ সংশয়গ্রস্ত লোকেরাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই তিনের মধ্যে সংশয়গ্রস্ত লোকের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। যে ব্যক্তি আজ অজ্ঞ কাল হয়ত সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, যে আজ শ্রদ্ধাহীন কাল হয়ত তাহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। সদ্গুরু বা সৎসঙ্গের প্রভাবে অজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির উদ্ধারসাধন সহজে হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমস্ত কথা জানিয়া শুনিয়াও সংশয়গ্রস্ত, তাহার সংশয় দূর হওয়া অতি কঠিন। সংশয়বান লোকের পক্ষে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে। সংশয়ী ব্যক্তি যে কেবল উচ্চতর সত্যলাভ হইতে বঞ্চিত হয় তাহা নহে, ইহলোকে সাংসারিক বিষয়েও সে সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না; পরলোকে তো দূরের কথা। সংসারের প্রতি কর্মে প্রতি পদক্ষেপে সংশয় তাহাকে পীড়া দিতে থাকে; কোন বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না পারিয়া সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অন্বয় ঃ ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) যোগসংন্যস্তকর্মাণম্ (যোগদ্বারা যাঁহার সমস্ত কর্ম অর্পিত হইয়াছে) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তম্ (আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে) কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি (কর্মসকল আবদ্ধ করে না)।

শব্দার্থ ঃ যোগসংন্যস্তকর্মাণম্—পরমার্থদর্শন লক্ষণাত্মক যোগদ্বারা যাঁহার কর্ম সংন্যস্ত হইয়াছে (শ); ভগবদারাধনা লক্ষণাত্মক সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগদ্বারা যাঁহার সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পিত হইয়াছে (ম); কর্মে অকর্ম দর্শনাত্মক যোগদ্বারা

স্বরূপতঃ বা ফলতঃ কর্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে যৎকর্তৃক (ম); পরমেশ্বরারাধনারূপ যোগদ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে (শ্রী)। জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্—সম্যক্ দর্শন, আত্মা ও ঈশ্বরের একত্বদর্শন বা আত্মনিশ্চয়াৰ্থক জ্ঞানদ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় [আত্মা দেহ বা আর কিছু, কর্তা কি অকর্তা, এক কি অনেক, সগুণ কি নির্গুণ ইত্যাদি সংশয়] ছিন্ন (শ); আত্মা অকর্তা, এই আত্মবোধ দ্বারা যাঁহার দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে (শ্রী)। আত্মবন্তম্—অপ্রমত্ত (শ); সর্বদা সাবধান (ম); শমদমাদি-পর (নী); অপ্রমাদী (শ্রী)। ন নিবধ্নন্তি—আবদ্ধ করে না, ইষ্টানিষ্ট ফলের উৎপাদন করে না (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মাকে লাভ করিয়াছেন সেরূপ ব্যক্তি নিজের কর্মরাশি দ্বারা আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে ঃ

যোগসংন্যস্তকর্মাণম্—যিনি যোগদ্বারা তাঁহার সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই যোগসংন্যস্তকর্মা। যোগ কাহাকে বলে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বুদ্ধিকে কামনাবাসনা দ্বারা চালিত না করিয়া পরমেশ্বরে স্থির করার নামই যোগ। এরূপভাবে যিনি যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধি ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া কর্ম করেন তাঁহার নিজের কোনও কর্ম থাকে না। তিনি মনে করেন তিনি ভগবানেরই কর্ম করিতেছেন। তিনি নিজে কোনও কর্মের ফলভোগী নহেন, কোন ফলের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার থাকে না। তিনি কর্মের কর্তাও নহেন, ভগবানের হাতে তিনি যন্ত্রস্বরূপ। তাঁহার সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পিত।

জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্—এই অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে আপনা হইতেই চিত্তে জ্ঞানের উদয় হয়। সাধক তখন উপলব্ধি করেন যে সর্বভূতে এক আত্মা বিদ্যমান, এক পরমাত্মাই ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। তখন তাঁহার আত্ম-পর ভেদ থাকে না, জ্ঞানের আলোকে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হয়। তিনি প্রকৃতির বহু ঊর্ধ্বে দিব্য আলোকে বর্ধিত আত্মার উচ্চতম অবস্থা লাভ করেন। এই জ্ঞানের আলোকে যাঁহার সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে, ভগবৎপ্রেরণায় অসংদিগ্ধচিত্তে যিনি সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই জ্ঞানসংছিন্নসংশয়।

আত্মবন্তম্—যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, যাঁহার সমস্ত কর্ম ভ্রমপ্রমাদশূন্য, যিনি সর্বদা ধৈর্যশীল ও সাবধান, তাঁহাকেই আত্মবান বলা যাইতে পারে।

এই প্রকারের যোগসংন্যস্তকর্মা, জ্ঞানসংছিন্নসংশয় ও আত্মবান লোক কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। কারণ তিনি জ্ঞানী, তিনি মুক্ত। দগ্ধ বীজের ন্যায় তাঁহার কর্মসকল কোনও ফল প্রসব করে না। সুতরাং কর্মফলভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে হয় না।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অন্বয় ঃ ভারত (হে অর্জুন) তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা)

আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) এনং সংশয়ং ছিত্ত্বা (এই সংশয়কে ছেদন করিয়া) যোগম্ আতিষ্ঠ (যোগের অনুষ্ঠান কর) উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর)।

শব্দার্থ ঃ অজ্ঞানসম্ভূতম্—অবিবেক হইতে জাত (শ)। হৃৎস্থম্—বুদ্ধিতে স্থিত (ম), হৃদয়ে স্থিত (শ্রী)। জ্ঞানাসিনা—জ্ঞানই [শোকমোহাদি দোষহর সম্যক্ দর্শন] অসি [খড়্গ] তাহাদ্বারা, আত্মবিষয়ক নিশ্চয়রূপ খড়্গদ্বারা (ম), দেহাত্মবিবেক জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা। যোগম্—কর্মযোগ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ অতএব হে অর্জুন, তুমি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা অবিবেকজাত হৃদয়স্থ সংশয়রাশিকে ছিন্ন করিয়া জ্ঞানমিশ্র কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর; যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর।

ব্যাখ্যা ঃ এই অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সংশয়ের উৎপত্তি কোথায় এবং কি উপায়েই বা উহা বিনষ্ট হইতে পারে—এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। অজ্ঞান হইতেই সংশয়ের জন্ম 'অজ্ঞান-সম্ভূতম্'। অজ্ঞানী কর্ম করিবার সময় প্রতিপদে সংশয়-সন্দেহ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় না থাকাতে সে দেহকেই আত্মা মনে করিয়া শোকে দুঃখে অধীর হয়, নানা বাসনা দ্বারা বিচলিত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, কোনটা কর্তব্য তাহা স্থির করিতে পারে না। এই সংশয়কে বিনাশ করিতে হইলে আত্মার জ্ঞানলাভ দরকার। জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা হৃদয়স্থ সংশয়কে ছেদন করিতে হইবে। সূর্য উদিত হইলে কুজ্ঝটিকা যেমন আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয় সেইরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইলে সর্বপ্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবসান হইবে।

এক্ষণে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনের চিত্তে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা অজ্ঞান হইতে জাত। তিনি সন্দেহপীড়িত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকট কর্তব্যের উপদেশ চাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন—হে অর্জুন, জ্ঞানলাভ হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে, তখন তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য। অতএব তুমি জ্ঞানলাভপূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সন্ন্যাসযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

অন্বয় ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) কর্মণাং সন্ন্যাসম্ (কর্মসকলের ত্যাগ) পুনঃ যোগং চ (আবার কর্মযোগ) শংসসি (বলিতেছ) এতয়োঃ যৎ (এই দুইয়ের মধ্যে যেটি) মে শ্রেয়ঃ (আমার শ্রেয়) তৎ একম্ (সেই একটি) সুনিশ্চিতং ব্রূহি (নিশ্চয় করিয়া বল)।

শব্দার্থ ঃ কর্মণাং সন্ন্যাসম্—সর্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরতিরূপ জ্ঞানযোগ (ব)। যোগং চ—সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপার রূপ কর্মানুষ্ঠান (ব)। শংসসি—প্রশংসা করিতেছ (শ)। এতয়োঃ—কর্মানুষ্ঠান এবং কর্মত্যাগ, এই দুইয়ের মধ্যে। শ্রেয়ঃ—সুকরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু প্রশস্যতর।

শ্লোকার্থ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, একবার কর্মত্যাগের উপদেশ দিয়া আবার কর্মযোগের উপদেশ দিতেছ। কোনটি কর্তব্য তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে কল্যাণকর তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল।

ব্যাখ্যা ঃ চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৩শ, ৩৭শ, ৩৯শ প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতে অর্জুনের মনে হইয়াছিল যে কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনাই বুঝি মোক্ষলাভের হেতু, কিন্তু ৪২শ শ্লোকে অর্জুনকে কর্মযোগ অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনা এবং স্বধর্মোচিত কর্মের অনুষ্ঠান—ইহাদের মধ্যে কোনটি কর্তব্য এসম্বন্ধে অর্জুনের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে যাহা শ্রেয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।

পূর্বে ভগবান বলিয়াছেন যে সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ ও যোগীদিগের কর্মযোগ মোক্ষলাভের এই দুইটি পথ প্রচলিত আছে। তৎপর এই দুইটি পথের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় ভগবান বলিয়াছেন যে মনে মনে অহংকার ও কামনা থাকিলে বাহ্যিক কর্মশূন্যতার মধ্যেও বুঝিতে হইবে যে কর্ম চলিতেছে। আবার পুরুষ নিরহংকার এবং নিষ্কাম হইলে বাহ্যিক কর্মের মধ্যেও তাহাকে কর্মশূন্যই বলিতে হইবে। এই যে উভয় পথের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহার সূক্ষ্ম মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দুইয়ের মধ্যে কোনটি অবলম্বনীয় অর্জুন তাহাই শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) সংন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ) উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (উভয়ই মোক্ষের হেতু) তয়োঃ তু (কিন্তু তন্মধ্যে) কর্মসংন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে (কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ)।

শব্দার্থ ঃ সন্ন্যাসঃ—কর্মের পরিত্যাগ (শ)। কর্মযোগঃ—কর্মের অনুষ্ঠান (শ)। নিঃশ্রেয়সকরৌ—নিঃশ্রেয়স [মোক্ষ] উৎপাদন করে (শ), জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া মোক্ষের উপযোগী (ম)। তয়োঃ—সন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে (শ)। কর্মসংন্যাসাৎ—কেবল কর্মত্যাগ হইতে (শ); জ্ঞানযোগ হইতে (রা), অনধিকারী ব্যক্তির কর্মসন্ন্যাস হইতে (ম), বৈরাগ্যবিহীন কর্মসন্ন্যাস হইতে (নী)। কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে—সুকর, নির্ভুল এবং জ্ঞানগর্ভ বলিয়া কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (ব), অনধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্মযোগ শ্রেয়স্কর (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষ প্রদান করে; কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এই উভয়কে যদি পৃথক্‌ভাবে বিবেচনা করা যায় তবে বলিতে হইবে যে উভয় পথই মোক্ষপ্রদ হইলেও কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

'নিঃশ্রেয়স' শব্দের অর্থ মোক্ষ অর্থাৎ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই মুক্তি কর্ম করিয়াও হইতে পারে, কর্ম না করিয়াও হইতে পারে। কিন্তু কর্মত্যাগ দ্বারা কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যে অধিকতর প্রশংসনীয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কর্মসন্ন্যাস হইতে কর্মযোগ কেন শ্রেয় তাহা পূর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, পরের শ্লোকগুলিতেও তাহা বলা হইবে।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয় ঃ মহাবাহো (হে মহাভুজ) যঃ ন দ্বেষ্টি (যিনি দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (তিনি নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে) নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সেই দ্বন্দ্বহীন পুরুষই) সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে (অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ যঃ—যে কর্মযোগী (রা)। ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—নিজের মধ্যে ভগবানের অনুভব দ্বারা তৃপ্ত হইয়া যিনি তদ্ব্যতীত আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না (রা, ব), রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া যিনি পরমেশ্বরার্থ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করেন (শ্রী), ভগবদর্পণবুদ্ধিতে কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বর্গাদির কামনা করেন না (ম)। নিত্যসংন্যাসী—কর্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী (শ্রী), নিত্যজ্ঞাননিষ্ঠ (রা)।

নির্দ্বন্দ্বঃ—রাগ-দ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য (শ্রী, ম) ; দ্বন্দ্বসহিষ্ণু (রা, ব)। সুখং—অনায়াসে (শ্রী) ; সুখকর কর্মনিষ্ঠা দ্বারা অনায়াসে (ব)। বন্ধাৎ—সংসার হইতে (শ্রী) ; অন্তঃকরণাশুদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধ হইতে (ব)। প্রমুচ্যতে—প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে মহাবাহু, যিনি কোন বস্তুতে দ্বেষ করেন না, কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠান কালেও কর্মত্যাগী বলিয়া জানিও। এই প্রকার রাগ-দ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সন্ন্যাস বা ত্যাগের দরকার। এজন্য প্রকৃত সন্ন্যাস কি এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী কে—এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যাঁহার কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ নাই, কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই, যাঁহার চিত্ত সম, শান্ত, দ্বন্দ্বহীন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। কেবল কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যিনি রাগদ্বেষহীন তিনি যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। এইরূপ ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কর্ম করিয়াও অনায়াসে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হন। পক্ষান্তরে যাহার আন্তরিক ত্যাগ হয় নাই সে বাহ্যিক কর্মত্যাগ করিলেও তাহাকে সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং আন্তরিক ত্যাগই আসল কথা, সেই ত্যাগ হইলে বাহ্যিক কর্মত্যাগ না করিলেও চলিতে পারে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪

অন্বয় ঃ বালাঃ (বালক অর্থাৎ বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ পৃথক্‌ বদন্তি (সাংখ্য এবং যোগকে পৃথক বলিয়া থাকেন) পণ্ডিতাঃ ন (কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না) একম্‌ অপি সম্যক্‌ আস্থিতঃ (একটিরও সম্যক্‌ অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (দুইয়ের ফললাভ করা যায়)।

শব্দার্থ ঃ সাংখ্যযোগৌ—সাংখ্য [কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা] এবং যোগ [ঈশ্বরে ফলার্পণপূর্বক কর্মানুষ্ঠান], জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ (ব)। পৃথক্‌—স্বতন্ত্র (শ্রী) ; ফলভেদ হেতু পৃথগ্‌ভূত (রা) ; বিরুদ্ধফল (ম)। বালাঃ—শাস্ত্রার্থ-বিবেকশূন্য (ম) ; অজ্ঞ (শ্রী), অনিষ্পন্নজ্ঞান (ব)। সম্যক্‌ আস্থিতঃ—স্বাধিকারানুযায়ী যথাশাস্ত্র সম্যক্‌ অনুষ্ঠান করিয়া। ফলম্‌—জ্ঞানোৎপত্তি হেতু নিঃশ্রেয়স (ম), কৈবল্য (শ্রী) ; আত্মাবলোকন (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সাংখ্য (কর্মসন্ন্যাস) এবং যোগ (কর্মযোগ) সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়া থাকে ; জ্ঞানিগণ একথা বলেন না। কারণ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিলে ইহাদের যে কোনটির দ্বারা উভয়েরই ফল পাওয়া যায় ; প্রত্যেকটির ভিতর অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ব্যাখ্যা ঃ কেহ কেহ বলেন সাংখ্য অর্থাৎ কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্মানুষ্ঠান—ইহাদের ফল বিভিন্ন। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। ইহাদ্বারা স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, অথবা কেবল চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভযোগ্যতা হইতে পারে।

ইহাদের মতে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষলাভের পক্ষে কর্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক। এই প্রকার মতাবলম্বীদিগকে এস্থলে অজ্ঞ বলা হইয়াছে। অজ্ঞেরাই মনে করে সাংখ্য ও যোগের ফল পৃথক্‌। পক্ষান্তরে সম্যগ্‌দর্শিগণ জানেন যে উভয়ের ফলই এক অর্থাৎ কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যেরূপ মোক্ষলাভ হয়, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাও সেইরূপ মুক্তিলাভ হইতে পারে। সুতরাং উভয়ের ফল এক বলিয়া যিনি যে কোন উপায়ের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করেন তিনি উভয়ের ফল অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

অন্বয় ঃ সাংখ্যৈঃ যৎস্থানং প্রাপ্যতে (সাংখ্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে স্থান লাভ করেন) তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে (কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন) যঃ (যিনি) সাংখ্যং যোগং চ একং পশ্যতি (সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থ দর্শন করেন)।

শব্দার্থ ঃ সাংখ্যৈঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক (শ), জ্ঞানযোগিগণ কর্তৃক (ব)। যৎস্থানম্‌—মোক্ষাখ্য প্রসিদ্ধ স্থান (ম, শ), আত্মাবলোকনরূপ কর্মফল (রা)। যোগৈঃ—যাঁহারা জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক ফলাভিসন্ধি বর্জন করিয়া কর্ম করেন তাঁহারা যোগী, তাঁহাদের দ্বারা (শ), কর্মযোগিগণ কর্তৃক (শ্রী), নিষ্কামকর্মিগণ কর্তৃক (ব)। একম্‌—ফলের একত্বহেতু এক (শ), সমফলদায়ক।

শ্লোকার্থ ঃ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে এক দেখেন তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা।

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞাননিষ্ঠ কর্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণ জ্ঞানের সাধনাদ্বারা যে মোক্ষলাভ করেন, কর্মযোগিগণও সেই মোক্ষই লাভ করেন, সুতরাং উভয়েরই ফল এক। এই প্রকারে উভয় মার্গকে সমফলদায়ক বলিয়া যাঁহারা জানেন তাঁহারাই সম্যগ্‌দর্শী। পক্ষান্তরে যাঁহারা বলেন যে কর্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে পারে না অথবা মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগ একান্ত আবশ্যক, তাঁহারা সম্যগ্‌দর্শী নহেন। গীতায় একথা বহুবার বলা হইয়াছে।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

অন্বয় ঃ মহাবাহো (হে মহাবাহু) অযোগতঃ (কর্মযোগ ব্যতীত) সংন্যাসঃ তু (কেবল কর্মত্যাগ) দুঃখম্‌ আপ্তুম্‌ (দুঃখ পাইবার হেতু) যোগযুক্তঃ মুনিঃ (কর্মযোগী আত্মমননশীল ব্যক্তি) ন চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ অযোগতঃ—কর্মযোগ ব্যতীত (শ্রী) ; অন্তঃকরণশোধক শাস্ত্রীয় কর্ম ব্যতীত (ম)। সন্ন্যাসঃ—হঠাৎ কর্মত্যাগ, সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপার বিনিবৃত্তি। দুঃখম্‌ আপ্তুম্‌—দুঃখকর, দুষ্করত্ব ও সপ্রমাদত্বহেতু দুঃখের কারণ (ব)। যোগযুক্তঃ—ফলনিরপেক্ষ ঈশ্বরসমর্পিত বৈদিক কর্মযোগপরায়ণ (শ)। মুনিঃ—ঈশ্বররূপের

মননশীল (শ) ; সন্ন্যাসী (শ্রী) , মননশীল সন্ন্যাসী (ম) ; আত্মমননশীল (ব)। ব্রহ্ম—সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণ আত্মাকে (ম) ; পরমার্থসন্ন্যাস (শ)। অধিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হন, সাক্ষাৎ করেন (নী) ; অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করিয়া কর্মত্যাগ করিলে তাহাতে দুঃখই উৎপন্ন হয়। যিনি কর্মযোগের অনুষ্ঠানে রত এবং আত্মমননশীল, এরূপ ব্যক্তি অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটির দুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। প্রথমত যাঁহারা পূর্বে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করিয়া হঠাৎ কর্মত্যাগ করেন তাঁহারা দুঃখ প্রাপ্ত হন। কারণ কর্মযোগ দ্বারা চিত্তের কামনাবাসনা বিনষ্ট না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে চিত্তস্থৈর্যের অভাববশত শান্তিলাভ হইতে পারে না। এরূপ কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর উভয় কুল বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত যোগবিরহিত যে সন্ন্যাস অর্থাৎ সমস্ত কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানের সাধনাদ্বারা মোক্ষলাভ অতি কষ্টে হইয়া থাকে। গীতাতে কর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসকে বর্জন করা হয় নাই। ইহার দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু উহা বহু আয়াসসাধ্য। পক্ষান্তরে যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী অথচ আত্মমননশীল মুনি তিনি অনায়াসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

অন্বয় ঃ যোগযুক্তঃ (কর্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (স্ববশীকৃতদেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মা) কুর্বন্ অপি (তিনি কর্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।

শব্দার্থ ঃ যোগযুক্তঃ—নিষ্কাম কর্মযোগনিরত (ব)। বিশুদ্ধাত্মা—বিশুদ্ধ আত্মা [চিত্ত] যাঁহার (শ্রী) ; নির্মলবুদ্ধি (ব) , বিশুদ্ধ [রজস্তমোগুণ দ্বারা অকলুষিত] আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার। বিজিতাত্মা—বিজিত আত্মা [শরীর] যাহা দ্বারা (শ্রী) ; বিজিতদেহ (শ) , স্ববশীকৃতদেহ (ম) ; বশীকৃতমনাঃ (ব)। জিতেন্দ্রিয়ঃ—স্ববশীকৃত সর্ববাহ্যেন্দ্রিয় (ম)। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্বভূতের [ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত ভূতের] আত্মভূত [উপাদানত্বে স্বরূপভূত] আত্মা [প্রত্যক্ চেতন] যাঁহার সম্যগ্দর্শী (শ) , সর্বভূত এবং আত্মভূত আত্মা [স্বরূপ] যাঁহার, পরমার্থদর্শী (ম) ; যিনি জড়াজড়াত্মক সমস্ততেই আত্মমাত্র দেখেন (ম) , সর্বভূতের [সমস্ত জীবের] আত্মভূত [প্রেমাস্পদতা গত] আত্মা [দেহ] যাঁহার (ব)। কুর্বন্ অপি—লোকসংগ্রহার্থ স্বাভাবিক কর্ম করিয়াও (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, নির্মলচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মস্বরূপ, এই প্রকার সম্যগ্দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না।

ব্যাখ্যা ঃ যিনি নিষ্কাম কর্মযোগে নিরত, যাঁহার বুদ্ধি নির্মল, যাঁহার দেহেন্দ্রিয়মন সম্পূর্ণ বশীভূত, যিনি সর্বভূতের আত্মাতে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি নিজের ও সর্বজীবের মধ্যে এক আত্মারই অস্তিত্ব অনুভব করেন, এরূপ ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম করিয়াও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

অন্বয় ঃ তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ (তত্ত্বজ্ঞানী যোগযুক্ত ব্যক্তি) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া) স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ লইয়া) অশ্নন্ (ভোজন করিয়া) গচ্ছন্ (গমন করিয়া) স্বপন্ (শয়ন করিয়া) শ্বসন্ (নিশ্বাস লইয়া) প্রলপন্ (কথা বলিয়া) বিসৃজন্ (ত্যাগ করিয়া) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ করিয়া) উন্মিষন্ (উন্মেষ করিয়া) নিমিষন্ অপি (নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে (ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়ে প্রবৃত্ত) ইতি ধারয়ন্ (এরূপ নিশ্চয় করিয়া) কিঞ্চিৎ এব ন করোমি (আমি কিছুই করিতেছি না) ইতি মন্যেত (এরূপ মনে করেন)।

শব্দার্থ ঃ যুক্তঃ—সমাহিতচিত্ত (শ) ; কর্মযোগযুক্ত (শ্রী) , নিষ্কামকর্মী (ব) , প্রথমে কর্মযোগী, পরে অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিৎ (ম)। তত্ত্ববিৎ—আত্মার যথার্থ তত্ত্ব যিনি জানেন, আত্মতত্ত্ববিৎ, পরমার্থদর্শী (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি আত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানেন তিনি কর্মযোগে যুক্ত থাকিলেও মনে করেন যে তিনি কিছুই করেন না। তিনি যখন চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন, ত্বক্দ্বারা স্পর্শ করেন, জিহ্বাদ্বারা আহার করেন, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ লন, পদদ্বারা গমন করেন, নিদ্রা যান, প্রাণবায়ু দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করেন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলেন, পায়ু ও উপস্থ দ্বারা পুরীষাদি ত্যাগ করেন, হস্তদ্বারা গ্রহণ করেন, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন করেন, তখন তিনি এই ধারণা করেন যে ইন্দ্রিয়গণই তাহাদের বিষয়ের উপর কাজ করিতেছে।

ব্যাখ্যা ঃ জ্ঞানী কি প্রকারে কর্ম করেন, কিরূপে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করেন এই শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানী যে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন তাহা নহে। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকলও অপর লোকের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। তিনিও চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রসাদি গ্রহণ করেন, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারও নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ প্রভৃতি অপর লোকের ন্যায় হইয়া থাকে। তবে জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর কর্মের প্রভেদ কোথায় ? এই প্রভেদ অনুভূতিতে বা জ্ঞানে হয়। অজ্ঞানী অহংকারবশত মনে করে যে সে বা তাহার আত্মাই এই সকল কর্ম করে, সে কর্তা। পক্ষান্তরে জ্ঞানী মনে করেন, 'আমার ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত আছে, আমি কিছুই করি না, আমার আত্মা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এসকল আত্মার কাজ নহে, প্রকৃতির কাজ।' এইরূপে প্রকৃতির কর্ম হইতে আত্মাকে দূরে রাখিয়া তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করেন।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি আধায় (ব্রহ্মে ফল অর্পণ করিয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক) কর্মাণি করোতি (কর্ম করেন) সঃ (তিনি) অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব (জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন ন লিপ্যতে (পাপদ্বারা লিপ্ত হন না)।

শব্দার্থ ঃ ব্রহ্মণি—ঈশ্বরে (শ), প্রকৃতিতে (রা)। আধায়—নিক্ষেপ করিয়া (শ); সমর্পণ করিয়া (শ্রী)। সঙ্গং—ফলাভিলাষ (ম), কর্তৃত্বাভিনিবেশ (ব)। ন লিপ্যতে—সম্বন্ধ হয় না (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যেরূপ পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না সেইরূপ যিনি ঈশ্বরে সমস্ত কর্মফল সমর্পণপূর্বক আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম সম্পাদন করেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকের 'ব্রহ্মণি আধায় কর্মাণি'—ইহার মধ্যে যে ব্রহ্মণি' কথাটি আছে উহার বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, যথা ঃ (১) অক্ষর ব্রহ্মে ; অক্ষর ব্রহ্মে কর্ম-স্থাপনের অর্থ এই যে সাধকের যখন অহংবুদ্ধি লোপ পায় তখন তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় যে কর্ম হয় তাহা ব্রহ্মে স্থাপিত কর্ম। (২) ঈশ্বরে ; ভৃত্য যেমন প্রভুর নিমিত্ত সমস্ত কর্ম করে তদ্রূপ ঈশ্বরার্থে সমস্ত কর্ম করিয়া (শঙ্কর)। (৩) প্রকৃতিতে ; দর্শনাদি কর্মসকলকে প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ এই সকল প্রকৃতিরই কর্ম, শুদ্ধাত্মা আমার কর্ম নয়—এরূপ বিবেচনা করিয়া (রামানুজ)।

উপরের অর্থগুলির মধ্যে যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক সকলেরই অভিপ্রায় এই যে 'অহং করোমি' অর্থাৎ আমি কর্তা—এই ভাব ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম করেন তাঁহার কর্মলেপ হয় না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

অন্বয় ঃ যোগিনঃ (কর্মযোগিগণ) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক) আত্মশুদ্ধয়ে (আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা (শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা) কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও) কর্ম কুর্বন্তি (কর্ম করেন)।

শব্দার্থ ঃ যোগিনঃ—কর্মিগণ (শ), কর্মযোগিগণ। সঙ্গম্—'আমি করিতেছি' ঃ এরূপ অভিমান (নী)। আত্মশুদ্ধয়ে—চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত (শ্রী); অনাদি দেহাত্মাভিমানের নিবৃত্তির নিমিত্ত (ব); আত্মগত প্রাচীন কর্মবন্ধনের বিনাশের নিমিত্ত (ব)। কেবলৈঃ—মমত্ববর্জিত (শ), কর্মাভিনিবেশরহিত (শ্রী); বিশুদ্ধ (ব); 'ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, ফলের নিমিত্ত নহে' ঃ এরূপ মমত্ববুদ্ধিশূন্য (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ কর্মযোগিগণ প্রথমে শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ নিষ্কাম কর্মযোগী তাঁহার বিশুদ্ধ মন, বুদ্ধি, শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা কর্ম করেন অর্থাৎ তাঁহার দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি কর্ম করিয়া যায়, কিন্তু যোগী কখনও মনে করেন না যে ইহাদের দ্বারা তিনি কোনও কর্ম করিতেছেন। এই স্থানেই অনাসক্ত যোগী এবং ফলাসক্ত ভোগীর প্রভেদ। মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রকৃতি ; এই প্রকৃতি দ্বারাই কর্ম হইয়া থাকে। কিন্তু যোগীর কর্মে কোনও আসক্তি নাই, কারণ তিনি আপনাকে কর্মের কর্তা মনে করেন না। তিনি অনাসক্ত হইয়া যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন। তারপর অজ্ঞানী ফললাভের নিমিত্তই কর্ম করিয়া থাকে। কামনাবাসনার চরিতার্থতাই তাঁহার কর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু

যোগীর কর্মের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। চিত্তের কামনাবাসনা দ্বারাই পুরুষের আত্মা মলিন হইয়া থাকে, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে ; জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। সুতরাং সর্বাগ্রে চিত্তের মালিন্য দূর করা দরকার। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাই এই মলিনতা দূর হয় বলিয়া যোগী সর্বদা ফলাসক্তি বর্জন করিয়া বিশুদ্ধ কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

অন্বয় ঃ যুক্তঃ (ভগবানে যুক্ত ব্যক্তি) কর্মফলং ত্যক্ত্বা (কর্মফল ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি (ঐকান্তিক শান্তি লাভ করেন) অযুক্তঃ (অযুক্ত পুরুষ) কামকারেণ (কামনাবশত) ফলে সক্তঃ (কর্মফলে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন)।

শব্দার্থ ঃ যুক্তঃ—'ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, ফলের নিমিত্ত নহে' ঃ এই প্রকারে সমাহিত হইয়া (শ), পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ (শ্রী)। কর্মফলং ত্যক্ত্বা—কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া (নী)। নৈষ্ঠিকীম্—স্থিরাত্মানুভবরূপা (রা); আত্যন্তিকী (শ্রী), সত্ত্বশুদ্ধি, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, কর্মসন্ন্যাস ও জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে জাত (ম)। শান্তিম্—নিবৃতি (রা); মোক্ষাখ্য শান্তি (শ); আত্মা-বলোকনলক্ষণা শান্তি (ব)। অযুক্তঃ—অসমাহিত (শ); আত্মাবলোকন-বিমুখ (রা); বহির্মুখ (শ্রী ; আত্মাতে অনর্পিতমন (ব); 'ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি' ঃ এরূপ অভিপ্রায়শূন্য (ম)। কামকারেণ—কামপ্রেরিতত্ব হেতু (শ), কামবশতঃ কর্মপ্রবৃত্তি হেতু (ম); স্বৈরবৃত্তি হেতু (নী)। ফলে সক্তঃ—'ফলের নিমিত্ত করিতেছি' ঃ এইরূপ আসক্ত (শ)। নিবধ্যতে—বারংবার সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিক শান্তিলাভ করেন। পক্ষান্তরে যে পুরুষ ভগবানের সহিত এরূপ যুক্ত নহেন তিনি কর্মফলে আসক্ত হইয়া কামনার বশে কর্ম করিয়া কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ব্যাখ্যা ঃ ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করিতেছি, আমার ফলের নিমিত্ত নহে—এই প্রকারে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া যিনি কর্ম করেন তিনি নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন। নৈষ্ঠিকী শান্তির অর্থ ভগবানে একনিষ্ঠতা জনিত শান্তি। এই শান্তি নিরপেক্ষ (absolute) অর্থাৎ কোনও বিষয়ের উপর নির্ভর করে না এবং আত্যন্তিক (eternal)। ব্রহ্মজ্ঞ এবং ভগবন্নিষ্ঠ মুক্ত পুরুষই এরূপ শান্তির অধিকারী। পক্ষান্তরে ভগবানে যাহার চিত্ত সমাহিত নহে এপ্রকারের বহির্মুখ ব্যক্তি নিজের বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া ফললাভের নিমিত্ত কর্ম করিয়া থাকে। সে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কর্মফল ভোগার্থ তাহাকে বারে বারে সংসারে যাতায়াত করিতে হয়।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ বশী দেহী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) মনসা সর্বকর্মাণি সংন্যস্য (মন দ্বারা

সকল কর্ম পরিত্যাগপূর্বক) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বারযুক্ত দেহে) ন এব কুর্বন্‌ (কিছুই না করিয়া) ন কারয়ন্‌ (অন্যকেও কিছু না করাইয়া) সুখম্‌ আস্তে (সুখে অবস্থান করেন)।

শব্দার্থ ঃ বশী—জিতেন্দ্রিয় (শ); জিতচিত্ত (শ্রী)। দেহী—দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন ঃ এরূপ দ্রষ্টা (ম)। সর্বকর্মাণি—নিত্যনৈমিত্তিক কার্য, প্রতিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম (শ); বিক্ষেপক সমস্ত কর্ম (শ্রী)। মনসা—বিবেকবুদ্ধি দ্বারা, কর্মাদিতে অকর্মদর্শন দ্বারা (শ); বিবেকযুক্ত মনদ্বারা (শ্রী)। নবদ্বারে—দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, নাসিকা, মুখ, মস্তক, পায়ু ও উপস্থ ঃ এই নবদ্বারবিশিষ্ট। সুখম্‌—শ্রমসাধ্য কায়বাঙ্‌মনোব্যাপারশূন্য হইয়া অনায়াসে (ম); নির্বিকল্প সম্বিদ্‌ স্বরূপে (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে পুরুষ তাঁহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন তিনি সমস্ত কর্ম বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা (বাহ্যভাবে নহে, আভ্যন্তরীণভাবে) ত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে নিজে কর্ম না করিয়া এবং অপরকেও না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ যদিও জিতেন্দ্রিয় কর্মযোগী দেহেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত কর্ম করেন, তথাপি তাঁহার মনে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকাতে তিনি প্রকৃতপক্ষে কর্মত্যাগী। তিনি জানেন যে তাঁহার প্রকৃতিই কর্ম করিতেছে, তাঁহার আত্মা কোনও কর্ম করে না। এই প্রকার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মা নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অকর্তা হইয়া বিরাজ করেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তাঁহার দেহস্থ চক্ষুরাদি নবদ্বার দিয়া তাঁহার কর্ম হইতেছে, কিন্তু তাঁহার আত্মা নির্লিপ্ত বলিয়া তিনি প্রকৃতপক্ষে কর্ম করেন না বা করান না। তিনি অর্থাৎ তাঁহার আত্মা প্রকৃতির কর্মে অহংভাব না করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে নির্লিপ্তভাবে পরম সুখে অবস্থান করেন। প্রকৃতির কর্মে পুরুষ আত্মাভিমান করে বলিয়াই তাহার দুঃখের উৎপত্তি। যেই মুহূর্তে পুরুষ প্রকৃতির কর্ম হইতে সরিয়া দাঁড়ায় সেই মুহূর্তেই তাহার দুঃখের অবসান হয়।[১]

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪

অন্বয় ঃ প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য কর্তৃত্বং ন সৃজতি (লোকের কর্তৃত্ব সৃজন করেন না) কর্মাণি ন (কর্মও সৃজন করেন না) কর্মফলসংযোগং ন (কর্মফল রচনা করেন না) স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে (প্রকৃতিই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ প্রভুঃ—আত্মা (শ); দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী (ব); ঈশ্বর (শ্রী)। লোকস্য—জীবলোকের (শ্রী); দেহাদির (ম); জড়বর্গের। কর্তৃত্বম্‌ ন সৃজতি—'তুমি কর' ঃ এই প্রকার নিয়োগদ্বারা কারয়িতা হন না (ম)। কর্মাণি ন সৃজতি—ঈপ্সিততম কার্য স্বয়ং করেন না (শ); ঈশ্বরপ্রবৃত্তিস্বভাব লোককে কর্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু নিজে কর্তা হইয়া কর্মের সৃষ্টি করেন না (শ্রী)। কর্মফলসংযোগং ন সৃজতি—কর্মফলের [সুখ-দুঃখের] সংযোগ [সম্বন্ধ] সৃষ্টি করেন না (ব)। স্বভাবঃ—অবিদ্যালক্ষণা মায়া প্রকৃতি (শ); অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়া প্রকৃতি (ম)।

১ দ্রঃ শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯ শ্লোক।

শ্লোকার্থ ঃ দেহস্থ সর্বব্যাপী আত্মা এই ঈশ্বর সংসারের কোন কর্ম সৃষ্টি করেন না, মনের কর্তৃত্বভাবও ইনি সৃষ্টি করেন না, কর্মের সহিত কর্মফলের যে সংযোগ তাহাও তিনি বিধান করেন না। মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, যাহা তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ যে অক্ষর পুরুষ সমস্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে বিদ্যমান আছেন তাঁহাকেই এস্থলে প্রভু বলা হইয়াছে। জীবের মধ্যে আত্মারূপে ইনিই বিদ্যমান। এই আত্মা কোনও কর্মে লিপ্ত হন না। ইনি আপনাকে কোনও কর্মের কর্তা বলিয়াও মনে করেন না, ইনি কর্মফলেরও জনয়িতা নহেন। জীবের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকৃতি গঠিত সেই প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। কর্মের ফলও এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আত্মা যদি কর্মের কর্তা না হন তবে তাঁহাকে প্রভু বলা হইল কেন ? কারণ আত্মাই প্রকৃতির কর্মের দ্রষ্টা, সাক্ষী এবং অনুমন্তা। দেহস্থ আত্মা প্রকৃতির অনুমোদন করেন ; অনুমতি প্রদান করেন বলিয়াই প্রকৃতি কর্ম করিতে সমর্থ হয়। জড়, অচেতন প্রকৃতির স্বাধীনভাবে কোনও কর্ম করিবার শক্তি নাই, পুরুষের অনুমতি না পাইলে প্রকৃতি দ্বারা কোনও কর্ম হইতে পারে না। এজন্য আত্মাকে প্রকৃতির প্রভু বলা হইয়াছে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে (কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না) সুকৃতং চ এব ন (এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না) অজ্ঞানেন জ্ঞানম্‌ আবৃতম্‌ (অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত) তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (সেই কারণে জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ ঃ পাপম্‌—দুঃখ (রা)। সুকৃতম্‌—সুখ (রা), পুণ্য। জ্ঞানম্‌—সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমার্থ সত্য (ম); 'পরমেশ্বর সর্বত্র সমভাবাপন্ন' ঃ এই জ্ঞান (শ্রী)। তেন—স্বরূপের আবরণহেতু (ম)। মুহ্যন্তি—'আমি করিতেছি, করাইতেছি' ঃ এই প্রকার মোহপ্রাপ্ত হয় (ম), ভগবানে বৈষম্যের কল্পনা করে (শ্রী), সমদর্শী তাহাকে বিষম বলে (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না অর্থাৎ জীবের পাপপুণ্যের জন্য আত্মার কোনও দায়িত্ব নাই। আত্মস্বরূপের অজ্ঞতাবশত জীবের জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া সে মোহপ্রাপ্ত হয় এবং আপনাকে কর্মের কর্তা মনে করিয়া পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে বিভু (দেহেন্দ্রিয় মনের স্বামী যে আত্মা, তিনি) কোন কর্ম করেন না ; অতএব তিনি জীবের পাপ বা পুণ্যের কর্তা নহেন। জীবের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে তাহাই উঁহাকে পাপ বা পুণ্যে লিপ্ত করে। জীবের সমস্ত কর্ম এই প্রকৃতি হইতেই জাত। কিন্তু জীব অজ্ঞতাবশত এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না। সে মনে করে তাহার আত্মাই পাপ বা পুণ্যের কাজ করিতেছে। এই অজ্ঞানদ্বারাই আমরা মোহিত হইয়া আছি, তাই আমাদের অন্তরের মধ্যে যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুকাইয়া আছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ তু (পক্ষান্তরে) যেষাং তৎ অজ্ঞানম্ (যাহাদের সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতম্ (আত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাম্ তৎ জ্ঞানম্ (তাঁহাদের সেই জ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্যের ন্যায়) পরং প্রকাশয়তি (পরব্রহ্মকে প্রকাশিত করে)।

শব্দার্থ ঃ আত্মনঃ জ্ঞানেন—আত্মবিষয়ক বিবেকজ্ঞান দ্বারা (শ) ; সদ্গুরু-প্রসাদলব্ধ স্ব-পরাত্ম বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা (ব) ; ভগবানের জ্ঞানদ্বারা (শ্রী)। তৎ অজ্ঞানম্—যে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জন্তুগণ মোহপ্রাপ্ত হয় সেই অজ্ঞান (শ) ; ভগবানে বৈষম্যের আরোপরূপ অজ্ঞান (শ্রী)। যেষাম্—যে সকল জন্তুর (শ) ; যে সকল সৎপ্রসঙ্গী লোকের (ব)। তৎ পরম্—সেই পরমার্থ তত্ত্বকে (শ) ; পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে (শ্রী) ; সত্যজ্ঞানানন্দরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্ব (ম) ; দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ যে জীব ও পরমেশ্বরকে।

শ্লোকার্থ ঃ পক্ষান্তরে যাঁহাদের প্রকৃতিজাত অজ্ঞান পরমাত্মার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যের ন্যায় পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ তখন তাঁহারা আপনাকে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে যে অজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, যে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় সে অজ্ঞান নষ্ট হইলে পরমাত্মার স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং অজ্ঞানের বিনাশসাধন সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞানলাভ ব্যতীত অজ্ঞানের বিনাশ হইতে পারে না। যেমন আলোক ব্যতীত অন্ধকারের বিনাশ অসম্ভব, সেইরূপ জ্ঞানলাভ ব্যতীত অজ্ঞানের বিনাশও সম্ভবপর নহে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ আত্মাকে আমরা জানিতে পারি না কারণ আমাদের চিত্ত অজ্ঞানরূপ মোহ দ্বারা আবৃত। যেমন স্বপ্রকাশ সূর্যকে মেঘখণ্ড আবৃত করিয়া রাখে এবং ঐ মেঘখণ্ড অপসারিত হইলে সূর্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ মেঘ স্বপ্রকাশ আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে এবং এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আত্মা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইজন্য আত্মজ্ঞানকে সূর্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য কেবল নিজেই স্বপ্রকাশ তাহা নহে ইহা জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করে, জ্ঞানও সূর্যের ন্যায় পরমাত্মাকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়া দেয়।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

অন্বয় ঃ তদ্বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিবিষ্ট) তদাত্মানঃ (যাঁহারা পরমাত্মাতে আত্মভাব) তৎ-নিষ্ঠাঃ (পরমাত্মায় নিষ্ঠাযুক্ত) তৎপরায়ণাঃ (পরমাত্মাতে পরম অনুরক্ত) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের চিত্তমালিন্য দূরীভূত হইয়াছে) অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি (তাঁহারা পুনরায় দেহধারণ করেন না)।

শব্দার্থ ঃ তদ্বুদ্ধয়ঃ—তাহাতে [গতা] বুদ্ধি যাঁহাদের (শ) ; তথাবিধ আত্মদর্শনে অধ্যবসায়শীল (রা) ; সর্বদা নির্বীজ সমাধিমান ব্যক্তিগণ (ম)। তদাত্মানঃ—

সেই [পরব্রহ্ম] আত্মা যাঁহাদের (শ) ; তাহাতেই আত্মা [প্রযত্ন] যাঁহাদের (শ্রী) ; তাহাতে নিবিষ্টমনা (ব) ; নিবৃত্তদেহাভিমান (ম)। তন্নিষ্ঠাঃ—সর্বকর্মত্যাগ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থান করেন তাঁহারা (শ) ; তদভ্যাসনিরত ব্যক্তিগণ (রা) ; সর্বকর্মত্যাগপূর্বক একমাত্র আত্মায় স্থিতিমান (ম) ; তাহাতেই নিষ্ঠা [তাৎপর্য] যাঁহাদের (শ্রী)। তৎপরায়ণাঃ—তিনিই পরমায়ণ [পরা গতি] যাঁহাদের, কেবল আত্মরতি (শ) ; তিনিই পরম আশ্রয় যাঁহাদের (শ্রী) ; সর্ববস্তু হইতে বিরক্ত, কেবল আত্মাতে অনুরক্ত। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—জ্ঞানদ্বারা নির্ধূত [নিবৃত্ত, নাশিত] কল্মষ [পাপাদি সংসার কারণদোষ] যাঁহাদের, সেই যতিগণ (শ) ; জ্ঞানদ্বারা নির্ধূত, [সমূলে উন্মূলিত] কল্মষ [পুণ্যপাপাত্মক কর্ম] যাঁহাদের (ম)। অপুনরাবৃত্তিম্ গচ্ছন্তি—পুনরায় দেহসম্বন্ধ গ্রহণ করেন না (শ) ; মুক্তিলাভ করেন (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহাদের বুদ্ধি সেই পরম পুরুষে নিবিষ্ট, পরমাত্মাতে যাঁহাদের আত্মভাব, পরমাত্মাতে যাঁহাদের নিষ্ঠা বা স্থিতি, তিনিই যাঁহাদের পরম গতি ও অনুরাগের বিষয় এবং জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের চিত্তমালিন্য দূরীভূত হইয়াছে—সেই জ্ঞানী যোগিগণ সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে চিত্তের মোহ বা অজ্ঞান দূরীভূত হইলে পরমাত্মার স্বরূপ স্বতঃপ্রকাশিত হয়। এইপ্রকারে পরমাত্মার জ্ঞানলাভ হইলে বুদ্ধি নিম্ন ক্রীড়া অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতেই স্থিতিলাভ করে। পরমাত্মাই তখন সাধকের পরম গতি হয় ; জ্ঞানরূপ জলের দ্বারা নীচের প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধুইয়া যায়। সংসারের বন্ধন হইতে যোগী মুক্তিলাভ করেন ; কর্মফল ভোগের নিমিত্ত আর তাঁহাকে বারংবার সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

অন্বয় ঃ পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে) গবি (গরুতে) হস্তিনি (হস্তীতে) শুনি (কুকুরে) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী)।

শব্দার্থ ঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—বিদ্যা [আত্মার বোধ] ও বিনয় [উপশম] দ্বারা সম্পন্ন [যুক্ত], উত্তমসংস্কারবান্ (শ) ; বিদ্যা [ব্রহ্মবিদ্যা] এবং বিনয় [নিরহঙ্কারতা] দ্বারা সম্পন্ন [যুক্ত], সাত্ত্বিক সর্বোত্তম (ম)। শ্বপাকে—সর্বাধম চণ্ডালে। সমদর্শিনঃ—সম [অবিক্রিয় ব্রহ্ম] দেখেন যেই পণ্ডিতগণ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে, চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁহারা সকলকেই এক ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহারা অজ্ঞ লোকের ন্যায় ইহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেন না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী দুই শ্লোকে জ্ঞানীর সমতার কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হইলে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। সাধক তখন উপলব্ধি করেন যে আত্মা তাঁহার মধ্যে যেমন অধিষ্ঠিত আছেন, সকলের মধ্যেও তেমনি বিরাজমান। যদি এক আত্মাই সর্বজীবে বিদ্যমান থাকেন, তবে উহাদের মধ্যে ভেদের কোনও কারণ থাকে না। অজ্ঞ লোকেই এক

জীবকে অপর জীব হইতে, এক শ্রেণীর মানুষকে অপর শ্রেণীর মানুষ হইতে, একজনকে অপর লোক হইতে উচ্চ বা পবিত্র বলিয়া মনে করে। মানুষ যতদিন নিম্নস্তরে অজ্ঞানভূমিতে অবস্থান করে ততদিন তাহার মধ্যে ভেদবুদ্ধি প্রবল থাকে, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিলে এই ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্ (যাঁহাদের মন সমভাবে অবস্থিত) ইহৈব (এই লোকেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ (তাঁহারা সংসার জয় করেন) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং নির্দোষং চ (ব্রহ্ম সম ও নির্দোষরূপ) তস্মাৎ (অতএব) তে ব্রহ্মণি এব স্থিতাঃ (তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত)।

শব্দার্থঃ সাম্যে—সর্বভূত ও সর্ববিষয়ে বর্তমান ব্রহ্মের সমভাবে (ম)। স্থিতম্—নিশ্চলীকৃত (শ)। ইহ এব—জীবনদশাতেই (ম); সাধনাদশাতেই (ব)। তৈঃ—সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ কর্তৃক (শ)। সর্গঃ—জন্ম (শ); সংসার (শ্রী); দ্বৈতপ্রপঞ্চ (ম)। জিতঃ—বশীভূত (শ); অতিক্রান্ত (ম); নিরস্ত (শ্রী)। নির্দোষম্—রাগদ্বেষশূন্য (ব); কোন প্রকার দোষদ্বারা অস্পৃষ্ট, দোষবর্জিত (ম); সর্ববিকারশূন্য (ম)। সমম্—কূটস্থ, নিত্য, এক (ম); সর্বত্র অবিষম (নী)। ব্রহ্মণি স্থিতাঃ—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যাঁহারা সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই এই সংসারকে জয় করেন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও দোষস্পর্শহীন, সেই কারণে সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ যাঁহারা জ্ঞানলাভপূর্বক সমত্ববুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা জীবদ্দশাতেই এই সংসারে থাকিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতিকে জয় করেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ অথবা মৃত্যুর পর পরলোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। সৃষ্টিকে জয় করার অর্থ প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ। যিনি প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, প্রকৃতির বৈষম্য বা চঞ্চলতা যাঁহার চিত্তে কোনও বিক্ষোভ বা বিকার জন্মাইতে পারে না তিনিই জিতসর্গ, তিনিই জীবন্মুক্ত। এই সকল সমদর্শী জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন; কেননা ব্রহ্মই একমাত্র সম, নিত্য, নির্বিকার এবং সর্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরবুদ্ধি) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বস্তু পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্ট হন না) অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)।

শব্দার্থঃ প্রিয়ম্—অভীষ্ট পুত্রাদি (নী)। অপ্রিয়ম্—অনিষ্ট (শ), দুঃখদ।

স্থিরবুদ্ধিঃ—স্থিরা [নিশ্চলা] বুদ্ধি যাঁহার (শ্রী); স্থিরে [আত্মাতে] বুদ্ধি যাঁহার (রা); নিশ্চিতবুদ্ধি। অসংমূঢ়ঃ—নিবৃত্তমোহ (শ্রী); সংমোহবর্জিত (শ)। ব্রহ্মবিৎ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ (ম); তাদৃশ ব্রহ্মের অনুভবশীল (ব)। ব্রহ্মণি স্থিতঃ—সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাসী (শ); জীবন্মুক্ত (ম)।

শ্লোকার্থঃ ব্রহ্মে যাঁহার চিত্তে সমাহিত, যাঁহার বুদ্ধি স্থির ও নিশ্চল, যাঁহার মোহ দূর হইয়াছে, ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি প্রিয়বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ণ হন না।

ব্যাখ্যাঃ বিভিন্ন দিকে জ্ঞানীর সমত্ববুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। তিনি যে কেবল ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমদর্শী তাহা নহেন, প্রিয় পদার্থ পাইয়াও তিনি হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পদার্থ পাইয়াও উদ্বিগ্ন হন না; কারণ তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় উভয়ই তুল্য। তিনি স্থিরবুদ্ধি; অক্ষর ব্রহ্মে স্থাপিত বলিয়া তাঁহার বুদ্ধির চাঞ্চল্য ঘটে না। এই প্রকার বুদ্ধিকেই পূর্বে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হইয়াছে। ইনি অসংমূঢ়, মোহপ্রমাদশূন্য। কারণ মানুষের সর্বপ্রকারের মোহ অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। তিনি ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

অন্বয়ঃ বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা (বাহ্যবিষয়ের স্পর্শে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি) আত্মনি (আত্মাতে) যৎ সুখং বিন্দতি (যে সুখ অনুভব করেন) সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (সেই ব্রহ্মযোগে যুক্ত) অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে (অক্ষয় সুখ লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ বাহ্যস্পর্শেষু—শব্দাদি বিষয়ে (শ); বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়ে (শ্রী); শব্দাদি বিষয়ের অনুভবে (ব)। অসক্তাত্মা—অসক্ত আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার, বিষয়ে প্রীতিবর্জিত (শ); অনাসক্তচিত্ত (শ্রী)। যৎ সুখম্—যে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ (ম, শ্রী)। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মে যোগ [সমাধি] দ্বারা যুক্ত [সমাহিত, ব্যাপৃত] আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার (শ)। অক্ষয়ম্ সুখম্—মহদনুভব লক্ষণ সুখ (ব); স্ব-স্বরূপ-ভূত অনন্ত সুখ (ম)। অশ্নুতে—লাভ করেন, সর্বদা সুখানুভবরূপ হয় (ম)।

শ্লোকার্থঃ বাহ্যবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে যে সুখ হয় তাহাতে আসক্তিহীন ব্যক্তি আত্মাতেই যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করেন। তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ অনুভব করেন।

ব্যাখ্যাঃ এইটি এবং পরবর্তী দুইটি শ্লোকে জ্ঞানী যে ব্রহ্মযোগজনিত অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন তাহারই কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই জীবনেই সংসারকে জয় করিয়া উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কথা হইতে পারে যে আমরা সংসারে থাকিয়াই ত সাংসারিক বিবিধ সুখভোগ করিয়া থাকি। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তাঁহাকে সর্ববিধ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকারের সুখহীন জীবন কিছুতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে যে যিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত, সাংসারিক সুখের প্রতি তাঁহার কোনও আকর্ষণ থাকিতে পারে না, বিষয়ভোগজনিত সুখকে তিনি অতি তুচ্ছ বলিয়া

পরিত্যাগ করেন। কারণ, বিষয়ের বিক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি এবং পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত যোগহেতু তিনি অক্ষয় সুখ অনুভব করেন, তিনি সুখময় হইয়া যান। ইহার তুলনায় সাংসারিক সুখ অতি তুচ্ছ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ (যেসকল সুখভোগ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে জাত) আদ্যন্তবন্তঃ তে (আদি এবং অন্তবিশিষ্ট সেই সকল সুখভোগ) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখেরই কারণ) তেষু বুধঃ ন রমতে (জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে প্রীতিলাভ করেন না)।

শব্দার্থ ঃ সংস্পর্শজাঃ—বিষয়েন্দ্রিয় স্পর্শ হইতে জাত (শ)। দুঃখযোনয়ঃ—তাহারা দুঃখেরই যোনি [উৎপাদক] দুঃখের হেতু। আদ্যন্তবন্তঃ—আদি [বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ] ও অন্ত [তদ্বিয়োগ] আছে যাহাদের, অনিত্য (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইতে যে সকল ভোগসুখ উৎপন্ন হয় তাহারা পরিণামে দুঃখেরই কারণ। তাহাদের আদি আছে ও অন্ত আছে অর্থাৎ তাহারা এই আছে, এই নাই। কাজেই যিনি জ্ঞানী তিনি ঐ প্রকার ভোগে আনন্দলাভ করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ অজ্ঞ সংসারী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়জাত সুখে প্রীতি অনুভব করে, জ্ঞানী তাহা করেন না। ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার বিষয়ের সংস্পর্শে যে সুখ অনুভূত হয় তাহা দুঃখেরই উৎপাদক। কারণ, প্রথমত সুখলাভের নিমিত্ত ভোগীকে অনেক দুঃখাত্মক চেষ্টা করিতে হয়। সুখভোগের কালেও অতৃপ্তি ও অধিকতর সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাবশত দুঃখ জন্মিয়া থাকে। তারপর সুখভোগের শেষে প্রতিক্রিয়া-জনিত দুঃখের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারের সুখ অবিচ্ছিন্ন নহে। ইহার আদি ও অন্ত আছে, ইহা ক্ষণিক। প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক সুখ সুখই নহে, উহা দুঃখেরই নামান্তর। এই সকল কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুঃখবহুল ক্ষণিক সুখে আনন্দলাভ করেন না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগ করিবার পূর্বে) ইহ এব (এই লোকেই) কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ (কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ) সোঢ়ুং শক্নোতি (সহ্য করিতে সমর্থ হন) সঃ যুক্তঃ (তিনিই যুক্ত) সঃ সুখী (তিনিই সুখী)।

শব্দার্থ ঃ ইহ—এই জীবদেহে (নী) ; জীবিতকালে (শ) ; সাধনাদশাতেই (রা)। প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ—দেহপাতের পূর্বে (শ্রী) ; মরণপর্যন্ত (শ) ; শরীরত্যাগের পূর্বে (ব) ; শরীরত্যাগ পর্যন্ত (ব)। বেগম্—মনোনেত্রাদি ক্ষোভের লক্ষণ (শ্রী)। সোঢ়ুম্—সহ্য করিতে (শ) ; প্রতিরোধ করিতে (শ্রী)। সঃ যুক্তঃ—সেই যোগী (ম) ; কৃতাত্মসমাধি (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ এই সংসারে এবং মৃত্যুর পূর্বে এই দেহে যিনি কাম এবং ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন অর্থাৎ কামনা ও ক্রোধদ্বারা যাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না, তিনি যোগী ; তিনি ভগবানের সহিত যুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ।

ব্যাখ্যা ঃ এই সংসারে ইন্দ্রিয়ের ভোগে নহে, ইন্দ্রিয়ের জয়েই মানুষের প্রকৃত সুখ। কিন্তু কামক্রোধাদি রিপুগণ সর্বদাই মানুষকে ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কামক্রোধের বেগে উদ্বেলিত হয় নাই এরূপ লোক খুব বিরল। এই বেগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ ভোগ্যবস্তু হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা এই দেহে উহাদের জয় করা অসম্ভব মনে করিয়া দেহত্যাগের পর মুক্তির আশা করেন। কিন্তু গীতায় বলা হইয়াছে যে বিষয়ের সান্নিধ্য হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না, ইহাদের সম্মুখীন হইয়া ইহাদিগকে জয় করিতে হইবে। মানবজীবনের সার্থকতা পলায়নে নহে ; বীরের ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তারপর এ-দেহে, এ-জীবনেই কামক্রোধের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাহার জন্য মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে হইবে না। মৃত শরীরে কামক্রোধের বেগ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু যিনি জীবিত থাকাকালীন কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

অন্বয় ঃ যঃ অন্তঃসুখঃ (যাঁহার অন্তরেই সুখ) অন্তরারামঃ (অন্তরেই যাঁহার আরাম) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ (এবং অন্তরেই যাঁহার আলোক) সঃ এব যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ অন্তঃসুখঃ—অন্তঃ [আত্মাতে] সুখ যাঁহার (শ), বাহ্যবিষয়ে সমস্ত অনুভব ত্যাগ করিয়া আত্মাতেই যিনি একমাত্র সুখ অনুভব করেন (রা)। অন্তরারামঃ—অন্তঃ [আত্মাতে] আরাম [ক্রীড়া, রতি] যাঁহার (ম)। অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তঃ [আত্মাতে] জ্যোতিঃ [বিজ্ঞান] যাঁহার, অন্তরে জ্যোতি [দৃষ্টি] যাঁহার, নৃত্যগীতাদিতে নহে। ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মেতে স্থিত (শ্রী), জীবিতকালেই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত (নী)। ব্রহ্মনির্বাণম্—ব্রহ্মে নির্বাণ [নিবৃতি] মোক্ষ, ব্রহ্মে লয় (শ্রী) আত্মানুভব সুখ (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আনন্দ অনুভব করেন, আত্মার আলোকেই যাঁহার চিত্ত আলোকিত—এই প্রকার যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোক ও উহার পরবর্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মনির্বাণের কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মনির্বাণ বলিতে সাধারণত পরমাত্মায় জীবাত্মার সম্পূর্ণ লয় বা বিলোপসাধন বোঝায়। ইহা অনেকটা বৌদ্ধ দার্শনিকদের শূন্যবাদের মত। কিন্তু এস্থলে 'ব্রহ্মনির্বাণ' শব্দ ঐ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ "এখানে 'নির্বাণ' শব্দের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর

আত্মাতে নীচের অহং-এর বা আমি-র লয়। এই আত্মা দেশকালের অতীত, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় উহা সীমাবদ্ধ নহে। জগতের নিত্য পরিবর্তনশীল লীলায় উহা আবদ্ধ নহে ; উহা আত্মানন্দে ও আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ এবং নিত্য শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যোগী তখন আর 'অহং' নহেন, তিনি আর তখন দেহ ও মনের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র পুরুষটি থাকেন না, তিনি ব্রহ্ম হন ; সনাতন আত্মার যে অক্ষর দেবত্ব তাঁহার প্রাকৃত সত্তায় ওতপ্রোত, তাহার সহিত তিনি চেতনায় যুক্ত হন।"

এইরূপ ব্রহ্মভূত যোগী অন্তর হইতেই তাঁহার সমগ্র সুখ, শান্তি ও আনন্দ আহরণ করেন, তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মই হইয়া যান।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

অন্বয় : ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (বিনষ্টসন্দেহ) যতাত্মানঃ (জিতাত্মা) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সর্বজীবের হিতসাধনে নিযুক্ত) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে (ব্রহ্মে নির্বাণলাভ করেন)।

শব্দার্থ : ক্ষীণকল্মষাঃ—প্রথমে যজ্ঞাদি নিত্যকর্মানুষ্ঠানহেতু ক্ষীণপাপাদি দোষ তৎপরে অন্তঃকরণশুদ্ধিমান। ঋষয়ঃ—সূক্ষ্ম বস্তু বিবেচনসমর্থ সন্ন্যাসিগণ (ম); সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ (শ); আত্মাবলোকনপর দ্রষ্টাগণ (র)। ছিন্নদ্বৈধাঃ—শ্রবণ-মননাদি হেতু যাঁহাদের সর্বসংশয় নিবৃত্ত হইয়াছে (ম); শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত (রা)। যতাত্মানঃ—আত্মাতেই একাগ্রচিত্ত (ম); সংযতেন্দ্রিয় (শ); সংযতচিত্ত (শ্রী)। সর্বভূতহিতে রতাঃ—দ্বৈত দর্শনের অভাবহেতু নিজের ন্যায় সর্বভূতের হিতে নিরত (রা); হিংসাশূন্য (ম); সর্বভূতের আনুকূল্যে রত, অহিংসক ব্যক্তিগণ (শ); সর্বভূতে কৃপালু (শ্রী)। ব্রহ্মনির্বাণম্‌—মোক্ষ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজয়ী, যাঁহারা সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত—এইরূপ ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বশ্লোকে যে ব্রহ্মনির্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা লাভের অধিকারী কে ? যাঁহাদের পাপ বা দৈহিক ও মানসিক বিকার দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার সংশয়ের অবসান হইয়াছে, যাঁহাদের নীচের আত্মা জিত (আয়ত্ত) হইয়াছে, যাঁহারা সকল জীবের হিতসাধনে রত, তাঁহারাই এই নির্বাণ লাভের অধিকারী।

এই শ্লোকটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। সাধারণ প্রচলিত মত এই যে জ্ঞানীর সমস্ত কর্মই শেষ হয় ; ব্রহ্মে চিত্ত স্থির হইলে সংসারে সে আর থাকিতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় (সমুচ্চয়) হয় না। গীতার এই শ্লোকে সেই মতের নিরসন করা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন যে, ব্রহ্মনির্বাণের সহিত সাংসারিক কর্মের কোনও বিরোধ নাই, সংসারে চৈতন্য ও নির্বাণ একই সঙ্গে থাকিতে পারে। জিতেন্দ্রিয় ঋষি সংসারের হিত সাধনার্থ কর্ম করিয়াও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সংসারের চৈতন্য ব্রহ্মনির্বাণের অঙ্গ হইতে পারে এবং ব্রহ্মনির্বাণ

তখনই সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে যখন সাধক আপনাকে সমগ্র জগতের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত করেন।

সাধারণ অজ্ঞ লোকেরাও অনেক স্থলে অপরের হিতসাধনের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহারা অজ্ঞ বলিয়া কিসে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহা বুঝিতে পারে না। সম্যগ্‌দর্শী ঋষিগণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য ; সুতরাং তাঁহারাই মানুষের প্রকৃত হিতসাধনে সমর্থ। তারপর, সাধারণত মানুষ স্বজন, স্বদেশবাসী, স্বজাতি প্রভৃতির হিতের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাতে যদি অপরের অহিত হয় তাহাতেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না, কারণ তাহার দৃষ্টি বৈষম্যপূর্ণ। কেবল সমদর্শী জ্ঞানীই সর্বভূতের হিতসাধনে রত, তিনিই সকলের মঙ্গলসাধনে সমর্থ।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥ ২৬

অন্বয় : কামক্রোধবিযুক্তানাম্‌ (কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত) যতচেতসাম্‌ (সংযত-চিত্ত) বিদিতাত্মনাং (আত্মজ্ঞ) যতীনাম্‌ (যতিদিগের) অভিতঃ (চারিদিকে) ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে (ব্রহ্মনির্বাণ বিদ্যমান থাকে)।

শব্দার্থ : বিদিতাত্মনাম্‌—যাঁহারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহাদের (ম)। অভিতঃ—উভয়ত্র, জীবিতকালে বা পরলোকে (ম)। ব্রহ্মনির্বাণম্‌—মোক্ষ।

শ্লোকার্থ : যে যতিগণ কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত সংযত, যাঁহারা আত্মাকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মনির্বাণ তাঁহাদিগের চতুর্দিকে বর্তমান অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন।

ব্যাখ্যা : এই প্রকারে যাঁহারা কামক্রোধের বেগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়াছে, যাঁহারা আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের চতুর্দিকে ব্রহ্মনির্বাণ বর্তমান থাকে অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন। ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যে বাস করার অর্থ এই যে ব্রহ্মচৈতন্য আমাদের ভিতরে আত্মারূপে বিরাজ করিতেছে, বাহিরেও সেই ব্রহ্মচৈতন্য আত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজমান। সুতরাং যে সাধক ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়াছেন তিনি যে এই ব্রহ্মচৈতন্যকে কেবল নিজের মধ্যে অনুভব করেন তাহা নহে, সমস্ত বহির্জগতেও তিনি ইহা উপলব্ধি করেন। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

যখন আমরা নির্বাণলাভ করি, নির্বাণে প্রবেশ করি, উহা কেবল আমাদের অন্তরের ভিতর থাকে না, চতুর্দিকেও থাকে—'অভিতো বর্ততে'; কারণ এই ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, এই ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যাহা ইহা সেই আত্মা, ইহা আমাদের পরমাত্মা ; আবার আমরা বাহিরে যাহা, ইহা সেই আত্মাও বটে। ইহা বিশ্বের পরমাত্মা, সর্বভূতের আত্মা। এই আত্মার মধ্যে বাস করিলে আমরা সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন কেবল আমাদের অহং-এর মধ্যে, ক্ষুদ্র আমি-র মধ্যে বাস করি না ; সেই আত্মার সহিত একত্বলাভ করায় বিশ্বের সমস্ত জিনিসের সহিত অবিরাম ঐক্যবোধ আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের কর্মের গোড়ার ভিত্তি হয়, আমাদের সকল কর্মের মূল প্রেরণা হয়।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

অন্বয় ঃ বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যস্পর্শসকলকে) বহিঃকৃত্বা (বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ চ (এবং চক্ষুদ্বয়কে) ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (ভ্রূযুগলের মধ্যেই) [স্থাপন করিয়া] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ (নাসাভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (স্থির করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমপূর্বক) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে চিত্ত হইতে দূর করিয়া) যঃ মোক্ষপরায়ণঃ (যিনি মোক্ষপরায়ণ হইয়া) [অবস্থান করেন] সঃ মুনিঃ এব (সেই মুনিই) সদা মুক্তঃ (সর্বদা মুক্ত)।

শব্দার্থ ঃ বাহ্যান্ স্পর্শান্—বহিরাগত শব্দাদি। বহিঃ কৃত্বা—উহাদের চিন্তা ত্যাগ করিয়া, উহাদের স্মৃতি ত্যাগ করিয়া, উহাদিগকে বাহির করিয়া (ম); বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া, বৈরাগ্যদ্বারা বহির্গত করিয়া। চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে—চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে স্থাপিত করিয়া। প্রাণাপানৌ সমৌ—ঊর্ধ্ব ও অধোগতি বিচ্ছেদে তুল্য করিয়া (ম)। নাসাভ্যন্তরচারিণৌ—কুম্ভকদ্বারা নাসিকার মধ্যে সঞ্চরণশীল করিয়া (ম)। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—যত [আত্মাবলোকনে স্থাপিত] ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যাঁহার। মোক্ষপরায়ণঃ—মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন যাঁহার (ব); সর্ববিষয়-বিরক্ত (ম)। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ—যাঁহার রাগ, ভয়, ক্রোধ দূর হইয়াছে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার স্পর্শ দূরীভূত করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও বিষয়ভোগ না করিয়া, চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ন্যস্ত রাখিয়া ও নাসিকার ভিতরে সঞ্চরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া যে মুনি মোক্ষসাধন করেন এবং যাঁহার চিত্ত হইতে কামনা, ভয় ও ক্রোধ দূর হইয়াছে তিনি নিত্য মুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ এই দুই শ্লোকে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলা হইয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা. ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি রাজযোগের অঙ্গ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই রাজযোগের কথা বিস্তারিত বলা হইবে। সূত্রাকারে তাহারই আভাস প্রদত্ত হইল। এই যোগে মনকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে সমাহিত করিতে হয়। মন যখন একান্ত সমাহিত হয় তখন বাহ্য বিষয়ের কোনও জ্ঞান থাকে না। সমস্ত জগৎ তখন চিত্ত হইতে দূরে সরিয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, মন একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া যায়। এই অবস্থায় কর্ম থাকে না, যোগী ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া যান। এই অষ্টাঙ্গযোগ চিত্তকে সংযত করিবার একটি প্রধান উপায়। এই কারণেই গীতাতে এই যোগের বিষয় বহুবার বলা হইয়াছে। এই উপায়ে যাঁহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত হইতে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূরীভূত হইয়াছে এই প্রকারের মোক্ষকামী মুনি সর্বদাই মুক্ত। তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

অন্বয় ঃ মাম্ (আমাকে) যজ্ঞতপসাং ভোক্তারম্ (সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা) সর্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্বলোকের মহেশ্বর) সর্বভূতানাং সুহৃদম্ (সকল জীবের সুহৃদ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিম্ ঋচ্ছতি (মানুষ শান্তিলাভ করে)।

শব্দার্থ ঃ যজ্ঞতপসাম্—যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের কর্তারূপে, দেবতারূপে (শ)। ভোক্তারম্—ভোগকর্তা অথবা পালক (ম)। সর্বলোকমহেশ্বরম্—সমস্ত লোকের মহান্ ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভাদিরও নিয়ন্তা, বিধিরুদ্রাদিরও মহেশ্বর (ব)। সর্বভূতানাং সুহৃদম্—সর্বপ্রাণীর উপকারক [প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ হইয়া যিনি উপকার করেন তিনিই সুহৃদ্], সর্বভূতের হৃদয়েশ সর্বাত্মা নারায়ণ (শ)। জ্ঞাত্বা—আত্মভাবে সাক্ষাৎ করিয়া (ম); আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া (নী)। শান্তিম্—সর্বসংসারোপরতি (শ); মুক্তি (ম)। ঋচ্ছতি—পায়।

শ্লোকার্থ ঃ মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকল লোকের মহেশ্বর, সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে তখনই তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই অধ্যায়ের ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মনির্বাণের কথা এবং পরবর্তী দুই শ্লোকে ব্রহ্মনির্বাণলাভের উপায়স্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মে নির্বাণলাভই যোগীর চরম অবস্থা নহে। উহা অক্ষর ব্রহ্মে অহংবুদ্ধির লয়—সাংসারিক চঞ্চলতা হইতে মুক্তিলাভ। কিন্তু ঐ মুক্ত যোগী যখন পুরুষোত্তম বাসুদেবকে সমস্ত যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সমস্ত লোকের প্রভু, সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারেন তখনই তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হয়। তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

'মাম্' বলিতে এস্থলে পুরুষোত্তমকে বুঝাইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্তমের দুইটি ভাব—একটি নির্গুণ এবং অপরটি সগুণ। নির্গুণভাবে তিনি অক্ষর, সম, শান্ত, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির দ্রষ্টা এবং সাক্ষী। সগুণভাবে তিনি প্রকৃতির প্রভু, কর্মের নিয়ন্তা। এই শ্লোকে সগুণ বিভাবের কথাই বলা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন—আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, লোকে যজ্ঞরূপে যে কর্ম করে, যে তপস্যা করে তাহা আমার নিমিত্তই করে, আমিই তাহার ফলভোগ করি; প্রকৃতপক্ষে কর্ম তখনই যজ্ঞরূপে পরিণতি লাভ করে যখন তাহার ফল আমাতে অর্পিত হয়। আমি সমস্ত লোকের প্রভু, সমস্ত কর্মের চালক ও নিয়ন্তা, আমিই জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে কর্মের পথে চালিত করি। আমি সমস্ত জীবের সুহৃদ, সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। সাধককে আমার এই ভাবগুলি জানিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আমাকে এইভাবে জানিয়া তাঁহার সমস্ত জীবন চালিত করিতে হইবে।

কিন্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত না হয়, ভিতরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠে, মন হইতে কামনা ভয় ক্রোধ বিদূরিত না হয় ততক্ষণ সাধক আমার এই সকল ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না। সুতরাং সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমের দরকার। তারপর যোগী নিজের ভোগের জন্য কোনও কর্ম করিবেন না, তাঁহার

সমস্ত কর্ম আমারই ভোগার্থ সম্পন্ন হইবে। ফলাফল সমস্ত আমার উপর অর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার করণীয় কর্ম করিয়া যাইবেন।

তিনি আমাকে সর্বলোকের নিয়ন্তা, সকল দেবতার ঈশ্বর, সকলের প্রভু বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, সমস্ত বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, পাতা এবং সংহারকর্তা বলিয়া জানিবেন, আমাকেই একমাত্র উপাস্য ও আশ্রয়ণীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমার স্থলে কোন দেবতাকে বসাইবেন না। তারপর আমাকে সর্বভূতের সুহৃদ জানিয়া আমরই শরণাপন্ন হইবেন। বন্ধুর ন্যায় জীবনের সমস্ত আমাকে নিবেদন করিবেন, সর্বদা আমার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিবেন এবং আমি যেরূপ সর্বভূতের সুহৃদ তিনিও তদ্রূপ সর্বভূতের সহিত সুহৃদের মত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের মঙ্গলবিধাতা, তিনিও তদ্রূপ সর্বভূতের সহিত সুহৃদের মত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের হিতসাধনে নিরত থাকিবেন। তবেই তিনি পরম শান্তিলাভ করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ধ্যানযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

অন্বয়ঃ কর্মফলং অনাশ্রিতঃ (কর্মফলকে আশ্রয় না করিয়া) যঃ কার্যং কর্ম করোতি (যিনি করণীয় কর্ম করেন) স সন্ন্যাসী চ যোগী চ (তিনি সন্ন্যাসীও যোগীও) ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্য কর্মত্যাগী নহেন) ন চ অক্রিয়ঃ (ক্রিয়াবিহীন ব্যক্তিও নহেন)।

শব্দার্থঃ কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ—কর্মফলে তৃষ্ণারহিত (শ)। কার্যং কর্ম—কর্তব্য নিত্য কাম্যবিপরীত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম (শ)। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাস [পরিত্যাগ] আছে যাঁহার। যোগী—যোগ [চিত্তসমাধান] আছে যাহার। নিরগ্নিঃ—নির্গত [নিরস্ত] অগ্নি (কর্মাঙ্গভূত] যাহার, অগ্নিসাধ্য-শ্রৌত কর্মত্যাগী। অক্রিয়ঃ—অগ্নিসাধ্য বা তপোদানাদি কর্মও যাহার নাই (শ); অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত কর্মত্যাগী (ম)।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি নিজের করণীয় কর্মসকল সম্পাদন করেন তিনি একাধারে সন্ন্যাসী এবং যোগী; পক্ষান্তরে যিনি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছেন অথবা বর্ণাশ্রমোচিত কার্যাদি করেন না তিনি যোগীও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন।

ব্যাখ্যাঃ শাস্ত্রে গৃহস্থের পক্ষে অগ্নিসাধ্য বিবিধ যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। এই সকল যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে হোম করিতে হয়। যাঁহারা এই অগ্নিসাধ্য কর্ম করেন তাঁহারা সাগ্নি, আর যাঁহারা তাহা করেন না তাঁহাদিগকে নিরগ্নি বলা হয়। এই সকল অগ্নিসাধ্য যাগযজ্ঞ ব্যতীত গৃহস্থকে স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত অনেক কর্ম করিতে হয়, যেমন সন্ধ্যা-বন্দনাদি। এই সমস্তই তাহার কর্তব্য কর্ম। কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন তাঁহারা যাগযজ্ঞাদি এবং বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অগ্নিসাধ্য যাগযজ্ঞাদি ও বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম ত্যাগ করিলেই যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায় তাহা নহে। কারণ সন্ন্যাসের মূল হইল আন্তরিক ত্যাগ। যাঁহার ভিতরে কামনাবাসনা রহিয়াছে, কিন্তু বাহিরে কর্মত্যাগী, তিনি যোগীও নহেন সন্ন্যাসীও নহেন। পক্ষান্তরে যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় করণীয় সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেন, তিনি একাধারে যোগী ও সন্ন্যাসী।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

অন্বয়ঃ পাণ্ডব (হে অর্জুন) যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ (যাহাকে সন্ন্যাস বলে)

তং যোগং বিদ্ধি (তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও) হি (যেহেতু) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইয়া) কশ্চন (কেহই) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না)।

শব্দার্থ : যম্—যে সর্বকর্ম ও তৎফল-পরিত্যাগ-লক্ষণাত্মক সন্ন্যাসকে (শ); যে কর্মযোগকে (ব); সর্বকর্ম ও তৎফল-পরিত্যাগকে (ম)। সন্ন্যাসং প্রাহুঃ—শ্রুতি-স্মৃতিবিৎ পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন (শ)। তম্—সেই পরমার্থ সন্ন্যাসকে (শ)। যোগম্—কর্মানুষ্ঠান-লক্ষণাত্মক যোগ (শ); ফল-তৃষ্ণা-পরিত্যাগপূর্বক বিহিত কর্মানুষ্ঠান (ম); অষ্টাঙ্গযোগ (ব); কর্মযোগ (রা)। অসংন্যস্তসংকল্প—যিনি সংকল্প [ফলাভিসন্ধি] ত্যাগ করেন নাই, অত্যক্তফল-সংকল্প (ম)। ন যোগী ভবতি—তিনি কর্মনিষ্ঠ কি জ্ঞাননিষ্ঠাই হউন, চিত্ত-বিক্ষেপের দরুন যোগী নহেন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : যাহা সন্ন্যাস নামে কথিত হয় তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও, কারণ মনের সংকল্প বা বাসনা ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা : সাধারণত সন্ন্যাস ও যোগ দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ সন্ন্যাস বলিতে বুঝায় সর্বকর্মত্যাগ, আর যোগের অর্থ হইল নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন। গীতাতে সন্ন্যাস ও যোগের এই বিভিন্নতা স্বীকৃত হয় নাই। গীতার মতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত ভেদ কিছুই নাই। সন্ন্যাসের মূল কথা ভোগবাসনা ত্যাগ। যোগেরও মূলকথা তাহাই, কারণ সংকল্প অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না। কাজেই সন্ন্যাস এবং যোগ উভয়ের মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ কামনাবাসনা ত্যাগ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয় : যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ (যোগারোহণে অভিলাষী মুনির) কর্ম কারণম্ উচ্যতে (কর্মই কারণ বলিয়া কথিত হয়) যোগারূঢ়স্য তস্য (যোগারূঢ় তাঁহার) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে (শান্তিই কারণ বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ : যোগম্ আরুরুক্ষোঃ—যিনি ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক (শ); জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক (শ্রী); আত্মাবলোকন করিতে ইচ্ছুক (রা); অন্তঃকরণ শুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক (শ্রী); মুনেঃ—কর্মফল-সন্ন্যাসী ব্যক্তির (শ); যোগাভ্যাসী ব্যক্তির (ব); ভবিষ্যতে কর্মফল-তৃষ্ণা-ত্যাগীর (ম); মুমুক্ষু ব্যক্তির (রা)। কর্ম—ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে কৃত শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম (ম)। কারণম্—সাধন (শ); যোগারোহণে অনুষ্ঠেয় (ম); চিত্তশুদ্ধিকর কারণ (শ্রী)। যোগারূঢ়স্য তস্য—অন্তঃকরণ শুদ্ধিরূপ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত কর্মীর (ম); জ্ঞানযোগারূঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির (শ্রী); ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির (ব); শমঃ—উপশম, সর্বকর্ম-সন্ন্যাস (শ, ম); বিক্ষেপক কর্মের উপরতি (শ্রী, ব); কর্মনিবৃত্তি (রা)।

শ্লোকার্থ : যে ব্যক্তি যোগশৈলে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে সিদ্ধিলাভের জন্য কর্ম করিতে হইবে; এই কর্মই তাঁহার সিদ্ধিলাভের কারণ হইবে। কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা চিত্তের শান্ত অবস্থা লাভ করিলে সেই শান্তিই তাঁহার ব্রহ্মে স্থিতির কারণ হইবে।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

অন্বয় : যদা (যখন) সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী (সর্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন অনুষজ্জতে (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হন না) কর্মসু ন (এবং কর্মসকলেও আসক্ত হন না) তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থ : ইন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদিতে (শ); ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও তৎসাধনকর্মে (শ্রী)। ন অনুষজ্জতে—কর্তব্যবুদ্ধি করেন না (শ); আসক্তি করেন না (শ্রী); উহাদের মিথ্যাত্ব দর্শন করিয়া, 'আমি ইহাদের কর্তা' অথবা 'ইহারা আমাদের ভোগ্য' ঃ এরূপ অভিনিবেশ করেন না (ম)। ন কর্মসু—প্রয়োজনাভাব বুদ্ধিতে নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য বা প্রতিষিদ্ধ কর্মে (শ)। সর্ব-সংকল্প সন্ন্যাসী—ইহকাল ও পরকালের অর্থকামহেতু সমস্ত আসক্তি-মূলীভূত সংকল্প যিনি ত্যাগ করিয়াছেন (শ্রী); সমস্ত কাম এবং কামাত্মক কর্মত্যাগী (শ)। যোগারূঢ়ঃ—প্রাপ্তযোগ, সমাধিতে আরূঢ় (শ)।

শ্লোকার্থ : যখন কোন পুরুষ শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে অথবা কর্মফলে আসক্ত না হইয়া সংকল্পাত্মক মনের বাসনাসমূহ বর্জন করেন তখনই তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।

ব্যাখ্যা : (৩য় ও ৪র্থ শ্লোক)—যখন সাধকের চিত্ত হইতে সমস্ত সংকল্প, সমস্ত কামনা দূরীভূত হয়, যখন তাঁহার চিত্ত কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা কোনও কর্মে আসক্ত হয় না তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। এই যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করিবার পক্ষে নিষ্কাম কর্মযোগই প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে করিতে চিত্ত ক্রমশঃ কামনাবাসনাশূন্য হইতে থাকে এবং বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়।

কামনাবাসনাই চিত্তের বিক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। এই বিক্ষোভ দূরীভূত হইলে চিত্ত শান্তভাব প্রাপ্ত হয়। এই শান্তিই তখন সাধকের মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। যতক্ষণ চিত্তের বিক্ষোভ আছে ততক্ষণ মুক্তি নাই। সুতরাং মোক্ষলাভের পক্ষে চিত্তের শান্তি একান্ত আবশ্যক এবং এই শান্তি নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত লাভ হয় না।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

অন্বয় : আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ (আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে) আত্মানম্ ন অবসাদয়েৎ (আত্মাকে অবসন্ন করিবে না) হি (যেহেতু) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মাই আত্মার বন্ধু) আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ (আত্মাই আত্মার শত্রু)।

শব্দার্থ : আত্মনা—বিবেকযুক্ত (শ্রী, ম); বিষয়াসক্তিরহিত (ব); মন দ্বারা। আত্মানম্—বিষয়সাগরে নিমগ্ন চিত্তকে, মনকে (শ); সংসারকূপে নিমগ্ন আপনাকে, জীবকে (ব, ম)। উদ্ধরেৎ—ঊর্ধ্বে উত্থিত করিবে, বিষয়াসক্ত পরিত্যাগ

পূর্বক যোগারূঢ় করিবে (শ, ম)। ন অবসাদয়েৎ—অধোগত করিবে না (শ); বিষয়সমুদ্রে নিমগ্ন করিবে না (ম)। আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ—বিষয়সঙ্গরহিত মনই আপনার বা জীবের বন্ধু [উপকারক]। আত্মৈব আত্মনঃ রিপুঃ—অপকারক (শ্রী.), বিষয়াসক্ত মনই জীবের অপকারক শত্রু [সংসারবন্ধনের হেতু]।

শ্লোকার্থ ঃ আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (ভোগ বা দমনের দ্বারা) অবসন্ন করিও না; কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।

ব্যাখ্যা ঃ যে যোগারূঢ় অবস্থার কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তাহা লাভ করিতে হইলে আমাদের নীচের আত্মাকে উপরের আত্মা দ্বারা জয় করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে যেন দুইটি আত্মা রহিয়াছে। একটি বাসনাকামনাময় আত্মা, প্রকৃতির গুণ দ্বারা ইহা পরিচালিত। অপরটি হইতেছে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত আত্মা। গীতায় বলা হইয়াছে যে এই উর্ধ্ব আত্মা দ্বারা নিম্ন আত্মাকে প্রকৃতির অধীনতা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আত্মাকে কখনও ভোগের দ্বারা বা দমনের দ্বারা অবসন্ন করিবে না। বিষয়নির্মুক্ত আত্মাই আমাদের বন্ধু, কিন্তু বিষয়ানুগত আত্মাই আমাদের শত্রু। কারণ এই বিষয়াবদ্ধ আত্মা আমাদিগকে অধঃপাতের পথে লইয়া যায়। সুতরাং দেখা যায় যে মুক্তির উপায় আমাদের নিজেদের মধ্যেই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের শক্তি বা অবস্থা আমাদের মিত্রও নহে, শত্রুও নহে। সুতরাং যাঁহারা সংসার বা বিষয়কে শত্রু মনে করিয়া সংসার বা কর্ম ত্যাগ করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। যাঁহার নিম্নাত্মা উচ্চাত্মা দ্বারা বশীভূত হইয়াছে তিনি সংসারে থাকিয়াও মুক্ত; পক্ষান্তরে যাঁহার নিম্নাত্মা সংযত হয় নাই তিনি বনে যাইয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।

'আত্মানং নাবসাদয়েৎ' এই কথাটির মধ্যে একাধিক অর্থ নিহিত আছে ঃ (১) আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ ভোগের দ্বারা ইহাকে বিষয়পঙ্কে নিমগ্ন করিবে না, উহাকে অধঃপাতিত করিবে না অথবা দমনের দ্বারা উহাকে শক্তিহীন করিতে চেষ্টা করিবে না; (২) আপনাকে অবসন্ন বা দুর্বল মনে করিবে না। মানুষ কখনও দুর্বল বা শক্তিহীন নহে। সে যতই পতিত হউক না কেন তাহার ভিতর অজেয় শক্তি রহিয়াছে। সে চেষ্টা করিলে এবং অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিম্নাত্মাকে জয় করিয়া আপনার উদ্ধারসাধন করিতে পারে।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

অন্বয় ঃ যেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্তৃক) আত্মা জিতঃ (আত্মা জিত হইয়াছে) আত্মা (সেই আত্মা) তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ (সেই আত্মার বন্ধু) অনাত্মনঃ তু (কিন্তু অজিতাত্মা ব্যক্তির) আত্মা এব (আত্মাই) শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্তেত (শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয়)।

শব্দার্থ ঃ যেন আত্মনা—যে বিবেকযুক্ত মন দ্বারা (ম); যে জীব দ্বারা (ব); আত্মা—বিষয়াসক্ত মন (ব); কার্য-কারণ-সংঘাত। জিতঃ—স্ববশীকৃত (ম)। তস্য আত্মনঃ—সেই জীবের (ব)। অনাত্মনঃ—যাহার মন বশীভূত হয় নাই এইরূপ ব্যক্তির, অজিতমনা জীবের (শ)। শত্রুবৎ বর্তেত—বাহ্য শত্রুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিদ্বারা নিজেরই অনিষ্ট করে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহার (উপরের) আত্মা (নীচের) আত্মাকে জয় করিয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপরের আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহার (নীচের) আত্মা শত্রুর ন্যায়ই কার্য করে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। কোন্ আত্মা আমাদের বন্ধু এবং কোন্ আত্মা আমাদের শত্রু এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। পুরুষ যতদিন প্রকৃতির খেলায় মগ্ন থাকে ততদিন বিষয়াসক্ত আত্মা তাহার নিকট মিত্র বলিয়া মনে হয়। এই নিম্নাত্মার কামনাপূরণই তাহার নিকট হিতকর বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় এই সকল ভোগবাসনার পরিপূরণেই তাহার জীবনের সার্থকতা এবং তাহার সমগ্র সুখ উহাতেই নিবদ্ধ আছে। কিন্তু সাধক যখন প্রকৃতির খেলার উর্ধ্বে উঠিয়া উপরের আত্মাকে লাভ করেন এবং যখন এই উপরের আত্মা দ্বারা নীচের আত্মা বশীভূত হয় তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার বিষয়াসক্ত আত্মাই তাঁহার শত্রু এবং এই নিম্নাত্মাই তাঁহাকে প্রকৃতির অধীন করিয়া তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতেছে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

অন্বয় ঃ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য (জিতাত্মা ও প্রশান্ত ব্যক্তির) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু (শীত-উষ্ণ বা সুখ-দুঃখের মধ্যে) মানাপমানয়োঃ (মান বা অপমান প্রাপ্ত হইলেও) সমাহিতঃ (সমাহিত থাকে)।

শব্দার্থ ঃ জিতাত্মনঃ—যাঁহার আত্মা [মন] জিত [বশীভূত] তাঁহার, অবিকৃতমনা ব্যক্তির। প্রশান্তস্য—রাগাদি-রহিত (শ্রী); সর্বত্র সমবুদ্ধিহেতু রাগদ্বেষশূন্য (ম)। পরমাত্মা—স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বভাব আত্মা (ম); কেবল আত্মা (শ্রী); প্রত্যক্ আত্মাকেই এস্থলে পরমাত্মা বলা হইয়াছে (ম)। শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু—চিত্তবিক্ষেপকর শীতোষ্ণাদিতে (ম, নী)। মানাপমানয়োঃ—পূজা পরিভবে (শ)। সমাহিতঃ—স্বরূপে অবস্থিত থাকে (রা); সাক্ষাৎ আত্মভাবে বর্তমান থাকে; সমাধিস্থ হয় (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে ব্যক্তি নিজের মলিন আত্মাকে জয় করিয়া আত্মার শান্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পরমাত্মা শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব এবং সংসারের মান বা অপমানের মধ্যেও সমাহিত থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী দুই শ্লোকে জিতাত্মা যোগীর অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সাধক কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ দ্বারা ভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত থাকেন, যাঁহার নিম্নাত্মা বশীভূত এবং চিত্ত প্রশান্ত তাঁহার পরমাত্মা প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকে। সাংসারিক চেতনার মধ্যে কর্মের মধ্যেও তাঁহার কোন প্রকার বিক্ষোভ দেখা যায় না। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বাবস্থা তিনি সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন কি সংসারের মান বা অপমান যাহাই আসুক না কেন, কিছুই তাঁহার চিত্তের সমতা নষ্ট করিতে পারে না। তিনি সম্মান লাভ করিলেও তাহাতে উৎফুল্ল হন না এবং অপমানিত হইলেও তাহাতে বিষণ্ণ হন না।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্তচিত্ত) কূটস্থ (নির্বিকার) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী) যোগী (যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (ঈশ্বরে যুক্ত বলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থঃ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞান [শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান, উপদেশজাত জ্ঞান] বিজ্ঞান [শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত বিষয়ের স্বয়ং অনুভব, অপরোক্ষানুভব] এতদ্দ্বারা তৃপ্ত [নিরাকাঙ্ক্ষ] আত্মা [মন, অন্তঃকরণ] যাঁহার (শ, শ্রী)। কূটস্থঃ—অপ্রকম্প্য, নিশ্চল (শ); নির্বিকার (শ্রী); সর্বকালে একভাবে স্থিত (ব); বিষয় সন্নিধানেও বিকারশূন্য (ম)। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—হেয়োপাদেয় বুদ্ধিশূন্যতাহেতু অশ্ম [মৃৎপিণ্ড] লোষ্ট [প্রস্তর] ও কাঞ্চন [সুবর্ণ]ঃ এই সকল পদার্থে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। যোগী—নিষ্কামকর্মী (ব); পরমহংস পরিব্রাজক (ম)। যুক্তঃ—পরমবৈরাগ্যযুক্ত যোগারূঢ় (শ); আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসযোগ্য (ম)।

শ্লোকার্থঃ যিনি আত্মার জ্ঞান ও আত্মানুভূতি দ্বারাই তৃপ্ত থাকেন, যিনি নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি প্রস্তর, মৃত্তিকা ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, এরূপ যোগীকেই ঈশ্বরে যুক্ত বলা যায়।

ব্যাখ্যাঃ যে জিতাত্মা প্রশান্তচিত্ত যোগীর কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তিনি আত্মজ্ঞান দ্বারাই পরিতৃপ্ত। এই জ্ঞান পরোক্ষ নহে, ইহা তাঁহার নিজের অনুভূতিলব্ধ। কাজেই এই প্রকার জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর বিষয়ে তৃপ্তি হইবে কি প্রকারে? তিনি কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিতচিত্ত, বিষয়-সান্নিধ্যেও তাঁহার কোন বিকার উপস্থিত হয় না। তিনি ভালমন্দবোধে সমভাবাপন্ন—স্বর্ণ, প্রস্তর, মৃত্তিকা তাঁহার নিকট তুল্য। সাধারণ লোকে স্বর্ণকে মূল্যবান মনে করে আর প্রস্তর মৃত্তিকাকে তুচ্ছ মনে করে; কারণ স্বর্ণ দ্বারাই লোকে এ সংসারে ভোগের উপকরণসকল সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু যোগীর চিত্তে কোনও ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া তিনি স্বর্ণ, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি সকল বস্তুকেই সমপর্যায় বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

অন্বয়ঃ সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ ও বন্ধুতে) সাধুষু পাপেষু অপি চ (সাধু এবং অসাধু ব্যক্তিসকলেও) সমবুদ্ধিঃ (সমজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন)।

শব্দার্থঃ সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ-বন্ধুষু—সুহৃৎ [হিতাকাঙ্ক্ষী] মিত্র [স্নেহবশতঃ উপকারক] অরি [শত্রু] উদাসীন [বিবদমান উভয়পক্ষকে যিনি উপেক্ষা করেন] মধ্যস্থ [বিবদমান উভয়পক্ষের হিতৈষী] দ্বেষ্য [নিজের অপ্রিয়] বন্ধু [সম্বন্ধবশতঃ হিতেচ্ছু]ঃ এই সকল ব্যক্তিতে (শ, শ্রী, ম)। সাধুষু—পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে (নী); শাস্ত্রবিহিতকারীদিগের মধ্যে (ম)। সমবুদ্ধিঃ—রাগদ্বেষ-

শূন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট (শ)। বিশিষ্যতে—সর্বতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় (ম); সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন ব্যক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (বি)।

শ্লোকার্থঃ সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, অপ্রিয়, বন্ধু এবং সাধু ও অসাধু—ইহাদের সকলের প্রতি যিনি সমভাবাপন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে যোগীর সমত্ববুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি সুহৃৎ, শত্রু, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধু—সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন। সাধারণ লোকের বন্ধু ও সুহৃৎ নিতান্ত প্রিয়, পক্ষান্তরে শত্রু ও দ্বেষ্য লোক অপ্রিয় হইয়া থাকে। উপকারী ব্যক্তিকে সকলেই আদর করে, অপর পক্ষে অপকারীকে ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু যোগীর নিকট শত্রু মিত্র সমতুল্য, তিনি মিত্রকেও আদর করেন না শত্রুকেও ঘৃণা করেন না। তাহা ছাড়া বিশিষ্ট সাধু ব্যক্তিগণও সজ্জনকে সমাদর এবং পাপীকে অনাদর করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগীর নিকট পাপী ও পুণ্যাত্মার ভেদ নাই।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ যোগী (যোগী ব্যক্তি) সততং রহসি স্থিতঃ (সর্বদা নির্জনে থাকিয়া) একাকী (একাকী) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া) নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (কামনা ও ভোগরহিত) আত্মানং যুঞ্জীত (আত্মাকে যুক্ত করিবেন)।

শব্দার্থঃ যোগী—ধ্যানকারী (শ); যোগারূঢ় (ম)। একাকী—অসহায় (শ); ত্যক্ত-সর্ব-গৃহ-পরিজন (ম); সঙ্গশূন্য (শ্রী)। রহসি—একান্তে গিরিগুহাদিতে (শ); যোগপ্রতিবন্ধক দুর্জনাদি-বর্জিতদেশে (ম); জনবর্জিত নিঃশব্দদেশে (রা)। যতচিত্তাত্মা—যাহার চিত্ত এবং দেহ সংযত [যোগপ্রতিবন্ধক-ব্যাপারশূন্য] (ম)। নিরাশীঃ—বৈরাগ্যের দৃঢ়তাহেতু বীততৃষ্ণ। অপরিগ্রহঃ—যোগপ্রতিবন্ধক পরিগ্রহ [ভোগোপকরণ] রহিত (ম); নিরাহার (ব); কন্থা-পুস্তকাদি বহুপরিগ্রহশূন্য (নী)। সততম্—সর্বদা, অহরহ। যুঞ্জীত—সমাহিত করিবে (শ্রী); সমাধিযুক্ত করিবে (ব)। আত্মানম্—মন, অন্তঃকরণ (শ)।

শ্লোকার্থঃ যোগী স্বীয় ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া, সমস্ত ভোগের উপকরণ ত্যাগ করিয়া, মন হইতে সমস্ত বাসনা আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া একাকী নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব কয়েক শ্লোকে জিতাত্মা ব্যক্তির শান্ত সমভাবের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু চিত্তসংযম কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। এই সাধনার মধ্যে ধ্যানযোগ প্রধান। এই ধ্যানযোগ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগেরই অনুরূপ। ইহা চিত্তনিরোধ যোগ নামে অভিহিত। কিন্তু এই যোগের সাধনা চিত্তের স্থৈর্য, শান্তি ও সমত্ব লাভের উপায় মাত্র। ইহাই ভাগবত জীবনের শেষ কথা নহে। তারপর গীতার যে কয়েকটি শ্লোকে এই সাধনপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত উহার কতকটা পার্থক্য আছে। যথাস্থানে উহা প্রদর্শিত হইবে।

যোগী নির্জনে থাকিয়া সর্বদা আত্মাকে ভগবানের সহিত যুক্ত রাখিবেন। এস্থলে নির্জন স্থান বলিতে জনকোলাহলশূন্য স্থান বুঝাইতেছে। কারণ জনবহুল স্থানে

চিত্তবিক্ষেপের আশংকা খুব বেশী। কাজেই যোগী নির্জন স্থানে যাইয়া যোগের অভ্যাস করিবেন। তিনি অপর লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিবেন, কারণ বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিলেই বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক বিক্ষোভ হইতে মুক্ত (যতচিত্তাত্মা) থাকিতে হইবে, যেহেতু দেহ ও চিত্ত সংযত না হইলে যোগাভ্যাস অসম্ভব। সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জিত (অপরিগ্রহঃ) হইতে হইবে, কারণ ভোগোপকরণ পরিত্যাগ না করিলে চিত্তবিক্ষেপবশত যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। অষ্টাঙ্গ যোগের যম ও নিয়মের কথা এই শ্লোকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ ১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

অন্বয়ঃ শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতম্‌ (অত্যুচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতি নীচুও নয়) চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ (উপর্যুপরি বস্ত্র, ব্যাঘ্রচর্ম ও কুশদ্বারা রচিত) আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (নিজের আসন পাতিয়া) তত্র (সেই আসনে) উপবিশ্য (উপবেশনপূর্বক) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মনকে একাগ্র করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মশুদ্ধির জন্য) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগ অভ্যাস করিবে)।

শব্দার্থঃ শুচৌ—স্বভাবতঃ অথবা সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ (শ), জনসমুদায়রহিত, নির্ভয় (ম), অশুচি বস্তুদ্বারা অস্পৃষ্ট, পবিত্র (রা)। দেশে—স্থানে (শ), গঙ্গাতট গিরিগুহাদি স্থানে (ব), সমস্থানে (ম)। স্থিরম্‌—অচল (শ), নিশ্চল (ম)। ন অত্যুচ্ছ্রিতম্‌—অত্যুচ্চ নহে (ম), পতনভয় পরিহারের নিমিত্ত অত্যুচ্চ নিষেধ করা হইয়াছে। চেলাজিনকুশোত্তরম্‌—চেল [মৃদুবস্ত্র] অজিন [মৃদুব্যাঘ্রাদির চর্ম] এবং কুশ উত্তরে [উপর্যুপরি] যাহাতে তদ্রূপ ; স্থণ্ডিলের উপরে কুশ, কুশের উপর অজিন এবং অজিনের উপর চেল স্থাপন করিতে হইবে। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়া—যত [নিগৃহীত] চিত্তের ক্রিয়া [বিষয়ের স্মরণ] এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যৎকর্তৃক তথাভূত (নী, ম)। আত্মবিশুদ্ধয়ে—আত্মনঃ [অন্তঃকরণের] বিশুদ্ধির [ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতালাভের] নিমিত্ত (ম), চিত্তশুদ্ধির (নী), বন্ধনবিমুক্তির (রা) নিমিত্ত। যোগম্‌—সমাধি (ম)। যুঞ্জ্যাৎ—অভ্যাস করিবে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যোগী পবিত্র স্থানে আসন পাতিবেন ; উহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম এবং তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন। উক্ত আসনে উপবেশনপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তিনি যোগ অভ্যাস করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই দুইটি শ্লোকে আসনের নিয়ম বলা হইয়াছে। স্বভাবত শুদ্ধ স্থানে আসনের প্রতিষ্ঠা করিবে। কারণ বিশুদ্ধ পবিত্র স্থানে যেরূপ চিত্তের প্রসাদ জন্মে অপবিত্র স্থানে সেইরূপ হয় না। আসন যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়।

প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম এবং তদুপরি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তৎপর পদ্মস্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন করিবে। তারপর মনকে একাগ্র অর্থাৎ লয়-বিক্ষেপশূন্য করিয়া মন এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত হইলে ভগবানের ধ্যানে সমাধিলাভের চেষ্টা করিবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে এই যোগের উদ্দেশ্য কি ? ইহার উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। বিষয়াকাঙ্ক্ষাজনিত চিত্তের বিক্ষেপ ও মালিন্য দূর করাই যোগের উদ্দেশ্য। মানুষের চিত্ত স্বভাবত নানা ভোগবাসনা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; এই বিক্ষেপকে দূর করিয়া চিত্তকে স্থির করিতে না পারিলে কোন সাধনাই হইতে পারে না। এই কারণে সাধক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আসন প্রাণায়ামাদি উপায় দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া যোগসাধন করিবেন।[১]

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ কায়শিরোগ্রীবম্‌ (শরীর, মস্তক ও গ্রীবাদেশকে) সমম্‌ অচলং ধারয়ন্‌ (সরল ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (স্বীয় নাসিকার অগ্রভাব দর্শন করিয়া) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্‌ (এবং দিকসমূহ অবলোকন না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) বিগতভীঃ (ভয়শূন্য) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হইয়া) মনঃ সংযম্য (মনকে সংযত করিয়া) মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ (মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে)।

শব্দার্থঃ কায়শিরোগ্রীবম্‌—কায় [শরীর] শিরঃ [মস্তক] এবং গ্রীবা [গলা] (শ) ; গ্রীবামূল হইতে আরম্ভ করিয়া মূর্ধান্ত পর্যন্ত (ম)। দিশঃ চ অনবলোকয়ন্‌—স্ত্রী আদি বিক্ষেপক বিষয়দর্শনভয়ে ইতস্ততঃ অবলোকন না করিয়া (নী, ম)। প্রশান্তাত্মা—প্রকৃষ্টরূপে [বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়ত্যাগ দ্বারা, সমাধিযোগদ্বারা] শান্ত [উপরত, রাগাদি-দোষরহিত] আত্মা [চিত্ত] যাঁহার (ম) ; অক্ষুব্ধমনাঃ (ব)। বিগতভীঃ—শাস্ত্রে নিশ্চয় দৃঢ়তা দ্বারা বিগত [দূরীভূত] ভীঃ [সর্বকর্ম পরিত্যাগহেতু যুক্তত্বাযুক্তত্ব আশঙ্কা] যাঁহার (ম) ; নির্ভয় (ব)। ব্রহ্মচারিব্রতে—ব্রহ্মচর্যে, গুরু-শুশ্রূষাদি-ভিক্ষা-ভোজনাদিতে (ম)। মনঃ সংযম্য—মনকে বিষয়াকারশূন্য করিয়া (ম)।

শ্লোকার্থঃ যোগী নিজের দেহ, মস্তক ও গ্রীবাদেশকে সরল ও স্থিরভাবে রাখিবেন এবং স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবেন। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না ; প্রশান্তচিত্ত, ভয়শূন্য এবং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত হইয়া মনঃসংযমপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে (ঈশ্বরে) চিত্ত সমাহিত করিয়া রাখিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই দুইটি শ্লোকে আসনে উপবেশনান্তর দেহের সংস্থান সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দেহকাণ্ড, মস্তক ও গ্রীবাকে সরল ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি স্থির করিতে হইবে এবং মনের কোনরূপ বিক্ষেপ না হয় তাহার জন্য

[১] দ্রঃ শ্বেতাশ্বতর, ২।১০ শ্লোক।

কোনও দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। এই সকল বাহ্যিক প্রক্রিয়া চিত্তসংযম ও একাগ্রতালাভের উপায় মাত্র। তারপর যোগীকে যোগসাধনকালে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে। কারণ কোনও উচ্চাঙ্গের সাধনা করিতে হইলেই বীর্যরক্ষা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ একান্ত আবশ্যক, অন্যথা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা উৎপন্ন হইলে যোগসাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বিগতভীঃ—যোগীকে নির্ভীক হইতে হইবে। চিত্তে কোনরূপ ভয় বা আশংকা থাকিলে চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। যিনি সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ভয় আসিবে কোথা হইতে?

মচ্চিত্তঃ যুক্ত আসীত মৎপরঃ—তারপর ভগবান বলিতেছেন, 'যোগী অন্য বিষয়ের চিন্তা না করিয়া আমাতেই চিত্ত স্থির করিয়া আমার সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে।' এই 'আমি' কে? 'আমি' অর্থে ভগবান পুরুষোত্তম বাসুদেব। চিত্তকে স্থির করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত রাখাই যোগের উদ্দেশ্য।[1]

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

অন্বয়ঃ যোগী (যোগী) এবং (এই প্রকারে) আত্মানং সদা যুঞ্জন্ (আত্মাকে সর্বদা যুক্ত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত হইয়া) মৎসংস্থাং (আমাতে স্থিত) নির্বাণপরমাং শান্তিম্ (নির্বাণের পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থঃ যোগী—ধ্যানকারী সন্ন্যাসী (আ)। এবম্—যথোক্ত বিধানে (শ)। সদা—নিরন্তর, দীর্ঘকাল (নী)। আত্মানং যুঞ্জন্—মনকে সমাহিত করিয়া (শ্রী)। নিয়তমানসঃ—অভ্যাসাতিশয় দ্বারা নিয়ত [নিরুদ্ধ] মানস [মন] যৎকর্তৃক (ম); 'আমার' স্পর্শে মন পবিত্র হওয়াতে নিশ্চলমনা (রা)। নির্বাণ-পরমাম্—নির্বাণে [মোক্ষে] পরম নিষ্ঠা যাহা তাহাই নির্বাণ-পরমা। মৎসংস্থাম্—ময়ি [আমাতে] সংস্থা [একীভাবে অবস্থান বা সমাপ্তি] যাহার (নী); মদধীনা (শ); মৎস্বরূপ-পরমানন্দরূপা (ম); মদ্রূপে অবস্থিতা (শ্রী)। শান্তিম্—সংসারোপরতি (বি); সর্ববৃত্তির উপরতিরূপ প্রশান্ত নিষ্ঠা (ম)।

শ্লোকার্থঃ পূর্বোক্ত প্রকারে সংযতচিত্তে সর্বদা যোগাভ্যাস করিয়া যোগী নির্বাণের যে চরম শান্তি তাহাই লাভ করেন। এই শান্তির ভিত্তি আমি।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বের কয়েক শ্লোকে যে ধ্যানযোগের কথা বলা হইয়াছে সেই যোগে যুক্ত হইলে সংযতচিত্ত যোগী নির্বাণজাত পরম শান্তি লাভ করেন। এস্থলে 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ প্রকৃতির বিক্ষোভ হইতে মুক্ত আত্মার সমাধি। যোগী যখন সমাধি লাভ করেন তখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়াতে চিত্তের বিক্ষোভ একেবারে দূরীভূত হয়, মন নিশ্চল হয়; ইহার বহির্মুখী চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই যোগী সমাধিকালে চিত্তের শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু এস্থলে যে শান্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা কেবল চিত্তনিরোধজনিত শান্তি নহে। উহার সহিত আর একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে 'মৎসংস্থাম্'। ভগবান বলিতেছেন—আমাতে (ভগবান পুরুষোত্তম বাসুদেবে) যিনি চিত্ত সমাহিত করিয়া

---
১ দ্রঃ শ্বেতাশ্বতর, ২।৮ শ্লোক।

যোগসাধন করেন তিনি যে পরম শান্তি লাভ করেন তাহার ভিত্তি আমি অর্থাৎ আমিই তাঁহাকে সেই শান্তি দান করি।

চিত্তনিরোধের শান্তি পরম শান্তি নহে। কারণ ব্যুত্থানকালে যোগীর ইন্দ্রিয়বৃত্তি যখন জাগিয়া উঠে তখন তাঁহার যোগজনিত শান্তি নষ্ট হইতে পারে। ভগবানে যুক্ত যোগীর শান্তি নষ্ট হইতে পারে না। কারণ সমাধিকালে তিনি ভগবানের সহিত যেরূপ যুক্ত থাকেন ব্যুত্থানকালেও তাঁহার সেই যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬

অন্বয়ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) অত্যশ্নতঃ তু (কিন্তু অতিভোজীর) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না) একান্তম্ অনশ্নতঃ চ ন (নিতান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না) অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন (অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণেরও হয় না) জাগ্রতঃ এব চ ন (অতি জাগরণশীলেরও হয় না)।

শব্দার্থঃ অত্যশ্নতঃ—[লোভহেতু] অতিরিক্ত ভোজনকারীর (ম); অধিক-ভোজনকারীর (শ্রী)। একান্তম্ অনশ্নতঃ—অত্যল্পভোজনকারীর (শ্রী)। অতিস্বপ্নশীলস্য—অতি-নিদ্রাশীল ব্যক্তির (ম)। জাগ্রতঃ—অতি-জাগরণশীল ব্যক্তির (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, যাহারা অতি ভোজন করে অথবা যাহারা একবারেই আহার করে না, যাহারা অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণ অথবা যাহারা সর্বদাই জাগিয়া থাকে অর্থাৎ মোটেই নিদ্রা যায় না, এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে যোগাভ্যাস অসম্ভব।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বোক্ত যোগীর কিন্তু সাংসারিক চেতনা বিনষ্ট হয় না। যখন তিনি সমাধিমগ্ন থাকেন তখন অবশ্য সংসারের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ব্যুত্থানকালে সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহারও আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত কর্মই সম্পন্ন হয়। তবে এই সকল ব্যাপারে ভোগীর সহিত তাঁহার প্রভেদ এই যে তাঁহার সমস্ত কাজই পরিমিত এবং সংযত—এগুলি কতকগুলি বিধিনিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যোগসাধনার পক্ষে এই প্রকারের সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ যে ব্যক্তি তাহার আহার-নিদ্রা বিষয়ে অমিতাচারী, যে ব্যক্তি অত্যধিক বা অত্যল্প আহার করে, অত্যধিক বা অত্যল্প নিদ্রা যায়, সে শারীরিক ব্যাধি বা দুর্বলতা-নিবন্ধন যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

অন্বয়ঃ যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহার-বিহারকারী) কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্মসমূহে নিয়মিত চেষ্টাকারীর) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (এবং পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা ভবতি (যোগ দুঃখবিনাশক হইয়া থাকে)।

শব্দার্থঃ যুক্তাহার-বিহারস্য—আহার [ভোজন, অন্ন] ও বিহার [পাদক্রম, ভ্রমণ] যুক্ত [নিয়তপরিমাণ] যাহার (শ)। কর্মসু—প্রণব জপ উপনিষদাবর্তন প্রভৃতি কর্তব্যকর্মে (ব)। যুক্তচেষ্টস্য—যুক্ত [নিয়ত] কার্যে (ম); লৌকিক ও পারমার্থিক

চেষ্টা যাহার তাহার (ম)। যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য—যুক্ত [নিয়মিত] স্বপ্ন [নিদ্রা] ও অববোধ [জাগরণ] যাহার (ম)। দুঃখহা—দুঃখহননকারী, সমূল সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিহেতু (ম); দুঃখনিবর্তক (শ্রী), সর্ব-সংসার-দুঃখ-ক্ষয়কৃৎ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি নিয়মিত ভোজন করেন, নিয়মিতভাবে চলাফেরা করেন, সকল-প্রকার কর্মেই যাঁহার চেষ্টা নিয়মিত অর্থাৎ যিনি কোন কর্মেই অত্যধিক বা অত্যল্প উদ্যোগ করেন না, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ই নিয়মিত—এরূপ ব্যক্তির যোগ সর্বদুঃখের নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ যোগীর আহার-বিহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম নিয়ত-পরিমাণ হইলেই উহা যোগসিদ্ধির অনুকূল এবং যোগীর দুঃখনাশক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যোগী যদি এই সকল ব্যাপারে অমিতাচারী হন তাহা হইলে তাঁহার যোগ সুখের পরিবর্তে দুঃখই বহন করিবে। এই প্রকারের অনিয়মিত আচরণ দ্বারা অনেক যোগাভ্যাসীকে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং যোগী আহার, নিদ্রা, ক্রীড়া, কর্ম একবারে ত্যাগ করিবেন না ; আবার এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মগ্নও থাকিবেন না।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮

অন্বয় ঃ যদা (যখন) বিনিয়তং চিত্তম্ (সংযতচিত্ত) আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (আত্মাতেই স্থিত হয়) তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ (সর্বকামনায় স্পৃহা-শূন্য পুরুষ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যুক্ত বলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থ ঃ বিনিয়তম্—তীব্র বৈরাগ্যহেতু নিয়ত (ম); বিশেষরূপে নিয়ত, একাগ্র (শ); বিশেষরূপে নিরুদ্ধ (শ্রী); সর্ববৃত্তি-শূন্যতাপ্রাপ্ত (ম)। অবতিষ্ঠতে—নিশ্চল হয় (ম); স্থির হয় (ব); স্থিতিলাভ করে (শ)। সর্ব-কামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ—ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিগততৃষ্ণ (শ্রী); দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়কামে তৃষ্ণাশূন্য (ম), আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য (ব)। যুক্তঃ—প্রাপ্তযোগ (শ্রী), নিষ্পন্নযোগ (ব); সমাহিত (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যখন কোনও যোগী পুরুষের চিত্ত সংযত ও সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মাতে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাঁহাকে যুক্ত বলা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ যুক্ত যোগী কাহাকে বলে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যখন সাধকের চিত্ত সর্বপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রভাবে আত্মাতে স্থিতিলাভ করে তখনই তাঁহাকে যুক্ত বলা যাইতে পারে।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে (নির্বাতপ্রদেশে অবস্থিত দীপ-শিখা বিচলিত হয় না) আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (আত্মবিষয়ক যোগে যুক্ত) যতচিত্তস্য (সংযতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থ ঃ নিবাতস্থঃ—বাতবর্জিত স্থানে স্থিত (শ)। যথা ন ইঙ্গতে—যেরূপ বিচলিত হয় না (শ)। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ—যিনি আত্মবিষয়ক সমাধির অনুষ্ঠান করেন (শ)। যতচিত্তস্য যোগিনঃ—সংযতান্তঃকরণ যোগীর (শ); নিরুদ্ধ-সর্বচিত্তবৃত্তি যোগীর (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ যেমন বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখা আদৌ বিচলিত হয় না অর্থাৎ সর্বদা সম্পূর্ণ স্থির থাকে, সেইরূপ যে যোগী আত্মার সহিত যুক্ত, যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ সংযত সেই যোগীর মনও সর্বদা স্থির থাকে ; কিছুতেই বিচলিত হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত যুক্ত যোগীর চিত্তের অবস্থা একটি সুন্দর উপমা দ্বারা এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বোঝান হইয়াছে। মানুষের মন ঠিক দীপশিখার মত। দীপশিখা বায়ুবেগেই আন্দোলিত হয়, বায়ুবেগ না থাকিলে নির্বাতপ্রদেশে উহা স্থির অচঞ্চল থাকে। সেইরূপ মানুষের মনও বিষয়ের আকর্ষণজনিত ভোগবাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কামনা দূরীভূত এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে উহাও স্থির অচঞ্চল হয়।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

অন্বয় ঃ যত্র (যে কালে বা যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগানুষ্ঠান দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে (নিরুদ্ধচিত্তের উপশম হয়) যত্র চ (এবং যে কালে বা অবস্থায়) আত্মনা (আত্মদ্বারা) আত্মানং পশ্যন্ (আত্মাকে দর্শন করিয়া) আত্মনি এব তুষ্যতি (আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করে) [তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে]।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে সময়ে, যে অবস্থাবিশেষে (শ্রী)। যোগসেবয়া নিরুদ্ধম্—যোগানুষ্ঠান দ্বারা সর্বত্র নিবারিত-প্রচার (শ)। উপরমতে—উপরতি প্রাপ্ত হয় (শ)। আত্মনা—সমাধি-পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা (শ); শুদ্ধ মন-দ্বারা (শ্রী)। আত্মানম্—সর্বজ্যোতিঃস্বরূপ পরম চৈতন্য (শ)। পশ্যন্—সাক্ষাৎ করিয়া (ব)। আত্মনি এব তুষ্যতি—পরমানন্দঘন আত্মাতেই তুষ্ট হয়, বিষয়ে তুষ্ট হয় না (ম, নী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে কালে, যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা যোগীর চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে নিরুদ্ধ হইয়া এক আত্মাতে সম্পূর্ণ শান্তভাবে অবস্থান করে এবং যে কালে, যে অবস্থায় যোগী আত্মদ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করেন, তখনই তাঁহাকে যোগযুক্ত বলা যাইতে পারে।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

অন্বয় ঃ যত্র এব (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) আত্যন্তিকং যৎ সুখম্ (আত্যন্তিক যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন) স্থিতঃ চ (এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্ত্বতঃ ন চলতি (যোগী আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। [তাহাই যোগ বলিয়া জানিও]।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে কালে (শ)। আত্যন্তিকম্‌—অনন্ত (শ), নিরতিশয় (ম)। বুদ্ধিগ্রাহ্যম্‌—রজস্তমোমল-রহিত সত্ত্বমাত্রবাহিনী বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য (ম); সুষুপ্তি সুখের ন্যায় (নী)। অতীন্দ্রিয়ম্‌—ইন্দ্রিয়গোচরাতীত, অবিষয়জনিত (শ)। যৎ সুখং তৎ বেত্তি—তদ্রূপ যে সুখ তাহা অনুভব করেন (শ)। যত্র—যে সুখে স্থিত হইলে (নী)। অয়ম্‌—বিদ্বান পুরুষ (শ)। তত্ত্বতঃ—তত্ত্বস্বরূপ হইতে (শ); আত্মস্বরূপ হইতে (ম)। ন চলতি—বিচ্যুত হয় না (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ এই অবস্থায় যোগী যে আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন তাহা ইন্দ্রিয় ও মনের উপভোগ্য অশান্ত সুখ নহে; এই সুখ আত্মার, ইহা বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারাই গ্রাহ্য। এই অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আর কখনও আত্মস্বরূপ হইতে স্খলিত হন না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

অন্বয় ঃ যং চ লব্ধ্বা (যাহাকে লাভ করিয়া) অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং ন মন্যতে (তাহা হইতে অধিক বলিয়া মনে করেন না) যস্মিন্‌ স্থিতঃ (যেখানে স্থিত হইলে) গুরুণা দুঃখেন অপি (দারুণ দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) [তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে]।

শব্দার্থ ঃ যং লব্ধ্বা—যাহা লাভ করিয়া, যে আত্মলাভ প্রাপ্ত হইয়া (শ)। ততঃ—তাহা হইতে, তাহার অধিক (ম)। ন মন্যতে—চিন্তা করে না (শ)। যস্মিন্‌—যে আত্মতত্ত্বে স্থিত (ম)। গুরুণাপি দুঃখেন—শস্ত্রপাতাদি নিমিত্ত মহাদুঃখ দ্বারা (শ)। ন বিচাল্যতে—অভিভূত হয় না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যাহা লাভ করিলে যোগী অপর কোনও লাভকে তদপেক্ষা শ্রেয় মনে করেন না অর্থাৎ যে লাভ অপর সকল লাভ অপেক্ষা বড়, যাহা প্রাপ্ত হইলে দারুণ দুঃসহ শোকও আর যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে।

তং বিদ্যাদ্‌দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

অন্বয় ঃ তং দুঃখসংযোগবিয়োগং (সেই দুঃখসংযোগের বিয়োগকে) যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ (যোগ বলিয়া জানিও) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায়ের সহিত) অনির্বিণ্ণচেতসা (অবিষণ্ণচিত্তে) সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ (সেই যোগে যুক্ত হইবে)।

শব্দার্থ ঃ তম্‌—যে পরমানন্দ-প্রকাশক চিত্তের অবস্থাবিশেষ উক্ত হইয়াছে সেই চিত্তবৃত্তিনিরোধ (ম)। দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্‌—দুঃখের দ্বারা সংযোগ দুঃখ-সংযোগ, তদ্দ্বারা বিয়োগ, দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগ (শ); দুঃখসংযোগের বিয়োগ [প্রধ্বংস] যেখানে তাহা (ব)। যোগসংজ্ঞিতম্‌—যোগশব্দবাচ্য সমাধি (ম)। সঃ যোগঃ—পরমাত্মাতে ক্ষেত্রজ্ঞের যোজন (শ্রী)। নিশ্চয়েন—শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-জনিত অধ্যবসায় দ্বারা (শ), চিত্তের দৃঢ়তা দ্বারা (শ্রী)। অনির্বিণ্ণচেতসা—নির্বেদ [ঔদাসীন্য] রহিত চিত্তদ্বারা (শ)। 'এতদিনেও যোগ সিদ্ধ হইল না, আর কষ্ট করিবার দরকার কি ?' ঃ এই প্রকারের অনুতাপের নাম নির্বেদ, এইরূপ নির্বেদশূন্য

চিত্তদ্বারা; এই জন্মে অথবা জন্মান্তরে সিদ্ধি হইবে, এই প্রকার ধৈর্যযুক্ত মন দ্বারা (ম)। যোক্তব্যম্‌—অভ্যাসনীয় (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যে অবস্থায় সর্বপ্রকার দুঃখের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহাই প্রকৃত যোগের অবস্থা। দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা, নির্বেদশূন্য পূর্ণ উৎসাহের সহিত এই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ (২০—২৩শ শ্লোক)—যোগ কাহাকে বলে এবং যোগীর লক্ষণ ও অবস্থা এই কয়টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

(১) যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা চিত্ত বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া উপরত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়। ইহারই নাম প্রত্যাহার।

(২) বিষয়দৃষ্টি নিরুদ্ধ হওয়াতে আত্মা তখন আত্মাকে দেখিতে পায়, আত্মাতেই আত্মা আনন্দলাভ করে।

(৩) যোগী তখন বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করেন। সাধারণ মানুষের সুখ ইন্দ্রিয় ও মনের উপর বাহ্য বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়া ইহা মলিন ও ক্ষণস্থায়ী। যোগীর সুখ তাঁহার ভিতর হইতে উদ্ভূত হয়। কাজেই উহা অতীন্দ্রিয়, মনেরও অগোচর, একমাত্র নির্মল বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণীয়।

(৪) এই অবস্থায় একবার উপস্থিত হইলে যোগী আর তাহা হইতে বিচলিত হন না, কারণ এখানে আত্মা মনের উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার আর আত্মস্বরূপ হইতে স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) এই অবস্থা লাভ করিলে ইহা অপেক্ষা কোন লাভই অধিকতর বলিয়া মনে হয় না। কারণ আত্মজ্ঞানজনিত আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর সুখকর এই জগতে আর কিছুই নাই।

(৬) এই অবস্থায় স্থিত হইলে ভীষণ মানসিক শোকদুঃখও যোগীকে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত করিতে পারে না। আমাদের শোকদুঃখ আসে বাহির হইতে; কিন্তু যাঁহার চিত্ত আত্মাতেই যুক্ত তাঁহাকে বাহিরের শোকদুঃখ স্পর্শ করিবে কি প্রকারে ?

(৭) এই দুঃখহীনতার অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় মনের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে।

দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ের সহিত এই যোগের অভ্যাস করিবে। কখনও নির্বেদযুক্ত বা অবসন্নচিত্ত হইবে না, কোনও বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহাতে বিচলিত হইবে না।

সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ সংকল্পপ্রভবান্‌ সর্বান্‌ কামান্‌ (সংকল্পজাত সমস্ত কামনাকে) অশেষতঃ ত্যক্ত্বা (নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য (ইন্দ্রিয়সকলকে চারিদিক হইতে নিবৃত্ত করিয়া) ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা

(ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ (ধীরে ধীরে মনকে নিরুদ্ধ করিবে) মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা (মনকে আত্মসংস্থ করিয়া) কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ (কিছুই চিন্তা করিবে না)।

শব্দার্থ ঃ সংকল্পপ্রভবান্‌—দৃষ্ট বিষয়েও শোভনত্বাদি দর্শনে যে শোভনাধ্যাস হয় সেই সংকল্প হইতে 'ইহা আমার হউক' ঃ এই প্রকার কামনা জন্মে। ঐ কামনাই সংকল্পপ্রভব কাম (ম)। কাম দ্বিবিধ, স্পর্শজ এবং সংকল্পজ, শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ কাম আর পুত্র-পৌত্র-ক্ষেত্রাদি প্রাপ্তির বাসনা সংকল্পজ (র)। সর্বান্‌—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত (ম)। অশেষতঃ—বাসনাচ্ছেদপূর্বক সংকল্প নিরোধ দ্বারা (নী); নিরবশেষ বাসনার সহিত (ম)। মনসা—বিবেকযুক্ত বিষয়-দোষদর্শী মনদ্বারা (ম)। ইন্দ্রিয়গ্রামম্‌—চক্ষুরাদি-করণসমূহ (ম)। সমন্ততঃ বিনিয়ম্য—সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া (ম), কামত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলকে প্রত্যাহৃত করিয়া (আ)। ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—ধৃতিদ্বারা [ধৈর্যদ্বারা] গৃহীত [বশীকৃত] বুদ্ধিদ্বারা; 'ইহা আমার অবশ্যকর্তব্য' এবং 'ইহা আমার অবশ্য হইবে' ঃ এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা (নী)। উপরমেৎ—উপরতি করিবে (শ), সমাধিতে স্থিত থাকিবে (ব)। মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা—'আত্মাতে স্থিত, আত্মাই সব, ইহা ছাড়া আর কিছু নাই' ঃ এই প্রকারে আত্মস্থ করিয়া (শ), সর্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য করিয়া (ম)। ন চিন্তয়েৎ—চিন্তা করিবে না, চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করিবে না (ম), ধ্যাতৃ, ধ্যান, ধ্যেয় বিভাগও করিবে না, কিন্তু অখণ্ডৈকরস সংবিদাত্মা দ্বারা সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিবে (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ প্রথমে মনের সংকল্পজাত কামনাসমূহকে নিঃশেষে বর্জন করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে মনের সাহায্যে সংযত করিতে হইবে। তারপর ধৈর্যের সহিত বুদ্ধিদ্বারা ক্রমশঃ মনের ক্রিয়াকে বন্ধ করিতে হইবে এবং মনকে উপরের আত্মায় নিবিষ্ট করিয়া সর্বপ্রকার চিন্তা হইতে বিরত হইবে।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

অন্বয় ঃ চঞ্চলম্‌ অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল এবং অস্থির মন) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যে যে স্থানে ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ নিয়ম্য (সেই সেই স্থান হইতে নিরুদ্ধ করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) এতৎ বশং নয়েৎ (ইহাকে বশে আনিবে)।

শব্দার্থ ঃ যতঃ যতঃ—যে যে বিষয়ের নিমিত্ত (শ); চিত্তবিক্ষেপক শব্দাদির মধ্যে যে যে বিষয়ের অভিমুখে (ম)। চঞ্চলম্‌—অতিশয় চল, অতএব অস্থির (শ), বিক্ষেপাভিমুখ (ম)। নিশ্চরতি—স্বভাবদোষে নির্গত হয় (শ)। নিয়ম্য—বৈরাগ্য-ভাবনা দ্বারা বৃত্তিহীন করিয়া (ম)। আত্মনি এব—স্বপ্রকাশ পরমানন্দঘন আত্মাতে (ম)। বশং নয়েৎ—আপনার বশীভূত করিবে (শ), নিরুদ্ধ করিবে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ স্বভাবত চঞ্চল এবং অস্থির মন যখন যে বিষয়ের দিকে ছুটিবে তখনই উহাকে সেই বিষয় হইতে নিরুদ্ধ বা সংযত করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মার বশে আনিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ (২৪—২৬শ শ্লোক)—যোগসাধনার দুইটি অঙ্গ আছে। একটি বহিরঙ্গ

সাধনা, অপরটি অন্তরঙ্গ সাধনা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার—ইহারা বহিরঙ্গ সাধনা। ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই তিনটি যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা। এই অধ্যায়ের ১০ম হইতে ১৪শ শ্লোকে যোগের বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলা হইয়াছে। ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোকে অন্তরঙ্গ সাধনের বিষয় বলা হইতেছে। পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসাধনপ্রণালীই গীতাতে সংক্ষেপে উহার নিজস্ব ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এসম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ

> প্রথমে বাসনাত্মক সংকল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে, যেন কিছুমাত্র বাসনা বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে যেন তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে; কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিতে হইবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। ধৈর্যের সহিত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মনের ক্রিয়া বন্ধ করিবেন, মনকে উপরের আত্মায় নিবিষ্ট করিবেন এবং কোন কিছু চিন্তা করিবেন না। স্বভাবত চঞ্চল ও অস্থির মন যখনই যে দিকে ছুটিবে তখনই সেদিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌ ॥ ২৭

অন্বয় ঃ প্রশান্তমনসম্‌ (প্রশান্তচিত্ত) ব্রহ্মভূতম্‌ (ব্রহ্মভূত) এনং হি যোগিনম্‌ (এই যোগীকেই) উত্তমম্‌ (উত্তম) শান্তরজসম্‌ (রজোগুণের বিক্ষোভহীন) অকল্মষম্‌ (নিষ্কলঙ্ক) সুখম্‌ (সুখ) উপৈতি (আশ্রয় করে)।

শব্দার্থ ঃ এনং প্রশান্তমনসম্‌—প্রশান্ত [বৃত্তিশূন্যতা হেতু আত্মাতে অচল, আত্মাতে লীন] মন যাঁহার ঃ এরূপ ব্যক্তিকে (ব, ম)। শান্তরজসম্‌—শান্ত [প্রক্ষীণ, বিনষ্ট] রজঃ [বিক্ষেপক রজোগুণ] যাঁহার, বিক্ষেপশূন্য (ম)। অকল্মষম্‌—যাঁহার লয়হেতু তমোগুণ নাই, লয়শূন্য (ম); ধর্মাধর্মাদি বর্জিত (শ); যাঁহার প্রাক্তন সূক্ষ্মদোষ দগ্ধ হইয়াছে (ব)। ব্রহ্মভূতম্‌—ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত (শ্রী); জীবন্মুক্ত, 'ব্রহ্মই সব' এরূপ যাঁহার নিশ্চয় হইয়াছে (শ); স্বরূপসুখে অবস্থিত (রা) সুখম্‌—আত্মানুভবরূপ মহাসুখ (ব); সংপ্রজ্ঞাত-সমাধি-ফলভূত-উত্তম সুখ (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত এই যোগীই সর্বোৎকৃষ্ট, শান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে যোগীর আন্তরিক অনুভূতির কথা বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত উপায়ে যে যোগীর চিত্ত হইতে সমস্ত কামনা বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহার চঞ্চল মন আত্মার বশীভূত হইয়াছে তিনি নির্মল উত্তম সুখ অনুভব করেন; কেননা—(১) তাঁহার রজোগুণজনিত সমস্ত বিক্ষোভ বিদূরিত হইয়াছে (শান্তরজসম্‌)। আমাদের মনের কামনাসমূহ রজোগুণ হইতে সম্ভূত, সুতরাং রজোগুণ প্রশমিত হইলে চিত্তের অশান্তি বা বিক্ষোভ আপনিই অন্তর্হিত হইবে। (২) তিনি ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্ম যেরূপ শান্ত, সম, বিকারশূন্য, যোগীও সেইরূপ সম, শান্ত এবং স্থির। আনন্দময় ব্রহ্মে তাঁহার চিত্ত লীন হওয়াতে তিনি পরম সুখদ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

অন্বয় ঃ এবং (এইরূপে) আত্মানং সদা যুঞ্জন্ (আত্মাকে সর্বদা যুক্ত রাখিয়া) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিষ্পাপ যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ) অত্যন্তং সুখম্ (নিরতিশয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ আত্মানং যুঞ্জন্—মনকে বশীভূত, সমাহিত করিয়া (শ্রী, ম)। বিগতকল্মষঃ—বিগতপাপ (শ); দগ্ধসর্বদোষ (ব)। যোগী—নিত্য যোগে স্থিত (ম)। সুখেন—ঈশ্বর-প্রণিধানের সর্বান্তরায়ের নিবৃত্তিদ্বারা অনায়াসে (ম)। ব্রহ্মসংস্পর্শম্—ব্রহ্মসংস্পর্শজাত, ব্রহ্মানুভবরূপ (ব)। অত্যন্তম্—নির্বিশেষ (নী); সর্বোত্তম। সুখম্—পরমানন্দৈকরূপ সুখ (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ এইরূপে নিজেকে সর্বদা যোগাবস্থায় রাখিয়া সর্বদোষমুক্ত যোগী ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ পরম সুখ অনুভব করেন।

ব্যাখ্যা ঃ গীতোক্ত যোগী ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি সর্বদা সমাধিতে মগ্ন থাকেন। ইহার অর্থ এই যে সমাধিকালেই হউক কি ব্যুত্থানকালেই হউক ভগবানের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তাঁহার প্রতি চিন্তায়, প্রতি কর্মে তিনি ভগবানের সান্নিধ্য ও প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি কখনও ভগবানকে হারান না, ভগবানও তাঁহাকে হারান না। ব্রহ্মের সহিত যোগবশত যোগীর সমস্ত পাপ ও মালিন্য দূরীভূত হয়। জ্ঞানসলিলে চিত্তের মালিন্য, কলঙ্ক ধৌত হইয়া যায়। এই প্রকারের যোগী ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ পরম সুখ অনুভব করেন। ব্রহ্ম আনন্দময়; এই আনন্দময়ের সহিত যিনি যুক্ত হন, তিনিও আনন্দময় হন।

পুরুষ যতদিন প্রকৃতির অধীনে থাকে ততদিন সে এই আনন্দের স্বাদ পায় না। সে তাহার ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখ লইয়াই বিব্রত থাকে, ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাতেই তৃপ্তি খুঁজিয়া থাকে। একমাত্র গীতোক্ত যোগীই এই পরমানন্দের অধিকারী।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

অন্বয় ঃ যোগযুক্তাত্মা (যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত) সর্বত্র সমদর্শনঃ (তিনি সর্বত্র সমদর্শী হইয়া) আত্মানং সর্বভূতস্থম্ (আত্মাকে সর্বভূতে স্থিত) সর্বভূতানি চ আত্মনি (এবং সর্বভূতকে আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)।

শব্দার্থ ঃ যোগযুক্তাত্মা—যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত (নী); যোগদ্বারা যুক্ত [প্রসাদপ্রাপ্ত] আত্মা [অন্তঃকরণ] যাঁহার (ম)। সর্বত্র সমদর্শনঃ—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ববিষয়ে সম [নির্বিশেষ, বিক্রিয়ারহিত] দর্শন [জ্ঞান] যাঁহার (শ, ম), যিনি সর্বত্র ব্রহ্মকে দর্শন করেন (শ্রী); সমস্ত জীবে যিনি বৈষম্যশূন্য পরমাত্মাকে দর্শন করেন (ব), যিনি নিজের আত্মাকে সর্বভূত-সমানাকার এবং সর্বভূতকে নিজের আত্ম-সমানাকার দেখেন (রা)। সর্বভূতস্থম্—সর্বভূতে স্থিত (শ), সর্বভূতে ভোক্তৃরূপে অবস্থিত (ম)। ঈক্ষতে—বিবেকদ্বারা সাক্ষাৎ করেন (ম)। সর্বভূতানি—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত পদার্থসকল। আত্মনি—আত্মাতে একতাপ্রাপ্ত (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যে পুরুষের আত্মা যোগদ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত, তিনি সর্বত্র সমদর্শন হইয়া সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং নিজ আত্মাতে সকল জীবকে দেখেন।

ব্যাখ্যা ঃ যোগীর আত্যন্তিক সুখানুভবের কথা পূর্ব দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে। তিনি সংসারকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন, ভগবানের সহিতই বা তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এই শ্লোকে এবং পরবর্তী তিন শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। গীতোক্ত যোগী সর্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকেই দর্শন করেন এবং এক আত্মার মধ্যে সমস্ত জীবকে দেখিতে পান। কাজেই তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। ভগবানের সহিত ঐকান্তিক যোগবশত তাঁহার অহংভাব ও সংকীর্ণদৃষ্টি নষ্ট হইয়া যায়। এতদিন তিনি সমস্ত জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা অহম্-এর গন্ডী সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যোগসিদ্ধির পর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। তিনি দেখিতে পান যে এই বিশ্বে একই আত্মার বিকাশ, তাঁহার মধ্যে যে আত্মা সমগ্র জগতেও সেই আত্মা। এই প্রকারে তাঁহার নিজের ও অপরের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল এবং জগতের বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যে পার্থক্য তিনি পূর্বে অনুভব করিতেন তাহা সমস্তই লোপ পায়। তখন তিনি প্রকৃত সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন।[1]

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

অন্বয় ঃ যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি (যিনি সর্বত্র আমাকে দেখেন) ময়ি চ সর্বং পশ্যতি (এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখেন) তস্য অহং ন প্রণশ্যামি (তিনি আমাকে হারান না)। স চ মে ন প্রণশ্যতি (আমিও তাঁহাকে হারাই না)।

শব্দার্থ ঃ যঃ—যে যোগী (ম)। সর্বত্র—সমস্তভূতে, প্রপঞ্চে (ম)। পশ্যতি—যোগ প্রত্যক্ষদ্বারা অপরোক্ষ করেন (ম)। সর্বং—ব্রহ্মাদি ভূতজাত (শ); প্রাণিমাত্র (শ্রী)। পশ্যতি—সর্ব প্রপঞ্চজাতকে মায়াদ্বারা আমাতে আরোপিত, আমা ছাড়া মিথ্যারূপে দর্শন করেন (ম)। তস্য—এইরূপ আত্মার একত্ব দর্শনকারীর (ম)। ন প্রণশ্যামি—পরোক্ষ হই না (শ); অদৃশ্য হই না (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে আমাকে দেখিতে পান এবং সমস্ত জীবকে আমার মধ্যে দেখিতে পান তিনি আমাকে কখনও হারান না, আমিও তাঁহাকে কখনও হারাই না।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগী যদি তাঁহার সমাধির অন্তে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন তবে তাঁহার যোগ তো নষ্ট হইতে পারে, তিনি তো পুনরায় সংসারে ডুবিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগীর সে আশঙ্কা নাই; কারণ তিনি ভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত, তিনি ব্রহ্মভূত। তিনি যে কেবল অক্ষর ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়া নির্বাণের শান্তি উপভোগ করেন তাহা নহে, তিনি সর্বভূতে ভগবান বাসুদেবকে (আমাকে) দর্শন করেন এবং ভগবান বাসুদেবেই সর্বভূতকে দর্শন করেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়—'যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' এপ্রকারের যোগী ভগবানকে কখনও হারান না, তিনি শত

১ দ্রঃ ঈশ উপনিষদ, ৬ষ্ঠ শ্লোক।

কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, সংসারে যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিলেও কখনও ভগবানের সহিত নিবিড় যোগ হইতে বিচ্যুত হন না—সংসার কখনও তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না। ভগবানও তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেন না, সর্বদা তাঁহার আত্মারূপে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে চালিত করেন।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

অন্বয়ঃ যঃ (যে যোগী) একত্বম্ আস্থিতঃ (একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) সর্বভূতস্থিতং মাং ভজতি (সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন) সঃ যোগী (সেই যোগী-পুরুষ) সর্বথা বর্তমানঃ অপি (সকলপ্রকার অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও) ময়ি বর্ততে (আমাতে অবস্থিতি করেন)।

শব্দার্থঃ সর্বভূতস্থিতম্—সর্বভূতে অধিষ্ঠানরূপে স্থিত সর্বত্র অনুস্যূত সন্মাত্র (ম); সমস্ত জীবের হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্থিত (ব); সমস্তের উপাদান-হেতু সর্বভূতে সত্তারূপে স্ফুরণরূপে স্থিত (নী)। একত্বম্ আস্থিতঃ—স্বীয় ত্বংপদলক্ষ্য আত্মার সহিত অত্যন্ত অভেদজ্ঞানে অবস্থিত; ঘটাকাশ ও মহাকাশ একান্ত অভিন্ন, এরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্বভূতে 'আমার' বহু বিগ্রহের একত্ব উপলব্ধি করিয়া অবস্থিত (ব); জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য আশ্রয় করিয়া স্থিত (নী)। যঃ ভজতি—যিনি ধ্যান করেন (ব), 'আমিই ব্রহ্ম' ঃ এই বেদান্তবাক্যজ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা অপরোক্ষ করেন (ম), নির্বিকল্প সমাধিতে সেবা করেন (নী)। সর্বথা—সর্ব-প্রকারে (শ), যে কোনও প্রকারে (ম)। বর্তমানঃ অপি—ব্যবহার করিয়াও (শ); স্ববিহিত কর্ম করিয়া বা না করিয়া (ব); কর্মত্যাগ করিয়াও (শ্রী); সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া অথবা জনকাদির ন্যায় কর্মানুষ্ঠান করিয়াও (ম)। সঃ যোগী—'আমি ব্রহ্ম' ঃ এইপ্রকার জ্ঞানবান (ম), সম্যগ্‌দর্শী যোগী (শ)। বর্ততে—পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া, নিত্যমুক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকেন (শ), 'আমার' সামীপ্য-লক্ষণ মোক্ষলাভ করেন (ব), 'আমা হইতে' চ্যুত হন না (নী)।

শ্লোকার্থঃ যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধ্যেই অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকটি গভীর অর্থ-পরিপূর্ণ। যে ভক্তিতত্ত্ব গীতার পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ কয়টি শ্লোকে তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব এই যে ধ্যানযোগ বা চিত্তনিরোধ যোগের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভগবান পরিশেষে ভক্তিতে তাহার সমাপন করিয়াছেন। সাধারণত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যিনি কোনও নির্জন প্রদেশে ধ্যান, ধারণা, সমাধিতে মগ্ন থাকেন তাঁহাকে যোগী বলা হয়। গীতোক্ত যোগী কিন্তু সংসারে থাকিয়াই সর্বভূতস্থ আত্মার সহিত নিজের অন্তরস্থ আত্মার ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সর্বজীবকে ভালবাসেন, সর্বভূতের হিতসাধন করেন, সকলের হিতে রত হন।

সর্বভূতস্থিতং মাম্—সর্বভূতের অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপে এবং তাহাদের নিয়ন্তা ও প্রভুরূপে স্থিত আমাকে; এস্থলে 'মাম্' বলিতে পুরুষোত্তম বাসুদেবকে বুঝাইতেছে।

একত্বমাস্থিতঃ—সর্বভূতে এক আত্মার অধিষ্ঠান এবং নিজের অন্তরস্থ আত্মার সহিত সর্বভূতস্থ আত্মার একত্ব বা অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া।

ভজতি—ভজনা করেন, ভক্তি করেন, ভালবাসেন, সেবা করেন। 'ভজনা' শব্দে একদিকে অনুরাগ ও অপরদিকে সেবা বোঝায়।

সর্বথা বর্তমানঃ অপি—তিনি যে অবস্থায় থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি সংসারী হউন কি সন্ন্যাসী হউন।

ময়ি বর্ততে—আমাতেই থাকেন অর্থাৎ আমার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া থাকেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) যঃ (যে ব্যক্তি) আত্মৌপম্যেন (আত্মার উপমায়) সর্বত্র সমং পশ্যতি (সর্বভূতকে সমানভাবে দেখেন) সুখং বা যদি বা দুঃখম্ (তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক) স যোগী পরমঃ মতঃ (সেই যোগীকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি)।

শব্দার্থঃ আত্মৌপম্যেন—আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা (শ); স্ব-সাদৃশ্য দ্বারা (শ্রী); আত্মতুল্য, যেমন আমার সুখ প্রিয় দুঃখ অপ্রিয়, অন্যেরও তদ্রূপ ঃ এইভাবে (শ্রী)। সর্বত্র—প্রাণিজাতিতে (ম)। সমং পশ্যতি—তুল্য দৃষ্টি করেন (ম); সকলের সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন, কাহারও দুঃখ আকাঙ্ক্ষা করেন না (শ্রী); আপন-পরে সুখ-দুঃখে সমদৃষ্টি (ব); নিজের যেমন অনিষ্ট করেন না, সেইরূপ অপরেরও অনিষ্ট করেন না এবং নিজের যেরূপ ইষ্ট করেন, অপরেও তদ্রূপ ইষ্ট করেন (ম); কাহারও প্রতিকূল আচরণ করেন না (শ)। সঃ—বাসনা-শূন্যতাবশতঃ প্রশান্তমনা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি (ম); সেই অহিংসক সম্যগ্‌দর্শন-নিষ্ঠ যোগী (শ)। পরমঃ—উৎকৃষ্ট (ম); শ্রেষ্ঠ (শ্রী)। মতঃ—আমার অভিপ্রায় (শ); আমার অভিমত (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, যে ব্যক্তি সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থায়, সকল জীবকে নিজের মত সমভাবে দেখেন তিনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব শ্লোকে যোগীর সর্বভূতে একত্বদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে সেই ঐক্যদর্শনের পরিণতি কি তাহাই দেখান হইয়াছে। যে যোগী সর্বভূতে একই আত্মার অবস্থিতি অনুভব করেন এবং ঐ আত্মার সহিত নিজের অন্তরস্থ আত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করেন, তিনি নিশ্চয় সকলের সহিত নিজের মতই ব্যবহার করিবেন। তাঁহার নিজের আত্মা তাঁহার নিকট যেরূপ প্রিয়, অপরের আত্মাও তাঁহার নিকট তদ্রূপ প্রিয়। তিনি নিজের ও অপরের মধ্যে কোনও বৈষম্য দর্শন করেন না, কারণ তিনি জানেন যে সমস্তই মূলে এক। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশত লোকেরা প্রিয় হয় না, আত্মার (আপনার) প্রতি অনুরাগবশতই লোকসমূহ প্রিয় হয়।...সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশত সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার (আপনার) প্রতি অনুরাগবশতই সর্বভূত প্রিয় হয়।[১]

১ ন বা অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।.........ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

আমি আমাকে ভালবাসি। এক্ষণে আমি যদি অপর কাহারও মধ্যে আমাকেই দেখিতে পাই তবে তাহাকে আমারই মত ভালবাসি, সর্বভূতের মধ্যে যদি 'আমি'কেই দেখিতে পাই তবে সর্বভূতকে ভালবাসি। এই যে সর্বভূতের মধ্যে 'আমি'র অথবা আত্মার প্রসারণ ইহাই যোগীর যোগসাধনের ফল। আমি যেমন আমার নিজের হিতসাধনে রত সেই প্রকার সর্বভূতের হিতসাধনে আমাকে রত থাকিতে হইবে। ইহাতে আমার সুখ হউক কি দুঃখ হউক তাহাতে আমি বিচলিত হইব না। আমার সুখদুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সর্বজীবের সেবায় নিরত থাকিব।

সুখং বা যদি বা দুঃখম্—এই কথাটির বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে : (১) নিজের সুখ হউক কি দুঃখ হউক সকলকে নিজের মত দেখিতে হইবে। (২) অপরের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে হইবে অর্থাৎ আমি নিজের সুখে যেমন সুখী, নিজের দুঃখে যেমন দুঃখী সেইরূপ অপরের সুখে সুখ এবং অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া আমাকে সেইরূপ আচরণ করিতে হইবে। (৩) যোগীর নিকট সুখ-দুঃখ সবই সমান। সুখের সুখত্ব নাই, দুঃখেরও দুঃখত্ব নাই অর্থাৎ সুখ আসিলেও তিনি হৃষ্ট হন না, দুঃখ আসিলেও বিষণ্ণ হন না। নিজের সুখ-দুঃখে তিনি যেমন অবিচলিত থাকেন জগতের সুখ-দুঃখেও তিনি তেমনি অবিচলিত থাকিয়া সকলের সেবা করেন, তাহাদের হিতসাধন করেন। তিনি যেমন নিজে সুখ-দুঃখের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ জগতের সকল মানুষকে সুখ-দুঃখের অবস্থায় লইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন।

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

অন্বয় : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) মধুসূদন (হে মধুসূদন) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) সাম্যেন (সমতারূপ) অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ (এই যে যোগ কথিত হইল) চঞ্চলত্বাৎ (মনের চঞ্চলতা হেতু) এতস্য স্থিরাং স্থিতিম্ (ইহার অচল স্থিতি) অহং ন পশ্যামি (আমি দেখিতেছি না)।

শব্দার্থ : যঃ অয়ং যোগঃ—যে সর্বত্র সমদৃষ্টি-লক্ষণ পরম যোগ (ম)। সাম্যেন—সমত্বযুক্ত (শ), চিত্তগত রাগদ্বেষাদি-বশতঃ বিষম-দৃষ্টিহেতুর নিরাকরণ দ্বারা (ম), আপন-পর সুখদুঃখের সমতুল্যতাযুক্ত (ব), লয়-বিক্ষেপশূন্য কেবল আত্মাকারে অবস্থানযুক্ত (শ্রী)। এতস্য—পূর্বোক্ত সর্ব-মনোবৃত্তি-নিরোধ-লক্ষণাত্মক যোগের (ম)। স্থিরাম্—সর্বদা বর্তমান (ব), দীর্ঘকালানুবর্তী (ম), অচঞ্চল (শ)। চঞ্চলত্বাৎ—মনের চঞ্চলত্বহেতু (ম)।

শ্লোকার্থ : অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন, এই যে সাম্যরূপ যোগের কথা তুমি বলিলে, মনের চঞ্চলতাহেতু ইহার স্থির ও অচঞ্চল ভাব আমি দেখিতে পাইতেছি না।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

অন্বয় : কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) হে (যেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলম্ (চঞ্চল) প্রমাথি

(ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষোভকর) বলবৎ (বলবান) দৃঢ়ম্ (এবং দৃঢ়) [সেই হেতু] অহং (আমি) তস্য নিগ্রহম্ (তাহার নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুর নিগ্রহের ন্যায়) সুদুষ্করং মন্যে (সুদুষ্কর বলিয়া মনে করি)।

শব্দার্থ : প্রমাথি—প্রমথনশীল, ক্ষোভক, শরীর ও ইন্দ্রিয়কে পরবশ করে (শ)। বলবৎ—প্রবল, বলবান রোগ যেরূপ প্রশমক ঔষধকেও গণ্য করে না তদ্রূপ বলবান; কোনও উপায়ে যাহাকে অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবারণ করা যায় না তদ্রূপ (ম); যাহাকে কেহ নিয়ত করিতে পারে না। দৃঢ়ম্—সহস্র বিষয়বাসনা অনুস্যূত থাকাতে যাহাকে ভেদ করা যায় না (ম)। নিগ্রহম্—রোধ (শ); নিরমন, বৃত্তিহীন হইয়া অবস্থান (ম)। সুদুষ্করং মন্যে—যেমন বায়ুকে নিরোধ করা দুষ্কর তদ্রূপ দুষ্কর মনে করি (শ)।

শ্লোকার্থ : হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবত অতি চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপকারক, অতি বলবান, অতি দৃঢ় অর্থাৎ কঠিন ও অনমনীয়। সেই জন্য আমি মনে করি যে বায়ুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যেরূপ দুঃসাধ্য মনের নিগ্রহ বা নিরোধও সেইরূপ দুষ্কর।

ব্যাখ্যা : (৩৩শ ও ৩৪শ শ্লোক)—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে যে যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাকে সাম্যযোগ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চিত্তের সমত্ববুদ্ধি ও শান্তভাব অর্জনই এই যোগের মূল কথা। এই সমত্ববুদ্ধি অর্জন করিতে হইলে মনের সংযম একান্ত আবশ্যক। এই সংযমের উপায়স্বরূপই এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ গীতায় নিজস্ব ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের মন স্বভাবত চঞ্চল বলিয়া উহার সংযম অতি কঠিন। এজন্যই অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, মানুষের মন অতি চঞ্চল, সুতরাং কোনও বিষয়ে ইহার নিশ্চল অবস্থিতি আমি একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে করি। তারপর মন যে কেবল চঞ্চল তাহা নহে, ইহা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অতি বলবান, দুর্ভেদ্য ও দুর্জয়। বায়ুর প্রবল বেগ প্রশমন করা যেরূপ দুষ্কর, মনের শাসন বা নিগ্রহও সেইরূপ দুঃসাধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। সুতরাং তুমি যে চিত্তনিরোধপূর্বক যোগের ব্যাখ্যা করিলে তাহার সাধন কি উপায়ে সম্ভব ?

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

অন্বয় : শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) মহাবাহো (হে মহাভুজ) মনঃ (মন) অসংশয়ং (নিশ্চয়ই) চলং দুর্নিগ্রহম্ (চঞ্চল এবং সহজে নিগ্রহের অযোগ্য) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে অর্জুন) অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে (অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা উহা নিগৃহীত হয়)।

শব্দার্থ : চলম্—স্বভাবচঞ্চল (ম)। দুর্নিগ্রহম্—দুঃখেও যাহাকে নিগ্রহ করা যায় না (ম, শ্রী)। অসংশয়ম্—ইহা নিশ্চিত, সংশয়বিহীন, তুমি যাহা বল তাহা সত্য (ম)। অভ্যাসেন—কোনও বিষয়ে চিত্তভূমিতে সমান প্রত্যয়াবৃত্তির নাম অভ্যাস, তদ্দ্বারা (ম); পরমাত্মকার বৃত্তিদ্বারা (শ্রী); আত্মানন্দস্বাদের অভ্যাস দ্বারা (ব)। বৈরাগ্যেণ—দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্টভোগে দোষদর্শনহেতু বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য, তদ্দ্বারা (শ)। গৃহ্যতে—নিগৃহীত হয়, নিরুদ্ধ হয়।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, মন যে অত্যন্ত চঞ্চল এবং উহার দমন বা শাসন যে অতি কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে দমন করা সম্ভব।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অন্বয় ঃ অসংযতাত্মনা (অসংযত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (যোগ দুর্লভ) তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (যাঁহার চিত্ত বশীভূত) উপায়তঃ যততা (সদুপায়ে যত্নশীল ব্যক্তির পক্ষে) অবাপ্তুং শক্যঃ (যোগ লাভ করা সাধ্য) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত)।

শব্দার্থ ঃ অসংযতাত্মনা—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ সংযত হয় নাই, তাহার দ্বারা (শ); অজিতমনা পুরুষ দ্বারা (রা)। দুষ্প্রাপঃ—যাহা দুঃখে পাওয়া যায় (শ)। বশ্যাত্মনা তু—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাহার মন বশীভূত হইয়াছে তাহার দ্বারা (শ); জিতমনা পুরুষ দ্বারা (রা, শ্রী)। উপায়তঃ—যথোক্ত অভ্যাসবৈরাগ্যরূপ উপায়দ্বারা (শ, নী); মদারাধনা-লক্ষণাত্মক জ্ঞানাকার নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা (ব)। যততা—পুনঃ পুনঃ প্রযত্নকারী (শ্রী)। যোগঃ—সর্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ (ম); সমদর্শনরূপযোগ (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য—ইহাই আমার অভিমত। কিন্তু যাঁহার চিত্ত বশীভূত এরূপ ব্যক্তি বিহিত উপায়ে সতত যত্ন করিলে যোগসিদ্ধি লাভে সমর্থ হন।

ব্যাখ্যা ঃ (৩৫শ ও ৩৬শ শ্লোক)—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি যে বলিয়াছ মন অতি চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ দুঃসাধ্য, তাহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সাধকের নিরাশ হইলে চলিবে না। মনঃসংযমের দুইটি প্রধান উপায় আছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাস বলিতে বোঝায় একই চিন্তা বা কার্যের পুনঃপুনঃ অনুশীলন। মনকে সংযত বা নিরুদ্ধ করিতে হইলে এই অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজন। মনের স্বাভাবিক গতি বহির্মুখী, ইহা সর্বদাই বাহিরের বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে চায়। ইহার বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া ইহাকে অন্তর্মুখী করিতে হইলে যত্ন ও অধ্যবসায়ের দরকার। দুই একবারের চেষ্টা হয়ত ফলবতী না হইতে পারে, কিন্তু বারবার চেষ্টা করিলে অবশেষে যোগী নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন। যে কাজ প্রথমে দুষ্কর বা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয় তাহাও অভ্যাসের বলে সুকর এবং সুসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং মনের সংযম বা নিরোধ প্রথমে দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও অভ্যাস দ্বারা উহা সুসাধ্য হইবে।

কিন্তু সর্বাগ্রে চাই বৈরাগ্য। বিষয়ে নিঃস্পৃহতা বা অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। ভোগ্যবস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ যাহার অতি প্রবল তাহার চিত্ত সর্বদাই বিষয়োন্মুখ থাকে। কিন্তু এই বিষয়ানুরক্ত চিত্তে একটু বৈরাগ্যের ভাব না জাগিলে কাহারও যোগলাভের ইচ্ছা হয় না এবং কেহই চিত্তসংযমের চেষ্টা করে না। বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে মনঃসংযমের ইচ্ছা জন্মে; তখন অভ্যাস দ্বারা উহা সহজসাধ্য হয়। যাহাদের

পূর্বজন্মের সুকৃতি বা সাধন আছে তাহাদের জন্মাবধিই বিষয়ে একটা বৈরাগ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ-প্রকার স্বাভাবিক বৈরাগ্য না থাকিলেও সৎসঙ্গ, সদ্‌গুরু প্রভৃতির সাহায্যে চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে। ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা এ-বিষয়ে বিশেষ উপকারী।

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

অন্বয় ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অযতিঃ (কিন্তু প্রযত্নহীন পুরুষ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য (যোগসিদ্ধি না পাইয়া) কাং গতিং গচ্ছতি (কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ অযতিঃ—অল্পযত্নবান্ (বি); দৃঢ় প্রযত্নরহিত (রা); অপ্রযত্নবান্ (শ); শিথিলাভ্যাস (শ্রী)। শ্রদ্ধয়া—যোগমার্গে আস্তিক্যবুদ্ধি দ্বারা (শ); মিথ্যাচারহেতু নহে। উপেতঃ—যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত (বি)। যোগাৎ চলিতমানসঃ—যাহার মন যোগ হইতে বিচলিত হইয়া বিষয়প্রবণ হইয়াছে সেইরূপ (বি); অন্তকালেও যোগ হইতে ভ্রষ্টস্মৃতি (শ); মন্দবৈরাগ্য। যোগসংসিদ্ধিম্—যোগের সম্যক্ দর্শনরূপ সিদ্ধি (ব); চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মাবলোকন-লক্ষণাত্মক সিদ্ধি (ব)। অপ্রাপ্য—লাভ না করিয়া [যদি মৃত হয়] (রা)। কাং গতিং গচ্ছতি—কর্মের পরিত্যাগ এবং জ্ঞানের অনুৎপত্তিহেতু, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রগর্হিত কর্মশূন্যতাহেতু সদ্‌গতি কি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধার সহিত যোগসাধনে প্রবৃত্ত কোন পুরুষ যদি স্বীয় প্রযত্নের অভাবে যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পূর্ণ সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হন তবে তিনি কোন্ প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

অন্বয় ঃ মহাবাহো (হে মহাবাহু) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ (স্থিতিরহিত) উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম এবং জ্ঞানমার্গ উভয় হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি) ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্ন মেঘের ন্যায়) কচ্চিৎ ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না কি)?

শব্দার্থ ঃ ব্রহ্মণঃ পথি—ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে (শ); জ্ঞানের পথে (ম)। বিমূঢ়ঃ—বিক্ষিপ্ত (নী); যাহার ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যের উপলব্ধি হয় নাই (ম)। অপ্রতিষ্ঠঃ—নিরাশ্রয় (শ); উপাসনা-কর্মাত্মক প্রতিষ্ঠা [সাধনা] রহিত, উপাসনামূলক সর্বকর্ম পরিত্যাগহেতু নিরালম্ব (ব)। উভয়ভ্রষ্টঃ—কর্মমার্গ ও যোগমার্গ হইতে চ্যুত (শ); কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিভ্রষ্ট (ম); কর্মফল স্বর্গাদি এবং যোগের অনিষ্পত্তিহেতু মোক্ষ, এই উভয় হইতে ভ্রষ্ট (শ্রী)। ছিন্নাভ্রমিব—বায়ুদ্বারা ছিন্ন মেঘের ন্যায় (ম); পূর্বমেঘ হইতে চ্যুত, উত্তরমেঘকে অপ্রাপ্ত, ছিন্ন মেঘ

যেরূপ অন্তরালে লীন হয় তদ্বৎ (ব)। **ন নশ্যতি কচ্চিৎ**—কর্মফল ও জ্ঞানফল লাভের অযোগ্য হইয়া কি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে মহাবাহু, উক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টায় যোগাভ্যাস কালে বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং নিরালম্ব হইয়া কর্মমার্গ ও যোগমার্গ—এই উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বায়ুদ্বারা ছিন্ন মেঘের ন্যায় মধ্যস্থানে বিনষ্ট হয় না কি ?

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

অন্বয় ঃ কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) মে এতৎ সংশয়ম্‌ (আমার এই সংশয়) অশেষতঃ ছেত্তুম্‌ (সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করিতে) অর্হসি (তুমিই সমর্থ) হি (যেহেতু) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (এই সন্দেহের নিবারণকর্তা) ন উপপদ্যতে (যোগ্য হইবে না)।

শব্দার্থ ঃ এতৎ—পূর্বপ্রদর্শিত (ম)। অশেষতঃ—বাসনার সহিত, সংশয়ের মূল অধর্মাদির ছেদনদ্বারা (ম)। ছেত্তুম্‌—অপনীত করিতে (ম)। ত্বদন্যঃ—তোমা ছাড়া কোনও দেব বা ঋষি, অন্য কোনও অল্পজ্ঞ অনীশ্বর ব্যক্তি (ম)। অস্য সংশয়স্য—যোগভ্রষ্টের পরলোকগতি বিষয়ক সন্দেহের (ম)। ছেত্তা—সম্যক্‌ উত্তরদান দ্বারা নাশয়িতা (ম)। ন উপপদ্যতে—সম্ভব হয় না (ম); তুমি প্রত্যক্ষদর্শী সকলের পরম গুরু, কাজেই আমার এই সংশয় দূর করিবার যোগ্য (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে কৃষ্ণ, আমি যে সংশয়ের কথা বলিলাম তাহা দূর করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ ; তোমা ব্যতীত আর কেহ এই সংশয় নিরসনে সমর্থ হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ (৩৭—৩৯শ শ্লোক)—শ্রীকৃষ্ণের উত্তর শুনিয়া অর্জুনের মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিল। অর্জুন ভাবিলেন যে এমনও তো হইতে পারে যে কোনও সাধক বিশেষ যত্নসহকারে শ্রদ্ধার সহিত যোগসাধন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যত্নের শিথিলতাবশত অথবা বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে সিদ্ধিলাভের পূর্বেই তিনি যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার কি গতি হইবে ? তিনি কি ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ—এই উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনাশ-প্রাপ্ত হইবেন না ? তাই অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সন্দেহ নিঃশেষে দূর করিয়া দাও। তোমাকে ছাড়া এই সন্দেহ নিরাকরণে আর কেহ সমর্থ নহে।

অর্জুনের সন্দেহটি কি তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। যাঁহারা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন এবং পরেও তাঁহাদের উত্তম জন্ম হয়। আর যাঁহারা মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যাঁহারা যোগের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া জ্ঞানলাভের পূর্বেই তাহা হইতে স্খলিত হন তাঁহাদের পরিণতি সম্বন্ধেই অর্জুনের সন্দেহ। তাঁহারা কাম্যকর্মের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া স্বর্গাদি লাভ করিতে পারেন না ; পক্ষান্তরে যোগে সিদ্ধিলাভ না করাতে তাঁহাদের মুক্তিও হয় না। কাজেই উভয় পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহাদের কি গতি হয় ?

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) তস্য (তাহার) ইহ এব বিনাশঃ ন বিদ্যতে (ইহলোকেও বিনাশ নাই) অমুত্র ন (পর-লোকেও নাই) তাত (হে তাত) কশ্চিৎ হি কল্যাণকৃৎ (কোন কল্যাণকারী মানুষই) দুর্গতিং ন গচ্ছতি (দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না)।

শব্দার্থ ঃ তস্য—শ্রদ্ধাহেতু যোগারম্ভকারী, কিন্তু তাহা হইতে চ্যুত ব্যক্তির (রা); যোগভ্রষ্টের (ম)। ন এব ইহ ন অমুত্র—ইহলোকে বা পরলোকে, প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক লোকে, কোথাও না (ব)। বিনাশঃ—পূর্বজন্ম হইতে হীন জন্ম প্রাপ্তি ; ইহলোকে পাতিত্য, পরলোকে নরকবাস (ব)। কল্যাণকৃৎ—শুভকারী (শ) ; শুভকর যোগের অনুষ্ঠাতা (ব) ; শাস্ত্রবিহিতকারী (ম) ; নিরতিশয় কল্যাণরূপ যোগের অনুষ্ঠাতা (শ্রী)। দুর্গতিম্‌—ইহলোকে অকীর্তি পরকালে কীটাদি রূপ গতি (ম) ; কুৎসিত গতি (শ) ; উভয়ের অভাবরূপ দারিদ্র্য (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকেই হউক, কি পরলোকেই হউক, কোথাও বিনাশ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তিনি কখনও দুরবস্থা প্রাপ্ত হন না ; কারণ যিনি শুভ কার্যের অনুষ্ঠাতা তাঁহার কখনও দুর্গতি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'হে অর্জুন, এই প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে কি পরলোকে কোথাও বিনাশ প্রাপ্ত হন না। কারণ, যোগের অনুষ্ঠান মানুষমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ। এই কল্যাণকর কর্মের যিনি অনুষ্ঠান করেন তিনি ইহলোকেই হউক কি পরলোকেই হউক কোথাও দুর্গতি ভোগ করেন না। তিনি তাঁহার শুভকর্মের ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন।' কি ফল প্রাপ্ত হন তাহা পরবর্তী দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যোগের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্যান্য শুভকর্ম সম্বন্ধেও উহা প্রযোজ্য। কেহ শ্রদ্ধা ও সদিচ্ছার সহিত কোনও শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন কারণে সেই কর্ম সম্পন্ন নাও হয়, তথাপি কর্তার সদিচ্ছা তাঁহার চিত্তে সুসংস্কার জন্মায় এবং এই সুসংস্কার পরবর্তী কালে তাঁহাকে আরও শুভতর কর্মে নিয়োজিত করে। তাঁহার শুভ চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। ভগবান অন্তর্যামী ; তিনি সাধকের হৃদয় দেখেন। হৃদয়ে সদিচ্ছা লইয়া কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, যদি কোনও বাহ্যিক কারণে কর্মটি সফল নাও হয়, তথাপি কর্তা তাঁহার সদিচ্ছা-প্রণোদিত আংশিক কৃতকর্মের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিলেও তাঁহার আত্মার কখনও দুর্গতি হয় না। সুতরাং আত্মার কল্যাণের পক্ষে কর্মের সফলতা অপেক্ষা কর্তার সদিচ্ছাই অধিকতর আবশ্যক।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

অন্বয় ঃ যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট পুরুষ) পুণ্যকৃতাং লোকান্‌ প্রাপ্য (পুণ্যানুষ্ঠান-

কারীদের লোকসমূহ লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসরকাল) উষিত্বা (তথায় বাস করিয়া) শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে (পবিত্র শ্রীসম্পন্ন লোকের গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন) ।

শব্দার্থ ঃ যোগভ্রষ্টঃ—যোগবিচ্যুত পুরুষ । পুণ্যকৃতাম্—পুণ্যকারী, অশ্বমেধাদি যাগকারীদের (শ) । লোকান্ প্রাপ্য—অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া (ম)। শাশ্বতীঃ সমাঃ—নিত্য সংবৎসর, ব্রহ্ম পরিমাণে অক্ষয় সংবৎসর, বহু বৎসর (ব, শ্রী)। শুচীনাম্—সদাচার-সম্পন্ন (শ্রী) ; শুদ্ধ (ম) ; স্বধর্মনিরত (ব)। শ্রীমতাম্—বিভূতিমান্ (শ) ; ধনী (শ্রী) ; মহারাজ চক্রবর্তীদের (ম) ।

শ্লোকার্থ ঃ উক্ত প্রকারে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্মা ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহ লাভ করেন। তথায় বহু বৎসর সুখে বাস করিয়া তিনি পূতচরিত্র শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদিগের লোকসমূহ (স্বর্গলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তাঁহার জন্ম সদাচার-সম্পন্ন বিষয়সমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহেই ঘটিয়া থাকে । তিনি যোগসিদ্ধির ফলে যে মুক্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তিনি যতটুকু সাধনা করিয়াছেন, যেটুকু শ্রদ্ধা এবং যত্নের পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন । এই ফল হইতেছে পরলোকে সুখভোগ এবং তারপর উত্তম জন্মলাভ । 'শ্রীমান্' শব্দে যে কেবল ধনবান বোঝায় তাহা নহে । এস্থলে বিদ্যা, বিনয়, ঐশ্বর্য প্রভৃতি সমস্ত বিভূতিই 'শ্রী' পদ-বাচ্য ।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

অন্বয় ঃ অথবা (অথবা) ধীমতাং যোগিনাম্ এব কুলে (ধীমান যোগীদিগের বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন) ঈদৃশং যৎ জন্ম (এই প্রকারের যে জন্ম) এতৎ (ইহা) লোকে (ইহলোকে) দুর্লভতরং হি (নিশ্চয়ই দুর্লভতর) ।

শব্দার্থ ঃ অথবা—পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধা বৈরাগ্যাদি গুণের আধিক্য থাকিলে ভোগবাসনার অভাবহেতু পুণ্যকৃৎদিগের লোক না পাইয়াই (ম) । ধীমতাম্ যোগিনাম্—জ্ঞানী যোগনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের (ম) । লোকে এতৎ হি—পৃথিবীতে এই প্রকার প্রসিদ্ধ শুকাদির ন্যায় জন্ম । দুর্লভতরম্—দুর্লভ হইতেও দুর্লভ (ম) ; মোক্ষ হেতুবশতঃ অতি দুর্লভ ।

শ্লোকার্থ ঃ পক্ষান্তরে ঐ যোগভ্রষ্ট পুরুষ ধীশক্তিসম্পন্ন কর্মযোগীদের বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন । এই প্রকারের জন্ম এই সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ ।

ব্যাখ্যা ঃ যোগপথে যাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, যাঁহাদের ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, যাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা বৈরাগ্যাদি কল্যাণগুণের আধিক্য আছে তাঁহাদের আরও উচ্চতর জন্ম হইয়া থাকে । তাঁহারা জ্ঞানী যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বংশে জন্মলাভ করেন । ইঁহাদের ভোগবাসনা ক্ষীণ হওয়াতে ইঁহারা ভোগীর গৃহে জন্মেন না এবং পুণ্যকৃৎদিগের লোক না পাইয়াই যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন । এ-প্রকার জন্ম মোক্ষের অনুকূল বলিয়া অতিশয়

পূর্বশ্লোকে বর্ণিত শুচি শ্রীমানদিগের গৃহে জন্মলাভ দুর্লভ, যোগীর বংশে জন্মলাভ তদপেক্ষাও দুর্লভ । উক্ত শ্লোকে 'শ্রীমতাং গেহে' বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে 'যোগিনাং কুলে' বলা হইল । 'কুলে' বলিবার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা বংশানুক্রমে যোগী তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে বংশানুগত যোগপ্রবণতার ভাব আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে । এই কথাই পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে ।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

অন্বয় ঃ কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন), [সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ] তত্র (সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকম্ তং বুদ্ধিসংযোগম্ (পূর্বদেহাভ্যস্ত সেই বুদ্ধিসংযোগ) লভতে (লাভ করেন) ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনর্বার) সংসিদ্ধৌ যততে (সম্যক্সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন) ।

শব্দার্থ ঃ পৌর্বদেহিকম্—পূর্বদেহাভ্যস্ত, পূর্বদেহজাত (শ্রী)। তং বুদ্ধি-সংযোগম্—ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যবিষয়া বুদ্ধির সহিত যোগ (ম); যোগবিষয়া বুদ্ধির সহিত সংযোগ (রা) ; স্বধর্ম স্ব-পরমাত্মবিষয়ক বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ (ব)। সংসিদ্ধৌ—সংসিদ্ধির [মোক্ষলাভের] নিমিত্ত, আত্মশুদ্ধি ও স্বপরমাত্মাবলোকনরূপ সংসিদ্ধির নিমিত্ত (ব)। যততে—প্রযত্ন করে, শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করে।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, উক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি এই জন্মে পূর্বজন্মের বুদ্ধিসংস্কার প্রাপ্ত হন এবং সেই সংস্কারবশত পুনরায় সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভের জন্য অধিকতর যত্নশীল হন ।

ব্যাখ্যা ঃ যোগীর বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের চিত্তে পূর্বজন্মকৃত যোগানুষ্ঠানের স্মৃতি জাগরিত হইলে যোগানুষ্ঠানের ইচ্ছা আপনা হইতেই উদয় হয় । পূর্বজন্মে যে যোগবুদ্ধি জন্মিয়াছিল এই জন্মেও সেই বুদ্ধিদ্বারাই ইঁহারা চালিত হইয়া থাকেন এবং পূর্বজন্মে যোগসিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও পূর্ব-সংস্কারবশত এই জন্মে তাঁহারা অধিকতর যত্নবান হন । তারপর যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও যোগসাধনার অনুকূল হইয়া থাকে । বংশানুগত যোগপ্রবণতা তাঁহারা জন্ম হইতেই লাভ করেন । তাহা ছাড়া যোগীদের সঙ্গ ও দৃষ্টান্ত তাঁহাদের যোগানুষ্ঠানের সহায়ক হয় ।

এই কয়েকটি শ্লোক হইতে বোঝা যায় যে ইহলোকে প্রত্যেক মানুষের চিত্তের যে প্রবণতা দৃষ্ট হয় তাহা অনেক পরিমাণে পূর্বজন্মের সাধনার ফল । যাঁহাদের চিত্তে এই জন্মে শুভবাসনা থাকে তাঁহারা পরজন্মে সেই শুভবাসনা নিয়াই জন্মগ্রহণ করেন । এবিষয়ে কর্ম অপেক্ষা কর্তার সদিচ্ছাই অধিকতর শক্তিশালী । এই জন্মে চিত্ত শুদ্ধ এবং সদিচ্ছাপূর্ণ থাকিলে পরজন্মেও তাহাই অনুবৃত্তি হইবে । ইহজন্মের চিত্তের প্রবণতা পরজন্মে সংস্কাররূপে আবির্ভূত হইবে ।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

অন্বয় ঃ সঃ (তিনি) অবশঃ হি অপি (অবশ হইয়াই যেন) তেন এব

পূর্বাভ্যাসেন (সেই পূর্বাভ্যাস দ্বারাই) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন) যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি (যোগের কেবল জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে (বেদকে অতিক্রম করেন)।

শব্দার্থ ঃ অবশঃ অপি—কোনও অন্তরায়বশত অনিচ্ছাসত্ত্বেও (শ্রী); প্রহ্লাদাদির ন্যায় পিতা কর্তৃক অন্যপথে নীয়মান হইয়াও (নী)। তেন পূর্বাভ্যাসেন—পূর্বজন্মলব্ধ জ্ঞানসংস্কার দ্বারা (আ)। হ্রিয়তে পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসদ্বারা (শ); পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসদ্বারা (শ); পূর্বজন্মলব্ধ জ্ঞানসংস্কার দ্বারা (আ)। হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হয়, যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয় (আ); অকস্মাৎ যোগবাসনা হইতে উত্থিত হইয়া মোক্ষসাধনোন্মুখ হয় (ম); বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হয় (শ্রী)। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি—যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তিও, জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক ব্যক্তিও (নী)। শব্দব্রহ্ম—কর্মপ্রতিপাদক বেদ (ম); বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানফল (শ)। অতিবর্ততে—অতিক্রম করে (ম); তাহা হইতে অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বোক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি নিজের প্রযত্ন না থাকিলেও পূর্বজন্মের অভ্যাস-বশত অবশ হইয়াই যেন যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। এইভাবে আকৃষ্ট হইয়া যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদ অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়া মুক্তিলাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসহেতু চিত্তে যে সংস্কার বর্তমান থাকে সেই সংস্কার-বশত ইঁহাদের চিত্তে ভোগবাসনা স্থান পায় না। ইঁহাদের চিত্ত স্বভাবতই মোক্ষ-সাধনোন্মুখ হয়। এই প্রকারের স্বাভাবিক প্রেরণাদ্বারা চালিত হইয়া যদি ইঁহারা কেবল যোগের স্বরূপ জানিবারও ইচ্ছুক হন, তবে যোগের বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করিয়াও বৈদিক কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষাও অধিকতর বা উচ্চতর ফললাভ করেন। কারণ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া যিনি বৈদিক কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি স্বর্গাদি ফল-লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা কখনও মোক্ষলাভে সমর্থ হন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন, যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হন, তিনি একজন্মে না হউক জন্মান্তরেও মোক্ষলাভ করেন। কারণ যোগের প্রতি আকর্ষণ হইতে বোঝা যায় যে তাঁহার ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়াছে, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং চিত্ত অনেকটা নির্মল হইয়াছে। বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মিলে কেহই জ্ঞানলাভের বা যোগের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছুক হয় না। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির মুক্তি আজ হউক কাল হউক অবশ্যই হইবে, কারণ তাঁহার চিত্তরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, জ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে; এখন যত্ন করিলেই সুফল লাভ হইবে। পক্ষান্তরে বৈদিক কাম্য-কর্মানুষ্ঠানকারীর চিত্ত কামনাময় বলিয়া তাহার মুক্তি সুদূরপরাহত।

বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকেও তাহাই বিশেষ জোরের সহিত বলা হইল। ইহাতে বেদের নিন্দা করা হয় নাই, বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই নিকৃষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

অন্বয় ঃ তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (যত্নসহকারে চেষ্টাকারী) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নির্মলচিত্ত) যোগী (যোগী) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া) পরাং গতিং যাতি (শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ প্রযত্নাৎ—পূর্বকৃত যত্ন হইতে অধিকতর যত্নের সহিত। যতমানঃ—উত্তরোত্তর অধিকতর যত্নশীল। সংশুদ্ধকিল্বিষঃ—যাঁহার সমস্ত জ্ঞান-প্রতিবন্ধক পাপমল বিধৌত হইয়াছে (ম); নিষ্পাপ (নী)। অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ—অনেক জন্ম দ্বারা সংসিদ্ধ [সংস্কারাতিরেক ও পুণ্যাতিরেকহেতু প্রাপ্ত চরমজন্ম, প্রাপ্তযোগ] হইয়া। গতিম্—মোক্ষ, স্ব-পরাত্মাবলোকন-রূপ মুক্তি (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ কিন্তু যে যোগীপুরুষ বিশেষ যত্নসহকারে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন তিনি নির্মলচিত্ত হইয়া অনেক জন্মের পর সিদ্ধিলাভপূর্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ আর যদি যোগী প্রযত্নসহকারে যোগানুষ্ঠান করেন তবে একাধিক জন্মে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভপূর্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। যত্নের সহিত যোগসাধনা করাতে তাঁহার পূর্ব জন্মার্জিত পাপের ক্ষয় হইতে থাকে এবং এই প্রকারে একাধিক জন্মে সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেলে পুণ্যোপচয় ও সংস্কারাদিবশত তিনি চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া মোক্ষলাভের যোগ্য হন। এই শ্লোকে অনেক জন্ম বলিতে একাধিক জন্ম বোঝায়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির সিদ্ধিলাভে একাধিক জন্মের যে প্রয়োজন হয় তাহার কারণ এই যে যোগভ্রংশ হওয়াতে তাহার ক্রমোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তজ্জনিত পাপের ক্ষয়সাধনপূর্বক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে অনেক সময়ের দরকার।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

অন্বয় ঃ যোগী (যোগীপুরুষ) তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ (তপস্বীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ (কর্মীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) মতঃ (ইহাই আমার অভিমত) তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন (হে অর্জুন) যোগী ভব (তুমি যোগী হও)।

শব্দার্থ ঃ যোগী—আমা কর্তৃক উক্ত যোগের অনুষ্ঠাতা (ব); পরমাত্মার উপাসক (বি)। তপস্বিভ্যঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা (শ্রী); ধর্মশাস্ত্রবিৎ কর্মিগণ হইতে (ব); জ্ঞানিভ্যঃ—শাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিতগণ অপেক্ষা (শ); ব্রহ্মোপাসকগণ হইতে (বি)। কর্মিভ্যঃ—পরোক্ষজ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ হইতেও (ম); ইষ্টপূর্তাদি কর্মকারিগণ হইতে (শ্রী); অগ্নিহোত্রাদি কর্মিগণ অপেক্ষা (শ); দক্ষিণা সহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মানুষ্ঠানরত ব্যক্তিগণ হইতে (ম)। অধিকঃ—শ্রেষ্ঠ; কর্মী ও তপস্বিগণ মোক্ষের অযোগ্য বলিয়া যোগী শ্রেষ্ঠ।

শ্লোকার্থ ঃ ভগবানের সহিত যুক্ত ব্যক্তি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বড়। কেবলমাত্র জ্ঞানী অথবা শুধুমাত্র কর্মীদিগের অপেক্ষাও তিনি বড়। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও অর্থাৎ সর্বতোভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হও।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের কয়েক শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যোগের কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুনকে বলিলেন—যাঁহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শক্তি বা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত কঠোর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা করেন, অথবা যাঁহারা কেবল জ্ঞানের সাধনাদ্বারা মোক্ষলাভের চেষ্টা করেন, অথবা যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি কর্ম-দ্বারা পারলৌকিক শুভলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অপেক্ষা গীতোক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ। কারণ, যোগী কামনা করেন ভগবানের সহিত একান্ত মিলন। এই মিলনের

মধ্যে সমস্তই আছে—ইহা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও, তুমি জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা ভগবানের সহিত একান্তভাবে যুক্ত হইয়া তোমার কর্ম সম্পাদন কর।

গীতোক্ত যোগী কেন সর্বশ্রেষ্ঠ তাহার কারণ এই যে, এই যোগের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হইয়াছে ; সুতরাং ইহা পূর্ণাঙ্গ সাধনা। সুতরাং শুধু জ্ঞানের সাধক বা কেবল কর্মের অনুষ্ঠাতা কিংবা কঠোর তপস্বী অপেক্ষা যোগী কেন শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই বোঝা যায়। অন্য প্রকারের সাধনা অপূর্ণ, আংশিক ; উহাদ্বারা ভগবানের সহিত পূর্ণ মিলন স্থাপিত হয় না। পক্ষান্তরে গীতোক্ত যোগ পূর্ণাঙ্গ, উহাদ্বারা ভগবানের সহিত নিবিড়তম পূর্ণযোগ স্থাপিত হয়।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ সর্বেষাং যোগিনাম্‌ অপি (সকল যোগীর মধ্যেও) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্‌ (শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (মদ্গত অন্তরাত্মাদ্বারা) মাং ভজতে (আমার ভজনা করেন) সঃ যুক্ততমঃ (তিনিই যুক্ততম) মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত)।

শব্দার্থঃ সর্বেষাং যোগিনাম্‌—রুদ্রাদিত্যাদি ধ্যানপরায়ণদের মধ্যে (শ) ; যম-নিয়মাদি-পরায়ণ যোগীদের মধ্যে (শ্রী) ; পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদের মধ্যে (নী)। মদ্গতেন—মদেকপ্রবণ ; 'আমি' বাসুদেবে সমাহিত (শ)। অন্তরাত্মনা—অন্তঃকরণ দ্বারা (শ)। শ্রদ্ধাবান্‌—শ্রদ্ধাশীল, অত্যন্ত প্রিয়ত্বাবশতঃ 'আমার' বিয়োগ অসহ্য হওয়াতে 'আমাকে' পাওয়ার জন্য যত্নবান (রা)। ভজতে—সেবা করে (শ) ; ভজনা করে. সতত চিন্তা করে (ম)। যুক্ততমঃ—যুক্তদিগের মধ্যে অতিশয় যুক্ত (শ) ; সকল সমাহিতচিত্ত যুক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ম)।

শ্লোকার্থঃ যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি তাঁহার সমগ্র অন্তরাত্মা আমাতে অর্পিত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, তিনিই আমার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত—ইহাই আমার অভিমত।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বতন অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন যোগ ও যোগীর কথা বলা হইয়াছে, যথা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি। 'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ ভগবানের সহিত মিলন। এই মিলন আংশিক অথবা পূর্ণ হইতে পারে এবং বিভিন্ন উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটি উপায়ও যোগনামে অভিহিত হয় এবং যিনি যে উপায় অবলম্বন করেন বা যে প্রকারের যোগসাধন করেন তাঁহাকে সেই প্রকারের যোগী বলা হইয়া থাকে, যথা—কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী ইত্যাদি। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সকল যোগীর মধ্যে যুক্ততম কে ? কে ভগবানের সহিত সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে মিলিত ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন—সর্বপ্রকার যোগীর মধ্যে যিনি তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই আমার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।

'ভজনা' শব্দের অর্থ ভক্তি করা ; শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আত্মসমর্পণ, সেবা, এগুলি ভক্তির অঙ্গ। কাজেই যোগীদিগের মধ্যে যিনি ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তির

মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান সমস্তই আছে। তারপর এই ভক্তি হওয়া চাই অনন্যা ভক্তি। বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে ভগবানের ভজনা হয় না। কাজেই সমস্ত মনপ্রাণ ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিয়া ভজনা করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে কাহাকে ভজনা করিতে হইবে ? তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন 'আমাকে'। এই 'আমি' কে ? 'আমি' অর্থে ভগবান বাসুদেব পুরুষোত্তম ; 'আমি' একাধারে সগুণ ও নির্গুণ। 'আমি'ই পরম পিতা পরমেশ্বর। কাজেই 'আমাকে' যিনি ভজনা করেন তিনিই নির্গুণ ব্রহ্মের অথবা দেবদেবীর উপাসক অপেক্ষা অধিকতর যুক্ত—তিনি যুক্ততম।

এই পর্যন্ত জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান প্রভৃতির কথা অনেক বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ভক্তির সূচনা করা হইল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত করিয়া এবং পুরুষোত্তমতত্ত্ব বুঝাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ পরিশিষ্ট ॥

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগের অনুরূপ। এই কারণে অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় কিছু জানা না থাকিলে এই অধ্যায়টি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। নিম্নে এই পাতঞ্জলোক্ত যোগের বিষয়ে সংক্ষেপে বলা হইল। পতঞ্জলির মতে 'যোগ' শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ (যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ)। চিত্তের সাধারণত পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা আছে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্তঃ ক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্ত রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া বিষয়েই অভিনিবিষ্ট থাকে, কামনা দ্বারা চালিত হইয়া নানা বিষয়ে ধাবিত হয়।

মূঢ়ঃ এই অবস্থায় চিত্ত তমোগুণের অধীন হইয়া মোহাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে।

বিক্ষিপ্তঃ এই অবস্থায় চিত্ত সর্বদা বিষয়াসক্ত থাকিয়াও কখনও কখনও ধ্যাননিষ্ঠ হয়।

একাগ্রঃ এক বিষয়ে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তির নাম একাগ্রতা। একাগ্র অবস্থায় মন লক্ষ্য বিষয়ে সুস্থির হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়াতে তমোগুণজাত তন্দ্রাদির অভাব হইয়া আত্মাকার বৃত্তি জন্মায়।

নিরুদ্ধঃ এই অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া যায়। ইহাই চরম সমাধির অবস্থা। চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মূঢ়াবস্থায় সমাধির সম্ভাবনা নাই। বিক্ষিপ্তাবস্থায় কদাচিৎ সমাধি সম্ভব হইলেও উহা স্থায়ী হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাই সমাধির উপযোগী। যে উপায়দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ নিম্ন ভূমি জয় করিয়া নিরোধসমাধি লাভ করে তাহারই নাম যোগ। ইহার অপর নাম রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ। এই যোগের আটটি অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যম

'অহিংসা-সত্যমস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ'—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম।

অহিংসা—শাস্ত্রবিগর্হিত প্রাণিবধকে হিংসা বলে। যে প্রাণিবধ করে, যাহার উদ্যোগে প্রাণিবধ হয়, যাহার অনুমোদনক্রমে উহা অনুষ্ঠিত হয়—এই ভেদক্রমে হিংসা ত্রিবিধ। এই হিংসার অভাবই অহিংসা। ব্যাপক অর্থে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কাহারও ক্লেশ উৎপাদন না করাই অহিংসা।

সত্য—যথার্থভাষণই সত্য। ব্যাপক অর্থে, সত্য ব্যবহারও সত্য কথনের অন্তর্ভুক্ত। কখনও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট না হওয়া, স্বার্থানুরোধে সত্য গোপন না করা, অসত্যের পক্ষাবলম্বন না করা, অধর্মের প্রতিরোধ করা ইত্যাদিকে সত্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অস্তেয়—শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয় (চৌর্য), উহার অভাব অস্তেয়। ব্যাপক অর্থে 'অস্তেয়' শব্দে বোঝায় বাক্য, মন বা কর্মদ্বারা পরদ্রব্যে নিস্পৃহা।

ব্রহ্মচর্য—অশাস্ত্রীয় মৈথুন পরিত্যাগই ব্রহ্মচর্য। স্ত্রীবিষয়ক সংকল্প, স্মরণ, মনন, আলাপ বা অশ্লীল কথন, আলোচনা, গ্রন্থপাঠ ইত্যাদিও মৈথুনের অঙ্গ; সুতরাং ব্রহ্মচর্যের বিরোধী।

অপরিগ্রহ—দেহযাত্রা-নির্বাহোপযোগী ভোগসাধনের অধিক সংগ্রহ না করা। ব্যাপক অর্থে কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিলেই তাহা পরিগ্রহ হয়। এরূপ পরিগ্রহ না করাই অপরিগ্রহ।

নিয়ম

'শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ'—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম।

শৌচ—শৌচ দ্বিবিধ যথা, বাহ্যশৌচ এবং আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা, জলাদি দ্বারা শরীর ধৌত করা এবং হিতকর পরিমিত আহারাদির নাম বাহ্যশৌচ। জীবের সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে আনন্দ এবং পাপে উপেক্ষা—এই সকল ভাবের অনুশীলন দ্বারা চিত্তের নির্মলতাসাধনই আভ্যন্তর শৌচ।

সন্তোষ—বিদ্যমান ভোগোপকরণে পরিতৃপ্ত ও অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা না করার নাম সন্তোষ।

তপস্যা—ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং মৌনাদি ব্রতের নাম তপস্যা। মৌন দ্বিবিধ: ইঙ্গিতেও স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করার নাম কাষ্ঠমৌন এবং কেবলমাত্র বাক্যত্যাগ করার নাম মৌন।

স্বাধ্যায়—মোক্ষবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণবমন্ত্রের জপকে স্বাধ্যায় বলে। জপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। উচ্চৈঃস্বরে যে জপ করা হয় তাহা বাচিক জপ; যে জপে ওষ্ঠস্পন্দন হয় তাহাই উপাংশু জপ; মনে মনে যে জপ করা হয় তাহা মানস জপ।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ফলনিরপেক্ষ হইয়া সর্বকর্ম পরমগুরু ভগবানকে সমর্পণের নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ঈশ্বরের স্মরণ মননাদিও ইহার অন্তর্গত।

আসন

'স্থিরসুখমাসনম্'—যাহাতে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখসহকারে বসিয়া থাকা যায় তাহার নাম আসন। যোগশাস্ত্রে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন প্রভৃতি বিবিধ আসনের উল্লেখ আছে।

প্রাণায়াম

'তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ'—শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের তিনটি ক্রিয়া—রেচক, পূরক ও কুম্ভক।[১]

১ দ্রষ্টব্য ৪।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

প্রত্যাহার

'স্বস্ব-বিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তানুকরণমেব প্রত্যাহারঃ'—ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগপূর্বক চিত্তের রূপানুকরণের নাম প্রত্যাহার। ইহাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্বক বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়।

ধারণা

'হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরকাল-স্থাপনং ধারণা'—হৃৎপদ্মে, নাভিচক্রে, কণ্ঠস্থে, নাসাগ্রে, জিহ্বাগ্রে অথবা দেবমূর্তি প্রভৃতি বাহ্যদেশে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা।

ধ্যান

'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্'—যাহাতে চিত্তের ধারণা করা যায় সেই ধ্যেয় বস্তুর আকারে চিত্তবৃত্তির যখন সদৃশ প্রবাহ হইতে থাকে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে যখন প্রযত্ন ব্যতিরেকে আপনা হইতেই বারংবার চিত্তবৃত্তি হইতে থাকে তখন ধ্যান হয়।

সমাধি

'সর্বথা বিজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়-প্রত্যয়-প্রবাহঃ সমাধিঃ'—চিত্তে যখন আর বিজাতীয় প্রত্যয় উঠিতে পারে না, শুধু সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে তখন সমাধি হয়। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক জ্ঞান থাকে। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির সম্যক লয় হয় না, উহা দমিত হইয়া বীজরূপে লুপ্ত থাকে মাত্র। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি একবারে তিরোহিত হয়, সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়। সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

উপরে পাতঞ্জলোক্ত যোগের যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে গীতোক্ত যোগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

॥ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) ময়ি আসক্তমনাঃ (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া) মদাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত হইয়া) যথা (যে প্রকারে) সমগ্রং মাম্ (সমগ্র আমাকে) অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি (নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

শব্দার্থ ঃ আসক্তমনাঃ—আসক্ত [অভিনিবিষ্ট] মন যাহার একভূত (শ্রী)। মদাশ্রয়ঃ—আমিই আশ্রয় যাহার তদ্রূপ (শ্রী); মদেকশরণ (ম); আমার শরণাপন্ন। সমগ্রম্—সমস্ত বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্যাদি সম্পন্ন (ম); বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্যাদি গুণসম্পন্ন (শ)। যোগং যুঞ্জন্—যোগযুক্ত হইয়া, মন সমাহিত করিয়া (শ, ম)।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—আমাতে তোমার চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগসাধনা করিলে তুমি নিঃসন্দেহে সমগ্রভাবে আমাকে যেরূপে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—'যিনি মদ্গত অন্তরাত্মা দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন তিনিই যুক্ততম।' এই 'আমি' কে এবং কেমন করিয়া তাঁহার ভজনা করিতে হয় তাহাই সপ্তম অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। তাই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই গুরু বলিলেন—'আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া যোগসাধনা করিলে আমার সমগ্র স্বরূপ জানিতে পারিবে।' ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের অর্থ শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণ। ভক্ত যখন ভগবানের শরণাগতি হইয়া তাঁহার সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন তখনই তিনি ভগবানকে পূর্ণভাবে সমগ্রস্বরূপে জানিতে পারেন। কারণ, ভগবান অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমগ্ররূপ প্রকাশ না করিলে কেহই তাঁহাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারে না। কিন্তু ভগবদনুগ্রহ কেবল শরণাগত ভক্তের উপরই বর্ষিত হয়, অন্যের উপরে নহে।

'সমগ্রং মাম্' বলিতে ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ ভাব, তাঁহার অব্যক্ত ও ব্যক্ত অবস্থা, বিশ্বরূপ, 'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এই সমস্তই বোঝায়। শরণাগত ভক্তের নিকট ভগবানের কোনরূপ ভাব বা প্রকাশ কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ভক্ত সেই পুরুষোত্তমকে তাঁহার মূল সত্তা ও সকল শক্তিতে, তাঁহার সকল রূপ, সকল বিভাব, সকল বিভূতি ও সকল ঐশ্বর্য সহ জানিতে পারেন।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয় ঃ অহং (আমি) সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞান) তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি (তোমাকে নিঃশেষে বলিব) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) ইহ (এখানে) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (আর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না) ।

শব্দার্থ ঃ জ্ঞানম্—এই অপরোক্ষ জ্ঞান, চিদচিৎ শক্তিমৎ-স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান (ব)। সবিজ্ঞানম্—বিজ্ঞানের [নিজ অনুভবের] সহিত (শ); স্বীয় অনুভবযুক্ত, বিচার-পরিণাম-নিষ্পন্ন (ম)। অশেষতঃ—সমগ্র, বহুলরূপে, বিস্তারিতভাবে, সাধন-ফলাদির সহিত, নিরবশেষে (ম)। যৎ—যে নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞান (ম)। ন অবশিষ্যতে—সমস্ত উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (ব); যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনি সর্বজ্ঞ হন (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ আমি তোমাকে সবিস্তারে এমন বিশেষ ও সমগ্র জ্ঞানের কথা বলিব যাহা জানিলে তোমার আর কিছুই অবিদিত থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—'আমি তোমাকে স্বীয় বিচারলব্ধ এমন জ্ঞানের কথা বলিব, যাহা জানিলে সমস্তই জানা হইবে, আর জানিবার বাকী কিছু থাকিবে না।' কোনও মূল তত্ত্বকে জানা জ্ঞান, আর মূলতত্ত্বের বিকাশকে সর্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম ভাগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং বিশ্বলীলার মধ্যে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ সেই সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। কাজেই ভগবানের স্বরূপজ্ঞানের সহিত যদি তাঁহার প্রকাশরূপও জানা যায় তাহা হইলেই সব জানা হইল। এপ্রকার জ্ঞানে যে কেবল আত্মাকেই জানা যাইবে তাহা নহে ; প্রকৃতি, জগৎ এবং কর্ম সকলেরই জ্ঞান হইবে। তখন জানিবার আর কিছুই বাকী থাকিবে না, কারণ আর সকল জ্ঞান ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

ভগবান এই শ্লোকে এপ্রকার পূর্ণজ্ঞান দিবার আশ্বাসই অর্জুনকে দিলেন। এই পূর্ণজ্ঞান ভক্ত ভিন্ন আর কেহ পাইতে পারে না। তাই সপ্তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই জ্ঞানের বিষয়গুলিই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে এবং কি প্রকারে এই পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাও বলা হইয়াছে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

অন্বয় ঃ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি (একজন হয়ত সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন) যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্ (প্রযত্নকারী সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে) কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি (সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন) ।

শব্দার্থ ঃ সিদ্ধয়ে—সিদ্ধির নিমিত্ত, আত্মজ্ঞানলাভের জন্য (শ্রী); ফলসিদ্ধি পর্যন্ত সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত (ম)। যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্—সিদ্ধি পর্যন্ত যত্নকারী সহস্র লোকের মধ্যে (রা)। বেত্তি—জানে, সাক্ষাৎ করে (ম); প্রাক্তন পুণ্যবশে আত্মাকে জানে (শ্রী)। তত্ত্বতঃ—যথাবৎ, যথার্থভাবে, যথাবস্থিত আমাকে জানে (রা); সাক্ষাৎ অনুভব করে (বি)।

শ্লোকার্থ ঃ সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক জন যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের যত্ন করেন। আবার যাঁহারা এরূপ যত্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে তাহা অতি দুর্লভ। কারণ এই সংসারস্থ জীবগণের মধ্যে মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী। এই মনুষ্যজাতির মধ্যেও অধিকাংশ লোকই ইন্দ্রিয়সুখ লাভের নিমিত্ত সদা ব্যস্ত। প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা খেলার মধ্যেই তাহারা বাস করে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা লব্ধ খণ্ডিত অসম্পূর্ণ জ্ঞানই তাহাদের সম্বল। এই প্রাতিভাসিক জ্ঞানের অতিরিক্ত আর কিছু যে জ্ঞান আছে তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না।

অতি অল্প সংখ্যক লোক, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দুই একজন, ভাগবত জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হয়। কারণ সুকৃতিসম্পন্ন না হইলে কাহারও চিত্তে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে না। যাহাদের প্রাণে এরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। আবার যাহারা এরূপ চেষ্টা করে তাহাদের মধ্যে অল্প লোকে ভগবদ্জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়। আবার যাঁহারা ভগবদ্জ্ঞানলাভের চেষ্টায় সিদ্ধকাম হন তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক জন ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারেন। ভগবানের তত্ত্ব জানার অর্থ তাঁহাকে সমগ্রভাবে জানা, তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ এবং ব্যক্ত প্রকাশরূপ সমস্তের যথার্থ জ্ঞানলাভ করা। এপ্রকার জ্ঞান কেবল যত্ন বা সাধনা দ্বারা লাভ হয় না। ইহা একমাত্র ভক্তেরই লভ্য ; ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যে ভক্তের নিকট আপনার সমগ্ররূপ প্রকাশ করেন তিনিই ইহা জানিতে পারেন, অন্যে নহে।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

অন্বয় ঃ ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু) খম্ (আকাশ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকারঃ এব চ (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) ইতি ইয়ং মে (আমার এই) অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ (আটভাগে বিভক্ত প্রকৃতি) ।

শব্দার্থ ঃ ভূমিঃ—পৃথিবী তন্মাত্র, সূক্ষ্ম ভূমি, ভূমির কারণ গন্ধতন্মাত্র (শ্রী)। আপঃ—জলতন্মাত্র, সূক্ষ্ম জল, জলের কারণ রসতন্মাত্র (শ্রী)। অনলম্—অগ্নি-তন্মাত্র, সূক্ষ্ম অনল, অগ্নির কারণ রূপতন্মাত্র (শ্রী)। খম্—আকাশ তন্মাত্র, সূক্ষ্ম আকাশ, আকাশের কারণ শব্দতন্মাত্র (শ্রী)। মনঃ—মনের কারণ অহঙ্কার, অব্যক্ত প্রকৃতি (শ্রী)। বুদ্ধিঃ—অহঙ্কারের কারণ সমষ্টিবুদ্ধি, মহৎ তত্ত্ব (শ্রী); অবিদ্যাসংযুক্ত অহংকারঃ—'আমি করি' ঃ এই অহঙ্কার অর্থাৎ মূল প্রকৃতি (শ্রী); প্রকৃতিঃ—ঐশ্বরী মায়া শক্তি, অব্যক্ত, অহঙ্কার ও তৎকার্যভূত ইন্দ্রিয়গণ (শ্রী)। অষ্টধা ভিন্না—মায়াখ্যা পারমেশ্বরী অনির্বচনীয়া ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি (শ্রী)। আট প্রকারের বিভিন্ন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম্ (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব কয়েক শ্লোকে ভক্ত অর্জুনকে সমগ্র জ্ঞান দিবার আশ্বাস দিয়া ভগবান প্রথমেই তাঁহার অপরা প্রকৃতির বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। এই বর্ণনা প্রধানত সাংখ্যদর্শনোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইহা বুঝিতে হইলে সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ দরকার। সাংখ্যমতে সংসার দুঃখময়। এই দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। জীবমাত্রই এই ত্রিবিধ দুঃখ-তাপ ভোগ করে। এই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ লাভ বা দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি? সাংখ্যমতে একমাত্র জ্ঞান হইতেই সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে (জ্ঞানান্মুক্তিঃ)। কিসের জ্ঞান? সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ-জ্ঞান। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটি সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী এবং দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতিই ক্রিয়াশীলা এবং এই প্রকৃতির পরিণামেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি চব্বিশটি তত্ত্বের সমষ্টি, যথা ঃ

(১) মূল প্রকৃতি—ইহার অপর নাম প্রধান, অব্যক্ত, ত্রৈগুণ্য প্রভৃতি। ইহাই জগতের মূল উপাদান। ইহা অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অতিসূক্ষ্ম, অখিল এবং নিরবয়ব। এই মূল প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম। যখন এই গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে তখন সৃষ্টি হয় না। এই সাম্যাবস্থার নামই অব্যক্ত। কিন্তু, প্রকৃতিতে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হইলেই অর্থাৎ কোনও গুণের আধিক্য হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া থাকে।

(২) মহত্তত্ত্ব—সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাই মূল প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি বা পরিণাম। ইহার অপর নাম প্রধান বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহাই জীবের সমষ্টিবুদ্ধি।

(৩) অহঙ্কার—মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংকার। অহংকার অর্থ—'আমি, আমি' ভাব। 'আমি অন্য হইতে পৃথক'—এই জ্ঞানই অহংকার। মহত্তত্ত্বের মধ্যে সমষ্টিবুদ্ধি আছে তাহা ভাঙ্গিয়াই অহংকার বা আমিত্বের জ্ঞান জন্মে। অহংকারের ত্রিবিধ পরিণাম—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। অহংকারের সাত্ত্বিক পরিণাম, যথা ঃ

(৪—৮) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ।

(৯—১৩) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

(১৪) একাদশ ইন্দ্রিয়—মন, ইহা জ্ঞান ও কর্ম উভয়াত্মক।

অহঙ্কারের তামসিক পরিণাম, যথা ঃ

(১৫—১৯) পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র। এই তন্মাত্রগুলি স্থূল পঞ্চভূতেরই সূক্ষ্মাবস্থা।

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি ঃ

(২০—২৪) পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ (জল), ক্ষিতি (পৃথিবী)। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে অগ্নি বা তেজ, রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

ইহাই হইল সৃষ্টিক্রম। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতি জড়, অতএব

উহার পরিণাম মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি সমস্তই জড় পদার্থ। পক্ষান্তরে এই জগতে জড় ও চৈতন্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবমাত্রেই এই চেতনার বিকাশ দৃষ্ট হয়; এই জন্যই জীব—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানিতেছি—এই প্রকারের অনুভব করে। এই অনুভূতি জড়ের নাই। ইহা চৈতন্যের পরিচায়ক। কিন্তু এই চৈতন্য কোথা হইতে আসিল তাহাই সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান সমস্যা।

এই সমস্যার মীমাংসার নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুইটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যময়, কিন্তু নির্বিকার, অকর্তা। ইহার কোনও ক্রিয়াশক্তি নাই। ইহা প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী এবং দ্রষ্টা মাত্র। পক্ষান্তরে প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশক্তি আছে বটে, কিন্তু উহার চেতনা নাই, জ্ঞানের ক্ষমতা নাই। সাংখ্যমতে একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বা সংযোগবশত একের ধর্ম অপরে প্রতিফলিত হয়। এই কারণে প্রকৃতি অচেতন হইলেও উহাকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং পুরুষ অকর্তা হইলেও উহাকে কর্তা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই তত্ত্বটি অন্ধ ও পঙ্গুর দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝান হইয়াছে। অন্ধের দৃষ্টিশক্তি নাই, সুতরাং চলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তবে উভয়ে পরস্পরের সাহায্যে পথ চলিতে পারে। এইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি কাহারও একক বিশ্বসৃষ্টির শক্তি না থাকিলেও উভয়ে পরস্পরের সাহায্যে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে।

সাংখ্যের প্রকৃতি গীতাতে অপরা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু গীতাতে এই অপরা প্রকৃতিকে অষ্টধা বলা হইয়াছে। এই বর্ণনার সহিত সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের সঙ্গতিরক্ষার নিমিত্ত গীতাচার্যগণ গীতার অষ্টধা প্রকৃতির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ

ভূমিঃ—স্থূলভূত পৃথিবী এবং তৎকারণভূত গন্ধতন্মাত্র।
আপঃ—স্থূলভূত জল এবং তৎকারণভূত রসতন্মাত্র।
অনলঃ—স্থূলভূত অগ্নি ও তৎকারণভূত রূপতন্মাত্র।
বায়ুঃ—স্থূলভূত বায়ু ও তৎকারণভূত শব্দতন্মাত্র।
খম্—স্থূলভূত আকাশ ও তৎকারণভূত স্পর্শতন্মাত্র।
মনঃ—অব্যক্ত প্রকৃতি।
বুদ্ধিঃ—মহৎ তত্ত্ব।
অহংকারঃ—অহংকার ও তৎকার্যভূত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন।

অথবা

ভূমিঃ—সূক্ষ্ম ভূমি বা গন্ধতন্মাত্র।
আপঃ—সূক্ষ্ম জল বা রসতন্মাত্র।
অনলঃ—সূক্ষ্ম অগ্নি বা রূপতন্মাত্র।
বায়ুঃ—সূক্ষ্ম বায়ু বা শব্দতন্মাত্র।
খম্—সূক্ষ্ম আকাশ বা স্পর্শতন্মাত্র।
মনঃ—তৎকারণভূত অহংকার।
বুদ্ধিঃ—তৎকারণভূত মহৎ।
অহংকারঃ—তৎকারণভূত অবিদ্যা বা অব্যক্ত।

সাংখ্য মতে পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার, মহান্‌ এবং অব্যক্ত—এই আটটি প্রকৃতি ; অপর ষোলটি উহার বিকৃতি। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় গীতোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির সঙ্গে সাংখ্যোক্ত অষ্ট প্রকৃতির সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সাংখ্যোক্ত চব্বিশটি প্রকৃতিতত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতায় সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইলেও সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই।

কোন কোন বিষয়ে উভয় তত্ত্বের বিভিন্নতা আছে। তাহা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে ব্যক্ত হইবে। নিম্নে সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট দেওয়া গেলঃ
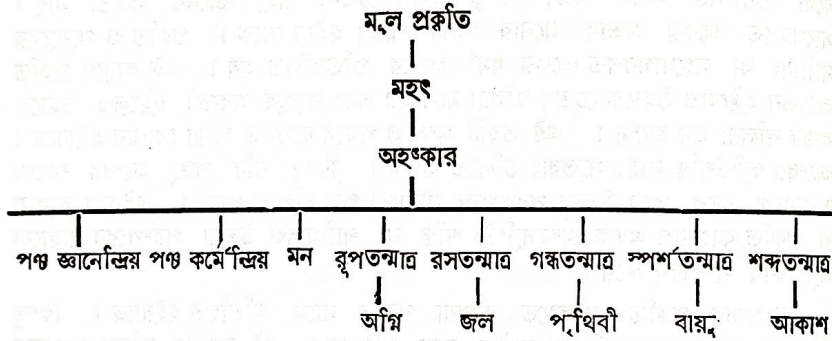
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫

অন্বয়ঃ মহাবাহো, ইয়ং অপরা (ইহা প্রকৃতি) ইতঃ পরাং (ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ) জীবভূতাম্‌ (জীবভূত) অন্যাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (আমার আর একটি প্রকৃতি জানিও) যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে (যাহাদ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে)।

শব্দার্থঃ ইয়ম্‌—অষ্টধা বিভিন্ন অচেতনবর্গরূপ আমার প্রকৃতি (ম)। অপরা—জড়ত্বহেতু নিকৃষ্টা, অশুদ্ধা, অনর্থকরী (শ) ; সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা (শ)। ইতঃ তু—যথোক্ত অচেতনবর্গরূপ ক্ষেত্রলক্ষণা প্রকৃতি হইতে (ম)। অন্যাম্‌—বিলক্ষণ (ম) ; বিভিন্ন। জীবভূতাম্‌—জীবরূপা, ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা, প্রাণধারণ-নিমিত্তভূতা (শ) ; চেতনাত্মিকা (ম)। পরাম্‌—প্রকৃষ্ট, চৈতন্যস্বরূপা, অজড়ত্ব হেতু উৎকৃষ্ট। যয়া—যে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ প্রকৃতি দ্বারা (শ্রী), যে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ জীবভূত অন্তরনুপ্রবিষ্ট প্রকৃতি দ্বারা (ম)।

শ্লোকার্থঃ পূর্বে যে আট প্রকার প্রকৃতির কথা বলিয়াছি তাহা আমার অপরা প্রকৃতি, ইহা হইতে ভিন্ন আমার আর একটি প্রকৃতি আছে তাহা আমার পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতি হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়া আছে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্ব শ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহা অপরা প্রকৃতি। উক্ত অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পরমপুরুষের আর একটি প্রকৃতি আছে তাহা পরা প্রকৃতি

অপরা প্রকৃতি জড়, পরা প্রকৃতি চেতন। ইহাই ভগবানের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি (spiritual nature)। ইহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল আদ্যাসৃজনী ও কর্মশক্তি। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি রহিয়াছে তাহাই পরা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি একদিকে বিশ্বাতীত, অপরদিকে ইহা বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত জড়িত। ভগবানের এই পরা প্রকৃতিই সৃষ্টিলীলাতে জীব হইয়াছে, জীবভূতা এই পরা প্রকৃতি বা জীবচৈতন্যই ভগবানের প্রকাশলীলার মধ্যে সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

এই জগতে যে অসংখ্য জীব দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মূল অধ্যাত্মসত্তা এক, অখণ্ডিত ; কেবল সৃষ্টিলীলায় ইহা বহুধা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই আধ্যাত্মিক সত্তাই ভগবানের পরা প্রকৃতি। ইহাই জীবের মূল আধ্যাত্মিক সত্তা, আর যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই নামরূপের খেলা মাত্র। কিন্তু এক আধ্যাত্মিক সত্তা পশ্চাতে না থাকিলে এই নামরূপের খেলা চলিতেই পারে না। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই হইল জীব অথবা জীবাত্মা এবং এই জীবচৈতন্যই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এই জীবচৈতন্যের বিকাশ সর্বত্র সমান নহে। আমরা যাহাকে অচেতন বা নির্জীব পদার্থ বলি তাহারও পশ্চাতে এই জীবচৈতন্য বর্তমান আছে ; তথায় উহা নামরূপের আবরণে এমন ভাবে আবৃত যে চৈতন্যের কোনও বিকাশ দেখা যায় না।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

অন্বয়ঃ সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূতবর্গ) এতদ্‌যোনীনি (এই প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা জানিও) অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয়ঃ (তদ্রূপ প্রলয়ের কারণ)।

শব্দার্থঃ সর্বাণি ভূতানি—চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ (ম)। এতদ্‌যোনীনি—এই অপরা ও পরা নামক পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাবিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা [পরা ও অপরা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণা প্রকৃতিদ্বয়] যোনি [উপাদান কারণ] যাহাদের (শ, ম)। উপধারয়—সম্যক্‌ জ্ঞাত হও। কৃৎস্নস্য জগতঃ—আমার প্রকৃতিদ্বয় বিশিষ্ট সমস্ত জগতের (শ্রী) ; চরাচরাত্মক জগতের সমস্ত কার্যবর্গের (ম)। প্রভবঃ—উৎপত্তির কারণ (ম) ; পরম কারণ (শ্রী) ; প্রকৃতি-দ্বয় দ্বারা ঈশ্বর জগতের কারণ (শ)। প্রলয়ঃ—বিনাশকারণ (ম) ; প্রলীন হয় ইহাতে, বিনাশস্থান অথবা প্রলীন হয় ইহাদ্বারা, সংহর্তা (ব)।

শ্লোকার্থঃ আমার এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি জানিও। আমিই এই নিখিল জগতের উৎপত্তির স্থল, আবার আমাতেই উহার লয় হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতার মতে ভগবান পুরুষোত্তম পরমেশ্বর তাঁহার পরা এবং অপরা প্রকৃতি দ্বারাই এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবের চৈতন্যাংশ পরা প্রকৃতি এবং জড়াংশ অপরা প্রকৃতি। এই জড় ও চৈতন্যের সমাবেশে সমস্ত ভূতগ্রামের সৃষ্টি। ইহার মধ্যে পরা প্রকৃতিই সৃষ্টির মূলসত্তা ; অপরা প্রকৃতি এই পরা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত, উহারই বাহ্যিক ছায়া মাত্র। সৃষ্টির নিম্নস্তরেই অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে অপরা প্রকৃতির কোনও স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বাস্তব সত্তা নাই। ইহার যাহা কিছু সত্তা তাহা প্রাতিভাসিক—সৃষ্টিলীলায় নামরূপের খেলা। শ্রুতিতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।' অর্থাৎ জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে প্রকটিত করিব।

যদিও পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি তথাপি ভগবান বলিতেছেন—'আমিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান। যে প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আমারই প্রকৃতি, উহা আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। আমি এই প্রকৃতি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, প্রকৃতি আমারই লীলাবিস্তারে সহায়তা করিতেছে। সৃষ্টির উচ্চস্তরে ভগবান ও তাঁহার পরা প্রকৃতি একই সত্তা। প্রকৃতি আর কিছুই নহে, ভগবানেরই চেতন ইচ্ছা এবং সৃষ্টি-সংকল্প, তাঁহারই আদ্যা সৃজনী শক্তি, তাঁহারই অনন্ত চিৎশক্তি, যাহা দেশকালাতীত অবস্থা হইতে দেশকালের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। আবার সৃষ্টির অবসানে সমস্ত সৃষ্টি তাঁহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

অন্বয়ঃ ধনঞ্জয়ঃ (হে অর্জুন) মত্তঃ পরতরং (আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছু নাই) সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে রত্নসকলের ন্যায়) ময়ি ইদং সর্বং প্রোতম্ (আমাতে এই সমস্ত প্রোত)।

শব্দার্থ ঃ মত্তঃ—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বকারণ আমা হইতে (ম), আমি [পরমেশ্বর] হইতে (শ)। সর্বম্ ইদম্—এই চিদচিদ্ বস্তুজাত (রা), সমস্ত জগৎ (শ); এই সমস্ত কার্যজাত (ম)। প্রোতম্—অনুস্যূত, অনুগত, অনুবিদ্ধ, গ্রথিত (শ); গ্রথিত (শ্রী, ম)। অন্যৎ পরতরম্—অন্য পরমার্থ সত্য (ম), অন্য কারণান্তর (শ); জগতের সৃষ্টি সংহারের শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র কারণ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। এখানে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে গ্রথিত।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—'আমিই জগতের প্রভব ও প্রলয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ বা স্বতন্ত্র স্রষ্টা কেহই নাই।' এই শ্লোকে বলিতেছেন—'কেবল তাহাই নহে, আমি যেমন সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা, তেমনি জগতের স্থিতিও আমার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাতেই সমস্ত জগৎ প্রোত বা গ্রথিত আছে।' এই তত্ত্বটি একটি সুন্দর উপমা দ্বারা বোঝান হইয়াছে।

যেমন মণিমালার মধ্যে একগাছি অদৃশ্য সূত্র মণিগুলিকে একত্র ধরিয়া রাখে সেইরূপ ভগবান (অর্থাৎ তাঁহার পরা প্রকৃতিই) এই জগৎ-প্রপঞ্চকে ধারণ ও গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। এস্থলে ভগবানের পরা প্রকৃতিকে সূত্র এবং প্রাতিভাসিক জগৎকে মণিগণ বলা হইয়াছে। সূত্রটি অদৃশ্য হইয়া থাকিলেও উহাই মালার ধারক। সূত্রের অভাবে মালা ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ, মণিগুলির নিজের কোনও সংহতি বা ধারণশক্তি নাই, সেইরূপ ভগবানের পরা প্রকৃতি ধারণ করিয়া না থাকিলে এই জগদ্রূপ মণিমালার কোনও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই জগতের মধ্যে যে সংহতি, ঐক্য, সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ এক চেতন আধ্যাত্মিক সত্তা সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে ধরিয়া গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। মণিমালার মণিসমূহের ন্যায় জগদ্প্রপঞ্চ এই আধ্যাত্মিক সত্তাতে প্রোত বা গ্রথিত হইয়া আছে।

কেবল যে সমগ্র বিশ্বই একটি মূল সত্তাতে প্রোত বা গ্রথিত তাহা নহে। প্রত্যেক বস্তুরও একটি মূল সত্তা আছে (thing-in-itself) যাহাতে উহার অন্যান্য গুণ বা ধর্ম-প্রোত বা গ্রথিত থাকে। এই মূল সত্তাটিকে সূত্র এবং প্রাতিভাসিক গুণগুলিকে মণি বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক জাতির মধ্যেও এমন একটি মূল সত্তা বা গুণ অনুস্যূত আছে যাহাতে ঐ জাতির প্রত্যেক ব্যষ্টির (individual) বিশেষ গুণ বা ধর্মাবলী প্রোত আছে এবং যাহাদ্বারা জাতির সমস্ত ব্যষ্টি একই জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এস্থলে জাতির ব্যষ্টিগুলিকে মণি এবং সাধারণ গুণ বা সত্তাকে সূত্র বলা যাইতে পারে। সমস্ত পুরুষ জাতির সাধারণ গুণ পৌরুষ। এই পৌরুষই পুরুষজাতির মূল গুণ বা সত্তা। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক পুরুষের বিশেষ গুণ বা ধর্মগুলির বিকাশ হইয়াছে এবং ইহাদ্বারাই সমস্ত পুরুষ এক জাতিতে গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তু বা এক জাতীয় সমস্ত বস্তুর একটি মূল সত্তা ও একটি প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। ভগবানের পরা প্রকৃতিই মূল সত্তারূপে এই জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে থাকিয়া সমষ্টি বা ব্যষ্টি জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

অন্বয় ঃ- কৌন্তেয় (হে অর্জুন) অহং অপ্সু রসঃ (আমি জলমধ্যে রস) শশিসূর্যয়োঃ প্রভা (চন্দ্রসূর্যের প্রভা) সর্ববেদেষু প্রণবঃ (সকল বেদে ওঙ্কার) খে শব্দঃ (আকাশে শব্দ) নৃষু পৌরুষম্ (মনুষ্যমধ্যে পৌরুষ) অস্মি (হই)।

শব্দার্থ ঃ রসঃ—জলের সার রস, রসতন্মাত্র (শ্রী); পুণ্য, মধুর, সর্বপ্রকার জলের সার কারণভূত (ম)। প্রভা—প্রকাশাত্মক সারভাগ জ্যোতি। সর্ববেদেষু—সকল বৈখরীরূপ বেদে (শ্রী)। প্রণবঃ—বেদের মূলীভূত ওঙ্কার (শ্রী)। শব্দঃ—আকাশের সারভূত শব্দ, শব্দতন্মাত্র (শ্রী)। পৌরুষম্—উদ্যম (শ্রী); পুরুষের সারভূত বীর্য, পুরুষের সাধারণ ধর্ম পুরুষত্ব (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, আমি জলে রস, চন্দ্র-সূর্যে প্রভা, সকল বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ এবং সমুদয় মানুষের পৌরুষ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে ভগবানের পরা প্রকৃতিতে এই জগৎপ্রপঞ্চ সূত্রে মণির ন্যায় গ্রথিত হইয়া আছে। এই তত্ত্ব কতকগুলি দৃষ্টান্তদ্বারা এই শ্লোকে এবং তাহার পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বোঝান হইয়াছে। ভগবান বলিলেন, 'আমি জলের মধ্যে রস'। জলের যে মূল গুণ বা শক্তি তাহাই হইতেছে রস। এই রসই উহার অন্যান্য গুণ বা ধর্ম প্রোত বা গ্রথিত হইয়া আছে। এই রসেই উহার অন্যান্য গুণ বা ধর্ম আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে উহার ব্যক্ত অবস্থা হইতেছে মূলসত্তা। অন্যান্য গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে উহার ব্যক্ত অবস্থা মাত্র। উহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র (phenomenal existence)। এই প্রাতিভাসিক গুণ বা ধর্ম জলের মূল সত্তা বা গুণ যে রস তাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার মধ্যে প্রোত বা গ্রথিত আছে। এই মূল শক্তিটি আধ্যাত্মিক, ইহা জড় নহে—ইহাই ভগবানের পরা প্রকৃতি। এস্থলে 'রস' শব্দে রসতন্মাত্র বুঝায় না, কারণ রস-তন্মাত্র অপরা প্রকৃতিরই অংশ মাত্র।

এইরূপে আমি চন্দ্রসূর্যের প্রভা। প্রভা বা জ্যোতিই চন্দ্রসূর্যের মূল সত্তা, চন্দ্রসূর্যের ব্যক্ত রূপটি উহারই প্রাতিভাসিক অবস্থা। চন্দ্রসূর্যের এই যে মূল সত্তা

বা গুণ তাহাতেই উহার অন্যান্য গুণ বা ধর্ম প্রোত আছে অথবা এই মূল সত্তাই সমস্ত গুণকে ধারণ করিয়া আছে।

সর্ব বেদে আমিই প্রণব—বেদ শব্দেরই সমষ্টি, এজন্য ইহাকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। এই বৈদিক শব্দসমূহের মূল সত্তাই ওঙ্কার। এই ওঙ্কারই ভাগবত শক্তির অধিষ্ঠান। এই ওঙ্কারের মধ্যে বাক্ ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে। বেদসকল এই ওঙ্কারেরই বাহ্যিক বিকাশ মাত্র। শ্রুতি বলেন, 'সর্বাণি পর্ণানি সংতৃন্নান্যেবমোংকারেণ'। সমস্ত বাক্য (বেদ) ওঙ্কারদ্বারা গ্রথিত।

আকাশে আমিই শব্দ—শব্দই আকাশের মূল সত্তা বা গুণ। ইহাতেই আকাশের অন্যান্য গুণ বা ধর্ম প্রোত আছে। ইহা শব্দতন্মাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মিক সত্তা।

যে পুরুষত্ব মানুষকে উদ্যমশীল ও ক্রিয়াশীল করিয়া রাখে আমি সেই পুরুষত্ব—পৌরুষ বা পুরুষত্ব সকল পুরুষের সাধারণ গুণ। ইহা সকল পুরুষের মধ্যে অনুস্যূত আছে। এই পুরুষত্বই আমি। পুরুষের সাধারণ গুণ পৌরুষে বিশেষ গুণগুলি প্রোত আছে। কিন্তু এই পৌরুষ সকল পুরুষে তুল্যভাবে দেখা যায় না, কারণ ইহা অন্য বিরোধী গুণ বা ধর্ম দ্বারা বিকৃত হয়।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯

অন্বয়ঃ পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ (আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ) বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি (অগ্নিতে তেজ) সর্ব ভূতেষু জীবনম্ (সমস্ত ভূতে প্রাণ) তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি (তপস্বিগণে তপস্যা হই)।

শব্দার্থঃ পৃথিব্যাম্—ভূমিতে। চ—'চ'কার শব্দে শব্দ, স্পর্শ, রসাদিরও পুণ্যত্ব সূচিত হইতেছে। পুণ্যঃ গন্ধঃ—উহার সারভাগ অবিকৃত সুরভি গন্ধ (শ, শ্রী), শব্দ, গন্ধ, স্পর্শাদি প্রাণিধর্ম নয় বলিয়া স্বভাবতঃ অবিকৃত (ম)। বিভাবসৌ—অগ্নিতে (শ)। তেজঃ—উহার সারভাগ দীপ্তি অথবা সর্ববস্তু দহন, পাবন, প্রকাশন, শীতত্রাণাদি সামর্থ্যরূপ সার (ম)। জীবনম্—প্রাণধারণ আয়ু (শ্রী), সারভূত প্রাণ। তপস্বিষু—নিত্য তপশ্চর্যাকারীদিগের মধ্যে (ম)। তপঃ—তপস্যা।

শ্লোকার্থঃ আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, প্রাণিসকলে প্রাণ এবং তপস্বিগণে তপস্যা।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান বলিতেছেন—আমিই অবিকৃত গন্ধরূপে পৃথিবীতে অনুস্যূত রহিয়াছি; পৃথিবীর এই আধ্যাত্মিক সত্তা গন্ধ স্বভাবত পবিত্র এবং অবিকৃত। এই অবিকৃত আধ্যাত্মিক সত্তাটি আমি। এই অবিকৃত সত্তা সৃষ্টির নিম্নস্তরে নামিয়া বিকৃত হইয়া যায় এবং পৃথিবীরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হয়। এইরূপ অগ্নির সারভাগই দীপ্ত বা তেজ। এই তেজকে আশ্রয় করিয়াই অগ্নির অন্যান্য গুণ বা ধর্মের প্রকাশ হয়, এই দীপ্তির মধ্যেই অগ্নির অন্যান্য গুণ বা ধর্ম প্রোত আছে। এই অবিকৃত দীপ্তিই আমি। সর্ব প্রাণীর জীবন আমি। প্রাণই প্রাণিসমূহের সাধারণ গুণ বা সত্তা। প্রাণ না থাকিলে কেহই প্রাণী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই প্রাণেই প্রাণিবর্গ বা তাহাদের বিশেষ গুণগুলি প্রোত আছে। আমার পরা প্রকৃতিই জীবগণের প্রাণ।

এস্থলে জীবন বলিতে অবিকৃত জীবন, জীবের যে মূল সত্তা তাহাই বোঝায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চেতনাকে (life) ক্ষেত্রের ধর্ম বলা হইয়াছে, সুতরাং উহা অপরা

প্রকৃতির অংশ। কাজেই এস্থলে জীবন বলিতে বোঝায় অবিকৃত জীবনী শক্তি, প্রাণধারণসামর্থ্য। আর আমরা সাধারণত যাহাকে 'জীবন' বলি তাহা এই মূল শক্তিরই বাহ্যিক প্রকাশ। 'আমিই তপস্বীদের তপস্যা' বলিতে বোঝায় তপস্বীদের সাধারণ গুণ বা উহাদের মূল সত্তা। তপোরূপ আমাতেই তপস্বিগণ প্রোত রহিয়াছে অর্থাৎ ইহাদ্বারাই তপস্বিগণ একটি শ্রেণী বা জাতিতে গ্রথিত হইয়া আছে।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি (ভূতসমূহের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও) অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি) তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি (তেজস্বীদের তেজ হই)।

শব্দার্থঃ সর্বভূতানাম্—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল ভূতের (ম); চরাচর সকল ভূতের (শ্রী)। সনাতনম্—চিরন্তন, নিত্য (শ)। বীজম্—প্ররোহ কারণ (শ; কারণ (ম); স্বজাতীয় কার্যোৎপাদন সামর্থ্য (শ্রী)। বুদ্ধিমতাম্—বিবেক-বুদ্ধিমানদিগের (শ)। বুদ্ধিঃ—চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক তত্ত্বনিশ্চয় সামর্থ্য (ব); সারাসার বিবেক (ব); প্রজ্ঞা (শ্রী); অন্তঃকরণের বিবেকশক্তি (শ)। তেজস্বিনাম্—তেজস্বীদিগের, প্রাগল্ভ্যবানদিগের (শ)। তেজঃ—প্রাগল্ভ্য (শ); পরাভিভব-সামর্থ্য (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, আমাকে সকল ভূতের বীজ বলিয়া জানিও। আমিই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদের তেজ।

ব্যাখ্যাঃ ভগবানের পরা প্রকৃতিই সর্বভূতের বীজ। এই বীজ হইতেই জীবগণের উদ্ভব। ইহা অবিকৃত সনাতন সত্তা। এই সত্তাই প্রত্যেক জীবের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। ইহাই উহার স্বভাব বা মূল প্রকৃতি। জীবের মধ্যে আর যাহা কিছু আছে তাহা এই মূল প্রকৃতিরই বাহ্যিক প্রকাশ, অপরা প্রকৃতির যোগে ভগবানের লীলা। বৃক্ষ যেমন বীজের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত বা প্রোত থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বের সর্বভূত বীজস্বরূপ ভগবানের পরা প্রকৃতিতে প্রোত আছে। সৃষ্টিকালে এই প্রকৃতি হইতে, আত্মার এই সনাতন আত্মার সচেতন ইচ্ছা হইতে উহাদের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এইরূপে বীজই সর্বভূতের মূল সত্তারূপে, উহাদের স্বভাবরূপে আবির্ভূত হয়। এস্থলে বুদ্ধি বলিতে বোঝায় সারাসার বিবেক শক্তি। বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধিই আমি। এই অবিকৃত বুদ্ধিই বুদ্ধিমানগণের সাধারণ গুণ বা সত্তা এবং এই সত্তাতেই ইঁহারা প্রোত আছেন। এই প্রকারে আমি তেজস্বীদের তেজ। তেজোরূপ আমাতে তেজস্বিগণ প্রোত বা গ্রথিত আছেন।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ভরতর্ষভ (হে অর্জুন) [অহং] (আমি) বলবতাং (বলবানদিগের) কামরাগবিবর্জিতং বলম্ (কামরাগবিহীন বল) ভূতেষু ধর্মাবিরুদ্ধ কামঃ (প্রাণী-দিগের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কাম) অস্মি (হই)।
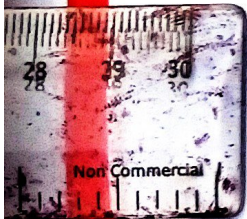
শব্দার্থ ঃ বলবতাম্—সাত্ত্বিক বলযুক্ত সংসারপরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগের (ম), বলবানদিগের (শ, শ্রী)। কামরাগবিবর্জিতম্—কাম [অপ্রাপ্ত বিষয়ে তৃষ্ণা] ও রাগ [প্রাপ্ত বিষয়ে অনুরাগ] তদ্দ্বারা বর্জিত, দেহাদিধারণমাত্রার্থ (শ)। বলম্—সাত্ত্বিক বল, দেহেন্দ্রিয়াদি-ধারণ-সামর্থ্য (ম), স্বধর্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য (শ্রী) ; ওজঃ (শ)। ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ—ধর্মানুকূল স্ব-স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন মাত্রোপযোগী কামবৃত্তি (শ্রী), শাস্ত্রানুমত জায়া-পুত্র-বিত্তাদিতে অভিলাষ (ম), ধর্ম ও শাস্ত্রার্থের অবিরুদ্ধ, যেমন দেহধারণমাত্রের উপযোগী, অশন-পানাদি-বিষয়ক অভিলাষ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ বলবানদিগের কাম ও আসক্তি-বর্জিত বল আমি। প্রাণীদিগের যেই কাম ধর্মবিরুদ্ধ নহে, সেই কাম আমি।

ব্যাখ্যা ঃ মূলগুণের আদি শক্তির সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত রূপের যে প্রভেদ, বস্তু শুদ্ধস্বরূপে যাহা (the thing itself) এবং নিম্নতরক্রমে উহা যেরূপ দেখায় (the thing in its lower appearance)—এই দুইয়ের যে প্রভেদ তাহা এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে।

ভগবান বলিতেছেন—আমি বলবানদিগের কামরাগ বিবর্জিত বল। বলবানদিগের বলই সারগুণ বা সত্তা ; এই বলকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অন্যান্য গুণের প্রকাশ। এই বলদ্বারাই বলবানগণ প্রোত বা গ্রথিত আছে। এই যে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বল তাহাই আমি। এই আধ্যাত্মিক বলদ্বারাই মানুষের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের এই বল অনেক স্থলে কামরাগ দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়ে। তখন ঐ বল তাহাকে উৎকর্ষের পথে না লইয়া অধঃপাতের পথে লইয়া যায়। এই বিকৃত বল যাহা সাধারণত সংসারীদের মধ্যে দেখা যায় তাহা আমি নহি। জীবগণের মধ্যে যে বিশুদ্ধ কামনা আছে তাহাই আমি। এই কামনা আধ্যাত্মিক, রজ-তমাদি গুণের দ্বারা অবিকৃত। মানুষের বিশুদ্ধ কামনা অনেক স্থলেই তাহার স্বভাবের বিরোধী (ধর্মবিরুদ্ধ) শক্তি দ্বারা বিকৃত হইয়া থাকে। এই বিকৃত কাম আমি নহি।

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে মানুষের কাম রজোগুণ সমুদ্ভূত এবং উহাকে সর্বাগ্রে বধ করা কর্তব্য। কিন্তু এই রাজস কাম প্রকৃতির নীচের খেলা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং জীবের স্বভাববিরুদ্ধ—ইহাতে ভগবান নাই।

> যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
> মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

অন্বয় ঃ যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব) [আছে] তান্ (সেই সকলকে) মত্তঃ এব (আমা হইতে উৎপন্ন) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিও) তেষু অহং ন তু (কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমি নই) তে ময়ি (তাহারা আমাতে রহিয়াছে)।

শব্দার্থ ঃ সাত্ত্বিকাঃ—শমদমাদি ধর্মজ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্যাদি সত্ত্বপ্রধান (ম)। ভাবাঃ—চিত্ত পরিণাম সকল (ম), পদার্থসকল (শ)। রাজসাঃ—হর্ষ দর্পাদি, লোভ প্রবৃত্তি প্রভৃতি রজঃপ্রধান (ম)। তামসাঃ—শোক, মোহ, নিদ্রালস্যাদি তমোগুণপ্রধান (ম)। মত্তঃ এব—আমা হইতে জাত (শ), মদীয় প্রকৃতির

গুণত্রয়কর্ম হইতে উৎপন্ন। তেষু তু ন—সংসারীর ন্যায় তাহাদের অধীন [বশীভূত] নই (শ)। ময়ি এব তে—তাহারা আমার বশীভূত, আমার অধীন (শ্রী, শ)।

শ্লোকার্থ ঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই সকল ত্রিগুণ জাত ভাব আমা হইতেই উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। উহারা আমার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু আমি উহাদের মধ্যে নাই অর্থাৎ আমি মূলত উহা নহি।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের কয়েক শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে প্রত্যেক বস্তু, জাতি বা সমগ্র বিশ্বের যে মূল সত্তা তাহা আধ্যাত্মিক, উহাই ভগবানের পরা প্রকৃতি। উহাদের যে ব্যক্ত রূপ অথবা বাহ্যিক গুণ ও ধর্ম তাহা ভাগবত সত্তা নহে। উহারা ভাগবত সৃষ্টিলীলায় অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে জাত। যদি তাহাই হয় তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঐ সকল ত্রিগুণাত্মক ভাব বা বিকারসমূহ কোথা হইতে আসিল এবং ভগবানের মূল প্রকৃতির সহিত উহাদের সম্বন্ধই বা কি ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন ঃ

এই সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব বা পদার্থ আমা হইতেই আসিয়াছে (মত্তঃ এব)। ইহারা আর কোথাও হইতে আসে নাই, আসিতেও পারে না। কারণ আমিই এই সমগ্র জাগতের, এ-জগতে যা কিছু আছে সমস্তের উৎপত্তি-স্থান (কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ)। আমা হইতে স্বতন্ত্র জগতের আর কোনও কারণ নাই, সৃষ্টির আর কোনও উৎস নাই। উহারা যে কেবল আমা হইতে আসিয়াছে তাহা নহে, উহারা আমারই সত্তার মধ্যে রহিয়াছে (তে ময়ি), আমার সত্তার বাহিরে কেহই যাইতে পারে না। অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে আমিই উহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি, নচেৎ উহাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরই নামরূপের খেলা চলিতেছে।

কিন্তু উহারা আমাতে স্থিত হইলেও আমি উহাদের মধ্যে স্থিত নহি (তেষু অহং ন)। অবশ্য আমি উহাদের মধ্যে কোন না কোন রূপে আছি, নচেৎ ইহাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তবে উহারা আমার মূলস্বরূপ নহে। আমার যে অধ্যাত্ম পরা প্রকৃতি তাহা এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে, এসব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার। অহংকার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা আমার মধ্যে উহারা আমার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। তারপর ইহারা আমার আধার হইতে পারে না, কারণ আমি ইহাদের চেয়ে অনেক বড়, সর্বব্যাপী, বিশ্বাতীত। আমি নিঃসঙ্গ ও নির্বিকার, কাজেই আমি ইহাদের মধ্যে স্থিত হইতে পারি না। আমি ইহাদের অধীন নহি, ইহারাই আমার অধীন।

> ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
> মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমস্ত জগৎ) এভ্যঃ পরম্ (ইহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং মাম্ (অব্যয় আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)।

শব্দার্থ ঃ গুণময়ৈঃ—সত্ত্বাদিগুণ-বিকার (ম) ; রাগদ্বেষাদি মোহাদিপ্রকার (শ) ; ত্রিগুণের বিকারজাত (শ্রী)। ত্রিভিঃ ভাবৈঃ—ত্রিবিধ পদার্থদ্বারা (শ) ; স্বভাবদ্বারা (শ্রী)। মোহিতম্—অবিবেকতাপ্রাপ্ত (শ) ; জ্ঞানরহিত। এভ্যঃ—

এই সকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাব হইতে (ম), যথোক্ত গুণসমূহ হইতে (শ)। পরম্—ব্যতিরিক্ত, বিলক্ষণ (শ), ইহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট (শ্রী)। অব্যয়ম্—অবিকারী (শ্রী), অপ্রচ্যুতস্বভাব (ব), জন্মাদি সর্বভাব-বিকার বর্জিত (শ), সর্ববিক্রিয়াশূন্য (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই ত্রিগুণময় ভাব দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহাচ্ছন্ন আছে! এই কারণে জীবসকল ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসকল যদি ভগবান হইতেই উৎপন্ন এবং ভগবানেই অবস্থিত হইয়া থাকে তবে জীব ভগবানকে জানিতে পারে না কেন? তাই ভগবান বলিতেছেন—যদিও এই সকল ত্রিগুণাত্মক ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন, তথাপি উহাদের ধর্ম এই যে উহারা চিত্তের ভ্রম উৎপাদন করে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে দেয় না, মানুষের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। এই সকল ভাবমুগ্ধ জীব মনে করে—এই দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চ একমাত্র সত্য, এই সংসারই তাহার সব। ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতির নীচের খেলা নিয়াই সে ব্যস্ত থাকে। নিজের মধ্যে যে চেতনাত্মিকা পরা প্রকৃতি আছে, সে যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় আত্মা তাহা সে ভুলিয়া যায়। কাজেই এই প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ, যে অব্যয় পরম সত্তা ভগবান আছেন জীব তাহা জানিতেও পারে না। বিকার ও পরিবর্তনশীল ভাব এবং পদার্থ নিয়া যে সদা ব্যস্ত সে অব্যয়, অপরিণামী, চিন্ময় সত্তাকে জানিবে কিরূপে?[১]

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

অন্বয় ঃ এষা গুণময়ী দৈবী মম মায়া (আমার ত্রিগুণাত্মিকা এই দৈবী মায়া) দুরত্যয়া হি (নিশ্চয়ই দুস্তরা) যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে (যাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়) তে এতাং মায়াং তরন্তি (তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ গুণময়ী—সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা (শ্রী)। দৈবী—দেবতার [ঈশ্বরের] সম্বন্ধীয়, ঐশ্বরী, বিষ্ণুর স্বভাবভূতা (শ); ঈশ্বরের লীলা বা ক্রীড়াসম্বন্ধিনী, অলৌকিক, অত্যদ্ভুত (শ্রী)। দুরত্যয়া—দুরতিক্রমা; দুঃখের সহিত অত্যয় [অতিক্রম] যাহার (শ), দুস্তরা (শ্রী)। মাম্ এব—মায়াবী স্বাত্মভূত আমাকে (শ), সর্বেশ্বর মায়ানিয়ন্তা কৃষ্ণকে (ব)। প্রপদ্যন্তে—শরণ লয়, ভজনা করে (শ্রী)। এতাং মায়াম্—সর্বভূত চিত্তমোহিনী দুরতিক্রমণীয়া মায়াকে (শ), এই সুদুস্তরা মায়াকে (শ্রী)। তরন্তি—অনায়াসে অতিক্রম করেন, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন (শ), আমাকে জানিতে পারিবেন (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমারই দৈবী মায়া। ইহা অতিক্রম করা অতি দুরূহ। কেবল যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করেন তাঁহারাই এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহের মোহকারী বা

১ দ্রঃ শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০ শ্লোক।

ভ্রমোৎপাদিকা শক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই শক্তিদ্বারা মুগ্ধ হইয়া জীব ভগবানকে জানিতে পারে না; ইহাই মায়া। এই মায়া জীবকে মুগ্ধ করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে দেয় না, জীবনের পরম সত্য তাহার দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখে। প্রশ্ন হইতে পারে এই মায়া কোথা হইতে আসিল অর্থাৎ ইহার উৎপাদক কে এবং ইহার স্বরূপই বা কি? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন—এই মায়া আমারই মায়া (মম মায়া), আমা হইতে উদ্ভূত, ইহা আর কোন স্থান হইতে আসে নাই।

যদি বলা যায় যে মায়া ভগবানের সৃষ্ট নহে তাহা হইলে ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় সৃষ্টিকারণ বা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্য দর্শনে তাহাই করা হইয়াছে। কিন্তু গীতাতে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও স্রষ্টা বা উৎপাদকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। একথা ভগবান এই অধ্যায়ে একাধিকবার বলিয়াছেন—আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তির স্থান (৬ষ্ঠ শ্লোক)। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসকল আমা হইতেই জাত (১২শ শ্লোক)। আমা হইতে স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই (৭ম শ্লোক) ইত্যাদি। সুতরাং জীবের মোহকরী মায়া ভগবান হইতেই আসিয়াছে। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন—আমিই মায়ার উৎপাদক এবং প্রভু।

এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন যে ইহা দৈবী অর্থাৎ দেবতারূপী তাঁহার প্রকৃতি হইতে জাত। 'দিব্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, কাজেই 'দৈবী' শব্দের অর্থ ক্রীড়াসম্বন্ধিনী অর্থাৎ লীলা বা ক্রীড়াপ্রবৃত্ত ভগবান হইতে জাত। 'দৈবী' শব্দের আর একটি অর্থ হইতে পারে—অপ্রাকৃত, অলৌকিক, লোকে যাহা দেখিতে পায় না। মায়ার দ্বিতীয় স্বরূপ,—উহা গুণময়ী, সত্ত্ব-রজ-তম-গুণাত্মিকা। এই তিন গুণের খেলাই মায়া। 'গুণ' শব্দের আর একটি অর্থ রজ্জু। রজ্জু যেমন দৃঢ়ভাবে বস্তুসমূহকে বন্ধন করে, ত্রিগুণিত রজ্জুসমা এই মায়াও তেমনি জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কাজেই ইহা দুরত্যয়া, সহজে এই বন্ধন হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ত্রিগুণিত মায়া-রজ্জুর বন্ধন খুলিয়া ফেলা অতি দুরূহ।

ভগবানের দৈবী মায়া যদি দুরত্যয়া হয় তবে কি জীবের মুক্তির কোন ভরসা নাই? সে কি চিরকাল এই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? পরম-পুরুষ ভগবানকে কি সে কোনদিনই জানিতে পারিবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—না, তা নয়। জীবের মুক্তির উপায় আছে। জীব যদি আমার শরণাপন্ন হয়, আর কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে তবে সে মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

কোনও জীব যদি ত্রিগুণিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হয় তবে সে কেবল নিজের চেষ্টায় সহজে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় আবদ্ধ অপর লোকের সাহায্যও নিষ্ফল হয়। কিন্তু সে যদি রজ্জুর নির্মাতার শরণাপন্ন হয় তাহা হইলেই তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ সহজ হইয়া উঠে। এইরূপ মায়াবদ্ধ জীব যদি মায়ার স্রষ্টা এবং প্রভু ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনা করে, তবে অনায়াসেই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫

অন্বয় ঃ দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ (দুষ্কৃতকারী মূঢ় নরাধমসকল) মায়য়া অপহৃত-জ্ঞানাঃ (মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া) আসুরভাবম্ আশ্রিতাঃ (আসুরভাব আশ্রয়পূর্বক) মাং ন প্রপদ্যন্তে (আমাকে আশ্রয় করে না) ।

শব্দার্থ ঃ দুষ্কৃতিনঃ—পাপকারিগণ (শ) ; দুষ্কৃত ও পাপের সহিত নিত্যযুক্ত লোকসকল (ম) । মূঢ়াঃ—আত্মানাত্মবিবেকহীন, বিবেকশূন্য (ম) । মায়য়াপহৃত-জ্ঞানাঃ—পূর্বোক্ত মায়াদ্বারা যাহাদের জ্ঞান [বিবেকসামর্থ্য] অপহৃত [নষ্ট] হইয়াছে (ম) ; মায়াদ্বারা অপহৃত [নিরস্ত] জ্ঞান [শাস্ত্রাচার্যোপদেশ জাত জ্ঞান] যাহাদের (শ্রী) । আসুরং ভাবম্—অসুরদিগের ভাব [চিত্তাভিপ্রায়] ; দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিসমূহ (শ্রী) ; হিংসা, অনৃত প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ভাব (শ) ।

শ্লোকার্থ ঃ মূঢ়, নরাধম, পাপী এবং আসুরভাব প্রাপ্ত লোকেরা আমার শরণাপন্ন হয় না, কারণ মায়া তাহাদের জ্ঞান হরণ করিয়া লয় ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হয় তাহারাই মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় । প্রশ্ন হইতে পারে যে ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই যখন মায়াকে অতিক্রম করা যায় তখন লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হয় না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—যাহারা সর্বদা পাপকার্যে নিরত তাহারা ভগবানকে পায় না, পাওয়ার জন্য তাহাদের কোন আকাঙ্ক্ষাও হয় না । তাহারা মনুষ্যপ্রকৃতির নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিয়া সর্বদা 'আমি'-দেবতার তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত থাকে । পূর্বজন্মে এবং ইহজন্মে পাপানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ তাহাদের চিত্তে একটা পাপপ্রবণতা জন্মিয়া যায়, ফলে উহা ভগবদুন্মুখ হয় না । মায়াদ্বারা উহাদের জ্ঞান অপহৃত হওয়াতে উহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, দেহের সুখদুঃখেই আকুল হয় । দেহাতিরিক্ত যে আত্মা আছে তাহা ধারণাই করিতে পারে না । ইহারা মনে করে—এই সংসারই সব, ইহার অতীত কিছু থাকিতে পারে না এবং ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই । দম্ভ এবং অহংকারই ইহাদের কর্মের মূল নীতি, ইহারা আসুর-ভাব-প্রাপ্ত ।[1]

সুতরাং ভগবানকে পাইতে হইলে সর্বাগ্রে পাপ পরিত্যাগ করিয়া মানুষকে নীতি-পরায়ণ, সুকৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে । রজস্তমোগুণের অধিক্যই মানুষকে পাপের পথে লইয়া যায় । তমোগুণের আধিক্য হইলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হয় ; কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ তাহা সে নির্ণয় করিতে পারে না । রজোগুণের আধিক্য মানুষের চিত্তে অসংখ্য কামনার উদ্রেক করে এবং কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে নানাবিধ পাপকার্যে রত হয় । পাপের পথ ত্যাগ করিতে হইলে মানুষকে এই রজস্তমোগুণ নিরস্ত করিয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিতে হইবে । এই সাত্ত্বিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক ও কর্মের সত্য নীতির অনুসন্ধান করে । কিন্তু ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ মিলন সাধন করিতে হইলে এই সত্ত্বগুণকেও ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে এবং ত্রিগুণের অতীত যে সম, শান্ত, নির্বিকার অবস্থা তাহাই লাভ করিতে হইবে ।

---

১ চতুর্দশ অধ্যায়ে এই প্রকৃতির লোকদিগের সজীব বর্ণনা আছে ।

এই শ্লোকের পূর্ব শ্লোক পর্যন্ত ভগবান প্রকৃতি, পুরুষ, মায়া প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কে এবং তাঁহার স্বরূপ কি তাহাই অর্জুনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । কি প্রকারে তাঁহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে উপাসনা করিতে হইবে এই শ্লোক হইতে তাহাই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ ভরতর্ষভ অর্জুন (হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন) আর্তঃ (বিপন্ন) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু) অর্থার্থী (প্রয়োজন-সাধনকামী) জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী) চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ (এই চারি প্রকারের পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন) ।

শব্দার্থ ঃ আর্তঃ—তস্কর-ব্যাঘ্র-রোগাদি দ্বারা অভিভূত (শ) ; শত্রু-ব্যাধাদি দ্বারা আপদ্‌গ্রস্ত । জিজ্ঞাসুঃ—যিনি ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন (শ), আত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্ষু (শ্রী, ম) । অর্থার্থী—ধনকামী (শ) ; ইহকালে পরকালে ভোগ-সাধন-ভূতার্থ-প্রেপ্সু (শ্রী) ; ভোগোপকরণ লিপ্সু (ম) । জ্ঞানী—বিষ্ণুর তত্ত্ববিৎ (শ) ; ভগবৎ সাক্ষাৎকার দ্বারা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, আত্মবিৎ (শ্রী) । সুকৃতিনঃ—পুণ্যকর্মা (শ) ; পূর্বজন্মে কৃতপুণ্য (শ্রী) ; সফলজন্মা (ম) । মাং ভজন্তে—আমার সেবা করেন (শ) ।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, কেহ সংসারের দুঃখকষ্টে পীড়িত হইয়া, কেহ ঐহিক কল্যাণ কামনায়, কেহ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায়, কিংবা শুদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করেন । ইঁহারা সকলেই সুকৃতিসম্পন্ন ।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে দুষ্কৃতিসম্পন্ন নরাধম লোকেরা ভগবানের ভজনা করে না । তবে কে ভগবানের ভজনা করে আর কেনই বা ভজনা করে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—সংসারে সুকৃতিমান চারি শ্রেণীর লোক আমার ভজনা করিয়া থাকে । ইহারা নিজেদের স্বভাবজাত বিভিন্ন কারণে ভগবানের শরণাপন্ন হয় । যথা ঃ

আর্তঃ—সংসারে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত, শত্রু কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া অথবা অন্য কোনও বিপদে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভের আশায় অনেকে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, যেমন কুরুসভায় বিপন্না দ্রৌপদী, জরাসন্ধ কর্তৃক কারাগারাবদ্ধ নৃপতিবৃন্দ

জিজ্ঞাসুঃ—কেহ বা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অথবা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের নিমিত্ত ঈশ্বরের ভজনা করেন, যেমন মুচুকুন্দ, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ।

অর্থার্থী—কেহ কেহ ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গললাভের আশায় অথবা কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, যেমন সুগ্রীব, বিভীষণ, ধ্রুব প্রভৃতি ।

জ্ঞানী—আবার কেহ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারিয়া কোন প্রকার উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কেবল তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার ভজনা করেন, যেমন নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ।

ইঁহারা সকলেই সুকৃতিসম্পন্ন। কারণ ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের কোন প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান না থাকিলে এবং তাহাদ্বারা পাপক্ষয় ও চিত্তের নির্মলতা সাধন না হইলে কাহারও হৃদয়ই ভগবদুন্মুখ হয় না। সুতরাং কেহ বিপদে পড়িয়া হউক কি অন্য উদ্দেশ্যেই হউক ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই বুঝিতে হইবে যে পুণ্যাচরণ দ্বারা তাহার পাপপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া চিত্তের কতকটা নির্মলতা জন্মিয়াছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত চারি প্রকার ভক্তই সুকৃতিমান।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্বদা আমার সহিত যুক্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র আমাতে ভক্তিমান) জ্ঞানী (জ্ঞানবান ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ (জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়) স চ মে প্রিয়ঃ (তিনিও আমার প্রিয়)।

শব্দার্থঃ তেষাম্—উল্লিখিত চারিজনের মধ্যে (শ)। জ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞানবান্ (শ), নিবৃত্তসর্বকাম (ম)। বিশিষ্যতে—আধিক্য প্রাপ্ত হয় (শ), শ্রেষ্ঠ হয়, সর্বোৎকৃষ্ট হয় (ম)। নিত্যযুক্তঃ—সর্বদা মন্নিষ্ঠ (শ্রী), বিক্ষেপক বস্তুর অভাবহেতু ভগবানে সর্বদা সমাহিতচিত্ত (ম)। একভক্তিঃ—এক আমাতেই ভক্তিমান, অন্য বিষয়ে অননুরক্ত (শ্রী), একভাবে আমার ভজনাকারী (ম)।

শ্লোকার্থঃ এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সর্বদা আমার সহিত ভক্তিযুক্ত অবস্থায় থাকেন। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার বিশেষ প্রিয়।

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। কারণ আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তের ভক্তি সকাম, চিত্তের কোনও কামনা পূরণের নিমিত্তই তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, কিন্তু জ্ঞানীর ভক্তি শুদ্ধ ও নিষ্কাম। জ্ঞানী ভগবানের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকেন। সংসারের কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও ভগবানের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তাঁহার প্রতি কর্মে, প্রতি চিন্তায় তিনি ভগবানের সান্নিধ্য ও প্রেরণা অনুভব করেন। ভগবানের সহিত যোগেই তাঁহার সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা কোনও কামনা পূরণের নিমিত্ত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারা ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত থাকিতে পারে না। কামনাটি পূর্ণ হইলেই তাহাদের ভক্তির বেগ কমিয়া যায়। আবার কামনাটি পূরণ না হইলেও তাহাদের ভক্তিতে ভাটা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। যাহারা বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে, বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহারা আর তেমনভাবে ভগবানকে ডাকে না। ইহারা কখনও ভগবানের ভজনা করে, কখনও সংসারের ভজনা করে—ইঁহারা নিত্যযুক্ত নহে। তারপর অজ্ঞানী ভক্ত একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। বিভিন্ন কামনাবাসনা পূরণের নিমিত্ত নানা দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। রোগমুক্তির নিমিত্ত কেহ কেহ সূর্যের উপাসনা করে, ধনলাভের নিমিত্ত অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হয় ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে জ্ঞানী সর্বদা ভগবানেরই উপাসনা করেন, তিনি কোনও কাম্য ফললাভের নিমিত্ত কোনও দেবতার শরণাপন্ন হন না। তাঁহার ভক্তিরও কখনও ন্যূনাধিক্য বা ব্যতিক্রম হয় না, সর্বদা একভাবে থাকে। এই প্রকারে নিত্যযুক্ত ও

একভক্তি বলিয়া জ্ঞানী অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর ভক্তি অহেতুকী, তিনি আর কিছু চান না, কেবল আমাকেই চান। আমি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রপরিজনাদি, এমন কি নিজের জীবন অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভালবাসেন। আমিই তাঁহার আত্মা। আমি যেমন তাঁহার প্রিয়, তিনিও আমার তেমনি প্রিয়। কারণ যে আমাকেই চায় সে আমাকেই পায়। আমার একান্ত প্রিয় বলিয়া জ্ঞানী ভক্ত আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ এতে সর্বে এব উদারাঃ (ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট) তু (কিন্তু) জ্ঞানী মে আত্মা এব (জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ) মে মতম্ (ইহাই আমার মত) যুক্তাত্মা সঃ (যুক্তাত্মা সেই ভক্ত) অনুত্তমাং গতিম্ (সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ) মাম্ এব আস্থিতঃ (আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন)।

শব্দার্থঃ এতে—আর্তাদি সকাম ভক্তগণও (ম)। উদারাঃ—উৎকৃষ্ট (শ); পূর্বজন্মার্জিত অনেক সুকৃতিহেতু উৎকৃষ্ট, আমার প্রতি ঔদার্যপ্রকাশহেতু উৎকৃষ্ট, মহান্ মোক্ষভাক্ (শ্রী); বদান্য (ব)। যুক্তাত্মা—সর্বদা সমাহিতচিত্ত, মদেকচিত্ত (শ্রী); মদর্পিতমন (ব)। অনুত্তমাম্—যাহা অপেক্ষা আর উত্তম নাই, সর্বোত্তম (শ্রী); সর্বোৎকৃষ্ট (ম)। গতিম্—গন্তব্য পরমফল (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা আমার মতে সকলেই মহান। জ্ঞানী কিন্তু আমার আত্মস্বরূপ। তাঁহার আত্মা আমার সহিত যুক্ত বলিয়া তিনি আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কারণ আমিই পরম গতি।

ব্যাখ্যাঃ যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছে ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট, সকলেই মহান। ষোড়শ শ্লোকে ইঁহাদিগকে সুকৃতিসম্পন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি চিত্তের কোনও কামনাপূরণের নিমিত্ত ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁহার ভজনা করে, ভগবানকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করে না, সে ব্যক্তি উদার উৎকৃষ্ট হইল কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে চিত্তে কোন প্রকার সদ্ভাব বা ঔদার্য না থাকিলে উহা ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় না। সঙ্কীর্ণচিত্ত অধম লোকেরা বিষয়ের সেবাতেই সর্বদা ব্যস্ত থাকে, বিষয়েই তাহারা আনন্দ পায়, সুখভোগের চেষ্টায় তাহাদের সমস্ত সময়, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়। দম্ভ ও অহংকারের বশে ইহারা আপনাদিগকেই শক্তিশালী বলিয়া মনে করে, বিপদে পড়িলেও ইহারা ভগবানকে ডাকে না। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্তই হউক অথবা কোনও প্রার্থিত বস্তু লাভের নিমিত্তই হউক ঈশ্বরের ভজনা করে, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাহার চিত্তের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, ভগবানের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। এই কারণে ভক্তমাত্রকেই এস্থলে উদার বলা হইয়াছে। ভগবান বলিলেন, 'কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত যে কেবল আমার উপাসক তাহা নহে, তিনি আমারই আত্মা, আমার আত্মস্বরূপ, তিনি ও আমি অভিন্ন।'

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে (বহু জন্মের পরে) বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি জ্ঞানবান

(বাসুদেবই সমস্ত, এই জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন) [তিনি] মাং প্রপদ্যতে (আমাকে প্রাপ্ত হন) স মহাত্মা সুদুর্লভঃ (সেইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ)।

শব্দার্থ ঃ বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে—বহু জন্মে কিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয়ের পর শেষ জন্মে (শ্রী, ম) ; জ্ঞানার্থ সংস্কারার্জনের সমাপ্তি হইলে (শ)। জ্ঞানবান্—সর্বত্র বাসুদেবদর্শী (শ্রী) ; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। মাম্—প্রত্যগাত্মা বাসুদেবকে (শ)। প্রপদ্যতে—সর্বদা সমস্ত প্রেম বিষয়রূপে ভজনা করেন (ম)। সঃ—এইপ্রকার জ্ঞান-পূর্বক মদ্‌ভক্তিমান্ (ম)। মহাত্মা—মহৎ [সর্বোৎকৃষ্ট] আত্মা [চিত্ত] যাঁহার, অত্যন্ত শুদ্ধান্তঃকরণ হেতু জীবন্মুক্ত (ম)। সুদুর্লভঃ—সহস্র মনুষ্যের মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ বহু জন্মের পরে জ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হন। যাহা কিছু আছে সেই সবই সর্বব্যাপী বাসুদেব—এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা সুদুর্লভ।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জ্ঞানলাভ একদিনে হয় না। মানুষ সাধারণত রজস্তমোগুণের অধীন থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ পুণ্যসঞ্চয়ের ফলে তাহার মধ্যে যতই সত্ত্বগুণ বাড়ে ততই তাহার চিত্ত নির্মল এবং ভগবদুন্মুখ হইতে থাকে। চিত্ত ঈশ্বরমুখী হইলে সাধক ভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সিদ্ধিলাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। ভগবানের প্রসাদলাভে চিত্তের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হইলে জ্ঞানের আলোক আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। এই জ্ঞানলাভ হইলে সাধক বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া অনন্যা ভক্তির সহিত ভগবানকেই ভজনা করিতে থাকেন। জ্ঞানী ভক্ত দেখিতে পান যে ভগবান তাঁহার হৃদয়ে রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বদা সর্বত্র ভগবানের উপলব্ধি করেন। 'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ ফুরে।' জগৎ তাঁহার নিকট ব্রহ্মময় হইয়া যায়। কিন্তু, যাহা কিছু আছে সবই ভগবান অথবা ভগবানই সব হইয়াছেন—এই জ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। যিনি এইরূপ সমগ্রভাবে ভগবানকে দেখিতে পারেন এবং নিজের সমগ্র ভাব, সমস্ত সত্তা সমেত ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহাত্মা।

কিন্তু সর্বত্র বাসুদেবের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন এরূপ মহাত্মা এ-সংসারে একান্ত দুর্লভ। শুধু জ্ঞানী, কি শুধু ভক্ত হয়ত অনেক দেখা যায়, কিন্তু একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির মিলন সচরাচর দেখা যায় না। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুই একটিও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কারণ অহেতুকী ভক্তির ফলে ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হইলে কেহই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

অন্বয় ঃ তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (সেই সেই কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ) তং তং নিয়মম্ আস্থায় (সেই সেই বিহিত নিয়ম অবলম্বনপূর্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা (স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া) নিয়তাঃ অন্য দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে (নিয়মিত অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে)।

শব্দার্থ ঃ তৈঃ তৈঃ কামৈঃ—সেই সেই কামনা দ্বারা ; পুত্র, পশু, স্বর্গাদি-বিষয়ক ক্ষুদ্র অভিলাষ দ্বারা (শ)। হৃতজ্ঞানাঃ—যাহাদের জ্ঞান [বিবেক বুদ্ধি] হৃত

[নষ্ট] হইয়াছে। স্বয়া প্রকৃত্যা—নিজ প্রকৃতিদ্বারা, পূর্বাভ্যাস বাসনাদ্বারা (ম) ; অসাধারণ পূর্বাভ্যাস বাসনাদ্বারা, জন্মান্তরার্জিত সংস্কার-বিশেষ-জাত স্বভাব দ্বারা (শ)। নিয়তাঃ—বশীকৃত (ম) ; নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত (শ)। নিয়মম্—জপোবাস-প্রদক্ষিণ-নমস্কারাদিরূপ দেবতারাধনার প্রচলিত নিয়ম ; দেবতারাধনের যে যে নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে (শ)। আস্থায়—অবলম্বন করিয়া, আশ্রয় করিয়া (শ)। অন্যদেবতাঃ—ভগবান্ বাসুদেব ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র দেবতা (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সংসারের বিবিধ কামনা যাহাদের বিবেকজ্ঞানকে হরণ করিয়া লয়, তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া প্রচলিত নিয়ম-অনুষ্ঠান সহ বিবিধ দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে জ্ঞানীর অনুভূতির কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে অজ্ঞানীর উপাসনার কথা বলা হইতেছে। অজ্ঞানী মানুষ তাহার কামনা দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। কামনাপূরণই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ইহাদ্বারা তাহার জ্ঞান অপহৃত হয়, সে প্রকৃতির খেলাতেই ডুবিয়া থাকে। এই সংসারের ধন, মান ও যশ লাভের নিমিত্ত সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রকৃতির অতীত যে অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না।

চিত্তের কামনাসমূহের পূরণের নিমিত্ত সে বিবিধ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সকল দেবতামূর্তি তাহার বা অপরের মনঃকল্পিত। নামরূপের ভিতরেই ইহাদের অস্তিত্ব। যাহার যেরূপ সংস্কার ও প্রকৃতি তাহার উপাস্য দেবতাও সেইরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্যপ্রিয় তাহার দেবতা হয় সুন্দরাকৃতি, মোহনবপু ; যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ভালবাসে তাহার দেবতাও তদ্রূপ ; আর যে ব্যক্তি ভীষণতার উপাসক তাহার দেবতা হয় ভয়ঙ্করাকৃতি, ক্রোধপরায়ণ। কেহ কেহ বা বৃক্ষ প্রস্তরাদিকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। এইরূপে বিভিন্ন রুচির লোক বিভিন্ন দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাদের নিকট বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত অথবা এই সংসারে ধন, জন, যশ, মান প্রভৃতি কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করে। যাঁহারা উচ্চস্তরের মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাঁহারা ভগবানকে কতকগুলি গুণরাশির সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করেন—তিনি প্রেমময়, ক্ষমাশীল। কেহ কেহ বা ভগবানকে কঠোর, ন্যায়পরায়ণ, দণ্ডদাতা ভাবিয়া ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত তাঁহার সমীপস্থ হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাহাদের উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

অন্বয় ঃ যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যাং যাং তনুম্ অর্চিতুম্ ইচ্ছতি (যে যে দেবমূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাম্ (তদ্বিষয়ক অচলা শ্রদ্ধা) অহং বিদধামি (আমি বিধান করি)।

শব্দার্থ ঃ যঃ যঃ—যে যে কামী ব্যক্তি (শ)। তনুম—দেবতা-মূর্তি (ম) ; দেবতারূপ আমার মূর্তি (শ্রী)। ইচ্ছতি—প্রবৃত্ত হয় (শ্রী)। তাম্ এব—সেই দেবতা-

তনুর প্রতি, সেই সেই দেবতাবিষয়ক (ব)। শ্রদ্ধয়া—পূর্ববাসনাবশতঃ প্রাপ্ত-ভক্তি (ম)। অচলাম্—স্থির, দৃঢ় (ম)। বিদধামি—স্থির করিয়া দেই (শ), উৎপন্ন করি।

শ্লোকার্থ ঃ যে কোনও ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত আমার যে কোনও রূপের পূজা করে, আমি তাহার সেই অচলা ভক্তি বিধান করি।

ব্যাখ্যা ঃ যদিও অজ্ঞানী উপাসক তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী ভগবানের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করে, তথাপি যে যেই মূর্তিরই উপাসনা করুক না কেন, যদি তাহার সরল বিশ্বাস থাকে, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকে, তবে তাহার উপাসনা ব্যর্থ হয় না। ভগবান বলিতেছেন—'আমি তাহার শ্রদ্ধাকে আরও দৃঢ় ও স্থির করিয়া দেই।' কাজেই সরল বিশ্বাসটুকু হইল আসল কথা। এই শ্রদ্ধা থাকিলে সাধক যদিও প্রকৃতির মধ্যে, নামরূপের ভিতরে নিজের অথবা অপরের কল্পিত মূর্তিকেই ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করে, যদিও নামরূপাতীত অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যদিও কাম্যবস্তু লাভই তাহার উপাসনার উদ্দেশ্য, তথাপি সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনানুযায়ী ফললাভ করে। যে যতটুকু আধ্যাত্মিক সিদ্ধি-লাভের যোগ্য ততটুকু সিদ্ধি সে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার উপাসনা একবারে ব্যর্থ হয় না ; এবং প্রথম অবস্থায় সে তাহার কাম্য বস্তু ভগবানের নিকট চাহিতে চাহিতে ক্রমশঃ ভগবানকেই ভালবাসিতে শেখে।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

অন্বয় ঃ সঃ (সেই দেবতার উপাসক) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাদ্বারা যুক্ত হইয়া) তস্য আরাধনম্ ঈহতে (সেই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে) ততঃ (তাহা হইতে) ময়া এব বিহিতান্ (আমারই দ্বারা বিহিত) তান্ কামান্ লভতে হি (সেই কাম্য বস্তুসমূহ নিশ্চয়ই লাভ করে)।

শব্দার্থ ঃ সঃ—সেই কামী ব্যক্তি (ম)। তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ—মদ্বিহিতা সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাদ্বারা যুক্ত হইয়া (শ)। তস্যারাধনম্ ঈহতে হি—সেই মূর্তির পূজায় প্রবৃত্ত হয়, চেষ্টা করে, লাভ করে। ততঃ—সেই আরাধিত দেবতা-তনু হইতে (শ)। ময়া এব—[পরমেশ্বর, সর্বকর্মফল-বিধাতা] আমাদ্বারা (শ)। বিহিতান্—তত্তৎফল-বিপাক সময়ে নির্মিত (ম)। তান্ কামান্—সেই পূর্ব-সংকল্পিত ঈপ্সিত ভোগসমূহ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ তদীয় ইষ্ট দেবতায় তাহার যে শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধা দ্বারাই সে (কামী ব্যক্তি) স্বীয় দেবতার পূজা করে। সেই দেবতার নিকট হইতে যে কাম্যবস্তু সে লাভ করে তাহা আমিই বিধান করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান বলিতেছেন—পূর্বে বলা হইয়াছে যে অজ্ঞানী ভক্তগণ দৃঢ় শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার আরাধনা করেন। এইরূপে দৃঢ়তার সহিত যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারাই অভীষ্ট ফললাভে কৃতকার্য হন। এই অভীষ্ট ফল আমিই দিয়া থাকি, কারণ দেবতারা প্রকৃতিতে আমারই শক্তি বা বিভূতি। এই প্রকৃতির আমিই প্রভু, প্রকৃতির নিয়মাবলী আমাদ্বারাই বিহিত।

প্রকৃতির উপাসনা ব্যতীত অজ্ঞানীর আর কোনও পথ বা উপায় নাই। সুতরাং যদিও সে অজ্ঞানবশত আমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না, যদিও চিত্তের মলিনতাবশত কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্তই সে প্রকৃতিস্থ দেবতাগণের উপাসনা করে, তথাপি অন্তর্যামী আমি তাহার চিত্তের সরলতা ও দৃঢ়তার পুরস্কারস্বরূপ প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমারই বিহিত নিয়মানুসারে তাহার প্রার্থিত বস্তু দান করিয়া থাকি। যে যেভাবে আমার সমীপস্থ হয় আমি সেভাবেই তাহাকে অনুগৃহীত করি, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

অন্বয় ঃ তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং তেষাম্ (অল্পবুদ্ধি সেই ব্যক্তিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (বিনাশী হয়) দেবযজঃ দেবান্ যান্তি (দেবোপাসকগণ দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন) মদ্ভক্তাঃ মামপি যান্তি (আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ অল্পমেধসাম্—অল্পবুদ্ধি পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি ব্যক্তিগণের (শ্রী) ; মন্দবুদ্ধিত্ব-হেতু বস্তু-বিচারে অসমর্থ ব্যক্তিগণের (ম)। অন্তবৎ—বিনাশী (শ) ; নশ্বর, ক্ষণিক (বি)। দেবযজঃ—আমা ভিন্ন অন্য দেবতার আরাধনাপর (ম); অন্য দেবতা-পূজক। মদ্ভক্তাঃ তু—প্রথম তিন প্রকারের সকাম ভক্তগণ (ম)। মাম্ অপি যান্তি—প্রথমে মদনুগ্রহে অভীষ্ট কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, তৎপর মদুপাসনা-পরি-পাকান্তে অনন্ত আনন্দঘন ঈশ্বর 'আমাকে' প্রাপ্ত হন (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ কিন্তু অল্পবুদ্ধি দেবতার উপাসকগণ তাহাদের উপাসনা দ্বারা যে কাম্যফল লাভ করে তাহা ক্ষণস্থায়ী। দেবোপাসকেরা দেবতাকে (দেবলোক অথবা দেবতার জীবন) প্রাপ্ত হয়, পক্ষান্তরে আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ দেবযাজীগণ তাহাদের প্রিয় দেবতার উপাসনা করিয়া যে সকল কাম্যফল লাভ করে তাহা ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্য যাহা কিছু লাভ হয় তাহা অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। এমন কি স্বর্গলাভ হইলেও তাহা চিরস্থায়ী হয় না। নামরূপের উপাসকদের পুনরায় নামরূপের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হয়। তাহারা এই প্রকার উপাসনা দ্বারা দেবগণের ন্যায় সুখ, সৌভাগ্য বা শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ করিতে পারে, কিন্তু কখনও এই উপায়ে নামরূপের অতীত ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে যাঁহারা আমার অর্থাৎ পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকেই লাভ করেন। কারণ ভক্তিসহকারে ভগবানকে ভজনা করিলে তিনিই ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে জ্ঞানদানপূর্বক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। জ্ঞানী ভক্ত তখন ভগবানের সহিত একাত্ম হন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

অন্বয় ঃ অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অব্যয়, অক্ষর) অনুত্তমম্ (সর্বোৎকৃষ্ট) পরং ভাবম্ (পরম স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া)

অব্যক্তং মাম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নম্ (ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে)।

শব্দার্থ ঃ অবুদ্ধয়ঃ—মদ্‌বিষয়ে জ্ঞানশূন্য অবিবেকী ব্যক্তিগণ (শ); লৌকিক জনগণ, বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ (ম)। অনুত্তমম্—অতিশয়, অদ্বিতীয়, পরমানন্দঘন অনন্ত (ম); যাহা হইতে আর উত্তম নাই, সর্বোৎকৃষ্ট (শ্রী)। পরং ভাবম্—পরমাত্মস্বরূপ (শ); সর্বকারণরূপ (ম)। অব্যক্তম্—শরীরগ্রহণের পূর্বে অপ্রকাশ (শ); প্রপঞ্চাতীত (শ্রী); দেহগ্রহণের পূর্বে কার্যাক্ষমত্বে স্থিত (ম); সর্বোপাধি-শূন্যত্বহেতু অস্পষ্ট (নী); পূর্বে অনভিব্যক্ত (রা); ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ব্যক্তিম্ আপন্নম্—ইদানীং লীলা পরিগ্রহাবস্থায় প্রকাশ-প্রাপ্ত (শ); ইদানীং বসুদেবগৃহে ভৌতিক দেহাবচ্ছেদ দ্বারা কার্যক্ষমতা প্রাপ্ত (ম); প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় শরীরাভিমান-প্রাপ্ত (নী); মৎস্যকূর্মাদি ভাবপ্রাপ্ত (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ অল্পবুদ্ধি বিবেকহীন ব্যক্তিগণ আমার অব্যক্ত অক্ষর পরমাত্মস্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে প্রাকৃত মানুষের ন্যায় ব্যক্তিভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে।

ব্যাখ্যা ঃ অল্পবুদ্ধি, অজ্ঞানী দেবোপাসকগণ মনে করে যে, যে ব্যক্ত রূপটির তাহারা উপাসনা করিতেছে তাহাই ঈশ্বর, তাহাই ভগবান। কিন্তু এই ব্যক্ত রূপের অতীত যে ভগবান আছেন, যাহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর তাহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। কাজেই তাহারা প্রকৃতিস্থ ভগবানের কোনও ব্যক্ত রূপ, ঐশ্বরিক শক্তি বা বিভূতিকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহাকেই একটি কল্পিত মূর্তি প্রদানপূর্বক ইষ্ট দেবতার আসনে বসাইয়া তাহার পূজা করে এবং সেই কল্পিত দেবতার নিকট নানাবিধ কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করে। কিন্তু ভগবান যে স্বরূপতঃ অব্যয়, অদ্বিতীয়, পরমানন্দঘন—এই শ্রেষ্ঠ ভাবটি জানিতে না পারিয়া তাহারা অব্যক্ত ভগবানকে ব্যক্তভাবাপন্ন, অসীমকে সসীম, নিরাকারকে সাকার বলিয়া মনে করে। এই ভ্রমবশতই তাহারা অব্যয় অনুত্তম ভগবানের উপাসনা না করিয়া মূর্ত সাকার দেবদেবীগণের উপাসনায় ব্যাপৃত হয়।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

অন্বয় ঃ অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (আমি যোগমায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায়) সর্বস্য প্রকাশঃ ন (সকলের নিকট প্রকাশিত নহি) মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ (এজন্য এই মূঢ় লোকসকল) অজম্ অব্যয়ং মাম্ (অজ এবং অব্যয় আমাকে) ন অভিজানাতি (জানে না)।

শব্দার্থ ঃ যোগমায়াসমাবৃতঃ—যোগই [সত্ত্বাদি গুণসমূহের যুক্ত সম্পাদনই] মায়া যোগমায়া, তদ্দ্বারা সমাবৃত [সংচ্ছন্ন] (শ); যোগ [ভগবানের সংকল্প] তদ্বশবর্তিনী যে মায়া তাহা যোগমায়া (ম); যোগই [দেব মনুষ্যাদি সকলের শরীরসংযোগ] মায়া, তদ্দ্বারা সমাবৃত [তিরোহিতস্বরূপ]। সর্বস্য ন প্রকাশঃ—সকলের নিকট স্বরূপে প্রকাশ অর্থাৎ প্রকট নহি, কেবল জ্ঞানী ভক্তদের নিকট প্রকাশ। মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ—চতুর্বিধ ভক্ত ব্যতীত অন্য লোকসকল (ম)। ন অভিজানাতি—অজ অব্যয় অনাদি অনন্ত আমাকে [পরমেশ্বর] জানে না, বিপরীত দৃষ্টিতে কোনও মনুষ্য বলিয়া মনে করে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ আমি আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদ্বারা আবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকট নহি। সুতরাং অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকেরা আমার অব্যয়, জন্মরহিত প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ অজ্ঞ লোকেরা ভগবানকে কেন জানিতে পারে না এই শ্লোকে তাহারই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন—আমি সমস্ত লোকের নিকট প্রকাশিত নহি, কারণ আমি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছি। আমি সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত জড়িত, আবার উহার অতীত। এই ব্যক্ত প্রকাশমান সৃষ্টিরূপ মায়াদ্বারা আমি আমার স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছি। কুজ্ঝটিকা যেমন সূর্যকে লোকের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ আমার যোগমায়া আমাকে অজ্ঞানীর দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

সৃষ্টিই প্রকট, সর্বত্র ব্যক্ত, কিন্তু উহার অতীত বা অন্তরালে আমার যে অজ অব্যয় স্বরূপ আছে তাহা অব্যক্ত অপ্রকাশ। অজ্ঞ লোকেরা এই সৃষ্টিরূপ মায়াকে ভেদ করিয়া ঐ ব্যক্ত রূপের অতীত বা অন্তরালে অবস্থিত অজ অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না। সৃষ্টিতে ব্যক্ত যে জগৎ ইহার সহিতই তাহারা পরিচিত, ইহাদ্বারাই তাহারা মুগ্ধ এবং ইহাই সমস্ত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কাজেই তাহাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশমান ও দৃশ্যমান এই জগতের অতীত কিছু থাকিতে পারে ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না, থাকিলেও উহা তাহাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাঁহারা মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া আমার প্রকৃত স্বরূপটি দেখিতে পান।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

অন্বয় ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) অহং (আমি) সমতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি (অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্য ভূতসকলকে) বেদ (জানি) মাং তু (কিন্তু আমাকে) কশ্চন ন বেদ (কেহ জানে না)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সকল স্থাবর জঙ্গম পদার্থ পূর্বকালে বিদ্যমান ছিল, যাহারা বর্তমান কালে বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যাহারা উৎপন্ন হইবে—ত্রিকালবর্তী সেই সমস্তই আমি জানি, কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপ কেহই জানে না।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবান যদি মায়াদ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া থাকেন তবে ঐ মায়াই তো তাঁহারও দৃষ্টিশক্তি রোধ করিতে পারে। তবে তিনি সর্বজ্ঞ হন কি প্রকারে ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন—মায়াদ্বারা অল্পজ্ঞ জীবের দৃষ্টিই অবরুদ্ধ হয়, জ্ঞানস্বরূপ আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। কুজ্ঝটিকা দ্বারা মানুষের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সূর্যের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই জানিতে পারি, কারণ আমি দেশকালে আবদ্ধ নহি। আমার নিকট সমস্তই প্রকাশমান। মায়া যে আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিতে পারে না তাহার কারণ আমি মায়ার অধীন নহি, মায়া আমারই শক্তি, আমারই আশ্রিত। কিন্তু যদিও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আমার নিকট কিছুই অজ্ঞাত নাই, তথাপি আমাকে কেহই যথার্থরূপে সম্যগ্‌ভাবে জানিতে পারে না। কারণ সৃষ্ট সীমাবদ্ধ

জীব সৃষ্টিকর্তা অনন্ত অসীম ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে এবং যথার্থরূপে জানিবে কি প্রকারে? সসীম কি কখনও অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারে? আমি যতটুকু জীবকে জানিতে দেই, যতটুকু আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করি, ততটুকুই তাহার জানিবার অধিকার। যদি কোন ভক্তের নিকট আমার সমগ্র রূপ প্রকাশিত করি তবেই তাহার পক্ষে জানা সম্ভব, নচেৎ নহে।

মাম্তু বেদ ন কশ্চন—ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা, (১) কেহই আমাকে জানিতে পারে না। কারণ আমি অনন্ত অসীম, সৃষ্টির অতীত, কাজেই সৃষ্ট অল্পজ্ঞ সসীম জীবের পক্ষে আমাকে জানা অসম্ভব। (২) জ্ঞানী ও ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে না। যদিও অজ্ঞানী মানুষ আমাকে জানিতে পারে না, তথাপি যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি আমার শরণাগত ভক্ত তিনি আমাকে জানিতে পারেন।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ভারত (হে ভারত) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে জাত) দ্বন্দ্বমোহেন (দ্বন্দ্বজনিত মোহহেতু) সর্গে (সৃষ্টিকালে) সর্বভূতানি (জীবসকল) সম্মোহং যান্তি (মোহ প্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থঃ সর্গে—জন্মকালে, উৎপত্তিসময়ে, স্থূলদেহ উৎপত্তিকালে (শ্রী)। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন—ইচ্ছা [ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ] ও দ্বেষ [প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ] হইতে সমুত্থ [উৎপন্ন]। দ্বন্দ্বমোহেন—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত মোহ [আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি বিপর্যয়] তদ্দ্বারা (ম)। সম্মোহং যান্তি—মোহ প্রাপ্ত হয়; 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ঃ এইরূপ মনে করে (শ্রী); বিবেকের অযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থঃ জন্মকালে অনুকূল বিষয়ে স্পৃহা এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ এই পরস্পর বিরুদ্ধভাবের আবেশে জীবগণের বিবেকবুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয়; এজন্যই তাহারা আমার অব্যক্ত ও অব্যয় স্বরূপ জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যাঃ যে মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব ভগবানকে জানিতে পারে না সেই মোহ কোথা হইতে আসে এবং কখন কি প্রকারেই বা উৎপন্ন হয় এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। জীব যখন জন্মলাভ করে অর্থাৎ স্থূলদেহ ধারণ করে তখনই কতকগুলি অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব তাহার সহজাত হয়। এই দ্বন্দ্বভাবগুলি তাহার পূর্বার্জিত কর্মফল-জাত সংস্কাররূপে চিত্তে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই সহজাত সংস্কারগুলি তাহার চিত্তে মোহ জন্মাইয়া দেয়, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিতে দেয় না। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানই তাহার একমাত্র সম্বল হয়, তাহাদ্বারাই সে সমস্ত বস্তুর বিচার করে। যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশমান, তাহার রাগদ্বেষের বিষয়ীভূত তাহাই সে সত্য বলিয়া মনে করে এবং ইহার অতীত কোন সত্যকেই সে ধারণা করিতে পারে না।

এই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই তাহার চিত্তে বিবিধ কামনা জাগাইয়া তোলে। যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর তাহা পাইবার জন্য এবং যাহা অপ্রীতিকর

তাহা বর্জন করিবার নিমিত্তই সে ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সকল কামনাবাসনা তাহার চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। সে কখনও আপনাকে সুখী এবং কখনও দুঃখী মনে করে। সংসারে উন্মত্তের মত সে কেবল সুখই খোঁজে এবং শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি নিয়াই ব্যস্ত থাকে। ইহাদের অতীত যে অব্যয় সত্তা আছে তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা জাগে না।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ যেষাং পুণ্যকর্মণাং জনানাং তু (কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মা ব্যক্তির) পাপম্ অন্তগতম্ (পাপ নষ্ট হইয়াছে) দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ তে (দ্বন্দ্বমোহমুক্ত সেই সকল লোক) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

শব্দার্থঃ পুণ্যকর্মণাম্—সত্ত্বশুদ্ধির কারণস্বরূপ পুণ্যকর্ম যাঁহারা করিয়াছেন (শ); অনেক জন্মে পুণ্যাচরণশীল ব্যক্তিদিগের (ম)। অন্তগতম্—নাশপ্রাপ্ত, বিনষ্ট, সমাপ্তপ্রায়, ক্ষীণ (শ)। দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ হইতে নির্মুক্ত। দৃঢ়ব্রতাঃ চ—সর্বদা ভগবানই ভজনীয়ঃ এই বিবেচনায় সর্বপরিত্যাগ-ব্রত দ্বারা নিশ্চিতবিজ্ঞান ব্যক্তিসকল (শ, ম)।

শ্লোকার্থঃ যে সকল সুকৃতকারী ব্যক্তির পূর্বজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহারা রাগদ্বেষাদির দ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়নিশ্চয় ও একনিষ্ঠ-ভাবে আমাকেই ভজনা করেন।

ব্যাখ্যাঃ এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবমাত্রেরই যদি অজ্ঞানে জন্ম তবে চিরকালই কি সে সেই অজ্ঞানদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে? সে কি অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারিবে না? এই আশংকার নিরসনে ভগবান বলিতেছেন—উপরোক্ত অজ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে সৎকর্ম, সদাচার ও পুণ্যানুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়া চিত্তের নির্মলতা জন্মে তাঁহারা জন্মকালীন সহজাত দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। রজ ও তমোগুণের আধিক্যের হেতু লোক পাপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সত্ত্বগুণের আধিক্য হইতেই পুণ্যকর্মে মতি হয়। যাঁহাদের চিত্তে রজ ও তমোগুণ নিরস্ত হইয়া সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই পুণ্যাত্মা। পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া গেলে সত্ত্বগুণের উদ্ভববশত ইঁহাদের চিত্ত নির্মল হয় এবং সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা ইঁহারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। জ্ঞানলাভ হইলেই জন্মকালীন দ্বন্দ্বমোহ নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই প্রকার দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্ত মানুষ দৃঢ়তার সহিত আমার ভজনা করিয়া থাকেন।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ জরামরণমোক্ষায় (জরা এবং মরণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত) যে (যাহারা) মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি (আমাকে আশ্রয় করিয়া চেষ্টা করেন) তে

(তাহারা) তং ব্রহ্ম (সেই সনাতন ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্‌ অধ্যাত্মম্‌ (সমস্ত অধ্যাত্মবিষয়) অখিলং কর্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম) বিদুঃ (জানেন) ।

শব্দার্থ ঃ জরামরণমোক্ষায়—জরামরণাদিরূপ সর্ব দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। জরামরণ হইতে মোক্ষের [মুক্তির] নিমিত্ত। আশ্রিত্য—আমাতে সমাহিতচিত্ত হইয়া (শ); অন্য সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়া (ম)। যতন্তি—আমাকে সমর্পণ করিয়া ফলাভিসন্ধিশূন্য বিহিত কর্ম সম্পাদন করেন (ম)। তে—তাহারা, ক্রমে শুদ্ধান্তঃকরণ সেই ব্যক্তিগণ (ম)। কৃৎস্নম্‌ অধ্যাত্মম্‌—সমস্ত প্রত্যগাত্ম বিষয়বস্তু, শরীরকে অধিকার করিয়া প্রকাশমান ত্বংপদলক্ষ্য বস্তুকে (ম)। অখিলং কর্ম চ—সমস্ত কর্মও জানেন, তৎসাধনভূত অখিল সরহস্য কর্মতত্ত্ব জানেন (শ্রী)। তৎ ব্রহ্ম—সেই পরব্রহ্মকে (শ); নির্গুণ তৎপদলক্ষ্য শুদ্ধ জগৎ-কারণ পরব্রহ্মকে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ জরা ও মরণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বিহিত উপায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাঁহারা সেই সনাতন পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। সমস্ত অধ্যাত্ম বস্তু এবং সমস্ত কর্মতত্ত্বও তাঁহারা অবগত হন।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

অন্বয় ঃ যে চ (আর যাহারা) সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং (অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) যুক্তচেতসঃ তে (সেই যুক্তাত্মা লোকসকল) প্রয়াণকালে অপি চ (মৃত্যুকালেও) মাং বিদুঃ (আমাকে জানিতে পারেন) ।

শব্দার্থ ঃ সাধিভূতাধিদৈবম্‌—অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত (শ)। যুক্তচেতসঃ—সর্বদা আমাতে আসক্তমনাঃ (শ্রী); সর্বদা সমাহিতচিত্ত (শ)। প্রয়াণকালে অপি—প্রাণোৎক্রমণ বা প্রাণপরিত্যাগকালে ইন্দ্রিয়গণের অতি ব্যগ্র অবস্থায়ও (ম); মরণকালে (শ)। মাং বিদুঃ—সর্বাত্মা আমাকে জানেন, মরণমূর্ছায় ব্যাকুলীকৃত হইয়াও আমাকে ভুলেন না (শ্রী); পূর্বসঞ্চিত সংস্কারবলে তাহাদের চিত্তবৃত্তি আমার ন্যায় হয়।

শ্লোকার্থ ঃ যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে (অর্থাৎ এই সকল বিভিন্ন ভাবসহ আমাকে) সমগ্রভাবে জানেন সেই সকল সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ অন্তিমকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ মরণ-মূর্ছাকালেও আমি তাঁহাদের চিত্তে আবির্ভূত হই। তাঁহারা কখনও আমার দৃষ্টির আড়াল হন না।

ব্যাখ্যা ঃ (২৯শ ও ৩০শ শ্লোক)—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ দ্বন্দ্বমোহ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করেন। এইরূপে যাঁহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তভাবে যত্ন করেন তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। 'তদ্‌ ব্রহ্ম' বলিতে বোঝায় অক্ষর ব্রহ্ম। কেবল যে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তাহা নহে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে এবং অখিল কর্মতত্ত্বও জানিতে পারেন। তাঁহারা

অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত ভগবানকেও জানিতে পারেন। এই যে জ্ঞান তাহা কেবল জীবনব্যাপী নয়, মৃত্যুকালে যখন সমস্ত জ্ঞানদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি তাহাদের কার্য করিতে অসমর্থ হয়, মানুষের বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, মরণমূর্ছায় পড়িয়া মুমূর্ষু মানুষ সমস্ত ভুলিয়া যায়, তখনও উপরোক্ত প্রকারে যত্নবান ভগবানের শরণাপন্ন ভক্ত ভগবানকে ভোলেন না। তাঁহার চিত্ত তখনও ভগবানের সহিত যুক্ত থাকে এবং ভগবানও তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন। কাজেই তিনি ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে সমগ্র জ্ঞান দিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন এই শ্লোকে তাহাই পূর্ণ করিলেন। অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত ও অধিযজ্ঞের সহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে এবং কর্ম ও জগৎসৃষ্টির তত্ত্ব অবগত হইলেই ভগবানকে তাঁহার সমস্ত রূপে ও শক্তিতে জানা হইল। এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে কে? এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে এখানেও প্রায় তাহাই বলা হইল। ভগবানের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইতে হইবে। যাঁহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন, জরামৃত্যু হইতে মুক্তিলাভপূর্বক তাঁহাকে একান্তভাবে পাইবার নিমিত্ত যত্নশীল হন, তাঁহারাই ভগবানকে জানিতে সমর্থ হন। শরণাগত ভক্তের নিকট তিনি তাঁহার সমগ্র রূপ প্রকাশ করেন। এই জ্ঞান মৃত্যুকালে মরণমূর্ছার অবস্থায়ও লুপ্ত হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

॥ অক্ষর ব্রহ্মযোগ ॥

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অন্বয়ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন) পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম) তৎ ব্রহ্ম কিম্ (সেই ব্রহ্ম কি) অধ্যাত্মং কিম্ (অধ্যাত্ম কি) কর্ম কিম্ (কর্ম কি) অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ (অধিভূত কাহাকে বলে) কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে (অধিদৈবই বা কাহাকে বলে)।

শব্দার্থঃ অধিভূতম্—পৃথিব্যাদি ভূত অধিকার করিয়া যে কার্য অথবা সমস্ত কার্য জাত (ম)। অধিদৈবম্—দেবতাদিগকে অধিকার করিয়া যাহা বর্তমান তাহাই অধিদৈব। কিং তদ্ব্রহ্ম—ব্রহ্ম কি সোপাধিক না নিরুপাধিক? অধ্যাত্মং কিম্—আত্মাকে [দেহকে] অধিকার করিয়া সেই আধিষ্ঠানে যাহা স্থিত সেই অধ্যাত্ম কি ঃ শ্রোত্রাদি করণগ্রাম না প্রত্যক্ চৈতন্য? কিং কর্ম—কর্মাদি যজ্ঞরূপ না অন্য রকম?

শ্লোকার্থঃ অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? কাহাকে অধিভূত বলা হয়? কে-ই বা অধিদৈব নামে অভিহিত?

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ মধুসূদন (হে মধুসূদন) অস্মিন্ দেহে অধিযজ্ঞ কঃ (এই দেহে অধিযজ্ঞ কি) অত্র কথম্ (কি প্রকারে অবস্থিত) প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি (সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ কি প্রকারে তোমাকে জানে)।

শব্দার্থঃ অত্র—এই স্থানে যে যে ব্যক্তি যে যে দেহ ইচ্ছা করেন। অস্মিন্ দেহে—এই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়াদিরূপ দেহে। অধিযজ্ঞঃ—এই দেহে যে যজ্ঞ বর্তমান তাহার অধিষ্ঠাতা, প্রযোজক এবং ফলদাতা কে (শ্রী), ইন্দ্রাদি না বিষ্ণু (ব), দেবতাত্মা না পরব্রহ্ম (ম)। কথং জ্ঞেয়ম্—কি প্রকারে জ্ঞেয়, কি প্রকারে চিন্তনীয়। প্রয়াণকালে—অন্তিম সময়ে। নিয়তাত্মভিঃ—সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কর্তৃক (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? কেনই বা তিনি অধিযজ্ঞ এবং মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপেই বা তাঁহাকে জানিতে পারিবেন?

ব্যাখ্যাঃ (১ম ও ২য় শ্লোক)—সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে ভগবান

বলিয়াছেন যে যাহারা অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অখিল কর্ম এবং ব্রহ্মের তত্ত্ব জানেন, মৃত্যুকালেও আমি তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হই। এই কথা শুনিয়া অর্জুন উপরোক্ত শব্দ কয়টির অর্থ বুঝিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন এবং মৃত্যুকালে কি ভাবে তাঁহাকে জানা যাইবে তাহাও শুনিতে চাহিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—পরমম্ অক্ষরং ব্রহ্ম (যাহা পরম অক্ষর তাহাই ব্রহ্ম) স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়) ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ (ভূতভাবের উৎপত্তিকর যে ত্যাগ বা সৃষ্টি) কর্মসংজ্ঞিতঃ (তাহাই কর্ম শব্দবাচ্য)।

শব্দার্থঃ অক্ষরম্—ক্ষরে না যাহা তাহা অক্ষর, পরমাত্মা। পরমম্—স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ (ম)। ব্রহ্ম—নিরুপাধিক চৈতন্য (ম)। স্বভাবঃ—স্বরূপ, অক্ষর ব্রহ্মের স্বীয়ভাব [স্বরূপ]; প্রত্যক্চৈতন্য (ম); অংশদ্বারা ব্রহ্মের জীবরূপ হওয়া (শ্রী)। অধ্যাত্মম্ উচ্যতে—'অধ্যাত্ম' শব্দ দ্বারা উক্ত হয় : দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তারূপে বর্তমান যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহাকেই অধ্যাত্ম বলা হয় (ম)। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতগণের [প্রাণীসকলের] ভাব [সত্তা, উৎপত্তি] ও উদ্ভব [বৃদ্ধি] যে করে, যাহাদ্বারা জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় (ম); ভূতবস্তুর উৎপত্তিকর (শ)। বিসর্গঃ—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, শাস্ত্রবিহিত যাগ-দান-হোমাত্মক ত্যাগ (শ); 'যজ্ঞ' শব্দদ্বারা সকল কর্মই উপলক্ষিত হইতেছে (শ্রী)। কর্মসংজ্ঞিতঃ—'কর্ম' শব্দ দ্বারা উক্ত।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—যাহার চলন ও বিকার নাই সেই অব্যয় সত্তাই পরম ব্রহ্ম। প্রত্যেক বস্তুরই যাহা মূলস্বরূপ বা ভাব তাহাই স্বভাব; এই স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলে। প্রাণিসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির হেতুভূত ত্যাগাত্মক যে কার্য তাহাই কর্ম নামে অভিহিত।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

অন্বয়ঃ দেহভৃতাং বর (হে দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ) ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্ (নশ্বর ভাবই অধিভূত) পুরুষঃ অধিদৈবতং চ (পুরুষ অধিদৈবত) অহম্ এব (আমিই) অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ (এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে বর্তমান)।

শব্দার্থঃ ক্ষরঃ—বিনাশশীল, ক্ষরস্বভাব (রা); প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল। ভাবঃ—যে কিছু জায়মান বস্তু (শ); দেহাদি পদার্থ (শ্রী)। অধিভূতম্—যাহা প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া থাকে (শ)। পুরুষঃ—ইহাদ্বারা সমস্ত পূর্ণ অথবা ইহা পুরে শয়ন করে, আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ। অধিদৈবতম্—দেবতা-দিগকে অধিকার করিয়া যে বিদ্যমান। অধিযজ্ঞঃ—সর্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা

বিষ্ণু (শ); যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক ও তাহার ফলদাতা (শ্রী)। অত্র দেহে—এই মনুষ্যদেহে।

শ্লোকার্থ ঃ জগৎপ্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়া যে বিনাশী ভাব বর্তমান তাহাই অধিভূত, পুরুষই অধিদৈবত, এই দেহে আমি অধিযজ্ঞ অর্থাৎ এই কর্মময় দেহে আমিই যজ্ঞ-সংজ্ঞিত সকল কর্মের প্রবর্তক ও ফলদাতা।

ব্যাখ্যা ঃ (৩য় ও ৪র্থ শ্লোক)—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে প্রদান করিলেন। তিনি যে উত্তর দিলেন তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্য ও টীকাকারগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম—এই সৃষ্টির যে অক্ষয় অধিকারী আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) আধার তাহাই ব্রহ্ম। এই অপরিবর্তনশীল সর্বব্যাপী অথচ অনন্ত অধিষ্ঠানের উপরই নামরূপের খেলা চলিতেছে।

স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে—অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তিনি নিজে কিছুই করেন না। স্বভাবরূপে প্রকৃতিই এই বিশ্বলীলাকে প্রকট করিতেছে। সৃষ্টিক্রিয়া চালাইতে এই অধ্যাত্ম প্রকৃতিই জীবের স্বভাব। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য ও মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্যত প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসারমধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্তন, বিকৃতি, বিপর্যয়ের ভিতরে দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাই স্বভাব।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ—এই সব অভিব্যক্তি এবং অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্তন ইহাই কর্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্মী, লীলাময় স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গঃ) তাহাই কর্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের, ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ) এবং ঐ সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব), কর্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উদ্ভবের মূল।

অধিভূতং ক্ষরঃ ভাবঃ—প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়বস্তু।

পুরুষশ্চাধিদৈবতম্—এই সমুদয়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ। জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র—আমি পুরুষোত্তম বাসুদেবই অধিযজ্ঞ। মানুষের মধ্যে যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন তাঁহাতে অক্ষর সত্তার শান্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন—প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাঁহার

নকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে এমন কি মানুষের অজ্ঞান অহংকারের মধ্যেও তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্মের প্রভু। তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্মের ক্রিয়া চলে।

প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারগণের অভিপ্রায় নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম—'ব্রহ্ম' শব্দে নিরুপাধিক ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছে। ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ বা ব্যয় নাই, অথবা তিনি সর্বব্যাপক। শ্রুতি প্রমাণানুসারে 'অক্ষর' শব্দে সর্বোপাধিশূন্য, সর্বপরিশাসক, সর্বধারয়িতা, নিরুপাধিক, চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই বুঝায়। এই অক্ষর পরম অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, পরমানন্দরূপ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে—পূর্বে যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইল তিনি ভোক্তৃভাবে প্রতি দেহ অধিকার করিয়া বর্তমান আছেন। ব্রহ্মের এই প্রত্যগাত্মভাবকে তাঁহার স্বভাব বলা যায় এবং তাঁহার এই স্বভাবই 'অধ্যাত্ম' শব্দে অভিহিত হয়।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ—দেবতার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিহিত প্রণালীক্রমে চরুপুরোডাশাদির বিসর্জন এবং শাস্ত্রসম্মত যাগহোমাদির অনুষ্ঠানহেতু স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতপদার্থসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। এইরূপ যজ্ঞাদিকেই কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ—যে বিনাশী পদার্থসমূহ প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া বর্তমান থাকে তাহাকে অধিভূত বলে।

পুরুষশ্চ অধিদৈবতম্—যে সমষ্টিরূপ লিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের গোচরীভূত হয় সেই হিরণ্যগর্ভস্বরূপই অধিদৈবত (ম)। সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যিনি অনুগ্রহ করেন সেই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্যগর্ভ পুরুষই 'অধিদৈবত' শব্দের লক্ষিত (শ)।

অধিযজ্ঞঃ অহম্ এব অত্র দেহে—সর্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণুনামাভিধেয়া দেবতাই 'অধিযজ্ঞ' শব্দের লক্ষিত (শ)।

> অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
> যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

অন্বয় ঃ যঃ (যে ব্যক্তি) অন্তকালে চ (মৃত্যুকালেও) মাম্ এব স্মরন্ (আমাকেই স্মরণ করিয়া) কলেবরং মুক্ত্বা (দেহত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ মদ্ভাবং যাতি (তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন) অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই)।

শব্দার্থ ঃ অন্তকালে—শরীরাবসান-সময়ে, মরণকালে (শ)। কলেবরং মুক্ত্বা—শরীর ত্যাগ করিয়া, শরীরে 'আমি, আমার' ঃ এই অভিমান ত্যাগ করিয়া (ম)। মদ্ভাবম্—বৈষ্ণবভাব (শ); মদ্রূপতা (শ্রী); নির্গুণব্রহ্মভাব (ম); মৎস্বভাব (ব)। অত্র—দেহব্যতিরিক্ত আত্মাতে, মদ্ভাবপ্রাপ্তিবিষয়ে। সংশয়ঃ—যায় বা না যায়, ঃ এই সন্দেহ (শ)। প্রয়াতি—দেবযানমার্গে গমন করে (ম), অর্চিরাদি মার্গে, উত্তরায়ণ পথে গমন করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : মৃত্যুকালেও যিনি আমাকেই স্মরণ করিয়া এবং অন্য বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া এই দেহ পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করেন তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

অন্বয় : কৌন্তেয় (হে অর্জুন) অন্তে (অন্তকালে) যং যং বা অপি ভাবং স্মরন্‌ (যে যে ভাব স্মরণ করিয়া) কলেবরং ত্যজতি (দেহ ত্যাগ করে) সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (সর্বদা সেই ভাবদ্বারা ভাবিত) [সেই পুরুষ] তং তম্‌ এব এতি (সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ : অন্তে—অন্তিমসময়ে, প্রাণবিয়োগকালে (শ)। যং যং ভাবম্‌—যে যে ভাব, যে যে দেবতাবিশেষ (শ). অথবা অন্য কিছু (ম)। তদ্ভাবভাবিত—তাহার ভাব [ভাবনা, অনুচিন্তন] দ্বারা ভাবিত [বাসিতচিত্ত] (শ্রী); সেই ভাব [ভাবনা, বাসনা] ভাবিত [সম্পাদিত] যৎকর্তৃক তথাবিধ (শ); তাহার ভাবনা [অনুচিন্তন] দ্বারা ভাবিত [বাসিত, তন্ময়ীভূত] (নী)।

শ্লোকার্থ : যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে শেষ জীবনে দেহত্যাগ করেন তাঁহার চিত্ত সর্বদা সেই চিন্তায় পূর্ণ থাকায় তিনি মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্র হন।

ব্যাখ্যা : (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)—এই দুইটি এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে অর্জুনের শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালে কি প্রকারে তোমাকে জানিতে পারে?' ইহার উত্তরে গুরু বলিলেন—'মানুষের অন্তিমকালে মনে যে চিন্তার উদয় হয় মৃত্যুর পরে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাঁহারা আমাকে স্মরণ করিয়া এই দেহ ত্যাগ করেন তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। মৃত্যুতে জীবের দেহই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। উহা এক লোক হইতে অপর লোকে, এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় গমন করে। কিন্তু এই যে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, তাহার প্রকৃতি নির্ভর করে মানুষের পূর্ব-জীবন ও বর্তমান জীবনের কর্ম ও চিন্তার উপর। মৃত্যুকালীন মানসিক ভাবও এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেরূপ 'হওয়ার' উপর মানুষের চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে সর্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল তাহাকে সেই রূপেই পাইতে হয়।

মৃত্যুকালীন মানসিক ভাবের সহিত জীবনব্যাপী চিন্তা ও কর্মের একটা সম্বন্ধ আছে। জীবন ব্যাপিয়া মানুষের মনে যে চিন্তা প্রবল থাকে মৃত্যুকালে সেই চিন্তাই মনে উদিত হয়। ইহাই তো স্বাভাবিক। যাহারা জীবনে কেবল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই অর্জন করিয়াছে, ইন্দ্রিয়সুখের অন্বেষণ করিয়াছে, যাহাদের উচ্চতর আধ্যাত্মিক বৃত্তির অনুশীলন বা বিকাশ হয় নাই, মৃত্যুকালে মরণমূর্ছার সময় ইন্দ্রিয়বর্গ শিথিল হইয়া পড়িলে, হয় তাহাদের কোন জ্ঞানই থাকে না, মনে কোনও চিন্তাই উদিত হয় না, নচেৎ যে সকল বিষয়ের চিন্তা জীবিতকালে প্রবল ছিল তাহাই স্মৃতিপথে উদিত হয়। যাহারা জীবনে কেবল সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে, মৃত্যুকালে সেই সংসারের চিন্তাই তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আমার

স্ত্রীর কি গতি হইবে, পুত্র কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিবে, সঞ্চিত ধন কি উপায়ে রক্ষা পাইবে—ইহা ভাবিয়াই মুমূর্ষু মানুষের চিত্ত আকুল হইয়া উঠে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা জীবনে সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন, ভগবানের সহিত যাঁহাদের নিবিড় আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছে, মৃত্যুকালেও ভগবানের নাম বা চিন্তাই তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। কারণ অধ্যাত্মিক জ্ঞান বা চৈতন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর নির্ভর করে না। মরণমূর্ছার সময় ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল হইলেও আধ্যাত্মিক চৈতন্য বর্তমান থাকে। তাঁহারা ভাগবত ভাব নিয়াই দেহত্যাগ করেন এবং দেহান্তে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

অনেকে মনে করেন যে বাল্যকালে ধর্মানুষ্ঠান কি উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন নাই, বৃদ্ধকালই ধর্মানুষ্ঠানের সময়। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা বাল্যে বা যৌবনকালে এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে তাহারা বৃদ্ধকালে কিছুতেই চিত্তকে সমাহিত করিতে পারে না। কারণ জীবনব্যাপী বৈষয়িক চিন্তা চিত্তকে এরূপভাবে বিষয়প্রবণ করিয়া তোলে যে শেষ জীবনে ভগবচ্চিন্তা করিতে গেলেও অশান্ত মন বিষয়ের দিকেই ছুটিয়া যায়। তারপর বৃদ্ধকালে দেহ মন সমস্তই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। মন এত দুর্বল হয়, চিত্তবৃত্তি এরূপ কঠোর হইয়া উঠে যে তখন ভগবানে চিত্ত সমাধান অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে অন্তিমকালে কোনও গুরুর শরণাপন্ন হইয়া অথবা তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া সহজেই মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ভগবৎপ্রাপ্তির বা মোক্ষলাভের কোন সহজ উপায় বা রাজকীয় পথ (royal road) নাই। অন্তত গীতাতে এরূপ কোনও সহজ পথের নির্দেশ পাওয়া যায় না।

লৌকিক ধর্মসকল মুক্তিলাভের যেসব সহজ পথ দেখাইয়া দেয় তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্মযাজক আসিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, সারাজীবন পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীষ্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু (christian death) হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মিলে না। গীতার মতে সমস্ত জীবন ভগবচ্চিন্তায় চিত্ত নিরত (সদা তদ্ভাবভাবিতঃ) থাকিলে মৃত্যুকালে তাঁহারই কথা মনে উদিত হইবে। সুতরাং মুক্তিলাভের নিমিত্ত মানুষকে সমগ্র জীবন ভগবানের চিন্তা করিতে হইবে, তাঁহারই প্রিয় কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, তাঁহাকেই একান্তমনে ভজনা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনও সহজ পথ বা কোনও উপায় দ্বারা মানুষের মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥ ৭

অন্বয় : তস্মাৎ (সেইহেতু) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়) মাম্‌ অনুস্মর (আমাকে স্মরণ কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর) ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (আমাতে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট হইলে) অসংশয়ং মাম্‌ এব এষ্যসি (নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ : তস্মাৎ—যেহেতু অন্তকালে যেরূপ ভাবনা তদ্রূপ দেহান্তরপ্রাপ্তির কারণ,

সেই হেতু (শ)। **সর্বেষু কালেষু**—সর্বকালে, মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। **যুধ্য চ**—যুদ্ধ কর, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর। **ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**—আমাতে [বাসুদেবে] অর্পিত মন এবং বুদ্ধি যাহার, সর্বদা মচ্চিন্তনপর (ম)। **মাম্ এব এষ্যসি**—আমাতে আগমন করিবে, অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। **অসংশয়ম্**—ইহাতে সন্দেহ নাই (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ জীবিতকালে যে চিন্তা চিত্তে সর্বদা বর্তমান থাকে মৃত্যুকালে তাহাই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। সেই হেতু জীবিতাবস্থায় সর্বদা আমাকে স্মরণ কর। ক্ষাত্রয়ের কর্তব্য যুদ্ধ কর অর্থাৎ তোমার স্মরণ পালন কর। তোমার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত হইলে নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটি গীতার অমূল্য শ্লোকাবলির অন্যতম। আমরা সাধারণত আমাদের জীবনকে সাংসারিক কর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লই। দিবসের কতক সময় ধর্মানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া সেই সময়ে ভগবানকে স্মরণ, পূজন, অর্চনা প্রভৃতি করিয়া থাকি, কিন্তু সাংসারিক কর্ম করিবার সময় ভগবানের স্মরণ করা আবশ্যক মনে করি না। গীতা কিন্তু আমাদিগকে অন্য উপদেশ দেয়। গীতায় বলা হইয়াছে আমাদিগকে সর্বদা ভগবানের স্মরণ করিতে হইবে। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া অন্য সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তিনি চান তাঁহার নিকট আমাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হউক, তিনি চান আমাদের প্রতি কর্মে, তাহা ধর্মানুষ্ঠান কি সাংসারিক কর্মই হউক, আমাদের প্রতি চিন্তায় তাঁহাকে স্মরণ করি।

কিন্তু সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করা, প্রতি কর্মে প্রতি চিন্তায় তাঁহার প্রেরণা অনুভব করা সহজসাধ্য নহে। কাহারও প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি বা প্রেম না থাকিলে তাহার চিন্তা সর্বদা মনে উদয় হয় না। কেহ যাহাকে মনে প্রাণে ভালবাসে একমাত্র তাহাকেই সর্বদা স্মরণ করিতে পারে। সুতরাং ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিতে হইলে তাঁহাকে একান্তভাবে ভালবাসা দরকার। ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিতে পারে না। তারপর ভগবানকে স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভক্ত সাধককে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বধর্মোচিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তাঁহার স্বধর্মোচিত কর্ম। এই কারণে অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যুদ্ধ বলিতে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মোচিত সমস্ত কর্মই বোঝায়। সুতরাং প্রত্যেক নরনারীকে সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাহার স্বধর্মোচিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে—ইহাই গীতার মহান উপদেশ।

অপরদিকে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে সমগ্র মানবজীবনই একটা যুদ্ধের ব্যাপার। প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয়। মানুষের সমস্ত জীবনই একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে সর্বদাই যুদ্ধ করা প্রয়োজন। তারপর যুদ্ধ বলিতে যে কেবল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ বোঝায় তাহা নহে। আমাদের কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস প্রভৃতির সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সংযমও একটা যুদ্ধেরই ব্যাপার। বাহ্যিক যুদ্ধ অপেক্ষা এই অন্তর্যুদ্ধ অনেক কঠিন। মন ও বুদ্ধিকে

সর্বদা জাগ্রত রাখিয়া সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণপূর্বক এই জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাস যোগদ্বারা যুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তদ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি (দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ অভ্যাসযোগযুক্তেন—অভ্যাসই [মৎস্মরণের পুনঃপুনঃ আবৃত্তিই] যোগ তদ্দ্বারা যুক্ত (ব); অভ্যাসই [সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ] যোগ [উপায়] তদ্দ্বারা যুক্ত (শ্রী)। নান্যগামিনা—যাহা প্রযত্ন বিনা অন্য বিষয়ে কখনও যায় না (ম)। দিব্যম্—প্রকাশাত্মক (শ্রী); সূর্যমণ্ডলবর্তী জ্যোতিস্বরূপ (শ)। পরমম্—শ্রেষ্ঠ, নিরতিশয়। অনুচিন্তয়ন্—শাস্ত্রাচার্যোপদেশে অনুধ্যান করিয়া (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত না হইয়া একাগ্রচিত্তে বারংবার অভ্যাস দ্বারা প্রকাশাত্মক সেই দিব্য পরমপুরুষের চিন্তা করিলে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে যে পরমপুরুষের কথা বলা হইয়াছে ইনিই পুরুষোত্তম ভগবান পরম পিতা পরমেশ্বর। ইনি একাধারে সগুণ ও নির্গুণ, বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতীত। এই পরমপুরুষকে পাইতে হইলে অনন্যমনা হইয়া অভ্যাস-যোগদ্বারা সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে।

অভ্যাসযোগযুক্তেন—চিত্তে একই প্রকার প্রত্যয় সর্বদা প্রবাহিত হইলে তাহাকে অভ্যাস বলে। চিত্তকে অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া বারংবার একই বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত করিলে এবং এই অভ্যাসরূপ যোগ অর্থাৎ উপায় বা সমাধিদ্বারা একাগ্রতা জন্মিলে চিত্ত আর অন্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না এবং মৃত্যুকালে ভগবচ্চিন্তাই মনে উদিত হয়। এই অভ্যাস গঠনের উপর গীতাতে সর্বত্রই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কোনও নিয়মিত কর্মের অনুষ্ঠান বা চিন্তার উদ্রেক করিতে হইলে তদনুকূল অভ্যাস গঠন দরকার। ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিলে ভগবচ্চিন্তা আপনা হইতেই মনে উদিত হয়।

নান্যগামিনা—যে চিত্ত অন্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না, সর্বদা এক বিষয়েই নিবিষ্ট থাকে তাহাকেই অনন্যগামী চিত্ত বলা যায়। মানুষের চিত্ত স্বভাবত নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, বিশেষত যে সকল বিষয় তাহার একান্ত প্রিয়, মন সর্বদাই তাহাদের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে চাহে। কাজেই মনকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য বিষয়ের কোন চিন্তাই মনে উদিত হইবে না। ইহার অর্থ এই যে অন্য বিষয়ের প্রতি চিত্তের কোনও উন্মুখতা বা প্রবণতা থাকিবে না, সচেষ্ট না হইলে স্বভাবত উহা অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

অন্বয় : কবিম্ (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (চিরবর্তমান) অনুশাসিতারম্ (সর্বনিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (অণু হইতেও অণু) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যস্বরূপ) আদিত্যবর্ণম্ (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ) সর্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা) তমসঃ পরস্তাৎ (প্রকৃতির পর বর্তমান) [স্থিতং পুরুষম্] প্রয়াণকালে (মৃত্যুসময়ে) অচলেন মনসা (স্থির মনদ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যোগবলেন চ (এবং যোগবলদ্বারা) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রুযুগলের মধ্যে) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য (প্রাণকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া) যঃ অনুস্মরেৎ (যিনি স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি (সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন) ।

শব্দার্থ : কবিম্—ক্রান্তদর্শী (শ) ; ত্রিকালদর্শনহেতু সর্বজ্ঞ (শ্রী) । পুরাণম্—চিরন্তন, পুরাতন, সর্বকারণত্বহেতু অনাদিসিদ্ধ (শ্রী) । অনুশাসিতারম্—সর্বজগতের প্রশাসিতা (শ) ; সর্বজগতের নিয়ন্তা (ম) ; জগতের অন্তর্যামী (নী) । অণোঃ অণীয়াংসম্—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর (শ) । সর্বস্য ধাতারম্—সমস্ত কর্মফলের বিভাগপূর্বক দাতা (শ) ; সকলের পোষক (শ্রী) ; সকল জগতের ধারক (ব) । অচিন্ত্যরূপম্—অপরিমিত মহিমাহেতু যাহার চিন্তা করা যায় না । আদিত্যবর্ণম্—সূর্যের ন্যায় নিত্যচৈতন্য-প্রকাশ বর্ণ [স্বরূপ] যাহার (শ) ; সূর্যের ন্যায় সকল জগতের অবভাসক বর্ণ [প্রকাশ] যাহার । তমসঃ পরস্তাৎ—মোহান্ধকারের পারে, প্রকৃতির পরপারে । প্রয়াণকালে—মরণকালে (শ) । অচলেন মনসা—নিশ্চল বিক্ষেপরহিত মনদ্বারা (শ্রী) ; একাগ্র মনদ্বারা (ম) । যোগবলেন—যোগের বল যোগবল [সমাধিজ সংস্কারপ্রচয়জনিত স্বচিত্তস্থৈর্যলক্ষণ]-তাহাদ্বারা, সমাধিবল দ্বারা (ম) । আবেশ্য—স্থাপিত করিয়া । দিব্যম্—প্রকাশাত্মক । পরং পুরুষম্—পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে ।

শ্লোকার্থ : যিনি দেহত্যাগকালে ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে পূর্বানুষ্ঠিত সমাধিলব্ধ সংস্কারবশে চিত্তকে স্থির করিয়া ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপনপূর্বক দিব্য পরমপুরুষকে স্মরণ করেন তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হন । সেই পরমপুরুষ কিরূপ ? তিনি সর্বজ্ঞ, চিরন্তন, সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা, সকলের পোষক ও কর্মফলবিধাতা । তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মন ও বুদ্ধির অগম্য, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানাত্মক মোহান্ধকারের অতীত ।

ব্যাখ্যা : (৯ম ও ১০ম শ্লোক)—যে পরমপুরুষের কথা পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে সেই পরমপুরুষের স্বরূপ কি এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে কিভাবে চিন্তা করিতে হইবে এই শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বলা হইয়াছে । নবম শ্লোকে তাঁহার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এইরূপ :

এই পরমপুরুষ কবি, তিনি সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের দ্রষ্টা ; তাঁহার অবিদিত এই বিশ্বে কিছুই নাই এবং থাকিতে পারে না । তিনি পুরাণ, চিরন্তন পুরুষ, তিনিই সকলের আদি । তিনি অনুশাসিতা—এই পরমপুরুষ সমস্ত জগতের শাসনকর্তা । ইঁহারই শাসনে সূর্য কিরণ দান করে,

বায়ু প্রবাহিত হয়, চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণদানে জগৎ উদ্ভাসিত করে । শ্রুতি বলেন : হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনপ্রভাবে সূর্য ও চন্দ্র ধৃতরূপে বর্তমান আছে ।[১]

তিনি অণু হইতেও অণু—সূক্ষ্ম আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যত সূক্ষ্ম কল্পনা করা যায় তাহা হইতেও সূক্ষ্ম । তিনি সকলের বিধাতা—সমস্তের কর্মফল বিধান করেন । অপরিমেয়তা হেতু তাঁহার রূপ মন দ্বারা চিন্তা বা কল্পনা করা যায় না ।[২] শ্রুতি আরও বলেন : তিনি সূর্যের ন্যায় জগতের সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন । তিনি অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে অবস্থিত । তাঁহার প্রকাশে অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার বিনাশ হয় । তিনি প্রকৃতির অতীত বা ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন । আমি এই মহান, স্বপ্রকাশরূপ অবিদ্যাতীত পুরুষকে জানি । তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় । মুক্তিলাভের অন্য কোনও পথ নাই ।[৩]

মৃত্যুকালে ধ্যানসমাহিত মনে চিন্তা করিলে এই পরমপুরুষকে পাওয়া যায় । কি প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে তাহা দশম শ্লোকে বলা হইয়াছে :

(১) মনসা অচলেন—মনকে বাহ্যবিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া একেবারে অচল অর্থাৎ স্থির করিতে হইবে, যেন কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ না হয় ।

(২) ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইতে হইবে । এই ভগবদ্‌ভক্তি গীতার বিশেষত্ব । যোগশাস্ত্রে ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হয় নাই । কিন্তু গীতাতে ভক্তির মাহাত্ম্যই বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ।

(৩) যোগবলেন ভ্রুবঃ প্রাণম্ আবেশ্য—যোগশক্তি দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিতে হইবে । প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে আনিতে পারিলে অচিরে প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে ।

ইহাই ছিল দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা । প্রাচীনকালের মুনি, ঋষি ও রাজর্ষিগণ এই উপায়েই দেহত্যাগ করিতেন । তাঁহারা আমাদের মত রোগে ভুগিয়া জীর্ণদেহে অবশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন না । কালিদাসও রঘুবংশের রাজগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা যোগদ্বারা দেহত্যাগ করিতেন 'যোগেনান্তে তনুত্যজাম্' ।[৪]

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

অন্বয় : বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ অক্ষরং বদন্তি (যাঁহাকে অক্ষর বলেন) যৎ বীতরাগাঃ যতয়ঃ (বীতরাগ যতিগণ) যৎ বিশন্তি (যাঁহাতে প্রবেশ করেন) যৎ

---

১ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ।। বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

২ র্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।। তৈত্তিরীয় ২।৯

৩ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।। শ্বেতাশ্বতর ৩।৮

৪ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

ইচ্ছন্তঃ (যাঁহাকে পাইতে চাহিয়া) ব্রহ্মচর্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য পালন করেন) তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে (সেই পরমপদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিব)।

শব্দার্থ ঃ বেদবিদঃ—বেদার্থজ্ঞ, বেদার্থবিদ্‌গণ, উপনিষৎ যাঁহারা জানেন (নী)। যৎ অক্ষরম্—যে অবিনাশী (শ); 'ওম্' ইতি বাচক (ব), অবিনাশী ওঙ্কারাখ্য ব্রহ্ম (ম)। বীতরাগাঃ—নিঃস্পৃহ (ম)। যতয়ঃ—যতনশীল সন্ন্যাসিগণ (ম); প্রযত্নবান্‌গণ (শ্রী)। বিশন্তি—সম্যক্ দর্শনলাভ করেন, নদী যেরূপ সাগরে প্রবেশ করে তদ্রূপ। ইচ্ছন্তঃ—জ্ঞানলাভেচ্ছু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ (ম)। ব্রহ্মচর্যম্—গুরুকুলে বাসপূর্বক ব্রহ্মচারীর ব্রত (ম)। চরন্তি—যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করেন (ম)। তৎ—সেই অক্ষরাখ্য (ম); ব্রহ্মাখ্য। পদম্—বর্ণত্রয়াত্মক পদ, পদনীয় [লভ্য] স্থান (শ); বিষ্ণুর পরম পদ (নী)। প্রবক্ষ্যে—তাঁহার প্রাপ্তির উপায় বলিব (শ্রী)। যাহাতে তোমার বোধ হয় এরূপ ভাবে বলিব (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অক্ষর নামে অভিহিত করেন, অনাসক্ত যতিগণ যাঁহার সম্যক দর্শনলাভ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটি কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের অনুরূপ, যথা ঃ যাবতীয় বেদ যে পদের ঘোষণা করে, সকল প্রকার তপস্যা যাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভার্থ ব্রহ্মচর্য সংসাধিত হয় তোমাকে সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি, তাহা ওঁ।[1]

যদক্ষরং বেদবিদঃ বদন্তি—যাঁহাকে বেদার্থবিদ্‌গণ অক্ষর বা অবিনাশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থানে 'যৎ' শব্দ অক্ষর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের প্রতীক ওঙ্কার বা বিষ্ণুর পরমপদ বুঝাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই তিনটিই একার্থক। অক্ষর ব্রহ্মই গন্তব্য বা প্রাপ্য স্থান এবং ওঙ্কার তাহারই প্রতীক। বিভিন্ন শ্রুতিতে বহুবার একথাই বলা হইয়াছে।

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ—বিষয়বিরাগী যতিগণ তাঁহাদের জ্ঞানসাধনা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মপদেই প্রবেশ করেন।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি—যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত অনুষ্ঠান করেন। ইঁহারা আজীবন ব্রহ্মচারী। গুরুকুলে বাস করিয়া যাঁহারা বিবিধ উপায়ে সংযমব্রতের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই ব্রহ্মচারী। এই ব্রহ্মচর্যব্রত প্রাচীনকালে ভগবদ্‌জ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত।

> সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
> মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
> ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
> যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ সর্বদ্বারাণি সংযম্য (সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া) মনঃ হৃদি নিরুধ্য

১ সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ কঠ ১।২।১৫

(মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া) মূর্ধ্নি প্রাণম্ আধায় (মূর্ধা অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে প্রাণকে রাখিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (আত্মসমাধিরূপ যোগে স্থিত হইয়া) ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (ওম্ একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে) মামনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ (আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া) যঃ প্রযাতি (যিনি প্রস্থান করেন) স পরমাং গতিং যাতি (তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ সর্বদ্বারাণি—সমস্ত বিষয়োপলব্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার (শ্রী)। সংযম্য—স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া (ব)। হৃদি নিরুধ্য—অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা হৃদয়পদ্মে নিরুদ্ধ করিয়া, অন্তরের মধ্যেও বাহ্য বিষয়ের চিন্তা না করিয়া (শ্রী)। প্রাণম্ মূর্ধ্নি আধায়—প্রাণবায়ুকে অন্য সমস্ত স্থান হইতে নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে আনিয়া তথা হইতে নির্গতা সুষুম্না নাড়ীপথে কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য ও ললাট এবং ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপিত করিয়া (আ)। আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ—আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ ধারণাকে আশ্রয় করিয়া (ম)। ব্যাহরন্—অন্তরে উচ্চারণ করিয়া (ব)। অনুস্মরন্—নিকটে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধ্যান করিতে করিতে (ব)। পরমাং গতিং যাতি—মদ্রূপা প্রকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হন (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে সংযত করিয়া অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনকে হৃদয় হইতে নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ কোনও বাহিক বিষয়ের চিন্তায় মনকে লিপ্ত না করিয়া, প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া, যোগস্থৈর্য অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ 'ওম্' এই একাক্ষর উচ্চারণ করিয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগপূর্বক যিনি ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ দেহত্যাগকালে অক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া কি প্রকারে পরমপদ লাভ করা যায় তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ঃ

সর্বদ্বারাণি সংযম্য—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ঃ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বার। এই ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আমরা বাহির হইতে রূপরসাদি গ্রহণ করিয়া থাকি। এই ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে অর্থাৎ উহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে চিত্ত আপনিই শান্ত হয়।

মনঃ হৃদি নিরুধ্য—কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়সকল বিষয়বিমুখ হইলেও মন বিষয়ব্যাপারে বিচরণ করিতে পারে। কাজেই মনকে বিষয়ের চিন্তা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিতে হইবে।

মূর্ধ্নি আধায় প্রাণম্—প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করিতে হইবে। প্রাণবায়ুকে অন্য সমস্ত স্থান হইতে নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে আনিয়া তথা হইতে নির্গত সুষুম্না নাড়ীপথে কণ্ঠ, ভ্রূমধ্যে ও ললাটে, ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপিত করিয়া।

আস্থিতঃ যোগধারণাম্—এইরূপে প্রাণবায়ুকে স্থির করিতে পারিলে যোগধারণা বা যোগবিষয়ক স্থৈর্য অথবা আত্মবিষয়ক সমাধি হয়।

ওমিতি একাক্ষরং ব্রহ্ম—ওম্‌ (অ, উ, ম্‌) একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র। 'ও' এই একাক্ষর ব্রহ্মের বাচক এবং ব্রহ্মের প্রতীক, ওংকারই ব্রহ্ম।

যোগস্থৈর্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ওংকাররূপ পরম মন্ত্র উচ্চারণ অর্থাৎ জপ করিতে করিতে আমাকে (পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে) স্মরণ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। তিনি প্রথমত দেবযানমার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তারপর তথা হইতে মোক্ষলাভ করেন; তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তপস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) সততম্‌ অনন্যচেতাঃ (সর্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া) যঃ মাং নিত্যশঃ স্মরতি (যিনি আমাকে প্রত্যহ স্মরণ করেন) তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ (সেই নিত্যযুক্ত যোগীর) অহং সুলভঃ (আমি অনায়াসলভ্য)।

শব্দার্থ ঃ অনন্যচেতাঃ—অন্য বিষয়ে চিত্ত নাই (শ), মদেকনিষ্ঠ। নিত্যশঃ—প্রতিদিন (শ্রী); যাবজ্জীবন (ম); দীর্ঘকাল (শ)। সততম্‌—সর্বদা, নিরন্তর (শ)। নিত্যযুক্তস্য—নিত্যযোগীদিগের আবশ্যকীয় আহার বিহারাদি ও যম নিয়মাদিতে নিরত, সর্বদা অবহিত, সতত সমাহিত (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সাধক অন্য বিষয়ে চিত্ত অবহিত না করিয়া সারা জীবন সর্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্যসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট আমি অতি সুলভ অর্থাৎ তিনি অনায়াসে আমাকে লাভ করিতে পারেন; কিন্তু অন্যের পক্ষে আমাকে লাভ করা সহজ নহে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব কয়েক শ্লোকে মৃত্যুকালে যোগদ্বারা ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিয়া যে পরমপদপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা একটি প্রক্রিয়া মাত্র। আসল কথা হইল জীবনব্যাপী ভগবানকে স্মরণ এবং ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ। কারণ জীবন-ব্যাপী এই স্মরণে অভ্যস্ত না থাকিলে কেহই মৃত্যুকালে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিতে পারে না। যে সাধক অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট না করিয়া মদ্গতচিত্ত হইয়া যাবজ্জীবন আমাকে স্মরণ করেন, সর্বদা আমার সহিত যুক্ত থাকেন, এরূপ নিত্যযুক্ত যোগী সহজেই আমাকে লাভ করেন। মৃত্যুকালে আমার চিন্তা তাঁহার চিত্তে আপনা হইতেই উদিত হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে কোন প্রকার যোগপ্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় না।

ভক্তিপথ যে সহজ, তাহাদ্বারা ভগবানকে সে অনায়াসে পাওয়া যায়—এ কথা গীতাতে একাধিকবার বলা হইয়াছে। ভক্তের নিকট ভগবান অতি সুলভ। যিনি ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করেন, ভগবানও তাঁহার নিকট নিজ হইতেই উপস্থিত হন। তজ্জন্য তাঁহাকে কোন আয়াসসাধ্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় না।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্‌ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) দুঃখালয়ং অশাশ্বতং চ জন্ম (দুঃখের আলয়স্বরূপ ও অনিত্য এই জন্ম) ন পুনঃ আপ্নুবন্তি (পুনরায় প্রাপ্ত হন না) পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (কারণ তাঁহারা প্রকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন)।

শব্দার্থ ঃ সংসিদ্ধিম্‌ গতাঃ—মোক্ষাখ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মাম্‌ উপেত্য—আমাকে [ঈশ্বরকে] প্রাপ্ত হইয়া, আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া (শ)। অশাশ্বতম্‌—অস্থির, নশ্বর (ম); তুচ্ছ, অনবস্থিতস্বরূপ (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ বিশুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া আর দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্ম লাভ করেন না; কারণ তাঁহারা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে ভগবান পুরুষোত্তমকে কি প্রকারে সহজে লাভ করা যায় তাহাই বলা হইয়াছে। ভগবানকে লাভ করিলে, তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলে মৃত্যুর পর সাধককে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না; কারণ মানব-জীবনের যে পরম সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি তাহাই তিনি লাভ করেন।

দুঃখালয়ম্‌—মানবজন্ম বিবিধ দুঃখের আকর। প্রথমত গর্ভবাসদুঃখ; দশ মাস দশ দিন হেঁটমুণ্ডে, ঊর্ধ্বপদে, জননীজঠরে শয়ান থাকিতে হয়, তৎপর প্রসবকালীন কঠোর যন্ত্রণা। পৃথিবীতে জন্মলাভের পর মৃত্যু পর্যন্ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখভোগ। শোকদুঃখ, আধিব্যাধি সর্বদা লাগিয়াই আছে। আমরা যাহাকে সুখ বলি তাহা দুঃখেরই নামান্তর। কাজেই এই সংসার সর্বতোভাবে দুঃখেরই আলয়।

অশাশ্বতম্‌—মানুষের জীবন অতি ক্ষণভঙ্গুর, এই আছে এই নাই। কখন কাহার মৃত্যু হইবে কেহই বলিতে পারে না। এহেন ক্ষণভঙ্গুর জীবনে স্থায়ী সুখের আশা বৃথা। তারপর জীবন যেমন দুঃখবহুল মৃত্যুও তেমনি কষ্টপ্রদ। কাজেই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ।

জীবের এই চিরন্তন দুঃখের মোচন কি প্রকারে হইতে পারে তাহাই ধর্মশাস্ত্র-সমূহের প্রতিপাদ্য। গীতার এই শ্লোকে ভগবান নিশ্চিতভাবে বলিতেছেন—হে শোকদুঃখপীড়িত জীব, কেবল আমার নিকট উপস্থিত হইলে, আমাকে পাইলেই তোমার এই দুঃখ মোচন হইতে পারে। ইহা ছাড়া উপায় নাই, অন্য কোন পথ নাই।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) লোকাঃ (লোকেরা) আব্রহ্মভুবনাৎ পুনরাবর্তিনঃ (আব্রহ্ম ভুবন হইতে পুনরাবর্তন করে) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) মাম্‌ উপেত্য (আমাকে পাইলে) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনরায় জন্ম হয় না)।

শব্দার্থ ঃ আব্রহ্মভুবনাৎ—ব্রহ্মার ভুবন [বাসস্থান] ব্রহ্মভুবন [ব্রহ্মলোক], ব্রহ্মলোক সহ সমস্ত লোক (ম); ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া লোকসকল (শ্রী)। লোকাঃ—সর্ব-লোকান্তবর্তী জীবসকল। পুনরাবর্তিনঃ—পুনরাবর্তনশীল (ম); কর্মক্ষয়ে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, মনুষ্যগণ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিয়াও তথা হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে ; কিন্তু যিনি আমাকে প্রাপ্ত হন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা : ইহজন্মে ব্রহ্মোপাসনা অথবা যোগবলে দেহত্যাগ প্রভৃতি উপায়ে যাঁহারা ব্রহ্মলোক অবধি গমন করেন তাঁহাদিগকেও পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। ব্রহ্মলোকই পরলোকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান। যোগীপুরুষগণই এই লোকে গমন করেন। কিন্তু এই ব্রহ্মলোকে পৌঁছিলেও মানবাত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মার দিবসারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কেবল যাঁহারা ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে সাধনা দ্বারা সম্যক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মার পরমায়ুর সঙ্গে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। তাঁহাদিগকে আর এ-সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি।

গীতার মতে একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেই সাধক জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করেন। অন্য সকলকেই সংসারে বারংবার যাতায়াত করিতে হয়। এই মুক্তি ইহজীবনেও লাভ করা যায়। ইহারই নাম জীবন্মুক্তি। এই মুক্তিলাভের পক্ষে ভগবদ্ভক্তিই প্রধান সাধনা। যিনি অনন্যমনা হইয়া সারাজীবন ভগবানকে স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তি অতি সহজেই তাঁহাকে লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন (তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ)।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

অন্বয় : সহস্রযুগপর্যন্তম্ (সহস্রযুগ পর্যন্ত) ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (ব্রহ্মার যে দিন) যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং চ (এবং সহস্রযুগান্ত যে রাত্রি [যাহারা] বিদুঃ (জানেন) তে জনাঃ (তাঁহারাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রির বেত্তা)।

শব্দার্থ : সহস্রযুগপর্যন্তম্—মনুষ্যপরিমাণে সহস্র যুগ [চতুর্যুগ] পর্যন্ত [অবসান] যাহার তদ্রূপ (ম)। ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার, প্রজাপতির (শ্রী)। বিদুঃ—জানেন, যোগবলে জানিতে পারেন (শ্রী)। অহোরাত্রবিদঃ—কালসংখ্যাবিৎ (শ) ; দিবারাত্রির প্রকৃত বেত্তা, সর্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : মানুষের গণনায় যাহা চতুর্যুগ এরূপ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐ পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার একরাত্রি—এই তত্ত্ব যাঁহারা যোগবলে সম্যক্ অবগত আছেন তাঁহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবেত্তা অর্থাৎ অহোরাত্রের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা : গত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের প্রত্যাবর্তন হয়। কতকালে এবং কিভাবে এই প্রত্যাবর্তন ঘটে এই শ্লোক এবং পরবর্তী দুই শ্লোকে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। সহস্রযুগ-পরিমিত কালে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং এক রাত্রিও সহস্রযুগব্যাপী। এস্থলে যুগ বলিতে বোঝায় চতুর্যুগ। এইরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর হয় এবং এরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু।

যে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মার এই দিবারাত্রির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ। যাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রালোচনা করিয়া চন্দ্রসূর্যের গতি নির্ণয়দ্বারা সময়ের পরিমাণ করেন তাঁহারা অল্পদর্শী। তাঁহাদিগকে অহোরাত্রবিৎ বলা যাইতে পারে না।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

অন্বয় : অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসের আবির্ভাবে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্বা ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি (সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়) রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি-সমাগমে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে (সেই অব্যক্তসংজ্ঞক মূল কারণে লয় পায়)।

শব্দার্থ : অহরাগমে—দিবসাগমে, ব্রহ্মার জাগরণসময়ে (শ)। অব্যক্তাৎ—প্রজাপতির স্বপ্নাবস্থা হইতে (শ) ; কারণরূপ অব্যক্ত হইতে (ম)। সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ—স্থাবর-জঙ্গম-লক্ষণ সমস্ত প্রজা (শ) ; চরাচর ভূতসমূহ (শ্রী) ; শরীর-বিষয়াদিরূপ ভোগ-ভূমিসকল (ম)। প্রভবন্তি—প্রাদুর্ভূত হয়, ব্যবহারক্ষমতা দ্বারা অভিব্যক্ত হয় (ম)। তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে—যথা হইতে আবির্ভূত সেই অব্যক্তসংজ্ঞক কারণে, প্রাগুক্ত নিদ্রাবস্থ প্রজাপতিতে (ম) ; কারণরূপে।

শ্লোকার্থ : ব্রহ্মার দিবস আরম্ভ হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণকালে অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রকাশমান সমস্ত বস্তুর আবির্ভাব হয়। আবার ব্রহ্মার রাত্রিকালে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় জীব সমুদয় সেই অব্যক্ত মূল কারণে লীন হয়।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

অন্বয় : পার্থ (হে অর্জুন) অয়ং স এব ভূতগ্রামঃ (এই সেই ভূতসকল) অবশঃ (কর্মাধীন হইয়া) ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রি উপস্থিত হইলে) প্রলীয়তে (লীন হয়) অহরাগমে প্রভবতি (দিবস আগত হইলে জন্মলাভ করে)।

শব্দার্থ : সঃ এব অয়ম্—যাহা পূর্বকল্পে ছিল সেই [আর কেহ নয়]। ভূতগ্রামঃ—ভূতগণের [প্রাণীসকলের] গ্রামঃ [সমূহ], প্রাণীজাত, স্থাবর জঙ্গমলক্ষণ ভূতসমুদয় (শ)। প্রলীয়তে—যাহা জন্মিয়াছিল তাহাই লয় প্রাপ্ত হয় [নূতন কেহ জন্মে না]। প্রভবতি—বারংবার লয়প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে। অবশঃ—অবিদ্যা কামকর্মাধীন (ম) ; অস্বতন্ত্র (শ) ; কর্মাদি পরতন্ত্র (শ্রী)।

শ্লোকার্থ : হে অর্জুন, এই সেই চরাচর সকল জীব (যাহারা পূর্বকল্পে বিদ্যমান ছিল) পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় ; পুনরায় ব্রহ্মার দিবাসমাগমে স্বকর্মের অধীন হইয়া জন্মলাভ করে।

ব্যাখ্যা : (১৮শ ও ১৯শ শ্লোক)—ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। এই কল্পারম্ভে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস উপস্থিত হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আবার কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি আরম্ভ হইলে প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপ বারবার হইতেছে। সুতরাং মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবকে কল্পে কল্পেই জন্মমরণ দুঃখভোগ করিতে হয়।

অব্যক্ত বলিতে এস্থলে ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা এবং ব্যক্ত বলিতে তাঁহার জাগরণাবস্থা

বোঝায়। ব্রহ্মা যখন নিদ্রিত থাকেন তখন ভূতগ্রাম অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হইয়া থাকে। আবার নিদ্রাভঙ্গে ব্রহ্মার যখন জাগরণ হয় তখন জীবগণও ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সমুদয় জীব এই প্রকারে অবশ হইয়া প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে—একবার প্রকাশ, আবার বিলয়, পুনরায় প্রকাশ, পুনরায় বিলয়। এই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর ব্যাপারে জীবের কোনও স্বাধীনতা নাই। সে কর্মফলের অধীন হইয়া প্রকৃতির বশে বারবার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অন্বয়ঃ তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ (সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ (অন্য অব্যক্ত সনাতন) যঃ ভাবঃ (যে ভাব আছে) সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু (সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হইলেও) সঃ ন বিনশ্যতি (সেই পদার্থ নাশপ্রাপ্ত হয় না)।

শব্দার্থ ঃ তস্মাৎ—পূর্বোক্ত ভূতগণের বীজভূত অবিদ্যালক্ষণাত্মক অব্যক্ত হইতে (শ); চরাচর স্থূলপ্রপঞ্চ কারণভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে (ম)। পরঃ—শ্রেষ্ঠ (ম); তাহারও কারণভূত (শ্রী)। অন্যঃ—ভিন্ন, অত্যন্ত বিলক্ষণ (ম)। অব্যক্তঃ—রূপাদির অভাববশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী)। সনাতনঃ—নিত্য (ম); সকল কার্যে সৎরূপে অবস্থিত, চিরন্তন (শ); অনাদি (শ্রী)। ভাবঃ—সত্তা, অক্ষরাখ্য পরম ব্রহ্ম। সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু—আকাশাদি সমস্ত ভূত নষ্ট হইলেও, ব্রহ্মাদি পর্যন্ত সমস্ত ভূতগ্রাম বিনাশ পাইলেও।

শ্লোকার্থ ঃ পূর্বে প্রকৃতির যে অব্যক্তাবস্থার কথা বলা হইয়াছে সেই অব্যক্তাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ আর একটি চিরন্তন অব্যক্ত সত্তা অর্থাৎ অক্ষরাখ্য পরমব্রহ্ম আছে যাহা সমস্ত চরাচর ভূতগ্রাম বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

অন্বয়ঃ [যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (যে অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত) তং পরমাং গতিম্ আহুঃ (তাহাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে) যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে (যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ মম পরমং ধাম (তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম)।

শব্দার্থ ঃ অব্যক্তঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, অতীন্দ্রিয় (শ্রী)। অক্ষরঃ—প্রকৃতির সংসর্গ হইতে বর্জিত, স্বরূপে অবস্থিত আত্মা। তম্—সেই অক্ষরসংজ্ঞক অব্যক্তভাব। পরমাম্—প্রকৃষ্ট (শ); উৎপত্তিবিনাশশূন্য স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ। গতিম্—পুরুষার্থবিশ্রান্তি (ম)। পরমম্—উপাধিদ্বারা অস্পৃষ্ট (নী); সর্বোৎকৃষ্ট (ম)। ধাম—বাসস্থান (শ); প্রকাশ (নী); স্বরূপ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যাহা অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত তাহাকেই পরম (শ্রেষ্ঠ) গতি বলা হয়। যাহা প্রাপ্ত হইলে অথবা যে স্থানে উপস্থিত হইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না তাহাই আমার পরম ধাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠস্বরূপ।

ব্যাখ্যা ঃ (২০শ ও ২১শ শ্লোক)—ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন বিশ্বের যে অব্যক্তাবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা চিরন্তন নহে কারণ উহা প্রকৃতিরই একটি অবস্থামাত্র। মূল-প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থার উপরেও আর একটি অব্যক্ত আছে যাহা বিশ্বের অতীত, উহার বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা শাশ্বত, সনাতন, অপরিবর্তনীয় এবং দেশকালের অতীত। সমস্ত বিশ্বের বিনাশ হইলেও ইহার বিনাশ হয় না। ইহাই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম। ইহার কোনও প্রতিমা নাই ('ন তস্য প্রতিমা অস্তি') অর্থাৎ তাহার কোনও আকৃতি বা প্রতিমূর্তি নাই। কোনও বিশেষণ দ্বারা ইহাকে বিশেষিত করা যায় না, মন বা বাক্য দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না। এই অক্ষর ব্রহ্মই পরমগতি, সর্বপুরুষার্থের বিশ্রামস্থান। ইহাই আমার (পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের) পরমধাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থান। ইহাই মানুষের মুক্তির, চিরনিবৃত্তির স্থান। এস্থান প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি (ভূতগণ যাহার অন্তঃস্থ) যেন ইদং সর্বং ততম্ (যাহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত) সঃ পরঃ পুরুষঃ (সেই পরমপুরুষ) তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ (কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারা লভ্য)।

শব্দার্থ ঃ যস্য—যে পুরুষের (শ); যে জগৎকারণভূত পুরুষের। অন্তঃস্থানি—মধ্যস্থ, অন্তর্বর্তী, কার্যভূত, যেহেতু কার্যকারণের অন্তবর্তী হয় (শ)। ভূতানি—কার্যস্বরূপ ভূতসকল [কার্যকারণেরই অন্তবর্তী] (ম); অথবা বীজে অন্তর্নিহিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব বিষয় ও স্থাবর জঙ্গমাদি (নী)। সর্বম্ ইদম্—সমস্ত জগৎ, এই সমস্ত কার্যজাত (ম)। ততম্—ব্যাপ্ত, যেরূপ আকাশদ্বারা ঘটাদি ব্যাপ্ত তদ্রূপ (শ)। অনন্যয়া—যাহার অন্য বিষয় নাই সেই প্রেমলক্ষণা আত্মবিষয়া (শ, ম); যাহাতে অন্য নাই সেই উপাস্য উপাসকের ভেদরহিত অহংগ্রহরূপা (নী)। ভক্ত্যা—জ্ঞান-লক্ষণা ভক্তি দ্বারা (শ); একান্ত ভক্তি দ্বারা (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ এই চরাচর ভূতগ্রাম যাঁহার অন্তর্নিহিত, যিনি এই সমস্ত জগৎ কারণ-রূপে ব্যাপ্ত আছেন সেই পরমপুরুষকে কেবল তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে যে পরমধামের কথা বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে লাভ করিতে হইবে এ-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—এই পরমপুরুষ, যাঁহার মধ্যে সর্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সর্বভূত বিস্তার করিয়াছেন, একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য।

এই পরমপুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন নহেন। যদিও তিনি বিশ্বাতীত, যদিও তিনি চির অব্যক্ত তথাপি এই অব্যক্ত অক্ষর পুরুষের মধ্যেই আমরা বিরাজ করিতেছি এবং এই অক্ষর হইতেই বিশ্বের উদ্ভব এবং বিস্তার হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন, 'অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্'—অক্ষর হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। এই পরমপুরুষই স্বীয় অব্যক্ত সত্তা হইতে বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে ধারণ, পালন ও রক্ষা করিতেছেন। ইনিই সকলের মাতা, পিতা ও

বন্ধু। আমরা এই পরমপুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি, ইঁহাতেই বাস করিতেছি, আবার অন্তিমকালে ইঁহাতেই আশ্রয় লইব।

ইনি আমাদের কেবল জ্ঞানের বিষয় নহেন। ইঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, শ্রদ্ধার সহিত আমাদের সব কিছু ইঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এই প্রকারের একনিষ্ঠ ভক্তি এবং প্রেমের দ্বারাই ইঁহাকে লাভ করা যায়, অন্য কোনও উপায় নাই। ভগবান একমাত্র ভক্তেরই সহজলভ্য

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ ভরতর্ষভ (হে অর্জুন) যত্র কালে প্রয়াতাঃ (যে কালে প্রয়াণ করিয়া) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব যান্তি (অপুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন) তং কালং বক্ষ্যামি (সেই কালের বিষয় বলিতেছি)।

শব্দার্থ ঃ প্রয়াতাঃ—প্রাণের উৎক্রমণান্তর গমনকালে, মৃত্যুর পরে। যোগিনঃ—উপাসকগণ (শ্রী); কর্মিগণ (শ); ধ্যানযোগিগণ ও কর্মযোগিগণ (ম)। অনাবৃত্তিং যান্তি—অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহ সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না। তং কালম্—সেই পুনরাবৃত্তির পথ ও অনাবৃত্তির পথ।

শ্লোকার্থ ঃ হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে কালে (মার্গে) গমন করিলে যোগিগণ মরণান্তে এই জগতে ফিরিয়া আসেন না এবং যেই কালে (মার্গে) গমন করিলে পুনরায় এ-সংসারে ফিরিয়া আসেন তাহাই বলিতেছি।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

অন্বয় ঃ অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (অগ্নি ও জ্যোতি) অহঃ শুক্লঃ (দিবস ও শুক্লপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস) তত্র প্রয়াতাঃ (সেই কালে বা পথে প্রয়াণ করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ অগ্নিঃ—কালাভিমানিনী [কালের অধিষ্ঠাত্রী] দেবতা (শ)। জ্যোতিঃ—কালাভিমানিনী অথবা অর্চিরভিমানিনী দেবতা (শ্রী)। অহঃ—দিবসের অভিমানিনী [অধিষ্ঠাত্রী] দেবতা (শ্রী)। শুক্লঃ—শুক্লপক্ষের দেবতা (শ); শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা (শ্রী)। ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্—উত্তরায়ণস্বরূপ ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা (শ্রী)। ব্রহ্ম গচ্ছন্তি—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ক্রমমুক্তি লাভ করেন (শ)) ব্রহ্মবিদঃ—ব্রহ্মোপাসকগণ (শ); ঈশ্বর উপাসক (শ্রী); সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সকল ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি মরণান্তে অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস—এই সকল কালে (এই সকল কালের অভিমানিনী দেবতাদের অনুবর্তনক্রমে) দেবযান পথে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

অন্বয় ঃ ধূমঃ (ধূম) রাত্রিঃ (রাত্রি) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন) তত্র (সেই কালে বা পথে) যোগী (যোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য (চন্দ্রসম্বন্ধীয় গতি বা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবর্তন করেন)।

শব্দার্থ ঃ ধূমঃ—ধূমাভিমানিনী দেবতা (শ)। রাত্রিঃ—রাত্রির অভিমানিনী দেবতা (শ)। কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণপক্ষদেবতা (শ)। ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্—ষণ্মাসাত্মক দক্ষিণায়নের অভিমানিনী দেবতা (ম)। যোগী—[এই পথে ভ্রমণকারী] কর্মী (শ); ইষ্টাপূর্ত দানকারী (ম)। চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ—তৎফল (শ) তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক (শ্রী)। প্রাপ্য নিবর্ততে—তথায় ইষ্টাপূর্ত কর্মফলভোগ করিয়া পুনরাবর্তন করে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সকল কর্মযোগী মরণান্তে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন মাস—এই সকল কালে (ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের অনুবর্তনক্রমে) পিতৃযানপথে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকের জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্গভোগান্তে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

অন্বয় ঃ জগতঃ (জগতের) এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী হি (শুক্লা ও কৃষ্ণা—এই দুই গতি) শাশ্বতে মতে (অনাদি বলিয়া কথিত) একয়া অনাবৃত্তিং যাতি (একটি দ্বারা পুনর্জন্ম হয় না) অন্যয়া পুনঃ আবর্ততে (অন্যটি দ্বারা পুনরায় জন্মলাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ এতে—পূর্বোক্ত। শুক্লকৃষ্ণে—শুক্লা [অর্চিরাদি গতি, জ্ঞানপ্রকাশময়ত্ব-হেতু ধবল], কৃষ্ণা [ধূমাদি গতি, জ্ঞানহীনত্ব এবং প্রকাশশূন্যত্বহেতু কৃষ্ণ] (শ), শুক্লকৃষ্ণপক্ষাশ্রিতা। গতী—পথদ্বয়, জ্ঞানপ্রকাশযুক্ত যোগীর শুক্লপক্ষ গতি এবং জ্ঞানপ্রকাশরহিত কর্মীর কৃষ্ণপক্ষ গতি (শ্রী)। জগতঃ—সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির। শাশ্বতে মতে—নিত্য বলিয়া অভিপ্রেত, অনাদিসম্মত (শ্রী); সংসারের অনাদিত্ব-হেতু। একয়া—শুক্লা অর্চিরাদি গতি দ্বারা (ম)। অনাবৃত্তিং যাতি—পুনর্জন্ম হয় না।

শ্লোকার্থ ঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ অর্চিরাদি ও ধূমাদি—এই দুইটি মার্গ অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। উহাদের একটি অর্থাৎ শুক্লগতি দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এবং অপরটি অর্থাৎ কৃষ্ণগতি দ্বারা সংসারে পুনরাগমন হয়।

ব্যাখ্যা ঃ (২৩শ—২৬শ শ্লোক)—মৃত্যুর পর দেহবিমুক্ত জীব পরলোকে যাইয়া কোন পথে গমন করে তাহাই ২৩শ হইতে ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরলোকস্থ আত্মার গমনের দুইটি পথ আছে—একটির নাম দেবযান অপরটির নাম পিতৃযান। এই পথদ্বয় শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রসম্মত। ব্রহ্মোপাসক অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ [illegible] পর প্রথমে অর্চিলোকে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে তথাকার [illegible]

দেবতা তাঁহাকে দিবসলোকে লইয়া যান; সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাকে শুক্লপক্ষ দেবতার লোকে বহন করেন। উক্ত দেবতা তখন তাঁহাকে উত্তরায়ণ দেবতার নিকট লইয়া যান। এইরূপে উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুল্লোক বা তড়িল্লোক প্রাপ্ত হন। বিদ্যুল্লোক পর্যন্ত গমন করিলে তথায় এক অমানব পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তিনি উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই মার্গকেই দেবযান মার্গ, অর্চিরাদি মার্গ, শুক্ল মার্গ বা উত্তরায়ণ মার্গ বলা হয়। যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গের উপাসক জ্ঞানযোগী তাঁহারাই এই পথে গমন করেন।

যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থরূপে বাস করিয়া ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগ, পূর্ত অর্থাৎ কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং সৎপাত্রে সাধ্যমত দানাদি কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারা উৎক্রান্তির পর প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তদনন্তর রাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ দেবতা এবং সর্বশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় তাঁহারা দেবতাগণের উপভোগ্যরূপে অবস্থান করেন। ইহার নাম পিতৃযান মার্গ, ধূমাদি মার্গ, কৃষ্ণ মার্গ বা দক্ষিণায়ন মার্গ। যাঁহারা দানযজ্ঞাদি পুণ্যফলে পিতৃযান মার্গে গমন করিয়া চন্দ্রলোকাদিরূপ স্বর্গলাভ করেন তাঁহারা তথায় কর্মানুরূপ কাল অবস্থানপূর্বক বিবিধ সুখভোগ করিয়া পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।

এস্থলে জ্ঞানী ও পুণ্যকর্মকারীদের বিভিন্ন গতির কথা বলা হইল। আর যাহারা এই সংসারে মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা অথবা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান কিছুই করে না, সর্বদা কেবল নিজের বা পরিজনের উদরপূর্তি এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টায় নিরত থাকে তাহারা উপরোক্ত পথদ্বয়ের কোন পথেই যাইতে পারে না। ইহারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি তির্যক্‌ যোনিতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে।[1]

১৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মলোক হইতেও মানুষকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, পক্ষান্তরে ২৬শ শ্লোকে বলা হইল যে দেবযান বা শুক্লমার্গে যাঁহারা গমন করেন তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া যাঁহারা সাধনবলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, ব্রহ্মার সহিত তাঁহাদের মুক্তি হয়। তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। আর যাঁহারা সেইরূপ জ্ঞানলাভে অসমর্থ হন তাঁহাদিগকে কল্পারম্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

ব্রহ্মলোক হইতে যে মুক্তিলাভ হয় তাহার নাম ক্রমমুক্তি বা বিদেহ মুক্তি। অদ্বৈতবাদিগণের মতে সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণেরই ক্রমমুক্তি হয়। যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক এবং যাঁহাদের এই সংসারেই সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না ('ন তেষাং প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি')। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না, জ্ঞানলাভ মাত্র জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের মুক্তিলাভ ঘটে; তবে প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত দেহধারণ করিতে হয়।

গীতাতে কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের এই মত গৃহীত হয় নাই। গীতার মতে

১ ছান্দোগ্য, ৫।১০।৮ মন্ত্র ও কঠ, ২।২।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। সগুণ ও নির্গুণ তাঁহারই দুইটি বিভাব। এই পরমেশ্বরকে যিনি অনন্যা ভক্তির সহিত উপাসনা করেন তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া ইহজন্মেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবান একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য, এবং ভগবানকে যিনি লাভ করেন তাঁহাকে আর এই মর জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) এতে সৃতী জানন্‌ (এই দুইটি পথ জানিয়া) কশ্চন যোগী (কোনও যোগী) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না) তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন (হে অর্জুন) সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব (সকল সময়েই তুমি যোগযুক্ত হও)।

শব্দার্থঃ এতে সৃতী—সংসার ও মোক্ষপ্রাপক এই দুই পথ (শ্রী)। জানন্‌—অর্চিরাদি পথ ও ধূমাদি সংসারে পুনরাগমনের পথ ঃ ইহা নিশ্চয় করিয়া। ন মুহ্যতি—মোহ প্রাপ্ত হয় না, ধূমাদিমার্গপ্রাপক কর্মকে কেবল কর্তব্য মনে করে না, সুখবুদ্ধিতে স্বর্গাদি ফল প্রার্থনা না করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হয় (শ্রী)। যোগযুক্তঃ—সমাহিত (শ); অর্চিরাদি গতির অনুচিন্তনরূপ যোগযুক্ত, সমাধিনিষ্ঠ (ব)।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, মোক্ষ ও সংসার—এই মার্গদ্বয়ের তত্ত্ব সম্যক অবগত হইলে যোগীপুরুষ আর মোহগ্রস্ত হন না অর্থাৎ সংসারের কাম্য কর্মে লিপ্ত হন না। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হও।

ব্যাখ্যাঃ যে যোগী অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত উপাসক পূর্বোক্ত দুইটি পথের কথা জানেন তিনি আর অজ্ঞানের মোহে পতিত হন না অর্থাৎ অজ্ঞানীর পথ অবলম্বনপূর্বক বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। তিনি ভক্তি ও জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ দানেষু এব (বেদে, যজ্ঞে, তপশ্চর্যায় এবং দানে) যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌ (যে পুণ্যফল উপদিষ্ট আছে) ইদং বিদিত্বা (ইহা জানিয়া) যোগী (যোগী) তৎ সর্বম্‌ অত্যেতি (সেই সমস্ত পুণ্যফল অতিক্রম করেন) পরম্‌ আদ্যং স্থানং চ উপৈতি (এবং উৎকৃষ্ট আদ্যস্থান লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ বেদেষু—সম্যগধীত বেদাভ্যাসে (শ)। যজ্ঞেষু—সাঙ্গোপাঙ্গ অনুষ্ঠিত (শ), শ্রদ্ধার সহিত সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত (ম) যজ্ঞসকলে। তপঃসু—মন, বুদ্ধি প্রভৃতির একাগ্রতা দ্বারা অনুষ্ঠিত শাস্ত্রোক্ত তপস্যায়, শ্রদ্ধার সহিত সুতপ্ত চান্দ্রায়ণাদি তপস্যায়। দানেষু—দেশ কাল পাত্রানুকূল দানে, উপযুক্ত দেশ কাল পাত্রে শ্রদ্ধার সহিত দানকর্মে

(ম)। তৎসর্বম্—সেই সমস্ত পুণ্যফল (শ)। অত্যেতি—অতিক্রম করিয়া গমন করে (শ); তৃণবৎ মনে করে। আদ্যম্—আদিকারণ ব্রহ্ম (শ); সর্বকারণ (ম)। স্থানম্—বিষ্ণুর পরমপদ (আ); নির্বিশেষ ব্রহ্ম (নী)। উপৈতি—প্রাপ্ত হয়, সর্বকারণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দানকর্মাদিতে যে সকল পুণ্যফল নির্দিষ্ট আছে তাহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগীপুরুষ সে সমুদয় অতিক্রম-পূর্বক জগতের আদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং সৎপাত্রে দান—এই সকল পুণ্যকর্মের যে ফল নির্দিষ্ট আছে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উচ্চ লোকে গমন), ভগবদ্ভক্ত যোগী সেই সমস্ত তুচ্ছ মনে করিয়া তাহা অতিক্রমপূর্বক আদি কারণ যে পরমপুরুষ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। গীতোক্ত যোগী জানেন যে দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এই মুক্তিলাভ কেবল ভগবানকে পাইলেই হইতে পারে। কিন্তু ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার সহিত একান্তভাবে যুক্ত হইতে হইবে; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হইতে হইবে। ইহা জানিয়া তিনি স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি ভগবানকে পাওয়ার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং এই প্রকারে ভগবানকে লাভ করিয়া সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।

বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি অপেক্ষা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলিত যোগের উৎকর্ষ গীতার অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। এখানেও তাহাই পুনরায় বলা হইল। এই অধ্যায়ে পরমপুরুষের স্বরূপ বর্ণনা, অক্ষর ব্রহ্মের তত্ত্ব, ব্রহ্মোপাসনা এবং মৃত্যু-কালে যোগবলে পরমপুরুষের ধ্যান ইত্যাদি বিষয় বলা হইয়াছে। এই কারণে ইহাকে অক্ষরব্রহ্মযোগ বলে।

অষ্টম অধ্যায়

॥ পরিশিষ্ট ॥

অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে "ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণমাবেশ্য" এবং দ্বাদশ শ্লোকে "মূর্ধ্নি প্রাণম্ আধায়" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভ্রূদ্বয় মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ুকে ধারণ করিবার যে কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্যক বুঝিতে হইলে দেহমধ্যে যে সকল চক্র অবস্থিত, আছে তাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করা দরকার। এই কারণে উক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থান্তর হইতে সংকলন করিয়া এইস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল ঃ

"মানুষের দেহস্থ নাড়ীসমূহের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ীই প্রধান। মেরুদণ্ডের বামভাগে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নাড়ীর স্থান এবং উভয়ের মধ্যভাগে সুষুম্না অবস্থিত। মেঢ্র অর্থাৎ লিঙ্গের ঊর্ধ্বে ও নাভির অন্তঃপ্রদেশকে কন্দ বা গ্রন্থিস্থান বলে। সেই স্থান হইতে নাড়ীসমূহ উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ী কন্দদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সুষুম্না নাড়ী অতি সূক্ষ্ম এবং চক্ষুর অগোচর হইলেও তাহার মধ্যে বজ্রাখ্যা নামক এক সূক্ষ্মতরা নাড়ী এবং বজ্রাখ্যার মধ্যে চিত্রিণী নামক আর এক সূক্ষ্মতরা নাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মনাড়ী নামে অতি সূক্ষ্ম এক নাড়ী মূলাধারস্থ শিবলিঙ্গ মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মস্তক-প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে আধারচক্র, স্বাধিষ্ঠানচক্র, মণিপুরচক্র, অনাহতচক্র, বিশুদ্ধচক্র, আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রদলচক্র নামে সাতটি চক্র আছে। ঐ সকল চক্রের আকার বিকশিত পদ্মের ন্যায়; এইজন্য ইহারা পদ্ম নামেও অভিহিত। প্রত্যেক পদ্মই সুষুম্না নাড়ী মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে সংলগ্ন।

সর্বনিম্ন চক্রের নাম আধারচক্র, ইহা মূলাধারচক্র নামেও অভিহিত হয়। এই পদ্ম চতুর্দল এবং তাহার মধ্যস্থল ত্রিকোণ যন্ত্রাঙ্কিত। এই পদ্মে কোটি সূর্যসমপ্রভ শিবলিঙ্গ অবস্থিত এবং তদূর্ধ্বে শিখাকারা সর্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা। এই চক্রে ডাকিনী শক্তি অবস্থিতা। আধারপদ্মের দল-চতুষ্টয় বং শং ষং ও সং—এই বর্ণচতুষ্টয় এবং মধ্যস্থলে লং এই পৃথিবীবীজ আছে।

তদূর্ধ্বে লিঙ্গমূল স্বাধিষ্ঠান পদ্মের স্থান। এই পদ্মের ছয়টি দল এবং তাহার মধ্যস্থলে বরুণমণ্ডল এবং তন্মধ্যে অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। এই পদ্মে রাকিনী শক্তি অবস্থিত। এই পদ্মের দলে বং, ভং, মং, যং, রং ও লং—এই ছয় বর্ণ এবং মধ্যস্থলে বং এই বরুণবীজ আছে।

তদূর্ধ্বে নাভিমূলে মণিপুর পদ্মের স্থান। এই পদ্ম দশ দল এবং তাহার মধ্যস্থলে অগ্নিমণ্ডল। তন্মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দশদলে যথাক্রমে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ও ফং—এই দশটি বর্ণ এবং মধ্যস্থলে রং এই অগ্নিবীজ আছে।

তদূর্ধ্বে হৃদয়প্রদেশে অনাহত পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্মের দ্বাদশ দল এবং মধ্যস্থলে বায়ুমণ্ডল। ইহাতে কাকিনীশক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দ্বাদশ দলে

যথাক্রমে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং—এই দ্বাদশ বর্ণ এবং মধ্যস্থলে যং এই পবনবীজ আছে।

তদূর্ধ্বে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্মের স্থান। এই পদ্মের ষোড়শ দল এবং উহার মধ্যস্থলে চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সুগোল নভোমণ্ডল। ইহাতে শাকিনী শক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের ষোড়শ দলে যথাক্রমে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ—এই ষোড়শ বর্ণ এবং মধ্যস্থলে হং এই বীজ আছে।

তদূর্ধ্বে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপদ্মের স্থান। এই পদ্ম দ্বিদল এবং তাহার মধ্যস্থলে শিব বিরাজিত। ইহাতে হাকিনীশক্তি অবস্থিতা। এই পদ্মের দুই দলে হং ও ক্ষং—এই দুই বর্ণ আছে।

তদূর্ধ্বে প্রণবাকার পরমাত্মস্থান এবং তদূর্ধ্বে চন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্বোপরি সহস্রদল পদ্মের স্থান। এই পদ্ম পঞ্চাশৎ-দল-সমন্বিত এবং তাহার মধ্যস্থলে পরম-পুরুষ বিরাজিত। এই পদ্মের পঞ্চাশৎ দলে অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্যন্ত পঞ্চাশ বর্ণ আছে। সহস্রদল বা সহস্রারাধিষ্ঠিত পরমপুরুষ পরব্রহ্ম, বিষ্ণুদেবতা, পরমহংস ও মোক্ষবিধাতা—এই বিভিন্ন নামে অভিহিত হন।

পূর্বে মূলাধারস্থিতা যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগামিনী করিয়া সহস্রার মধ্যস্থিত পরমপুরুষের সহিত মিলিত করাই ষট্‌চক্রভেদ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী দেবী মূলাধার-মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গকে সার্ধ ত্রিবেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতা আছেন। তিনি স্বীয় মুখ দ্বারা সুষুম্না-মধ্যগতা ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মদ্বার নামক রন্ধ্রপথ আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতা আছেন। তিনি স্বীয় মুখ দ্বারা সুষুম্না-মধ্যগতা ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মদ্বার নামক রন্ধ্রপথ আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতি করেন। প্রথমত সেই নিদ্রিতা শক্তিকে জাগরিতা এবং তদনন্তর তাহাকে ব্রহ্মদ্বার পথে ব্রহ্মনাড়ী মধ্যগতা করিয়া ক্রমশঃ এক এক পদ্ম ভেদ করিতে করিতে সহস্রদল পথে পরিচালন করাই ষট্‌চক্রভেদ নামক অনুষ্ঠানের প্রধান প্রয়োজন।

এই অতীব দুষ্কর মহদনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া সদ্‌গুরুর প্রদত্ত উপদেশ ব্যতীত শিক্ষা করা যায় না। যাঁহারা প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াতে অভ্যস্ত তাঁহারাই উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে এ-বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারেন। নিম্নে এ-বিষয়ে শাস্ত্রে যে প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে তাহাই উদ্ধৃত হইল ঃ

অষ্টাঙ্গ যোগের নিয়মানুসারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগ প্রক্রিয়ার সিদ্ধিলাভই ষট্‌চক্রভেদ ক্রিয়ার প্রধান উপায়। বিশেষত প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশঃ বায়ুর রোধ হইলে শরীরের লঘুতা, মনের নিরোধ এবং ধারণা প্রভৃতি শক্তির বৃদ্ধি হয়। তাদৃশ প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির দৈহিক বাহ্য তেজের অভাব হইলেও আভ্যন্তরীণ তেজ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন সাধকের দেহাভ্যন্তর ক্লেদশূন্য ও শিরাসমূহ সুনির্মল হয় এবং তাদৃশ অবস্থায় প্রাণবায়ু সহজেই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার উপযোগী হয়। এই অবস্থায় প্রাণবায়ু ও আভ্যন্তরীণ তেজেরপ্রভাবে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বোজিতা হইয়া উঠেন। তাঁহার মুখাচ্ছাদনে ব্রহ্মনাড়ীর ব্রহ্মদ্বার নামক রন্ধ্র আচ্ছন্ন থাকে। কুণ্ডলিনী উদ্বোজিতা ও জাগরিতা হইয়া ক্রমশঃ সরলতা পরিগ্রহ করিলে ব্রহ্মদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। তদনন্তর সাধকের অবিচলিত সাধনাপ্রভাবে দেবী ক্রমশঃ সেই

ব্রহ্মদ্বারপথে ব্রহ্মনাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বদিকে আরোহণ করিতে থাকেন। অতঃপর প্রথমতঃ মূলাধার, তদনন্তর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষটচক্র ভেদ করিয়া ক্রমশঃ সহস্র দলে উপনীত হইয়া তত্রত্য পরমপুরুষের সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপ অবস্থায় সাধক অননুভূত মোক্ষানন্দ উপভোগ করেন। কুণ্ডলিনী সহস্রারস্থিত পরমপুরুষ হইতে বিগলিত অমৃতরস পান করিয়া পুনরায় পূর্বপথে প্রত্যাগমন করেন এবং চক্রে চক্রে স্বকার্য সাধন করিয়া পুনরায় মূলাধারে উপস্থিত হন।

উপরে ষট্‌চক্র ভেদের যে প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল তদনুরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রাণ-বায়ুকে চালিত করিয়া আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত করা যায়। যোগপ্রক্রিয়াবলে প্রাণবায়ুকে প্রথমতঃ মূলাধার চক্র হইতে ঊর্ধ্বমুখে চালিত করিলে উহা ক্রমশঃ বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হয়। এই স্থানে সমানীত হইলেই প্রাণবায়ু অচিরে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে।

সুষুম্নানাড়ীর মধ্য দিয়া প্রাণবায়ুর পরিচালনই যোগশাস্ত্রের উপদেশ এবং উক্ত পথে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরিচালন ষট্‌চক্রভেদের উপদেশ। প্রকৃতপক্ষে প্রাণবায়ুর গতি ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির গতি এককালেই সংঘটিত হইয়া থাকে। উভয়ে বস্তুতঃ একই অনুষ্ঠানের ফল এবং একই কার্য।”

দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ-প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ নির্দেশ আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

মানুষের মরণকাল উপস্থিত হইলে প্রথমত বাগবৃত্তি মনে লয়প্রাপ্ত হয়। তৎপর অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিহীন হইয়া মনে এবং তাহার পর মনও বৃত্তিহীন হইয়া প্রাণে লীন হয়। সেই প্রাণ বৃত্তিহীন হইয়া অধ্যক্ষ অর্থাৎ জীবে বিলীন হয়। তদনন্তর সেই জীব সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিত প্রস্থান করে। কালে সেই সূক্ষ্মভূতপঞ্চে তাহার নূতন দেহের অংকুর জন্মে। যে পর্যন্ত সম্যক্ জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্ত মরণান্তে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহের ক্ষয় হয় না। মরণান্তে জীব সূক্ষ্মদেহ লইয়া পরলোকে প্রস্থান করে। সেই শরীর অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। স্থূল শরীরের ক্ষয় হইলেও সেই সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। সজীব স্থূল শরীরে যে উষ্ণতা বা তাপ অনুভূত হয় তাহা সূক্ষ্ম শরীরেরই তাপ। সূক্ষ্ম শরীর বিচ্যুত হইলে স্থূল শরীর মৃত ও তাপহীন হয়।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে জীবের ওক অর্থাৎ আয়তন ও হৃদয় সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। জীব ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়স্থিত নাড়ীমধ্যে আগমন করে, তখন তাহাও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন ভবিষ্যতে সে যে দশা প্রাপ্ত হইবে তদ্‌বিষয়ক ভাবনার উদয় হয় ; সে সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। অগ্রে হৃদয়ের প্রদ্যোতন বা প্রজ্বলন হওয়ার পর জীবের উৎক্রমণ ঘটিয়া থাকে।

নাড়ীমুখের প্রজ্বলন পর্যন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রাণের নিষ্ক্রমণ একই প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপর উভয়ের মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। হৃদয়ের প্রদ্যোতন বা প্রজ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার নামক মূর্ধন্য নাড়ীও বিকশিত হইয়া উঠে। এই নাড়ী সুষুম্না নামেও পরিচিত। উহা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সূর্যরশ্মির সহিত সংযুক্ত। জ্ঞানীর প্রাণ সুষুম্না পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য-রশ্মিকে অবলম্বনপূর্বক সূর্যলোকে উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন

করে। অজ্ঞানী জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি নানা অঙ্গপথে উৎক্রান্ত হয়, কিন্তু যোগী এবং জ্ঞানীদের উৎক্রমণ কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র-পথেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপে তাঁহাদের অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভ সহজেই ঘটে।

এই অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মোপাসকগণ দেবযান পথে গমন করেন। এই পথে শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিবস প্রভৃতি যে কালজ্ঞাপক শব্দের উল্লেখ আছে, বাস্তবিক উহারা কালজ্ঞাপক নহে। উহারা ভোগস্থান বা কোন প্রকার চিহ্নও নহে। উহারা ঐসকল স্থানের বা কালের অভিমানিনী দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহারা চেতন এবং আতিবাহিক। অর্চিরাদি পথে উৎক্রান্ত জীবসকল পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াহীন। সুতরাং তাহারা পরকীয় সাহায্য ব্যতীত গমনাগমনে অশক্ত। অর্চি প্রভৃতির অভিমানিনী চেতন আতিবাহিক দেবতারা ঐসকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়াহীন, সুতরাং চলিতে অশক্ত জীবগণকে বহন করিয়া লইয়া যান।

নবম অধ্যায়

॥ রাজযোগ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ইদং তু গুহ্যতমং (এই অতিগুহ্য) বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্‌ (বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান) অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি (অসূয়াবিহীন তোমাকে বলিব) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে)।

শব্দার্থঃ ইদম্‌—ব্রহ্মজ্ঞান (শ)। গুহ্যতমম্‌—অতিরহস্যহেতু সর্বাপেক্ষা গোপনীয় (ম)। বিজ্ঞানসহিতম্‌—বিজ্ঞান [অনুভব] যুক্ত (শ); বিজ্ঞান [উপাসনা] তৎসহিত (শ্রী); ব্রহ্মানুভব পর্যন্ত (ম)। জ্ঞানম্‌—পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান (ম)। অশুভাৎ—অমঙ্গলকর সংসারবন্ধন হইতে (শ); সর্বদুঃখহেতু সংসারবন্ধন হইতে (ম)। অনসূয়বে—অসূয়াশূন্য (শ); আমার বাক্যে দোষদৃষ্টিরহিত (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি আমার বাক্যে কোনও দোষ দর্শন কর না, এই কারণে অতি গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি বিষয়ে তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিব। ইহা অবগত হইলে তুমি অশুভ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্‌ ॥ ২

অন্বয়ঃ ইদং রাজবিদ্যা (ইহা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ) রাজগুহ্যম্‌ (অতি গুহ্য) পবিত্রম্‌ উত্তমম্‌ (ইহা অতি উত্তম এবং পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমম্‌ (প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় সহজে বোধগম্য) ধর্ম্যম্‌ (ধর্মসঙ্গত) কর্তুং সুসুখম্‌ (সুখসাধ্য) অব্যয়ম্‌ [চ] (এবং অব্যয়)।

শব্দার্থঃ ইদম্‌—এই ব্রহ্মবিজ্ঞান। রাজবিদ্যা—সকল বিদ্যার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (শ); অধ্যাত্মবিদ্যা। রাজগুহ্যম্‌—গুহ্য [গোপনীয়] বিষয়সমূহের রাজা [শ্রেষ্ঠ], অতি রহস্য। উত্তমং পবিত্রম্‌—সর্বোত্তম পাবন, প্রায়শ্চিত্তাদি যে সকল বস্তু লোককে পবিত্র করে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রত্যক্ষাবগমম্‌—প্রত্যক্ষ [স্পষ্ট] অবগম [অনুভব যাহার], দৃষ্টফল (শ); প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় বোধগম্য। ধর্ম্যম্‌—বেদোক্ত সর্বধর্মফলত্বহেতু ধর্মসঙ্গত (শ্রী)। অব্যয়ম্‌—অক্ষয়ফলহেতু অবিনাশী। কর্তুং সুসুখম্‌—সুখসাধ্য, অনায়াসে অনুষ্ঠিত।

শ্লোকার্থ ঃ আমি যে ভগবদ্‌জ্ঞানের কথা বলিতেছি তাহা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, সকল রহস্যের প্রধান। ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, চিত্তশুদ্ধিকর, ধর্মসঙ্গত, প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় স্পষ্ট বোধগম্য, অনায়াসে অনুষ্ঠেয় এবং অক্ষয় ফলপ্রদ।

ব্যাখ্যা ঃ (১ম ও ২য় শ্লোক)—অষ্টম অধ্যায়ের শেষ ভাগে সাধক দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর কি প্রকারে ক্রমমুক্তি লাভ করেন তাহাই বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ভক্তিমার্গের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইবে। ভক্ত যে ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করেন তাহাই সমগ্র জ্ঞান। কারণ ভগবান তাঁহার স্বরূপ এবং সমস্ত রূপৈশ্বর্য বিভূতির জ্ঞান ভক্তকে দান করেন ; ইহা শাস্ত্রাচার্যলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। তারপর ইহা কেবল ভগবানের স্বরূপ বা তত্ত্বজ্ঞানেই আবদ্ধ নহে, সাধকের আভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যিক কর্মেও ইহার বিকাশ হয়। কারণ ভক্ত কেবল ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি সেই জ্ঞানকে আভ্যন্তরীণ জীবনে ও বাহ্যিক কর্মে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহার উপাসনা কেবল ভগবানের ধ্যান ধারণাদিতে পর্যবসিত হয় না, তাঁহার সমগ্র জীবন ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত হয়।

এই ভক্তিলব্ধ পূর্ণজ্ঞানের কথাই বলিবেন বলিয়া ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন। এই জ্ঞান শ্রদ্ধা ব্যতীত লাভ করা যায় না। যাহারা শ্রদ্ধাহীন, গুরুবাক্যে যাহারা দোষ ধরে তাহারা এই জ্ঞানলাভের অধিকারী নহে। কিন্তু অর্জুন পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক তাঁহার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই কারণে গুরুবাক্যে পরম শ্রদ্ধাবান অর্জুনকে এই পরম রহস্যপূর্ণ ভক্তিতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই জ্ঞান লাভ করিলে সাধক সকল অশুভ হইতে মুক্ত হন, যে সংসারবন্ধন, যে অজ্ঞান তাঁহাকে এই নীচের প্রকৃতিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সাধক তখন স্বাধীন মুক্ত হইয়া ভাগবত জীবন লাভ করেন। সংসারের শোকদুঃখ আর তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারে না, পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অক্ষয় শাশ্বত শান্তি লাভ করেন।

ইহা রাজবিদ্যা—সকল বিদ্যার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। মানুষের যত প্রকার শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে তন্মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের আবার যত উপায় আছে তন্মধ্যে ভক্তিমার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইহা রাজগুহ্য—গুহ্য বা গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকালে সকল বিদ্যাই গুহ্য থাকিত, গুরু-পরম্পরা ব্যতীত কোন বিদ্যাই শিক্ষা করা যাইত না। ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা ছিল সকলের চেয়ে গুহ্য। তারপর ইহা অতিশয় রহস্যপূর্ণ।

ইহা উত্তম পবিত্র—ভক্তিলব্ধ জ্ঞান মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়া দেয়। হৃদয়কে পবিত্র করিবার যত উপায় আছে তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রকৃতির অধীনতা হইতেই চিত্তের মলিনতা জন্মে ; কিন্তু ভক্ত জ্ঞানী প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হন। ইহা লোকমুখে শ্রুত জ্ঞান নহে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। কাজেই ইহাদ্বারা চিত্তের সমুদয় সংশয়-সন্দেহ দূরীকৃত হয়। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় স্পষ্ট এবং সহজলভ্য।

কর্তুং সুসুখম্—এই ধর্ম জীবনে পরিণত করা সহজসাধ্য। এই জ্ঞান লাভ

করিতে কোনপ্রকার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান বা কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয় না। ভক্তিই এই জ্ঞানের মূল উৎস। ভগবানকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করিলে এবং তাঁহার শরণাগত হইলে তিনিই তাঁহার সমগ্র রূপ ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন, তিনিই সাধকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দেন।

ইহা ধর্ম্য—বেদোক্ত সনাতন ধর্মসঙ্গত। শাস্ত্রে ভক্তিমার্গের বহু প্রশংসা দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু এই ভগবদ্‌ভক্তি সাধককে অধর্ম হইতে ত্রাণ করে, পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্মের পথে লইয়া যায়।

ইহা অব্যয়—ইহা শাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম। অনাদি কাল হইতে লোকে এই ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। জাগতিক জ্ঞানের ন্যায় ইহা পরিবর্তনশীল নহে। অধিকন্তু ইহাদ্বারা ফললাভ হয়। কারণ ইহা যাগযজ্ঞাদির ন্যায় অচিরস্থায়ী কাম্যফলপ্রদ নহে, ইহা মোক্ষপ্রদ।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩

অন্বয় ঃ পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ (এই ধর্মে শ্রদ্ধাহীন লোকসকল) মাম্ অপ্রাপ্য (আমাকে না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্তন্তে (মৃত্যুপরিব্যাপ্ত সংসারপথে পরিভ্রমণ করে)।

শব্দার্থ ঃ অস্য—এই আত্মজ্ঞানাখ্য ভক্তিমিশ্র জ্ঞানলক্ষণাত্মক (শ্রী)। ধর্মস্য—আত্মজ্ঞানাত্মক ধর্মের (শ)। অশ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাবিরহিত (শ), আত্মজ্ঞানাখ্য ধর্মের স্বরূপে এবং ফলে অবিশ্বাসী (শ)। মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি—মৃত্যুযুক্ত সংসারের বর্ত্ম [নরক তির্যগাদি প্রাপ্তিমার্গ] তাহাতে (শ) ; সর্বদা জরামরণবন্ধ দ্বারা তির্যগাদি যোনিতে (ম)। নিবর্তন্তে—নিশ্চয় ভ্রমণ করে, পুনরায় ফিরিয়া আসে।

শ্লোকার্থ ঃ হে পরন্তপ, আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি ইহাতে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসঙ্কুল সংসারপথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ তাহারা মোক্ষলাভে অসমর্থ হইয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী দুই শ্লোকে যে ভক্তিমূলক ধর্মের কথা বলা হইয়াছে তাহা লাভ করিতে হইলে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কেবল তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কোনও আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনে প্রতিফলিত করা যায় না। যিনি শ্রদ্ধাবান ভক্ত তিনিই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কেবলই সন্দেহের চক্রে ঘুরিতে থাকে, কোন বিষয়েই আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, অতএব কোন সত্যও সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। শ্রদ্ধা যেমন ভক্তির মূল তেমনি বিশ্বাসও শ্রদ্ধার মূল। এই দৃশ্যমান জগতের অতীত এক পরম সত্তা আছেন যিনি জগতের স্রষ্টা, পালক এবং রক্ষাকর্তা, যিনি মানুষের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থিত, প্রকৃতির প্রভু এবং ঈশ্বর। এই বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি না থাকিলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে কি প্রকারে ? যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর

মানুষ কিন্তু মনে করে যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সব। এই অবিশ্বাস এবং নহে, যাহা মন-বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না তাহার অস্তিত্বই নাই। বিবিধ কামফল লাভের অশ্রদ্ধার ফলে সে ভগবানকে লাভ করিতে পারে না।